

সংযুক্ত-নিকায় ১

সংযুক্ত নিকায়

(প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)

অনুবাদক

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

ধর্মোদ্যম বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
কলিকাতা

সংযুক্ত-নিকায় ২

প্রকাশক :-

ডঃ সুকোমল চৌধুরী
৫০টি/১সি পটারী রোড
কলিকাতা- ৭০০০১৫

(প্রথম খণ্ড) প্রথম সংস্করণ : ১লা বৈশাখ ১৪০০ বাংলা,
(দ্বিতীয় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৪০০২ বাংলা,
মার্চ, ১৯৯৬ ইংরেজী।

কম্পিউটার কম্পোজ :

শ্রীমৎ পূর্ণ জ্যোতি ভিক্ষু

শ্রীমৎ যুক্তিবাদ ভিক্ষু

শ্রীমৎ আর্য বোধি ভিক্ষু

রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ।

প্রুফ সংশোধনে :

প্রথম খণ্ড:-

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু

দ্বিতীয় খণ্ড:-

শ্রীমৎ পূর্ণ জ্যোতি ভিক্ষু

রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা,

বাংলাদেশ।

প্রথম খণ্ডের নিবেদন

বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকের অন্যতম পিটক সূত্রপিটকের অন্তর্গত পঞ্চ নিকায়ের তৃতীয় নিকায় হচ্ছে সংযুক্ত নিকায়। সূত্র বর্গাদি এক একটির সঙ্গে এক একটির সংযোগ রয়েছে বলে এর নামকরণ হয়েছে সংযুক্ত নিকায়। এটি পাঁচ বর্গ বা বর্গে বিভক্ত, যথা-সগাথক বর্গ, নিদান বর্গ, খন্ধক বর্গ, সলায়তন বা ষড়ায়তন বর্গ ও মহাবর্গ। সংযুক্ত নিকায়ের সূত্র সংখ্যা গণনায় দেখা যায়-

সুত্তানং সহস্সানি সত্ত সুত্ত সতানি চ

দ্বাসট্ঠি চেব সুত্তন্তা এসো সংযুক্তসংগহো।

অর্থাৎ সাত হাজার সাতশ বাষট্ঠি সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থিত। বলা বাহুল্য, অমৃত রসসিক্ত, ভাবগর্ভ বুদ্ধবচনের গভীর তত্ত্ব আলোচনাই এর বিষয়বস্তু। অতএব অনুবাদকের অপুট বা প্রতিভার অভাবে এর মূল্যহানি হতে পারে না। প্রাণবান পাঠক মাত্রেরই তা পরম আদরণীয়।

বলা অপ্রসঙ্গিক হবে না, এটি সংযুক্ত নিকায়ের সগাথক বর্গেরই অনুবাদ। পাঠকগণের অবগতির জন্য বলা আবশ্যিক, দেশের স্বাধীনতার স্বল্পকাল পরেই অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেই এর অনুবাদ সম্পন্ন হয়। যিনি আমাকে এর মুদ্রণের আশ্বাস দিয়ে অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত করেছিলেন, তিনিই গ্রন্থখানির এক তৃতীয়াংশের অনুবাদের পাণ্ডুলিপির বিপুল আকার দেখে মুদ্রণে অনীহা প্রকাশ করেন। এখানেই আমার একাজে উৎসাহ ভেঙ্গে পড়ে। আমি ক্ষুণ্ণ মনে কাগজপত্ররাশির মধ্যে পাণ্ডুলিপি খানি রেখে দিই। দীর্ঘকাল পরে যখন কীটদষ্ট অবস্থায় তা আমার দৃষ্টি গোচর হয়, তখন আমার হতাশার সীমা থাকে না। তবুও ১৯৮৩ সালে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সগাথক বর্গ পর্যন্ত তা পুনরায় লিখি। বাকী অংশ কোন কাজে লাগেনি। যা হোক, আমার জীবন সায়াহ্নে হোম্পদ কল্যাণমিত্র ডঃ সুকোমল চৌধুরী ও শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ

জিনবোধি ভিক্ষুর সহৃদয় সহায়তায় এবং ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ
প্রকাশনীর সৌজন্যে তা মুদ্রিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
এজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

‘সংগীতি’

ইতি

বি ৬৮ বসুনগর, মধ্যম গ্রাম

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রবারণা পূর্ণিমা, ১৩৯৯

প্রথম খণ্ডের প্রকাশকের নিবেদন

সংযুক্তনিকায় পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের তৃতীয়
নিকায় গ্রন্থ। দীর্ঘাকারের সূত্রগুলিকে একত্রিত করিয়া যেমন
দীর্ঘনিকায় নামকরণ করা হইয়াছে, মধ্যমাকারের সূত্রগুলিকে
একত্রিত করিয়া যেমন মজ্জিমনিকায় নামকরণ করা হইয়াছে, তদ্রূপ
সমজাতীয় বিষয়কে সঙ্কলিত করিয়া এক একটি অধ্যায় গঠন করা
হইয়াছে বলিয়া ‘সংযুক্তনিকায়’ এই নাম। রোমান অক্ষরে লণ্ডনের
পালি টেক্সট সোসাইটী হইতে ইহাই প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়
১৮৮৪-১৯৯৮ সালে। প্রথম ৫ খণ্ডের সম্পাদনা করিয়াছেন Leon
Feer এবং ১৯০৪ সালে ৬ষ্ঠ খণ্ডের Index সম্পাদনা করিয়াছেন
শ্রীমতী রীজ ডেভিডস। ইতিপূর্বে অবশ্য সিংহলি, বর্মী এবং থাই
অক্ষরে ইহার মূল সংস্করণসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে রোমান,
বর্মী এবং সিংহলী সংস্করণ সমূহকে ভিত্তি করিয়া নব নালন্দা
মহাবিহার হইতে নাগরীলিপিতে ইহার পরিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত
করিয়াছেন ভদন্ত জগদীশ কাশ্যপ।

সংযুক্তনিকায়ের সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছিল ২০০-৪০০ খৃষ্টাব্দে
(মতান্তরে ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে)। ইহার নাম সংযুক্তগম। মূল সংস্কৃত
এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে ইহার চীনা অনুবাদ হইতে মূল সম্বন্ধে অবগত
হওয়া যায়।

সংযুক্তনিকায়ের ১ম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ এবং সুরিয়গোডা সুমঙ্গল থের। প্রকাশিত হয় ১১১৭ সালে। ২য় হইতে ৪র্থ খণ্ডের অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীমতী রীজ ডেভিডস্ এবং এফ, এল, উডওয়ার্ড। প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯২২, ১৯২৫, এবং ১৯২৭ সালে। ৫ম খণ্ডের অনুবাদ করিয়াছেন এফ, এল, উডওয়ার্ড এবং প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে।

১৯২৫ সালে উইলহেল্ম গাইগার সংযুক্তনিকায়ের কিছু অংশ অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। ইহার জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত হয় Nanden, Vol.XII-XVI-এ ১৯৩৫-১৯৪১ খৃষ্টাব্দে।

সংযুক্তনিকায়ের ১ম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ পালি সাহিত্য বিশারদ শ্রীযুক্ত শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনি এই অনুবাদ প্রকাশিত করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ তিনি করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন, কিন্তু অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হইয়াছে। জানি না ভবিষ্যতে ইহার পুনরুদ্ধার হইবে কিনা। কিন্তু আমরা মনে করি যে, সংযুক্তনিকায়ের মত একটি মূল্যবান গ্রন্থের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ ইহাতে যে অমূল্য রত্নরাজি আছে তাহার উপভোগ হইতে বঙ্গীয় পাঠকসমাজ তথা বৌদ্ধসমাজ বঞ্চিত হইতেছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ইহার অবশিষ্ট খন্ডসমূহের অনুবাদের জন্য পালি সাহিত্যানুরাগী গবেষকগণ আগাইয়া আসিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ

সুকোমল চৌধুরী
সম্পাদক
ধর্মাদার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

প্রাচ্যও প্রতীচ্যের সর্বত্র সমাদৃত বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত সূত্র পিটকের পঞ্চ নিকায়ের অন্যতম নিকায় গ্রন্থ সংযুক্ত নিকায়ের সগাথক বর্গের বঙ্গানুবাদ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হবার পর নিদান বর্গের অনুবাদের মুদ্রণ বস্তুত একটি অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। সংযুক্ত নিকায়ের এই দুই খণ্ডের অনুবাদ সম্পন্ন হয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় দিকে। মুদ্রণের সুযোগের অভাবে এগুলো দীর্ঘকাল অনাদরে অবহেলায় কীটদষ্ট অবস্থায় জীর্ণ কাগজ পত্রাশির মধ্যে পড়েছিল। কোনদিন এগুলো মুদ্রণের সুযোগ পাবে বলে মনে হয়নি। তবুও ১৯৮৩ সালে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সগাথক বর্গ পুনরায় লিখি। বলা আবশ্যিক, মাত্র কয়েক বৎসর আগে আমার জীবন সায়াহ্নে হোমস্পদ কল্যাণ মিত্র ডঃ সুকোমল চৌধুরী ও শ্রদ্ধেয় ডঃ জিনবোধি ভিক্ষু ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনীর সৌজন্যে ইহা মুদ্রণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমিও হর্ষোৎফুল্ল মনে পুনর্লিখিত এই পাণ্ডুলিপি তাঁদের হস্তে অর্পণ করি।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি, অনবধানবশত ইহার একটি সূত্রের একটি শ্লোক বাদ ছিল, ডঃ চৌধুরী মূলগ্রন্থ থেকে তা অনুবাদ করে যথাস্থানে সংযোজিত করেন। তাঁরা উভয়ে পরিশ্রম সহকারে প্রুফ সংশোধন ছাড়াও সূচীপত্রাদি যথারীতি প্রস্তুত করে সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে অবলীলাক্রমে পুরণো কাগজপত্রের মধ্যে নিদানবর্গের কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপিও আবিষ্কৃত হয়। তা পুনরায় লিখে তাঁদের দিই। তাঁরা সাগ্রহে তা মুদ্রণ করে আমাকে পুনরায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি, অনতিকালের মধ্যে পালি সাহিত্যবিদ উৎসাহী লেখকগণ সংযুক্ত নিকায়ের অবশিষ্ট বর্গত্রয়

সংযুক্ত-নিকায় ৭

অনুবাদ করে ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনীর মাধ্যমে মুদ্রণের ব্যবস্থা
করে বৌদ্ধ সাহিত্যপ্রেমী পাঠকবর্গের উপকার সাধন করবেন।

ইতি

‘সংগীতি’

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

পি ৬৮ বসুনগর, মধ্যমপ্রাম

উত্তর ২৪ পরগণা

মাঘী পূর্ণিমা, ১৪০২

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকের নিবেদন

সংযুক্ত নিকায় প্রথম খণ্ড আমরা প্রকাশিত করিয়াছি প্রায় তিন বৎসর পূর্বে (১লা বৈশাখ, ১৪০০)। বর্তমানে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। আমরা শ্রীযুক্ত শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট কৃতজ্ঞ, তিনি এই খণ্ডেরও বঙ্গানুবাদ আমাদের দান করিয়াছেন। আমরা প্রথম খণ্ডের নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী মহোদয় সংযুক্ত নিকায়ে সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অবাঞ্ছিত লোকের হস্তগত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। প্রথম দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপির কপি তিনি তাঁহার কীটদষ্ট জীর্ণ কাগজপত্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, অবশিষ্ট তিন খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজনকে অনুরোধ করিয়াছি- অপেক্ষায় আছি যদি তাঁহারা অবশিষ্ট তিন খণ্ডের বঙ্গানুবাদ আমাদের নিকট প্রদান করেন। অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৪০২

মার্চ, ১৯৯৬

সুকোমল চৌধুরী

সম্পাদক

ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

সূচীপত্র

সংযুক্ত নিকায়

১। দেবতা-সংযুক্ত

নলবর্গ-১	১-৫
(ওঘতরণ সূত্র, নিমোকথ-০, উপমেঘ্য-০, অচেত্তি-০, কতিহিন্দ-০, জাগর-০, অপ্পটিবিদিত-০, সুসম্বুদ্ধ-০, ন-মানকাম-০, অরএংএং-০)						
নন্দনবর্গ-২	২৫-১৩
(নন্দন সূত্র, নন্দতি-০, নথি পুত্তসম-০, খত্তিয়-০, সন্তিকায়-০, নিদ্ধাতন্দী-০, কুম্ম-০, হিরী-০, কুটি-০, সমিদ্ধি-০,)						
শক্তিবর্গ-৩	১৩-১৭
(সত্তি সূত্র, ফুসতি-০, জটা-০, মনোনিবারণ-০, অরহত্ত-০, পজ্জাত-০, সর-০, মহদ্ধন-০, চতুচক্ক-০, এণিজজ-০)						
সদালাপ-কায়িকবর্গ-৪	১৭-২৮
(সব্ভি সূত্র, মচ্ছরী-০, সাধু-০, নসত্তি-০, উজ্জানসএংএগী-০, সদ্ধা-০, সময়-০, সকলিক-০, পজ্জুন্নধীতু-০, চুল্লপজ্জুন্নধীতু-০)						
আদীপ্তবর্গ-৫	২৮-৩৩
(আদিপ্ত সূত্র, কিং দদং-০, অন্ন-০, একমূল-০, অনোমনাম-০, অচ্ছরা-০, বনরোপ-০ ইদং- হি-০, মচ্ছের-০, ঘটীকার-০)						
জরাবর্গ-৬	৩৪-৩৬
(জরাসূত্র, অজরসা-০, মিত্ত-০, বথু-০, জনেতি-০ (১), জনেতি-০ (২) জনেতি-০, উপ্পথ-০ দুতিয়া-০, কবি-০)						

সংযুক্ত-নিকায় ১০

অন্ধবর্গ-৭ ৩৬-৩৮

(নাম সুত্ত, চিত্ত-০, তণ্হা-০, সংযোজন-০, বন্ধন-০, অব্ভাহত-০,
উড্ডিত-০, পিহিত-০, ইচ্ছা-০, লোক-০,)

ঝাড়াবর্গ-৮ ৩৮-৪২

(ঝাড়া সুত্ত, রথ-০, বিভ-০, বুট্ঠি-০, ভীতি-০, ন জীরতি-০,
ইস্সর-০, কাম-০, পাথেয়-০, পজ্জাত-০, অরণ-০)

২। দেবপুত্র-সংযুক্তঃ

প্রথম বর্গ- ১ ৪২-৪৭

(কস্সপ সুত্ত, (১), কস্সপ-০ (২), মাঘ-০, মাগধ-০, দামলি-০,
কামদ-০, পঞ্চগলচন্ড-০, তায়ন-০, চন্দিম-০, সুরিয়-০)

অনাথপিণ্ডিকবর্গ-২ ৪৭-৫০

(চন্দিমস সুত্ত, বেণ্হু-০, দীঘল্‌ট্ঠি-০, চন্দন-০, বাসুদত্ত-০,
সুব্রহ্ম-০, কুকুধ-০, উত্তর-০, অনাথপিণ্ডিক-০)

নানাতীর্থ বর্গ- ৩ ৫১-৫৯

(সিব সুত্ত, খেম-০, সেরি-০, ঘটীকার-০, জম্ব-০, রোহিতস্স-০,
নন্দ-০, নন্দিবিলাস-০, সুসিম-০, নানাতীর্থ-০)

৩। কোশল-সংযুক্তঃ

প্রথম বর্গ- ১ ৫৯-৬৮

(দহর সুত্ত, পুরিস-০, রাজরথ-০, পিয়-০, অন্তরক্খিত-০, অল্পক-
০, অথকরণ-০, মল্লিকা-০, যএঃএঃ-০, বন্ধন-০)

দ্বিতীয়বর্গ- ২ ৬৮-৮১

(জটিল সুত্ত, পঞ্চরাজ-০, দোণপাক-০, পঠম সংগাম-০, দুতীয়
সংগাম-০, ধাতু-০, অপ্পমাদ-০, দুতীয় অপ্পমাদ-০, অপুত্তক-০,
দুতীয় অপুত্তক-০,

- তৃতীয়বর্গ-৩ ৮১-৯০
(পুগ্গল সুত্ত, অয্যাকা-০, লোক-০, ইস্সথ-০, পাব্বতুপম-০,
৪। মার-সংযুক্তঃ
- প্রথম বর্গ-১ ৯০-৯৫
(তপোকম্ম সুত্ত, নাগ-০, সুভ-০, পাস-০ (১) পাস-০ (২), সপ্প-
০, সোপ্পসি-০, আয়ু-০ (১), আয়ু-০ (২)
- দ্বিতীয়বর্গ-২ ৯৬-১০৩
(পাসাণ সুত্ত, সীহ-০, সকলিক-০, পতিরূপ-০, মানস-০, পত্ত-০,
আয়তন-০, পিণ্ড-০, কস্সক-০, রজ্জ-০)
- তৃতীয়বর্গ-৩ ১০৩-১১২
(সম্বল্ল সুত্ত, সমিদ্ধি-০, -০, অসুন্দরিক-০, বিলঙ্গিক-০,
অহিংসক-০, জটী-০, সুদ্ধিক-০, অগ্নিক-০ সুন্দরিক-০, বহুধীতু-০)
- দ্বিতীয়বর্গ-২ ১৫৪-১৬৫
(কসি সুত্ত, উদয়-০, দেবহিত-০, মহাসাল-০, মানখদ্ধ-০,
পচ্চনীক-০, নবকম্ম-০ কট্টাহার-০, মাতুপোসক-০, ভিক্ষক-০,
সংগোরব-০, খোমদুস্সক-০)
- ৮। বঙ্গীস-সংযুক্তঃ ১৬৬-১৭৮
(নিক্কন্তসুত্ত, অরতি-০, অতিমৎসৎসনা-০, আনন্দ-০, সুভাসিত-০,
সারিপুত্ত-০, পবারণা-০, পরোসহস্স-০, কোণ্ডৎসৎস-০, মোগ্গল্লান-
০, বঙ্গীস-০)
- ৯। বন-সংযুক্তঃ ১৭৮-১৮৫
(বিবেক সুত্ত, উপট্টান-০, কস্সপগোত্ত-০, সম্বল্ল-০, আনন্দ-০,
অনুরুদ্ধ-০, নাগদত্ত-০, কুলঘরণী-০, বজ্জিপুত্ত-০ সজ্জায়-০,
অযোনিস-০, মজ্জন্তিক-০ পাকতিন্দ্রিয়-০, পদুমপুপ্প-০)
- ১০। যক্ষ-সংযুক্তঃ ১৮৫-১৯৬
(ইন্দক সুত্ত, সন্ধ-০, সুচিলোম-০, মণিভদ্র-০, সানু-০, পিয়ঙ্কর-০,
পুনব্বসু-০, সুদত্ত-০, সুক্কা-০ (১), সুক্কা-০ (২), চীরা-০,
আলবক-০)

সংযুক্ত-নিকায় ১২

১১। শত্রু-সংযুক্তঃ

প্রথম বর্গ-১ ... ১৯৬-২০৮
(সুবীর সুত্ত, সুসীম-০, ধজ্জা-০, বেপচিত্তি-০, সুভাসিত জয়-০, কুলাবক-০ ন দুবিভ-০, বেরোচন অসুরিন্দ-০, আরএঃএঃ ইসি-০, সমুদক ইসি-০)

দ্বিতীয়বর্গ-২ ... ২০৮-২১৫
(পঠম বত সুত্ত, দুতীয় বত-০, ততীয় বত-০, দলিন্দ-০, রামণেয়ক-০, যজমান-০, বন্দনা-০, পঠম সঙ্কনমস্সনা-০, দুতীয় সঙ্কনমস্সনা-০, ততীয় সঙ্কনমস্সনা-০)

তৃতীয়বর্গ-৩ ... ২১৬-২১৯
(ঝাড়া সুত্ত, দুব্বল্লিয়ং-০, মায়া-০, অচ্চয়-০, অক্কোধন)

সংযুক্ত নিকায়

দ্বিতীয় খণ্ড

নিদান বর্গ

অভিসময় সংযুক্ত

বুদ্ধবর্গ- ১	২২০
আহার বর্গ- ২	২৩০
দশবল বর্গ- ৩	২৪২	
কলারক্ষত্রিয় বর্গ- ৪	২৫৪	
গৃহপতি বর্গ- ৫	২৬৬	
দুঃখবর্গ- ৬	২৭৩	
মহাবর্গ- ৭	২৮২	
শ্রমণ ব্রাহ্মণ বর্গ- ৮	৩১০	
চাতুসতিক	৩১২	
অন্তপেয়্যাল	৩১৩	
অভিসময় সংযুক্ত	৩১৪	
ধাতু সংযুক্ত					

সংযুক্ত-নিকায় ১৩

নাম ও বর্গ- ১	৩১৯
দ্বিতীয় বর্গ- ২	৩২৫
কর্মপথ বর্গ	৩৩৪
চতুর্থ বর্গ	৩৩৭
অনমতগ্ন সংযুক্ত					
প্রথম বর্গ	৩৪২
দ্বিতীয় বর্গ	৩৪৮
কাশ্যপ সংযুক্ত	৩৫৩
লাভ সৎকার সংযুক্ত					
প্রথম বর্গ	৩৭৭
দ্বিতীয় বর্গ	৩৮৩
দ্বিতীয় বর্গ	৩৮৪
চতুর্থ বর্গ	৩৮৮
রাহুল সংযুক্ত					
প্রথম বর্গ	৩৯১
দ্বিতীয়					

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মৈ

সংযুক্ত-নিকায়

(১ম খণ্ড)

সগাথক বর্গ

দেবতাসংযুক্ত

নলবর্গ- ১

১ ওঘতরণ সুত্ত

আমি^১ এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদের বিহারে বাস করতেন। তখন জনৈক দেবতা রাত্রির শেষ প্রহরে কমণীয় রূপে সমস্ত জেতবন উদ্ভাসিত করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন “বন্ধু, তুমি কি প্রকারে স্রোতোত্তীর্ণ^২ হয়েছ?” ভগবান বললেন “আমি অপ্রতিষ্ঠ ও অনায়াসী হয়ে স্রোতোত্তীর্ণ হয়েছি।” ভগবানের এ প্রাচ্ছন্ন উক্তির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়ে দেবতা আবার জিজ্ঞেস করলেন “বন্ধু, কি ভাবে যেন তুমি অপ্রতিষ্ঠ অনায়াসী হয়ে স্রোত পার হলে?” ভগবান উত্তরে বললেন “যখন আমি (কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্যাদিতে) প্রতিষ্ঠিত হতাম, তখন আমি নিমজ্জিত হতাম; আবার যখন আমি (কৃচ্ছ্রসাধনে)

^১ প্রথম মহাসংগীতির অধিবেশনে আবৃত্তি প্রসঙ্গে মহাস্থবির আনন্দের উক্তি।

^২ তৃষ্ণা বা আসক্তি, অবিদ্যা ও মিথ্যাদৃষ্টিকে এখানে স্রোত বলা হয়েছে।

আয়াসী বা প্রযত্নবান হতাম, তখন আমি (পার না পেয়ে) প্রবাহিত হতাম। তাই আমি অপ্রতিষ্ঠ ও অনায়াসী হয়ে (অর্থাৎ মধ্যপন্থা অবলম্বনে) স্রোতোত্তীর্ণ বা পারগত হয়েছি।”

দেবতা আবেগে উচ্চারণ করলেন-

চিরসংসং বত পস্‌সামি ব্রাহ্মণং পরিনিব্বৃত্তং

অপ্রতিট্ঠং অনাযূহং তিগ্গং লোকে বিসত্তিকং।

“অর্থাৎ জগতে অপ্রতিষ্ঠ অনায়াসী তৃষ্ণাস্রোতোত্তীর্ণ পরিনিব্বৃত্ত ব্রাহ্মণকে বা শুদ্ধ পুরুষকে দীর্ঘকালের পর দর্শন করছি।” শাস্তা দেবতার উক্তি অনুমোদন করলেন। অতঃপর দেবতা তাঁকে প্রদক্ষিণ করে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।

২ নিমোক্খ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

একান্তে দাঁড়িয়ে জনৈক দেবতা ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন “বন্ধু, তুমি কি জান, সত্ত্বগণের নির্মোক্ষ প্রমোক্ষ বিবেক অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি নির্বাণ?”

“হাঁ, আমি জানি” বলে ভগবান বললেন, “তৃষ্ণা ও কর্মভবের ক্ষয়ে সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও বেদনার নিরোধে উপশমে (ভবস্রোত রুদ্ধ হয়), এভাবে আমি জানি সত্ত্বগণের নির্মোক্ষ প্রমোক্ষ বিবেক।

৩ উপন্যেয় সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা ভগবানের সমীপে গাথায় বললেন (রাখাল যেমন গোষ্ঠের দিকে গরুগুলিকে নিয়ে যায়, তেমনি জরা) জীবনকে মৃত্যুর পানে নিয়ে যায়; আয়ু সামান্য মাত্র। জরা যখন জীবনকে মৃত্যুর পানে নিয়ে যায়, তখন জরা দ্বারা নীত ব্যক্তির

প্রাণ নেই। মৃত্যুতে এ ভয় দেখে সুখাবহ পূণ্য সঞ্চয় করা উচিত।

(বৃহত্তর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভগবানের কণ্ঠে বাণী উচ্চারিত হলঃ-) মৃত্যুতে এ ভয় প্রত্যক্ষ করে (পরম) শান্তিকামীর লোকামিষ বা ইন্দ্রিয়ভোগ বর্জন করা উচিত।

৪ অচ্ছেন্তি সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- (পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন ইত্যাদি) কাল অতিক্রম হচ্ছে, রাত্রি উত্তীর্ণ বা অতিবাহিত হচ্ছে। (শৈশবকৈশোরাদি) বয়োরশি আনুপূর্বিকভাবে ছেড়ে যাচ্ছে। মৃত্যুতে এ ভয় প্রত্যক্ষ করে সুখাবহ পূণ্য সম্পাদন করা উচিত।

ভগবান- পরম শান্তিকামীর ইন্দ্রিয়পরতা পরিত্যাগ করা উচিত।

৫ কতিহিন্দ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- কয়টি ছেদন করা উচিত? কয়টি ত্যাগ করা উচিত? কয়টি উত্তরোত্তর বর্ধিত করা উচিত? কয়টি সঙ্গ বা অসঙ্গ অতিক্রম করলে ভিক্ষু স্রোতোত্তীর্ণ বলে উক্ত হয়?

ভগবান- (সংশয়, সংকায় দৃষ্টি বা দেহবোধ, ভ্রান্তমতবাদ, কামাসক্তি ও বিদ্বেষ) এ পাঁচটি ছেদন করা উচিত। (রূপরাগ ও অরূপরাগ অর্থাৎ রূপভবের প্রতি অনুরাগ, অরূপভবের প্রতি অনুরাগ, অহংকার, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা) এ পাঁচটিকে পরিত্যাগ করা উচিত। (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা) এ পাঁচটিকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করা উচিত। (লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান ও মিথ্যাদৃষ্টি) এ পাঁচ প্রকার সঙ্গ অতিক্রান্ত হলে ভিক্ষু স্রোতোত্তীর্ণ বলে উক্ত হয়।

শ্রাবস্তী-

দেবতা- জাগ্রত হলে কয়টি সুপ্ত হয়? সুপ্ত হলে কয়টি জাগ্রত হয়? কয়টি দ্বারা রজ গ্রহণ করে এবং কয়টি দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়?

ভগবান- (মনে কামাসক্তি, দ্বেষ, জড়তা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও সংশয়) জাগ্রত হলে (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা) এ পাঁচটি সুপ্ত হয়। (কামাসক্তি, দ্বেষ ইত্যাদি পঞ্চ নীবরণ মনে) সুপ্ত থাকলে (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা) এ পাঁচটি জাগ্রত হয়। (কামাসক্তি ইত্যাদি) পাঁচটি দ্বারা রজ গ্রহণ করে বা মলিন হয় এবং শ্রদ্ধা ইত্যাদি পাঁচটি দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।

৭ অপ্পটিবিদিত সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- ধর্ম যাদের অবিদিত অর্থাৎ সত্যোপলব্ধি হয়নি এবং পরবাদ বা পরমতে যারা নীত হয়, তারা সুপ্ত, জাগে না। তাদের জাগবার সময় সমাগত।

ধর্ম যাদের সুবদিত, পরবাদে যারা নীত হন না, সে সম্বুদ্ধ বা সত্যদ্রেষ্টাগণ সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে সাম্যহীন জগতে সমভাবে বিচরণ করেন।

৮ সুসম্বুদ্ধ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- যারা ধর্মকে ভুলেছে এবং পরবাদে বা পরমতে নীত হয়, তারা সুপ্ত, জাগেনি, তাদের জাগার সময় উপস্থিত।

যারা ধর্ম বিস্মৃত হননি, পরবাদে নীত হন না, সে সম্বুদ্ধ বা সত্যদ্রেষ্টাগণ সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে সাম্যহীন জগতে সমভাবে বিচরণ করেন।

শ্রাবস্তী-

দেবতা- হইজগতে মানকামী বা অহংকারীর সংযম নেই।
(সংযমহীন) অসমাহিতের মৌন বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি নেই।
প্রমত্ত ব্যক্তি অরণ্যের নির্জনতার মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর সীমা
অতিক্রম করে নির্বাণের পারে উত্তীর্ণ হতে পারে না।

যিনি অরণ্যে একাকী বাস করে মান বা অহংকার পরিত্যাগ
পূর্বক সুসমাহিত সুচিত্ত এবং সর্বভাবে বিমুক্ত, তিনিই মৃত্যুর
সীমা অতিক্রম করে নির্বাণের পার উত্তীর্ণ হন।

১০ অরএঃএঃ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- অরণ্যবিহারী একাহারী শান্ত ব্রহ্মচারীদের দেহবর্ণ
প্রসন্ন উজ্জ্বল হয় কেন?

ভগবান- (সে অরণ্যবাসী শান্ত ব্রহ্মচারীরা) অতীত নিয়ে
অনুশোচনা করেন না, অনাগত নিয়ে জল্পনা করেন না অর্থাৎ
ভবিষ্যতের ভাবনায় বিড়ম্বিত হন না এবং বর্তমান নিয়েই দিন
যাপন করেন। তাই তাঁদের দেহবর্ণ প্রসন্ন উজ্জ্বল হয়।
অনাগতের জল্পনায় ভাবনায় এবং অতীতের অনুশোচনায় মূঢ়
ব্যক্তিগণ ছিন্ন হরিৎ বা সবুজ নলের মত শুষ্ক হতে থাকে।

নন্দনবর্গ- ২

১ নন্দক সুত্ত

আমি এইরূপ শুনেছি- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে
জেতবনে অনাথপিণ্ডিদের বিহারে বাস করতেন। সেখানে
ভগবান ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলে ভিক্ষুদের সম্বোধন করলেন।
ভিক্ষুগণ ‘ভদন্ত’ বলে সাড়া দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন।

হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে ত্রয়স্বিংশ স্বর্গবাসী কোন দেবতা নন্দনবনে অঙ্গরাসজ্ঞ পরিবৃত হয়ে দিব্য পঞ্চকাম পরিচর্যায় মগ্ন হয়ে তখন এ গাথাটি উচ্চারণ করেছিল :

যারা যশস্বী স্বর্গবাসী দেবগণের আবাসভূমি নন্দনবন দেখেনি, তারা সুখ কী তা জানে না।

একথা বলামাত্র অন্য এক দেবতা তার প্রতিবাদ করেছিলঃ

তুমি অবোধ, অহংগণের^১ বাক্য যথাযথ জান না। (তাদের কথায়) সমস্ত সংস্কার সৃষ্টি অনিত্য উৎপাদ-ব্যয়ধর্মী বা বিনাশশীল। যে সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ বা লয়প্রাপ্ত হয়, সে উৎপাদ-ভঙ্গের উপশম বা অতীত হওয়াই সুখ।

২ নন্দতি সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- পুত্রবান পুত্র নিয়ে আনন্দ করে : গোধনের অধিকারী তেমনি গোধন নিয়ে আনন্দ করে। উপধি বলে উক্ত ভোগসম্পদ লোকের সুখের উৎস। যার কোন সম্পদ নেই, সে আনন্দ করে না।

ভগবান- পুত্রবান পুত্রের জন্য শোকগ্রস্ত হয়। গোধনের অধিকারী গরুগুলির জন্য শোক পায়। উপধি বলে উক্ত ভোগবস্তু ও কামনা লোকের শোকের উৎস। যিনি উপধিহীন বা অনাসক্ত, তিনি শোকগ্রস্ত হন না।

^১ যার অন্ড্রের সকল অরি বা রিপু হত হয়েছে, তাঁকে বলা হয় অহং।

৩ নখি পুত্তসম সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- পুত্রপ্রেমের সমান প্রেম নেই। গোধনের তুল্য ধন নেই। সূর্য সম দীপ্তি নেই। সরিৎ বা নদীসমূহ সমুদ্রপরমা বা সমুদ্রপরা।

ভগবান- অপ্রেমের মত প্রেম নেই, ধান্য সম ধন নেই, প্রজ্ঞার মত দীপ্তি নেই। সরিৎসমূহ সমুদ্রপরমা।

৪ খত্তিয় সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- দ্বিপদগণের মধ্যে বা মানুষের মধ্যে ক্ষত্রিয় বা রাজাই শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে বলীবর্দ শ্রেষ্ঠ, ভাষ্যাদের মধ্যে তরুণী ভাষ্যাই শ্রেষ্ঠ এবং পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।

ভগবান- সম্বুদ্ধ বা সত্যদ্রষ্টাই দ্বিপদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আজানীয় বলে উক্ত তীক্ষ্ণরূ বুদ্ধিসম্পন্ন আজ্ঞাবহ জম্বুই চতুষ্পদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শশ্রুশ্রাবাকারিণী ভাষ্যাই ভাষ্যাদের মধ্যে উত্তম এবং সুবাহ্য পুত্রই পুত্রদের মধ্যে উত্তম।

৫ সন্তিকায় সুত্ত

শ্রাবস্তী-

স্তব্ধ মধ্যাহ্নে পক্ষিকুল (কুলায়ে) নিষগ্ন হলে গহন বন যে শব্দারিত হয়, তা আমার কাছে ভীতি বলে প্রতিভাত হয়।

স্তব্ধ মধ্যাহ্নে পক্ষিকুল নিষগ্ন হলে গহণ বন যে শব্দায়িত হয়, তা আমার কাছে আনন্দপ্রদ প্রতিভাত হয়।

৬ নিদাতন্দী সুত্ত

শ্রাবস্তী-

নিদ্রা, তন্দ্রা, বিজৃম্বন, অরতি বা অরক্তি ও অনুমাদকতা এগুলোর (কবলগ্রস্ত) ব্যক্তিগণের নিকট আর্যমার্গ বা নির্বাণের পথ প্রকাশ পায় না।

নিদ্রা, তন্দ্রা, বিজৃম্বন, অরতি ও অনুমাদকতা বীর্যের দ্বারা বিদূরিত করলে আর্যমার্গ বিশুদ্ধ হয় বা নির্বাণের পথ পরিষ্কার হয়।

৭ কুম্ম সুত্ত

শ্রাবস্তী-

অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে শ্রামণ্য বা ভিক্ষুজীবন দুষ্কর ও দুঃসহ। সে জীবনে বহু বাধা যেখানে মুঢ় ব্যক্তি পদে পদে অবসাদগ্রস্ত।

যদি চিত্তকে (ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়সমূহ থেকে) নিবৃত্ত করা না হয়, তাহলে কয়টি দিন ভিক্ষুজীবন যাপন করবে, মিথ্যা সংকল্প বা পাপ চিন্তার বশীভূত হয়ে অবসাদগ্রস্ত হবে।

কুর্ম বা কচ্ছপ যেমন স্বকীয় কপাটে বা আবরণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ (বিপদ থেকে মুক্তির জন্য সংবৃত্ত করে) তেমনি ভিক্ষুও মনের বিতর্ক সমূহকে সংবৃত্ত করে (আসক্তি ও অহঙ্কারে) অনুগত না হয়ে অন্যকে পীড়ন না করে পরিনির্বৃত্ত বা শান্ত হয়ে কারও অপবাদ করে না।

৮ হিরি সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- যিনি হ্রী বা পাপে ঘৃণাবশত অন্তরের কুচিন্তা নিবারণ করেন, সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন গায়ে কশাঘাত পড়ার

সুযোগ দেয় না তেমনি যিনি নিন্দাবাদ ঠেকিয়ে রাখেন, সেরকম কেউ জগতে আছেন কি?

ভগবান- যাঁরা হ্রী বা পাপে ঘৃণাবশত কুচিন্তা নিবারণ করেন, স্মৃতি ভাবনারত হয়ে দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে সাম্যহীন জগতে সমভাবে বিচরণ করেন, তাঁরা জগতে বিরল।

৯ কুটি সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- তোমার কি কুটির নেই? তোমার কি কুলায় নেই? তোমার কি সন্তান নেই? তুমি কি বন্ধন থেকে মুক্ত?

ভগবান- তাই বটে, আমার কুটির নেই, কুলায় নেই, সন্তান নেই, এবং আমি বন্ধন মুক্ত।

দেবতা- আমি তোমার কাছে কোন্টিতে কুটির বলছি, কোন্টিকে বলছি কুলায়, কাকে সন্তান বলছি এবং কোন্টিকে বলছি বন্ধন?

ভগবান- তুমি আমার কাছে মাতাকে কুটির বলছ, ভাৰ্যাকে বলছ কুলায়, পুত্রদের সন্তান বলছ এবং তৃষ্ণাকে বলছ বন্ধন।

দেবতা- সাধু। তোমার কুটির নেই। সাধু। তোমার কুলায় নেই। সাধু। তোমার সন্তান নেই। সাধু। তুমি বন্ধনমুক্ত।

১০ সমিদ্ধি সুত্ত

আমি এমন শুনেছি- একসময় ভগবান রাজগৃহে তপোদারামে বাস করতেন। তখন আয়ুত্থান সমিদ্ধি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে তপোদায়ান্নের জন্য গেলেন। তথায়ান্নের পর তিনি অন্তরীক্স পরিধান করে তপোদার তীরে দাঁড়িয়ে গা মুছতে লাগলেন। অনন্তর জনৈক দেবতা কমণীয় রূপে সমস্ত তপোদা

উদ্ধাসিত করে শূন্যে দাঁড়িয়ে আয়ুত্মান সমিদ্ধিকে গাথায় বললেনঃ

হে ভিক্ষু, তুমি ভোগ না করে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছ, ভোগ করে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করনি। হে ভিক্ষু, ভোগ করে, ভিক্ষাব্রত গ্রহণ কর, সময় যেন তোমার অতিক্রান্ত না হয়।

সমিদ্ধি- আমি জানি না কাল বা সময় (অর্থাৎ কোন সময় মৃত্যু এসে হানা দেবে তা আমার জানা নেই), কাল আচ্ছন্ন (অর্থাৎ অজ্ঞাত) দেখা যাচ্ছে না। তাই ভোগ না করেই ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছি, যাতে কাল (জীবনের দিনগুলি) বুথা অতিবাহিত না হয়।

তখন সে দেবতা মাটিতে দাঁড়িয়ে আয়ুত্মান সমিদ্ধিকে বললেন “হে ভিক্ষু, তুমি তরণ কৃষ্ণকেশ প্রথম বয়সের সুন্দর যৌবন সমন্বিত, কামত্রীড়াবিহীন। তুমি ভোগ কর মনুষ্য জগতের কাম্যবস্তু, প্রত্যক্ষ ভোগ পরিহার করে পারকালিক ভোগের অনুধাবন করো না।”

সমিদ্ধি- বন্ধু, আমি প্রত্যক্ষ বস্তুকে পরিহার করে পারকালিক বস্তুর অনুধাবন করছি না। ক্ষণকালিক ভোগ্য বস্তুকে পরিহার করে প্রত্যক্ষ (অনুত্তর উপলব্ধির) অনুধাবন করছি। ভগবান কাম্যবস্তুকে বা ভোগসম্পদকে ক্ষণকালিক দুঃখবহুল ক্ষোভপূর্ণ উপদ্রবময় বলে অভিহিত করেছেন। (তৎপ্রবর্তিত) এ ধর্ম প্রত্যক্ষ দ্রষ্টব্য, অকালিক বা অসাময়িক, এসে দেখে যাও বলার মত, ঔপনয়িক (যা নির্বাণে উপনীত করে) এবং বিজ্ঞদের অদ্বৈদ্য বা জ্ঞানীদের উপলব্ধিগোচর।

দেবতা- হে ভিক্ষু, কিভাবে ভগবান কাম্যবস্তুকে ক্ষণকালিক দুঃখবহুল ক্ষোভপূর্ণ উপদ্রবময় বলে বর্ণনা করেছেন এবং

কিরূপে এ ধর্ম প্রত্যক্ষ দ্রষ্টব্য, অকালিক, এসে দেখে যাও বলার যোগ্য, ঔপনয়িক এবং বিজ্ঞদের উপলব্ধিগোচর?

সমিদ্ধি- বন্ধু, আমি নূতন, অচিরদীক্ষিত, এ ধর্মবিনয়ে অধুনাগত, সবিস্তারে বলার সামর্থ্য আমার নেই। ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ রাজগৃহে তপোদারামে অবস্থান করেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয় জিজ্ঞেস করো। তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, সেভাবে বুঝে নিও।

দেবতা- ভিক্ষু, সে ভগবানের কাছে উপস্থিত হওয়া আমাদের পক্ষে সুখকর নয়, তিনি অন্য প্রভাবশালী দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত। যদি তুমি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে আমিও ধর্মশ্রবণের জন্য আসব।

“হ্যাঁ বন্ধু” বলে দেবতার কথায় সায় দিয়ে আয়ুশ্মান সমিদ্ধি ভগবানের কাছে গেলেন এবং তাকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসে দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপের বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে বললেন- “ভদন্ত, যদি সে দেবতার এখানে আসার কথা সত্য হয়, তবে তিনি এখানে অদূরেই আছেন।” এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা বলে উঠলেন “জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করো, আমি এখানেই আছি।” ভগবান দেবতাকে গাথায় বললেনঃ

সত্ত্বগুণ আখ্যেয় বলে কথিত (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) পঞ্চস্কন্ধের দ্বারা অভিজ্ঞাত এবং পঞ্চস্কন্ধে প্রতিষ্ঠিত। সে পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত থাকায় সত্ত্বগুণ মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয় অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরের চক্রে আবর্তিত হয়। যিনি আখ্যেয় (পঞ্চস্কন্ধ) পরিজ্ঞাত হন বা যথাযথভাবে জানেন, তিনি (সত্ত্ব, ব্যক্তি ইত্যাদি) আখ্যেয় করার মত কিছু আছে বলে মনে করেন না, (অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তির অস্তিত্ব

না দেখে শুধু ধর্মসত্ত্বটিই দর্শন করেন)। তখন (সাধারণ মানুষের মত আসক্তি, দ্বেষ ও মোহের অধীন বলে) বলবার কোন কারণ থাকে না। যদি তুমি একথা বুঝে থাকো, তবে বলো।

দেবতা- ভদন্ত, ভগবানের এ সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্ম আমি বিশদভাবে জানি না। সাধু ভদন্ত, আমার কাছে তেমনিভাবে বলুন, যাতে আপনার সংক্ষিপ্ত ভাষণের অর্থ বিস্তৃতভাবে বুঝতে পারি।

ভগবান- ‘সম’ ‘বিশিষ্ট’ অথবা ‘হীন’ বলে যে নিজেকে মনে করে, সে সেজন্য (সেরকম মনে করার জন্য) বিবাদে লিপ্ত হয়। এ তিন প্রকার মান বা অহংভাবে যিনি কম্পিত নন, ‘সম’ ‘বিশিষ্ট’ অথবা ‘হীন’ বলে ধারণা তার মনে জাগে না। যদি এ বুঝে থাকো, তবে বলো।

দেবতা- না, আমি বুঝতে পারিনি। যাতে আমি বুঝতে পারি, সে ভাবেই বলুন।

ভগবান- যিনি (লোভদ্বৈষাদি মুক্ত হয়ে) প্রাকৃত জনের আখ্যা পরিত্যাগ করেছেন, মানাতীত হয়েছেন এবং এ নামরূপ^১ বলে উক্ত পঞ্চস্কন্ধের^২ প্রতি তৃষ্ণার বন্ধন ছিন্ন করেছেন, সে গ্রন্থিহীন দুঃখোত্তীর্ণ নিস্পৃহ ব্যক্তির গতি ইহলোকে বা পরলোকে অথবা সমস্ত ভবে অন্বেষণ করে

^১ নামরূপ- এখানে নাম বলতে বোঝায় বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এবং রূপ ভৌতিক রূপই।

^২ পঞ্চস্কন্ধ- রূপ বা ভৌতিক বস্তু, বেদনা বা অনুভূতি, সংজ্ঞা বা প্রতীতি, সংস্কার বা মনোবৃত্তি ও বিজ্ঞান বা চিন্তা। স্কন্ধ মানে সমূহ বা রাশি-রূপসমূহ, বেদনাসমূহ, ইত্যাদি।

দেবমনুষ্যগণ জানতে পারেনি। যদি এ বুঝে থাকে, তবে বলো।

দেবতা- ভগবন্, আপনার সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্ম যা বুঝেছি, তা এইঃ- যে জগতে কায়মনোবাক্যে কোন পাপ করা উচিত নয়। কামনা পরিত্যাগ করে স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে অনর্থাবহ দুঃখসেবন থেকে বিরত হওয়াই বিধেয়।

শক্তিবর্গ- ৩

১ সত্তি সূত্র

শ্রাবস্তী-

দেবতা- শেলবিদ্ধ বা শস্ত্রাহতের মত প্রজ্বলিত মস্তকের মত ভিক্ষু কামানুরাগ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতিমান হয়ে থাকবে।

ভগবান- শেলবিদ্ধ বা শস্ত্রাহতের মত প্রজ্বলিত মস্তকের মত ভিক্ষু সৎকায় দৃষ্টি বা দেহবোধ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতিমান হয়ে থাকবে।

২ ফুসতী সূত্র

শ্রাবস্তী-

দেবতা- যে (কর্মকে) স্পর্শ করে না, (কর্মফল) তাকে স্পর্শ করে না। (কর্ম) স্পর্শকারীকে (কর্মফল) স্পর্শ করবেই। তাই অদুষ্ট ব্যক্তির প্রতি দোষী বা অপরাধকারীকে (দুষ্কর্মের ফল) স্পর্শ করে।

যে ব্যক্তি নির্দোষ শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক পুরুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, সে নির্বোধের কাছে পাপ বায়ুর প্রতিকূলে ক্ষিপ্ত সুক্ষ্ম ধূলের মত প্রত্যাগমন করে।

৩ জটা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- অন্তরে (তৃষ্ণার) জটাজাল, বাইরে তৃষ্ণার জটাজাল। সে জটাজালে জনতা জড়িত। কে এ জটাজাল ছিন্ন করেন?

ভগবান- প্রজ্ঞা বা ধীসম্পন্ন বীর্যবান ভিক্ষু শীলে বা চারিত্রিক শুদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় রত হয়ে বীর্যবলে প্রজ্ঞা আয়ত্ত করে অর্থাৎ ভাবনালব্ধ জ্ঞানের গভীরে মগ্ন হয়। সে শুদ্ধ ব্যক্তিই তৃষ্ণার জটাজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে।

যাদের রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যা বিদূরিত, সে ক্ষীণাস্রব^১ অর্হৎগণের অন্তরের জটাজাল ছিন্ন। যেখানে নামরূপ (পঞ্চস্কন্ধ) এবং প্রতিঘ ও রূপসংজ্ঞা নামে উক্ত ত্রিভব নিঃশেষে রুদ্ধ হয়, সে নির্বাণ লাভে জটাজাল ছিন্ন হয়ে যায়।

৪ মনোনিবারণ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- যে যে বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত করা হয়, সে সে বিষয় থেকে দুঃখ আসে না। সকল বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত করবে, তাতে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ হয়।

ভগবান- সকল থেকে মন নিবৃত্ত করবে না, সংযত ভাবগত অর্থাৎ পূণ্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ মনকে নিবৃত্ত করবে না। যে যে বিষয় থেকে পাপ বা অকল্যাণের উৎপত্তি হয়, সে সে বিষয় থেকে মন নিবৃত্ত করবে।

^১ কামবাসনা, ভববাসনা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা এ চারটি প্রবিত হয় অর্থে আস্রব। আস্রবসমূহ যার ক্ষীণ বা ক্ষয়প্রাপ্ত, তিনিই ক্ষীণাস্রব।

শ্রাবস্তী-

দেবতা- যে ভিক্ষু কৃতী অর্থাৎ ক্ষীণাস্রব অস্তিমদেহধারী (ভববন্ধনহীন), তিনি কি ‘আমি বলছি’ ‘আমায় বলছে’ (এমন ‘আমি’ ‘আমার’ ধারণার বশবর্তী হয়ে) তা বলেন?

ভগবান- যে ভিক্ষু কৃতী অর্থাৎ ক্ষীণাস্রব অস্তিমদেহধারী, সে ভিক্ষুও ‘আমি বলছি’ ‘আমায় বলছে’ বলে। সে ব্যবহারকুশল ভিক্ষু জগতে ব্যবহারিক সংজ্ঞা জ্ঞাত হয়ে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের জন্য ‘আমি’ ‘আমার’ শব্দ উচ্চারণ করে।

দেবতা- সে অর্থাৎ ভিক্ষু কি মান বা অহংভাবের বশবর্তী হয়ে ‘আমি’ ‘আমাকে’ বলেন?

ভগবান- মানহীনের গ্রন্থি নেই, তার মানগ্রন্থি বিধস্ত নির্মূলিত। সে ধীসম্পন্ন মানাতীত ‘আমি বলছি’ ‘আমাকে বলছে’ বলে। সে ব্যবহারকুশল ভিক্ষু জগতে ব্যবহারিক সংজ্ঞা জ্ঞাত হয়ে শুধু ভাষাব্যবহারচ্ছলে ‘আমি’ ‘আমার’ বলে।

৬ পজ্জাত সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- জগতে জ্যোতিষ্ক কয়টি যা দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত হয়? তা ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে এসে কিরূপে জানতে পারি?

ভগবান- জগতে জ্যোতিষ্ক চারটি, পঞ্চম জ্যোতিষ্ক অবিদ্যমান। দিনে সূর্য কিরণ দান করে, রাত্রিতে চন্দ্র আভাসিত হয় এবং অগ্নি দিবারাত্রি তথায় তথায় প্রজ্জ্বলিত হয়। জ্যোতিষ্কদের মধ্যে সম্বুদ্ধ বা সম্যকজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। তাঁর আভা অর্থাৎ জ্ঞানরশ্মি অনুত্তর।

শ্রাবস্তী-

দেবতা- কোথেকে সংসারস্রোত নিবৃত্ত হয়, কোথায় সংসারাবর্ত আবর্তিত হয় না এবং কোথায় নামরূপ নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?

ভগবান- যেখানে (যে নির্বাণে) অপ্, পৃথিবী, তেজ ও বায়ু প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না, সেখানেই সংসারস্রোত নিবৃত্ত হয়, সংসারাবর্ত বর্তিত হয় না এবং নামরূপ (পঞ্চস্কন্ধের প্রবর্তন) নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়।

শ্রাবস্তী-

দেবতা- মহাধনী মহাভোগী রাষ্ট্রাধিপতি ক্ষত্রিয়গণও বিষয়ভোগে অতৃপ্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি লুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাঁরা এভাবে (বিষয়ভোগে) আত্মহাসিত হয়ে ভবস্রোত অনুসরণ করলে কে জগতে তৃষ্ণা ত্যাগ করেছে, কে জগতে বীতস্পৃহ?

ভগবান- যাঁরা প্রিয় স্ত্রী পুত্র, পশুসম্পদ ও গৃহ পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যাবলম্বনে রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যা উন্মূলিত করে অর্হৎ হয়েছেন, তাঁরা জগতে বীতস্পৃহ।

শ্রাবস্তী-

দেবতা- হে মহাবীর! (গমন, স্থিতি, উপবেশন ও শয়ন এ চার ঈর্ষাপথরূপ) চার চক্রবিশিষ্ট, নবদ্বারযুক্ত, অশুচিপূর্ণ, লোভযুক্ত ও পঙ্কজাত শরীরের যাত্রা কিভাবে হবে?

ভগবান- অনুরাগ, ক্রোধ, ক্লেশবন্ধন, ইচ্ছা, নীচ লোভ ছিন্ন করে সমূলে তৃষ্ণা উৎপাটন করে যাত্রা হবে।

শ্রাবস্তী-

দেবতা- এনিম্গের মত সুবর্ধিত জজ্জাবিশিষ্ট, অস্থূল বীর্যবান, অল্লাহারী অলোলূপ কামের প্রতি অনাসক্ত সিংহের মত একচর নরনাগের সমীপে এসে জিজ্ঞেস করি-কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ হয়?

ভগবান- জগতে (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্য) এ পঞ্চ কামগুণ এবং ষষ্ঠ মন যে বলা হয়েছে, তাতে আলায় বা আসক্তি উন্মুলিত করে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ হয়।

সদালাপ-কায়িক বর্গ- ৪

১ সবিভ সুত্ত

আমি এইরূপ শুনেছি- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের বিহারে বাস করতেন। তখন ‘সদালাপ-কায়িক’ বলে পরিচিত একদল দেবতা রাত্রির শেষ প্রহরে কমণীয় রূপে সমস্ত জেতবন উদ্ভাসিত করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়ালেন। তাঁদের একজন ভগবানের সম্মুখে নিগোক্ত গাথা উচ্চারণ করলেন-

সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে।
সৎপুরুষদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে শ্রেয় বা শুভ হয়, অশুভ বা
অকল্যাণ কিছুই হয় না।

তদনন্তর অন্য দেবতা ভগবৎ সমীপে উচ্চারণ করলেন-

সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে।
সৎপুরুষদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে প্রজ্ঞা লাভ হয়, যা অন্য থেকে
হয় না।

অপর এক দেবতা

সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে

সৎপুরুষদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে শোকের মধ্যে শোক করে
না।

আর এক দেবতা

..... সৎ পুরুষগণের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হয়ে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে
দীপ্ত হন।

চতুর্থ দেবতা-

..... সৎপুরুষগণের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হয়ে সন্তগণ সুগতি লাভ
করেন।

পঞ্চম দেবতা-

..... সৎপুরুষগণের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হয়ে সন্তগণ সুখে
থাকেন।

অনন্তর তাঁদের একজন ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন-
ভগবৎ! কার বাক্য সুভাষিত বা সুকথিত?

ভগবান- ‘পর্যায়ক্রমে সকলের বাক্য সুকথিত, তবে আমার
বক্তব্যও শোনো- সৎপুরুষগণের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হয়ে সকল দুঃখ
থেকে মুক্তিলাভ হয়।’

ভগবানের ভাষণে সে দেবতারা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে
অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে তথায় অন্তর্ধান করলেন।

২ মচ্ছরী সুত্ত

শ্রাবস্তী-

সদালাপ-কায়িক দেবতারা-

প্রথম দেবতা-মাৎসর্য ও প্রমাদের জন্য দান দেওয়া হয়
না। পূণ্যকাজক্ষী বিজ্ঞব্যক্তির দান দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় দেবতা- মৎসর বা লোভী ব্যক্তি যে ভয়ে ভীত হয়ে দান দেয় না, দান না দেওয়ায় সে ভয়ই তাকে অভিভূত করে। যে ক্ষুৎপিপাসাকে কৃপণ ব্যক্তি ভয় করে, সে ক্ষুৎপিপাসা ইহ পরলোকে তাকেই স্পর্শ করে। তাই মাৎসর্য-মল বিনোদন করে অমলিন মনে দান দেওয়া উচিত। পূণ্যাক্রিয়া পরলোকে প্রাণিগণের প্রতিষ্ঠা হয়।

তৃতীয় দেবতা- কান্তার পথে সহযাত্রীদের খাদ্য বন্টনের মত যাঁরা নিজের সামান্য সম্পদ থেকেও দান করেন, তাঁরা (অপূণ্য মৃত্যুতে) মৃতদের মধ্যে অমর থাকেন। এ সনাতন ধর্ম।

কেউ কেউ নিজের সামান্য থেকে দান করে, আবার কেউ কেউ থাকা সত্ত্বেও দান করে না। সামান্য থেকে প্রদত্ত দানের ফল সহস্র দানের সঙ্গে তুলিত হয়।

চতুর্থ দেবতা- দুর্দেয়-দানকারী এবং দুষ্কর পূণ্যাক্রিয়াকারীদের আদর্শ অসৎ ব্যক্তির অনুকরণ করে না। সৎপুরুষগণের ধর্ম অনুসরণ করা কঠিন।

তাই ইহলোক থেকে সৎ ও অসৎ ব্যক্তিগণের গতি বিভিন্ন হয়। অসৎগণ নিরয় গমন করে এবং সৎব্যক্তির স্বর্গপ্রায়ণ হয়।

অনন্তর তাঁদের একজন ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভগবন্। কার বাক্য সুকথিত?

ভগবান- পর্যায়ক্রমে সকলের বাক্য সুকথিত তবে আমার বক্তব্যও শোনোঃ

যে ব্যক্তি কঠিন কায়ক্লেশে অর্থোপার্জনে স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ করেও ধর্মাচরণ করে এবং নিজের সামান্য থাকা সত্ত্বেও

দান করে, সহস্রলক্ষ দানকারীর দানও (সে দীন ধার্মিকের)
তাদৃশ দানের ষোল ভাগের এক ভাগ হয় না।

তখন এক দেবতা ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করলেন-

কি কারণে সহস্রলক্ষ দানকারীর বিপুল মহাযজ্ঞ সমভাবে
বা ধর্মপথে থেকে প্রদত্ত তাদৃশ দানের ষোল ভাগের একভাগ
হয় না?

ভগবান সে দেবতাকে গাথায় বললেন-

কেউ কেউ অসমনিবিষ্ট বা অধর্মপথে থেকে ছিন্ন করে বধ
করে শোকতৃপ্ত করে দান করেন। (পরক্রন্দনে) অশ্রুসিক্ত
(পরনিগ্রহে) দণ্ডযুক্ত তাদের সে দানফল ধার্মিক ভাবে প্রদত্ত
দানের সমান হয় না। এভাবে সহস্রলক্ষ দানকারীর তাদৃশ
ধর্মদত্ত দানের ষোল ভাগের এক ভাগ হয় না।

৩ সাধু সুত্ত

শ্রাবস্তী-

প্রথম দেবতা- বন্ধু দান উত্তম।

মাৎসর্য ও প্রমাদবশতঃ দান দেওয়া হয় না। পুণ্যাকাজক্ষী
বিজ্ঞব্যক্তির দান দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় দেবতা- কেউ কেউ নিজের সামান্য থেকে দান
করেন সামান্য থেকে প্রদত্ত দানের ফল সহস্রদানের তুল্য।

তৃতীয় দেবতা- দান এবং যুদ্ধকে সমান বলা হয়েছে। যুদ্ধে
যেমন অল্পসংখ্যক হয়েও বহুসৈন্যকে পরাজিত করে, তেমনি
শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি সামান্য দান করেও তাতে পরলোকে সুখী হন।

চতুর্থ দেবতা- বন্ধু দান উত্তম, সামান্য থাকা সত্ত্বেও দান
উত্তম, শ্রদ্ধায় দান উত্তম। কিন্তু লব্ধসত্য বা ধর্ম দ্রষ্টাকে দান
শ্রেয়।

যিনি সৎভাবে একান্ত বীর্যের দ্বারা অর্জিত বিষয় থেকে লব্ধসত্যকে দান করেন, তিনি যমের বৈতরণী অতিক্রম করে দিব্যধামে উপনীত হন।

পঞ্চম দেবতা- (দানের উপযুক্ত পাত্র) বিচার করে দান সুগত-প্রশংসিত। এ জীবজগতে যাঁরা দক্ষিণা, তাঁদিকে দেওয়া দান সুক্ষেত্রে উত্তম বীজের মত মহাফলপ্রসূ হয়।

ষষ্ঠ দেবতা- যিনি প্রাণীগণের প্রতি অহিংস এবং পরনিন্দার ভয়ে পাপ করেন না, (তাঁর অহিংসা ও সংযম উত্তম।) যেহেতু সন্তগণ ভয়েই পাপ থেকে বিরত হন, তাই (বিজ্ঞগণ) সে পাপ-ভীরুকেই প্রশংসা করেন, পাপশূরকে নয়।

তাঁদের একজন ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভগবন্।
কার বাক্য সুকথিত?

ভগবান শোনোঃ-

সশ্রদ্ধ দান বহুধা প্রশংসিত। কিন্তু দান থেকে ধর্মপদ বা অধ্যাত্মাপলব্ধি শ্রেয়। পূর্বে ও পূর্বতর কালে প্রাপ্ত সন্তগণ নির্বাণই অধিগত হয়েছিলেন।

৪ নসত্তি সুত্ত

শ্রাবস্তী-

প্রথম দেবতা- এ মর্ত্যলোকে যে করণীয় (রূপশব্দাদি) বিষয়সমূহ আছে, যাতে (আসক্তি দ্বারা) বদ্ধ প্রমত্ত হয়ে লোক মৃত্যুর সীমা থেকে নির্বাণে উপনীত হতে পারে না, সে কাম্য বস্তুসমূহ নিত্য নয়।

(রূপবেদনাদি) পঞ্চস্কন্ধ তৃষ্ণাজাত, তাই (পঞ্চস্কন্ধ বাহিত) দুঃখ তৃষ্ণা থেকেই উৎপন্ন। তৃষ্ণা-বিনয়নে স্কন্ধ-অপনয়ন হয় এবং স্কন্ধ-অপনয়নে দুঃখ-বিনয়ন হয়।

জগতে যে বিচিত্র (রূপ শব্দাদি বিষয়সমূহ) আছে, সেগুলো কাম নয়, লোকের সংকল্পানুরাগই কাম। বিচিত্র বিষয়সমূহ সে ভাবেই থাকে, অথচ ধীর ব্যক্তিগণ সেগুলির প্রতি অনুরাগ অপনয়ন করেন।

ক্রোধ ও মান ত্যাগ করবে, সকল সংযোজন^১ বা অন্তরের বন্ধন অতিক্রম করবে। নামরূপে অনাসক্ত অকিঞ্চনের ওপর দুঃখ নিপতিত হয় না।

যিনি (লোভ দ্বেষাদি অতিক্রম করে) প্রাকৃত জনের আখ্যা পরিত্যাগ করেছেন, সে গ্রন্থিহীন দুঃখোত্তীর্ণ নিস্পৃহ পুরুষের গতি দেবমনুষ্যগণ ইহলোকে বা পরলোকে অথবা সমস্ত ভবে অন্বেষণ করে জানতে পারেন নি।

আয়ুষ্মান মোঘরাজ বললেন- যদি তথাবিমুক্ত ব্যক্তিকে দেবমনুষ্যগণ ইহলোকে দেখেননি বা খুঁজে পাননি, তাহলে তাদৃশ জনহিতৈষী নরোত্তমকে যাঁরা প্রণাম করেন, তাঁরা প্রশংসার্হ।

ভগবান উক্তি করলেন- হে মোঘরাজ, যে ভিক্ষুগণ তথাবিমুক্ত পুরুষকে নমস্কার করে, সে ভিক্ষুগণ প্রশংসার্হ এবং ধর্ম জ্ঞাত হয়ে সংশয় পরিহার করে আলয়াতীত হয়।

৫ উজ্জানসএংগী সূত্র

শ্রাবস্তী-

উধ্যানসংজ্ঞী দেবতা- (ভগবন্!) যে ব্যক্তি অন্যের বস্তুকেও নিজের বলে দাবী করে এবং নিজে চুরি করেও স্বীকার করেনা

^১ সংযোজন- ভবচক্র সত্ত্বগণকে সংযুক্ত করে এ অর্থে সংযোজন। তা দশ প্রকার, যথা- কামরাগ, রূপরাগ, অরূপরাগ, প্রতিঘ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, শীলব্রতে শুদ্ধিকল্পনা, সংশয়, উদ্ধত্য ও অবিদ্যা।

সেই ধূর্ত এবং ঠগ ব্যক্তির যাবতীয় ভোগ-সম্পদ চুরির দ্বারাই লব্ধ হয় ॥ ১ ॥

বলা অনুসারে করা উচিত। যা করবেনা তা বলবেনা। যারা কেবল বলে এবং (তদনুসারে) করেনা পণ্ডিতগণ তাদের নিন্দা করেন ॥ ২ ॥

ভগবান- এই মার্গ এতই কঠোর যে, কেবল বলার দ্বারা বা শোনার দ্বারা একে পাওয়া যায় না। যার দ্বারা (অর্থাৎ ঐ মার্গের দ্বারা) জ্ঞানী পুরুষ মুক্ত হয়, মারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। জ্ঞানীপুরুষ কখনও তা করেনা (অর্থাৎ শুধু বলা এবং শোনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে না)। সংসারের গতিবিধি জেনে প্রজ্ঞার দ্বারা পণ্ডিতগণ মুক্ত হয়ে যায়, এই দুরতিক্রম্য ভবসাগর পার হয়ে যায়।

তখন ঐ দেবতাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করে ভগবানের পাদবন্দনা করে বললেন- “ভন্তে! আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে। মূর্খের মত, মূঢ়ের মত, বেকুবের মত আমরা ভগবানকে শিক্ষা দিতে চেয়েছি। ভন্তে! ভগবান আমাদের দোষ ক্ষমা করণ। ভবিষ্যতে এইরূপ ভুল আর হবে না।” ভগবান তখন স্মিতহাসি হাসলেন। তখন ঐ দেবতারা আকাশে উঠে গেলেন। এক দেবতা ভগবানের সম্মুখে এই গাথা বললেন- নিজের অপরাধ স্বীকারকারীকে যে ক্ষমা করে না, ভেতরে ভেতরে যে ক্রুদ্ধ হয়, মহাদ্বেষী সেই ব্যক্তির বৈরিতা আরও বেড়ে যায় ॥ ১ ॥

যদি মন্দ কিছু না থাকে, যদি সংসারে কেউ কোন ভুলই না করে, এবং যদি বৈরিতা শান্ত না হয়, তাহলে কে জ্ঞানী হতে পারে? ॥ ২ ॥

মন্দ কিসেতে নেই? ভুল কার-ই বা হয়না? কে গাফিলতি করে বসে না? কোন পণ্ডিত সব সময়েই স্মৃতিমান থাকে? ॥ ৩৥

ভগবান- যিনি তথাগত বুদ্ধ তিনি সকল জীবের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ। তাঁর মধ্যে মন্দ কিছু থাকেনা। তিনি কোন ভুল করতে পারেন না। তিনি কখনও গাফিলতি করতে পারেন না। সেই পণ্ডিত সব সময়ই স্মৃতিমান।

যিনি অন্তরে ত্রুদ্ব ও দ্বেষাভিভূত হয়ে অপরাধ স্বীকারকারীকে অপরাধ ক্ষমা করেন না, তিনি বৈর পোষণ করেন। সে বৈরকে অভিনন্দন করি না, তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করছি।

৬ সন্ধা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- শ্রদ্ধা (মনুষ্যত্ব লাভে কিংবা দেবত্ব লাভে এমন কি নির্বাণ যাত্রায়ও) লোকের সহায় হয়। যদি অশ্রদ্ধ ভাবে অবস্থিত না হন, তাহলে তাতে তাঁর যশ কীর্তি লাভ হয় এবং তিনি দেহত্যাগের পর স্বর্গ গমন করেন।

অপর দেবতা- ক্রোধ ও মান ত্যাগ করা উচিত, সমস্ত সংযোজন বা বন্ধন অতিক্রম করা উচিত। নামরূপে অনাসক্ত অকিঞ্চনকে আলায় অভিভূত করে না।

নির্বোধ অজ্ঞগণ প্রমাদ যুক্ত হয়। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের মত রক্ষা করেন। প্রমাদযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয় সেবায় রত হওয়া উচিত নয়। অপ্রমত্ত ধ্যায়ী বিপুল সুখ প্রাপ্ত হন।

৭ সময় সুত্ত

এক সময় ভগবান শাক্যরাজ্যে কপিলবাস্তুর উপকণ্ঠে মহাবনে পঞ্চাশত সংখ্যক অর্হৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত হয়ে বাস

করতেন। তখন দশ লোকের দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনলাভের জন্য প্রায়ই সমবেত হতেন। চার জন শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোকবাসী দেবতার মনে জাগল “ভগবান অর্হৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে শাক্য রাজ্যে কপিলবাস্তুর সমীপে মহাবনে থাকেন। দশ লোকের দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনলাভের জন্য প্রায়ই সমবেত হন। চল আমরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রত্যেকেই গাথা উচ্চারণ করি।” অনন্তর সে দেবতারা যেমন সবল ব্যক্তি সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে, তেমনি অনায়াসে শুদ্ধবাস দেবলোকে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন। তাঁরা ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে দাঁড়ালেন। তাঁদের অন্যতম দেবতা ভগবানের সম্মুখে গাথা উচ্চারণ করলেনঃ-

এ বনভূমিতে মহাসম্মেলন, যেখানে দেবসঙ্ঘ সমাগত।
অপরাজিত বা জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেখার জন্য আমরাও এ
ধর্ম-সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি।

অপর দেবতা- তথায় ভিক্ষুগণ সমাহিত হয়েছেন, নিজের
চিত্তকে ঋজু করেছেন। যোত্র গ্রহণ করে সারথি বা রথ চালকের
মত পণ্ডিতরা বা জ্ঞানীরা ইন্দ্রিয় সমূহকে রক্ষা করেন অর্থাৎ
সংযত করেন।

তৃতীয় দেবতা- রাগদ্বেষমোহের খিল ও খুঁটি ছেদন করে
এবং অবিদ্যার স্তম্ভ উন্মূলিত করে বীততৃষ্ণ শুদ্ধ নির্মল চক্ষুগ্গম্য
সুদান্ত ভিক্ষুগণ তরুণ নাগের মত (অকুতোভয় হয়ে) বিচরণ
করেন।

চতুর্থ দেবতা- যাঁরা বুদ্ধের শরণাগত হন, তাঁরা অপায় গমন করবেন না। এবং মনুষ্যদেহ ত্যাগের পর দেবলোক পরিপূর্ণ করবেন।

৮ সকলিক সুত্ত

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান রাজগৃহে মদ্রকুক্ষি মৃগদাবে বাস করতেন। তখন ভগবানের পদ প্রস্তরখন্ডের আঘাতে বিক্ষত হয়। তাতে তাঁর অত্যন্ত তীব্র তীক্ষ্ণ কটু অসুখকর অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখ বেদনা অনুভূত হতে থাকে এবং তিনি তা স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে নির্বিকারে সহ্য করতে থাকেন। তিনি চার ভাঁজ পাতা ‘সজ্জাটি’ চীবরে দক্ষিণ পার্শ্ব ভর করে পায়ের ওপর পা রেখে সিংহ শয্যায় শয়ান হন। তখন সাতশ’ সদালাপকায়িক দেবতা রাত্রির শেষ প্রহরে সমগ্র মদ্রকুক্ষি কমণীয় বর্ণে উদ্ভাসিত করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁরা ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়ালেন। তাঁদের একজন ভগবানের সম্মুখে আবেগবাক্য উচ্চারণ করলেন- ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই নির্ভীক নাগ; নির্ভীক নাগ বলেই তিনি তাঁর এ অত্যন্ত তীব্র তীক্ষ্ণ কটু অসুখকর অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখবেদনা স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে নির্বিকার ভাবে সহ্য করছেন।

অন্য দেবতা- ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই পুরুষসিংহ; পুরুষসিংহ বলেই সহ্য করছেন।

তৃতীয় দেবতা-ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই মহাজ্ঞানী; মহাজ্ঞানী বলেই সহ্য করছেন।

চতুর্থ দেবতা- ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই পুরুষোত্তম; পুরুষোত্তম বলেই।

পঞ্চম দেবতা- ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই ধূরন্ধর ...।

ষষ্ঠ দেবতা- শ্রমণ গৌতম একান্তই দান্ত ।

সপ্তম দেবতা- দেখুন সুভাবিত সমাধি, সুবিমুক্ত চিত্ত । তা (রিপূর কবলে) অভিনত কিংবা অবনত নয়, সচেষ্ট নিগ্রহ সংযত হয় (অর্থাৎ রাগদ্বৈষাদি সমূলে ছিন্ন হওয়ায় সংযত) । এতাদৃশ পুরুষনাগকে পুরুষসিংহকে মহাজ্ঞানীকে পুরুষোত্তমকে ধূরন্ধরকে দান্তকে যে ব্যথিত করতে চায়, তা তার দৃষ্টিহীনতা বা অজ্ঞানতা ছাড়া কিছুই নয় ।

যাঁদের চিত্ত সম্যকভাবে বন্ধনমুক্ত নয় এবং যাঁরা হীনভাবাপন্ন, তাঁরা পঞ্চবেদজ্ঞ শতবর্ষব্যাপী তপশ্চর ব্রাহ্মণ হলেও পারগামী নন ।

মানকামী বা সম্মানপ্রার্থীর সংযম নেই । (সংযমহীন) অসমাহিতের মৌন বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি নেই । প্রমত্ত ব্যক্তি অরণ্যের নির্জনতার মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে নির্বাণের পারে উত্তীর্ণ হতে পারে না ।

অপ্রমত্ত একা অরণ্যে বাস করে যিনি মান বা অহংভাব পরিত্যাগপূর্বক সুসমাহিত সুচিত্ত এবং সর্বথাবিমুক্ত, তিনিই মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে নির্বাণের পারে উত্তীর্ণ হন ।

৯ পজ্জুনধীতু সুত্ত

বৈশালী-

প্রদ্যুম্নকন্যা কোকনদা- আমি প্রদ্যুম্নকন্যা কোকনদা সত্ত্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রকে বন্দনা করি । চক্ষুস্মানের উপলব্ধি ধর্ম সম্পর্কে পূর্বে আমার শোনা ছিল; এখন আমি প্রত্যক্ষভাবে তা সুগত মুনির দেশনায় জানছি ।

যে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আর্য ধর্মের নিন্দা করে বেড়ায়, তারা ঘোর রৌরব নরকে উপগত হয়ে দীর্ঘকাল দুঃখ অনুভব করে ।

যাঁরা আর্য ধর্মে ক্ষান্তি ও উপশম সমন্বিত হন, তাঁরা মনুষ্যদেহ ত্যাগের পর দেবত্ব লাভ করেন।

১০ চুল্লপজ্জুনধীতু সুত্ত

বৈশালী-

কনিষ্ঠা কোকনদা- প্রদ্যুম্নপুত্রী বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশবর্ণা কোকনদা এখানে এসেছিল এবং বুদ্ধ ও ধর্মকে নমস্কার করে এ অর্থপূর্ণ কথাগুলো বলেছিল। এ ধর্ম তেমন যে তাকে বহুকারে বিশ্লেষণ করতে পারি। যতদূর আমার মনে আয়ত্ত, তার সংক্ষিপ্ত সার মাত্র বলব- জগতে কায়-মনো-বাক্যে কোন পাপ করা উচিত নয়; কামনা পরিত্যাগ করে স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে অনর্থাবহ দুঃখভোগ থেকে বিরত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আদীপ্ত বর্গ- ৫

১ আদিত্ত সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবতা- গৃহ প্রজ্জ্বলিত হলে অর্থাৎ গৃহদাহের সময় যে বস্তু বের করা হয়, তা গৃহস্থের প্রয়োজন লাগে কিন্তু যা তথায় দগ্ধ হয়, তা কোন কাজে লাগে না। এভাবে জগৎ জরামৃত্যুর অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত, (জ্বলন্ত জগৎ থেকে নিজ সম্পদ) দানের দ্বারা বের করা উচিত। প্রদত্ত বস্তুই উত্তমরূপে রক্ষিত থাকে।

প্রদত্ত বস্তু সুখফলপ্রসূ হয়। অদত্ত বস্তু তেমনি (সুখফলপ্রসূ) হয় না। চোরেরা তা হরণ করে, রাজা বাজেয়াপ্ত করে, অগ্নি দগ্ধ করে, বিনষ্ট হয় এবং অন্তিমকালে (অবিনষ্ট) সম্পদ সহ শরীর ত্যাগ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি এটা অবগত হয়ে সম্পদ ভোগ করেন এবং দান করেন। সাধ্যানুসারে দান করে ও ভোগ করে তিনি আনন্দিতভাবে স্বর্গে উপনীত হন।

২ কিং দদং সুত্ত

দেবতা- কি দানকারী বলদাতা হন, কি দানকারী বর্ণদাতা হন, কি দানে সুখদাতা হন, কি দানে চক্ষুদাতা হন এবং কিভাবে সর্বদাতা হওয়া যায় আমার প্রশ্নের উত্তরে বলুন।

ভগবান- অন্নদানে বলদাতা হন, বস্ত্রদানে বর্ণদাতা যানদানে সুখদাতা এবং দীপদানে চক্ষুদাতা হন। যিনি আবাস বা বাসগৃহ দান করেন, তিনি সর্বদাতা হন। যিনি ধর্মানুশাসন করেন বা ধর্মোপদেশ দেন তিনি হন অমৃতদাতা।

৩ অন্ন সুত্ত

দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেই অন্নকে অভিনন্দন করেন বা সমাদর করেন। কোন প্রাণী সে অন্নকে অভিনন্দন করে না? যে প্রসন্ন চিত্তে সশ্রদ্ধভাবে অন্ন দান করে, সে অন্ন ইহ-পরলোকে তারই ভজন মহিমা কীর্তন করে। তাই মাৎসর্য বিনোদন করে নির্মলভাবে দান করা উচিত। পুণ্যসমূহ পরলোকে প্রাণিগণের প্রতিষ্ঠা হয়।

৪ একমূল সুত্ত

(তৃষ্ণারূপ) একমূলবিশিষ্ট (শাস্ত ও উচ্ছেদ দৃষ্টিরূপ) দুই আবর্ত যুক্ত (রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ) ত্রিমলসম্পৃক্ত (রূপশব্দাদি) পঞ্চকাম সমন্বিত (আভ্যন্তর ও বহিরায়তন রূপ^১) দ্বাদশ

^১ আভ্যন্তর আয়তন বলতে বোঝায় চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এবং বহিরায়তন হচ্ছে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্য ও ধর্ম বা মনোগোচর বিষয়। আয়তন শব্দের অর্থ নিবাস বা উৎপত্তি স্থল। চিত্ত ও চিত্তবৃত্তির নিবাস বা উৎপত্তি স্থল বলে চক্ষুশ্রোত্রাদিকে আয়তন বলা হয়।

আবর্তসম্পন্ন অগাধ ভবসমুদ্র (অষ্টাঙ্গ মার্গরূপ^১ সেতু
অবলম্বনে) ঋষি উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৫ অনোমনাম সুত্ত

(সর্বগুণাকার হওয়ায়) অবিকল নামী বা পূর্ণ নামধারী
সুস্মার্তদর্শী প্রজ্ঞানদাতা কামালয়ে অনাসক্ত সর্বজ্ঞ সুপ্রাজ্ঞ আর্য
পথচারী মহর্ষিকে দর্শন করেন।

৬ অচ্ছরা সুত্ত

দেবতা- অম্বরাগণের (নৃত্যগীত বাদ্য-) মুখরিত
(অম্বরারূপ) পিশাচগণ সেবিত (নন্দন) বন মুগ্ধকর। (মোহ
ভঙ্গ করে নির্বাণের পানে) যাত্রা কিরূপে হবে?

ভগবান- সে পথ ঋজু বা সোজা, সে দিক ভয়শূন্য,
(যাত্রাপথের) রথ^২ শব্দহীন ও ধমচক্র সংযুক্ত, হ্রী বা পাপে ঘৃণা
তার আলম্ব, স্মৃতি তার আবরণ, সম্যক দৃষ্টি পুরগামী (অশ্ব)
এবং ধর্মকে আমি সারথি বলি। যে নারী কিংবা পুরুষের
এতাদৃশ যান (আছে), সে এ যান যোগে নির্বাণের নিকটে।

৭ বনরোপ সুত্ত

দেবতা- দিবারাত্র সর্বদাই কাদের পুণ্য বর্ধিত হয় এবং
কারা ধর্মস্থ শীলসম্পন্ন ও স্বর্গগামী?

^১ অষ্টাঙ্গ মার্গ- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম,
সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এ আট
অঙ্গ যুক্ত আর্যপথ।

^২ ‘রথো অকূজনো’ এখানে ‘অকূজন’ শব্দ ‘অকূজন’ হতে পারে অর্থাৎ
যেখানে কুলোকে স্থান নেই। তা না হলে অর্থকথানুসারে অকূজন
শব্দের অর্থ- যাত্রীদের সংখ্যাধিক্যের শব্দহীন ও অর্থাৎ অধিক ভারে
সশব্দে নুয়ে পড়ে না।

ভগবান- যে ব্যক্তিগণ (জনসাধারণের হিতার্থে) ফুল ও ফলের উদ্যান রচনা করেন, (জনসাধারণের উপভোগের জন্য) বন রোপন করেন, সেতু নির্মাণ করেন এবং জলসত্র, জলাশয় ও পান্থনিবাস দান করেন, তাঁদের দিবারাত্র সর্বদাই পুণ্য প্রবর্ধিত হয় এবং সে ব্যক্তিগণ ধর্মস্থ শীলস্পন্ন ও স্বর্গগামী।

৮ ইদং হি সুত্ত

দেবতা- ঋষিসম্মুখসেবিত ধর্মরাজ বুদ্ধ-অধ্যুষিত এ জেতবন আমার প্রীতিজনক। কর্ম (উদ্বুদ্ধ কর্মযোগ) বিদ্যা (প্রজ্ঞান) ধর্ম (ধর্মোপলব্ধি) ও শীলসমৃদ্ধ উত্তম জীবন- এগুলোর দ্বারাই মানুষ শুদ্ধ হয়, গোত্র ও ধন দ্বারা নয়। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তির নিজের হিতদর্শনে যথাযথভাবে ধর্মাচরণ করা উচিত। এভাবে বিশুদ্ধি লাভ হয়।

প্রজ্ঞায় শীলে উপশান্তিতে শারীপুত্রই শ্রেষ্ঠ। যে ভিক্ষু নির্বাণের পারে উপনীত, তিনিও এর অনুবর্তী।

৯ মচ্ছের সুত্ত

দেবতা- যারা ইহজগতে মাৎসর্য পরায়ণ কৃপণ তিরস্কারকারী এবং অন্য দাতাগণের দানের অন্তরায়কারী, তাদের ফল কি এবং তাদের পরকাল কিরূপ তা ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। কিরূপে তা জানতে পারি?

ভগবান- যারা মৎসর কৃপণ তিরস্কারকারী এবং অন্যদের দানের অন্তরায়কারী, তারা নিরয় তির্যকযোনি ও যমলোকে জন্মগ্রহণ করে। যদি মানবজগতে আসে, তাহলে তারা দরিদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে অনুবস্ত্র ভোগ বিলাস আসে, তাহলে তারা দরিদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে অনুবস্ত্র ভোগ বিলাস কষ্টে লাভ হয়। সে মুঢ়গণ পরের কাছ পরের কাছ

থেকে প্রত্যাশা করে, তাও তাদের লাভ হয় না। ইহজগতে এই ফল এবং পরকালে দুর্গতি।

দেবতা- এতো জানছি। এখন হে গৌতম! অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি- যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে বদান্য অকৃপণ এবং বুদ্ধ ধর্ম সজ্জের প্রতি প্রসন্ন ও অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ, তাদের পরিণতি কি এবং পরকালে কিরূপ?

ভগবান- যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে বদান্য অমৎসর এবং বুদ্ধ-ধর্ম-সজ্জের প্রতি প্রসন্ন ও অতিশয় ভক্তিপরায়ণ, তারা স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে স্বর্গকে উজ্জ্বল করে। যদি মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, তারা ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নেয় যেখানে অনুবস্ত্র ভোগবিলাস সহজে লাভ হয়। পরিসম্পন্ন ধনসম্পদে বশবর্তী নামক দেবতাদের মত তারা আনন্দ ভোগ করে। ইহজগতে এই ফল এবং পরকালে সুগতি।

১০ ঘটীকার সুত্ত

দেবতা- সাতজন ভিক্ষু (দেহত্যাগের পর) অবিহ ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষীণরাগদ্বৈষ শ্রোতোত্তীর্ণ বিমুক্ত হয়েছেন।

কারা মর্ত্যের সুদুস্তর আসক্তিস্রোত উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং কারা মানুষিক^১ দেহ ত্যাগ করে দিব্যযোগ^২ অতিক্রম করেছেন?

^১ মানুষিক দেহ বলতে এখানে কামরাগ, প্রতিঘ বা ক্রোধ, শীলব্রতপরামর্শ, বিচিকিৎসা বা সংশয়, দৃষ্টি বা মিথ্যা ধারণা এ পাঁচ প্রকার অধঃ সংযোজন বা বন্ধনকে বোঝায়।

^২ দিব্যযোগ বলতে এখানে রূপরাগ বা রূপভবের প্রতি অনুরাগ, অরূপরাগ বা অরূপ ভবের প্রতি অনুরাগ, মান, উদ্ধত্য ও অবিদ্যা এ পাঁচ প্রকার উর্ধ্ব সংযোজনকে বোঝায়।

ভগবান- উপক, পলগণ্ড, পুঙ্কুসাতি, ভদ্রিয়, খণ্ডদেব, বাহুরঙ্গি ও পিঙ্গিয় এরা সকলেই মানুষিক দেহ ত্যাগ করে দিব্যযোগ অতিক্রম করেছে।

সে মারপাশমুক্ত ভিক্ষুদের সম্পর্কে তুমি নিপুণভাবে উক্তি করছ। তারা কার (প্রবর্তিত) ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ভববন্ধন ছিন্ন করেছে?

দেবতা- যাঁর ধর্ম জ্ঞাত হয়ে তাঁরা ভববন্ধন ছিন্ন করেছেন, তিনি ভগবান (আপনি) ব্যতীত কেউ নন এবং আপনার শাসন ছাড়াও নয়। যেখানে নামরূপ অশেষভাবে নিরুদ্ধ হয়, তাঁরা সে ধর্ম ইহলোকে জ্ঞাত হয়ে ভববন্ধন ছিন্ন করেছেন।

ভগবান- দুর্জ্যেয় দুর্বোধ্য গম্ভীর বাক্য বলছ, তুমি কার ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এমন বাক্য উচ্চারণ করছ?

দেবতা- পূর্বে (সুদূর অতীতে) বেহলিঙ্গ গ্রামে মাতাপিতার সেবক কাশ্যপ বুদ্ধের উপাসক কামভোগ বিরত সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী কুম্ভকার ঘটীকার আমিই ছিলাম। তখন আপনি ছিলেন আমার স্বগ্রামবাসী পূর্ববন্ধু। সে আমি জানি এ সাতজন ক্ষীণরাগদ্বৈষ শ্রোতোত্তীর্ণ বিমুক্ত ভিক্ষুদের।

ভগবান- হে ভাগ্যবান। তুমি যেভাবে বলছ, তাই বটে। তখন তুমিই ছিলে বেহলিঙ্গ গ্রামে মাতাপিতার সেবক কাশ্যপ বুদ্ধের উপাসক কামভোগবিরত সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী কুম্ভকার ঘটীকার। তখন তুমি ছিলে আমার স্বগ্রামী পূর্বসখা।

এভাবে ভাবিত্ত্ব অস্তিমশরীরধারী উভয় পুরাতন বন্ধুর মিলন হয়েছিল।

[– শেষোক্ত গাথা সংগীতিকারদের সংযোজন]

জরাবর্গ- ৬

১ জরা সুত্ত

কিসের জরাপ্রাপ্তি বা বৃদ্ধকালে শোভন? কি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম? নরগণের রত্ন কি? কি হরণ করা চোরের দুসাধ্য?

শীল বা চারিত্রিক শুদ্ধতা বৃদ্ধকাল পর্যন্ত শোভন। (অন্তরে) শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম। প্রজ্ঞা মানুষের রত্ন বা শ্রেষ্ঠধন। পুন্য হরণ করা চোরেরও দুসাধ্য।

২ অজরসা সুত্ত

(১ম সূত্র সদৃশ)

৩ মিত্র সুত্ত

প্রবাসে মিত্র কে? স্বকীয় গৃহে মিত্র কে? প্রয়োজন কালে মিত্র কে? পরকালে মিত্র কে?

সার্থ বা সহযাত্রীদল প্রবাসে মিত্র। স্বকীয় গৃহে মিত্র হন মাতা। প্রয়োজনকালে সহায়ক বা সাহায্যকারীই মিত্র। নিজের কৃতপুণ্য পরকালের মিত্র।

৪ বথু সুত্ত

মানুষের বস্ত্র বা প্রতিষ্ঠা কি? পরম সখা কে? পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করে?

পুত্র মানুষের বস্ত্র বা প্রতিষ্ঠা (যেহেতু বৃদ্ধকালে পুত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়)। ভার্য্যা পরম সখা। পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ বৃষ্টি অবলম্বনে জীবন ধারণ করে।

৫ জনেতি সুত্ত (১)

কি ব্যক্তিকে জন্ম দান করে? তার কি বিধাবিত হয় বা এদিক ওদিক ছোটোছুটি করে? কে সংসার প্রাপ্ত হয়েছে? তার মহাভয় কি?

তৃষ্ণা বা আসক্তি ব্যক্তিকে জন্মদান করে। তার চিত্ত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিধাবিত হয়। সত্ত্ব বা জীব সংসার প্রাপ্ত হয়েছে। দুঃখই তার মহাভয়।

৬ জনেতি সুত্ত (২)

(৫ম সূত্র সদৃশ)

শুধু ‘দুঃখ তার মহাভয়’ এর স্থলে ‘দুঃখ থেকে মুক্ত হয় না’ প্রযোজ্য।

৭ জনেতি সুত্ত (৩)

(৫ম সূত্র সদৃশ)

অনুরূপভাবে এখানে ‘কর্ম তার আশ্রয়’ প্রযোজ্য।

৮ উপ্পসথ সুত্ত

কি উন্মার্গ বা কুপথ বলে বর্ণিত। দিবারাত্র কিসের ক্ষয় হয়? ব্রহ্মচর্যের মল কি? বিনা জল্লোন কি?

রাগ বা আলায় উন্মার্গ বলে বর্ণিত! বয়স দিবারাত্রক্ষয়ী। স্ত্রী (পুরুষের) ব্রহ্মচর্যের মল- এতেই লোক আসক্ত হয়। তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য বিনা জল্লোন।

৯ দুতিয়া সুত্ত

ব্যক্তির সহায় কি? কি তাকে অনুশাসন করে বা নির্দেশ দান করে? ব্যক্তি কিসে অভিরত বা অনুরাগী হয়ে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে।

শ্রদ্ধা (সুগতি ও নির্বাণ যাত্রায়) ব্যক্তির সহায়। প্রজ্ঞা তাকে অনুশাসন করে বা পথের নির্দেশ দেয়। নির্বাণনুরাগী ব্যক্তি সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে।

১০ কবি সুত্ত

গাথাসমূহের নিদান বা মূল কারণ কি? তাদের ব্যঞ্জন বা প্রকাশন কি? গাথাগুলি কি আশ্রিত? গাথাসমূহের আশয় বা আধার কি?

ছন্দ গাথাসমূহের নিদান। অক্ষরসমূহ সেগুলোর ব্যঞ্জন বা প্রকাশন। গাথা নামাশ্রিত। কবি গাথাসমূহের আধার।

অর্দ্ধ বর্গ- ৭

১ নাম সুত্ত

কি সমস্তকে অভিভূত করে বা জড়িত করে? কিসের চেয়ে অধিকতর নেই। সকলই কোন একটি বিষয়ের বশানুগ?

নাম সমস্তকে জড়িত করে অর্থাৎ নাম ছাড়া কিছুই নেই। নাম থেকে অধিকতর নেই। সকলই নাম বলে উক্ত একটি বিষয়ের বশানুগ।

২ চিত্ত সুত্ত

সত্ত্বলোক প্রাণীজগৎ কিসের দ্বারা নীত হয় এবং কিসের দ্বারা আকর্ষিত হয়? সকলেই কোন একটি ধর্মের বশানুবর্তী?

প্রাণীজগৎ চিত্তের দ্বারা নীত হয় এবং আকর্ষিত হয়। সকলেই চিত্ত বলে উক্ত একটি ধর্মের বশানুবর্তী।

৩ তৎহা সুত্ত

প্রাণীজগৎ কিসের দ্বারা নীত হয় এবং কিসের দ্বারা আকর্ষিত হয়? সকলেই কোন একটি ধর্মের বশানুগত?

প্রাণীজগৎ তৎহা দ্বারা নীত হয় এবং আকর্ষিত হয়। সকলেই চিত্ত বলে উক্ত একটি ধর্মের বশানুগত।

৪ সংযোজন সুত্ত

প্রাণীজগতের বন্ধন কি এবং চারক কি? কিসের প্রহাণ বা পরিত্যাগই নির্বাণ বলা হয়?

আসক্তি প্রাণীজগতের বন্ধন এবং বিতর্ক তার চারক।
তৃষ্ণার পরিত্যাগই নির্বাণ বলা হয়।

৫ বন্ধন সুত্ত

(চতুর্থ সূত্র সদৃশ)

কেবল ‘নির্বাণ বলা হয়’ স্থলে ‘সর্ব বন্ধন ছিন্ন হয়’
প্রযোজ্য।

৬ অব্ভাহত সুত্ত

প্রাণীজগৎ কিসের দ্বারা হত, কিসের দ্বারা পরিবৃত্ত এবং
কোন শল্য দ্বারা বিদ্ধ? কি (তাদের মধ্যে) সর্বদা ধূমোয়িত?

প্রাণীজগৎ মৃত্যু দ্বারা হত, জরা দ্বারা পরিবৃত্ত এবং তৃষ্ণা
শল্য দ্বারা বিদ্ধ। ইচ্ছা (তাদের মধ্যে) সর্বদা ধূমায়িত।

৭ উড্ডিত সুত্ত

জগৎ কিসের দ্বারা উল্লঙ্ঘিত, কিসের দ্বারা পরিবৃত্ত, কিসের
দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কিসে প্রতিষ্ঠিত?

জগৎ তৃষ্ণা দ্বারা উল্লঙ্ঘিত, জরা দ্বারা পরিবৃত্ত, মৃত্যু দ্বারা
আচ্ছাদিত এবং দুঃখে প্রতিষ্ঠিত।

৮ পিহিত সুত্ত

(সপ্তম সূত্র সদৃশ)

৯ ইচ্ছা সুত্ত

সত্ত্বলোক কিসের দ্বারা বদ্ধ, কিসের বিনোদনে মুক্ত হয়
এবং কিসের পরিত্যাগে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে?

সত্ত্বলোক ইচ্ছা দ্বারা বদ্ধ, ইচ্ছাবিনোদনে মুক্ত হয় এবং
ইচ্ছা পরিত্যাগে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে?

১০ লোক সুত্ত

কি উৎপন্ন হলে লোক উৎপন্ন হয়? কিসে লোক মমতামুক্ত হয়? কাকে লোক অবলম্বন করে প্রবর্তিত হয়? কিসে লোক নিপীড়িত হয়?

(চক্ষু শ্রোত্রাদি) ছয় আয়তন^১ উৎপন্ন হলে লোক উৎপন্ন হয়। এ ছয় আয়তনে লোক মমতায়ুক্ত হয়। ছয় আয়তন অবলম্বনে লোক প্রবর্তিত হয়। ছয় আয়তনে লোক নিপীড়িত হয়।

ঝড়^২ বর্গ- ৮

১ ঝড়^২ সুত্ত

হে গৌতম। কি দহন করে বা বিনষ্ট করে সুখে থাকে এবং শোক করে না। কোন এক বিষয়ের বধ বা বিনাশ আপনি পছন্দ করেন?

হে দেবতে! ক্রোধ বিনষ্ট করে সুখে থাকে এবং শোক করে না। বিষমূল মধুরাত্ন ক্রোধের বিনাশ আর্যগণ বা ঋষিগণ প্রশংসা করেন। তা নষ্ট করে শোকাভীত হন।

২ রথ সুত্ত

রথের নিদর্শন কি? অগ্নির নিদর্শন কি? রাষ্ট্রের নিদর্শন কি? স্ত্রীর নিদর্শন কি?

ধ্বজা রথের নিদর্শন, ধূম অগ্নির নিদর্শন, রাজা রাষ্ট্রের নিদর্শন এবং পতি স্ত্রীর নিদর্শন।

^১ এখানে চক্ষুশ্রোত্রাদি ছয় আভ্যন্তরীণ আয়তন। আয়তন শব্দের অর্থ নিবাস বা উৎপত্তিস্থল। চক্ষুশ্রোত্রাদি চিত্ত ও চিত্তবৃত্তির নিবাস বা উৎপত্তিস্থল বলে এগুলোকে আয়তন বলা হয়।

^২ ‘ঝড়’ শব্দের অর্থ নাশ, বিনাশ।

৩ বিভূ সুত্ত

পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিভূ কি? সুষ্ঠু ভাবে আচরিত বা অনুষ্ঠিত কি সুখাবহ হয়? রসসমূহের মধ্যে সুস্বাদুতর রস কি? কি প্রকার জীবন যাপনকারীর শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়?

ইহলোকে শ্রদ্ধা পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিভূ, সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম সুখাবহ হয়। রসসমূহের মধ্যে সত্যই শ্রেষ্ঠ রস এবং প্রজ্জাজীবীর জীবন উত্তম।

৪ বুট্ঠি সুত্ত

উত্থানে কি উত্তম? নিপতনে কি উত্তম? গতিশীলদের মধ্যে কি উত্তম? প্রবক্তাদের মধ্যে কি উত্তম?

উত্থানে বীজ উত্তম, নিপতনে বৃষ্টি উত্তম, গতিশীলদের মধ্যে গরুসমূহ উত্তম এবং প্রবক্তাদের মধ্যে পুত্র উত্তম।

উত্থানে বিদ্যা বা লোকোত্তর জ্ঞান উত্তম, অবিদ্যা নিপতনে উত্তম, গতিশীলদের মধ্যে সজ্জ উত্তম এবং প্রবক্তাদের মধ্যে বুদ্ধ উত্তম।

৫ ভীত সুত্ত

পথ নানা ভাবে উক্ত হয়েছে, তবু বহুজন ভীত কেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম! আপনাকে জিজ্ঞেস করি- কিসে প্রতিষ্ঠিত হলে (মানুষ) পরলোককে ভয় করে না?

বাক্‌মনকে সম্যক প্রণিহিত করে কায়িক পাপ থেকে বিরত হয়ে শ্রদ্ধাশ্রিত মৃদু সংবিভাগী (ভাগদাতা) বদান্য সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহবাসী (দান, শীল, শ্রদ্ধা ও অহিংসা) এ চার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরলোককে ভয় করেন না।

৬ ন জীরতি সুত্ত

কি জীর্ণ হয়? কি জীর্ণ হয় না? কি উন্মার্গ বা কুপথ বলে কথিত হয়? ধর্মের বা ধর্মপথের বাধা কি? দিবারাত্র কিসের ক্ষয়

হয়? ব্রহ্মচর্যের মল কি? বিনা জলে অবগাহন কি? জগতে ছিদ্র কয়টি যাতে চিত্ত স্থিত হয় না? এ প্রশ্নগুলি ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে এসে কি করে (এগুলোর উত্তর) জানতে পারি?

মানুষগণের রূপ বা ভৌতিক দেহ জরাগ্রস্ত হয়, কিন্তু নাম গোত্র জীর্ণ হয় না। রাগ বা আসক্তি কুপথ বলে উক্ত হয়। লোভ ধর্মপথের বাধা। বয়স দিব্যরাত্র ক্ষয়শীল। নারী ব্রহ্মচর্যের মল, যাতে জনগণ আসক্ত হয়। তপস্যা ব্রহ্মচর্য জলহীন স্থান। জগতে ছিদ্র ছয়টি, যাতে চিত্ত স্থিত হয় না, যথা- আলস্য, প্রমাদ, উদ্যমহীনতা, অসংযম, নিদ্রালুতা ও তদ্রালুতা। এই ছিদ্রগুলোকে সর্বতোভাবে বর্জন করবে।

৭ ইস্সর সুত্ত

জগতে ঐশ্বর্য কি? উত্তম সম্পদ কি? শাস্ত্রের মল কি? জগতে বিনাশকারী কে? কোন গ্রহণকারীকে বারণ করে? কোন গ্রহণকারী প্রিয়? পণ্ডিতেরা কোন পুনরাগমনকারীকে অভিনন্দিত করেন?

বশ বা কর্তৃত্ব জগতে ঐশ্বর্য। স্ত্রী বা নারী উত্তম সম্পদ। ক্রোধ শাস্ত্রজ্ঞান বা পণ্ডিত্যের মল। চোরেরা জগতে বিনাশকারী। গ্রহীতা বা হরণকারী চোরকে বারণ করে। গ্রহীতাদের মধ্যে ভিক্ষু প্রিয়। পণ্ডিতেরা পুনঃ পুনঃ আগমনকারী ভিক্ষুকে অভিনন্দিত করেন।

৮ কাম সুত্ত

অর্থকামী বা হিতার্থী কি দান করে না? মানুষ কি পরিত্যাগ করে না? কল্যাণময় কি মোচন করা উচিত? মন্দ কি মোচন করা উচিত নয়?

পরমার্থকামী নিজেকে বিসর্জন করে না, মানুষ নিজেকে পরিত্যাগ করে না। কল্যাণ বাক্য মোচন করা বা বলা উচিত, মন্দ বাক্য মোচন উচিত নয়।

৯ পাথেয় সুত্ত

কি পাথেয় বাঁধে? কি ভোগসম্পদের আশয় বা উৎস? কি লোককে আকর্ষণ করে? জগতে কি ত্যাগ করা কঠিন? পাশবদ্ধ শকুন্তের মত জনতা কিসে আবদ্ধ?

শ্রদ্ধা পাথেয় বাঁধে, শ্রী বা সৌভাগ্য ভোগসম্পদের আশয় বা উৎস, ইচ্ছা লোককে (বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে) আকর্ষণ করে, ইচ্ছা ত্যাগ করা কঠিন এবং জনতা পাশবদ্ধ শকুন্তের মত ইচ্ছা দ্বারা আবদ্ধ।

১০ পজ্জাত সুত্ত

জগতে প্রদ্যোত বা দীপ্তি কি? জগতে জাগরণকারী কি? সহজীবীগণের মধ্যে কর্মে সহায় কে? তার জীবিকাবৃতি কি? পুত্রকে মাতার মত কি অলস অনলসকে (সবাইকে) পালন করে? পৃথিবীস্থ প্রাণীগণ কাকে অবলম্বন করে বাঁচে?

প্রজ্ঞা জগতে দীপ্তি, স্মৃতি জাগরণকারী, সহজীবীগণের মধ্যে গুরুগুণি কর্মে সহায়, তার জীবিকাবৃতি লাঙ্গল। পুত্রকে মাতার মত বৃষ্টি অলস অনলসকে পালন করে এবং পৃথিবীস্থ প্রাণীগণ বৃষ্টি অবলম্বনে বাঁচে।

১১ অরণ সুত্ত

ইহলোকে ক্লেশহীন বা নির্মল কে? কাদের ব্রহ্মচর্যবাস নষ্ট হয় না? কারা ইচ্ছাকে পরিজ্ঞাত হয়েছেন এবং সর্বদা স্বাধীন? ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত কাকে মাতাপিতা ও ভ্রাতাগণ প্রণাম করেন এবং নিম্নবর্ণের কোন লোককে ক্ষত্রিয়গণ অভিবাদন করেন?

ইহজগতে শ্রমণগণ ক্লেশহীন বা রিপুজয়ী। শ্রমণদের ব্রহ্মচর্যবাস নষ্ট হয় না। তাঁরা ইচ্ছাকে পরিজ্ঞাত হয়েছেন এবং সর্বদা স্বাধীন। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত সে শ্রমণকে মাতাপিতা ও ভ্রাতাগণ প্রণাম করেন এবং ক্ষত্রিয়গণ নিম্নবর্ণের (নীচ কুল জাত) শ্রমণকে অভিবাদন করেন।

দেবতা সংযুক্ত সমাপ্ত

দেবপুত্র সংযুক্ত

প্রথম বর্গ- ১

১ কস্সপ সুত্ত (১)

শ্রাবস্তী-

দেবপুত্র কাশ্যপ ভগবানকে “বললেন ভিক্ষুকে প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু ভিক্ষুর অনুশাসন প্রকাশ করেন নি।” ভগবান ভিক্ষুকে বললেন “কাশ্যপ, তা তোমারই প্রতিভাত হোক অর্থাৎ তুমিই বলো।” কাশ্যপ উচ্চারণ করলেন-

সুভাষিত ও শ্রমণচর্যায় শিক্ষিত হবে। নির্জনে একাসন বা ধ্যান সাধনায় রত হয়ে চিত্তোপশম বলে কথিত অষ্ট সমাপত্তি আয়ত্ত করবে।

দেবপুত্র কাশ্যপের উক্তি শাস্তা অনুমোদন করলেন।

২ কস্সপ সুত্ত (২)

শ্রাবস্তী-

দেবপুত্র কাশ্যপ ভগবানের সম্মুখে গাথায় উচ্চারণ করলেন-

হৃদয়ানুপ্রাপ্তি বলে কথিত অর্হত্ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তবে সে নির্বাণকামী পবিত্রমনা অনাসক্ত ভিক্ষু ধ্যানপরায়ণ বিমুক্তচিত্ত হবেন।

৩ মাঘ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবপুত্র মাঘ-

দেবতা সংযুক্তের বাত্বা বর্গের প্রথম সূত্র সদৃশ।

৪ মাগধ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবপুত্র মাগধ-

শক্তিবর্গে ষষ্ঠ সূত্র সদৃশ।

৫ দামলি সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবপুত্র দামলি- নির্মল ব্রাহ্মণ বা শুদ্ধ ব্যক্তির তপস্যারত হওয়া উচিত। তাতে কামনাত্যাগে তিনি ভব বা জন্ম-জন্মান্তর চান না।

ভগবান- হে দামলি, ব্রাহ্মণ বা শুদ্ধ ব্যক্তির কৃত্য বা করণীয় নেই, যেহেতু ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য। যতক্ষণ লোক নদীতে ঠাঁই পায় না, ততক্ষণ সে সর্বশরীর দিয়ে (ঠাঁই পেতে) চেষ্টা করে, কিন্তু ঠাঁই পেয়ে স্থলে দাঁড়িয়ে পারগত ব্যক্তিকে আর চেষ্টা করতে হয় না।

হে দামলি, ক্ষীণাস্রব প্রাজ্ঞ ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে এ উপমা প্রযোজ্য। তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হয়ে নির্বাণের পারে পৌঁছে আর চেষ্টাশ্রিত হতে হয় না।

৬ কামদ সুত্ত

একান্তে দাঁড়িয়ে দেবপুত্র কামদ ভগবানকে বললেন
“ভগবন! দুষ্কর সুদুষ্কর।”

ভগবান- হে কামদ, শীলসমাহিত স্থিত্ত শৈক্ষ্যগণ^১ দুষ্কর সাধন করেন। গৃহহীন প্রব্রজিতের যথালাভ তুষ্টি সুখাবহ হয়।

কামদ- ভগবন্! এ তুষ্টি যে দুর্লভ।

ভগবান- হে কামদ, যাঁদের মন দিবারাত্র ভাবনারত (অধস্ত্র সাধনারত), সে চিত্তোপশমমগ্ন সাধকগণ দুর্লভকে (পরম সত্যকে) লাভ করেন।

কামদ- এ চিত্তকে যে সমাহিত করা দুষ্কর।

ভগবান- হে কামদ, যে চিত্তকে সমাহিত করা দুষ্কর, সে চিত্তকে ইন্দ্রিয়োপশমরত সাধকগণ সমাহিত করেন। কামদ, সে আর্যগণ বা নিষ্কলুষ ঋষিগণ মারের জাল ছিন্ন করে (নির্বাণে) গমন করেন।

কামদ- ভগবন্! (সে নির্বাণের) পথ বিষম দুর্গম।

ভগবান- হে কামদ, আর্যগণ দুরূহ দুর্গম পথেও (নির্বাণের দিকে) গমন করেন। অনার্যগণ বা কুলোকেরা কুপথ অবলম্বনে অধোশিরে অধঃ- পতিত হয়। আর্যগণের মার্গ সম, কারণ তাঁরা সাম্যহীন জগতে সমভাবে বিচরণ করেন।

৭ পঞ্চগলচণ্ড সূত্র

একান্তে স্থিত দেবপুত্র পঞ্চগলচণ্ড ভগবানের সম্মুখে নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করলেন-

মান বা অহংকারের মূলোচ্ছেদে যিনি শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত মুনি, সে মহাপ্রাজ্ঞ বুদ্ধ যে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তাতে তিনি হিংসাকামানাদির সঙ্কটেও অবকাশ করেছিলেন।

^১ শৈক্ষ্য বলতে বোঝায় স্রোতাপন্ন, স্কৃদাগামী ও অনাগামী, (নির্বাণোপলব্ধির প্রথম, দ্বিতীয় স্ফুরলাভী) যাঁরা লোকান্তর শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষায় শিক্ষণরত।

ভগবান- হে পঞ্চালচণ্ড, (যোগী পুরুষগণ) নির্বাণপ্রাপ্তির জন্য স্মৃতি-সমন্বিত হয়েছেন, তাঁরা সম্যকভাবে সুসমাহিত হয়ে সঙ্কটের মধ্যেও ধর্ম অধিগত হন।

৮ তায়ন সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভূতপূর্ব তীর্থঙ্কর ত্রায়ন দেবপুত্র-

হে ব্রাহ্মণ, পরাক্রম বা বীর্যের সঙ্গে তৃষ্ণাস্রোত ছিন্ন কর, কামনা অপনোদন কর। কামনা পরিত্যাগ না করে মুনি একাগ্রতা বা ধ্যান প্রাপ্ত হন না।

যদি (করণীয়) করতে হয়, তবে তা দৃঢ় পরাক্রম সম্পন্ন করা উচিত। শিথিল ভাবে আচরিত প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস (জীবনকে) অধিকরত রজঃকীর্ণ বা কলঙ্কিত করে।

দুষ্কৃত বা কুকর্ম না করাই শ্রেয়, দুষ্কৃত পরে দুঃখসন্তাপে তণ্ডু করে। সুকৃত বা সুকর্ম করাই শ্রেয়, যা করে (কেউ) অনুতণ্ডু হয় না।

দুগৃহীত কুশতৃণ যেমন হস্তকেই হর্তন করে, তেমনি দুরনুষ্ঠিত বা দুরাচরিত শ্রামণ্য বা সন্ন্যাস নিরয়ের দিকে আকর্ষণ করে।

যে কোন শিথিল কর্ম, যে কোন ক্লিষ্ট বা কলুষিত ব্রত এবং শঙ্কান্বিত বা সংশয়যুক্ত ব্রহ্মচর্য, তা কখনও মহৎফলপ্রসূ হয় না।

দেবপুত্র ত্রায়ন গাথাগুলো উচ্চারণ করে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে সেখানেই অন্তর্ধান করলেন। অতঃপর ভগবান সে রাত্রির অবসানে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন-হে ভিক্ষুগণ, রাত্রিতে ভূতপূর্ব তীর্থঙ্কর ত্রায়ন দেবপুত্র গাথাগুলো বলেছে-

হে ব্রাহ্মণ, পরাক্রমের সঙ্গে তৃষ্ণাস্রোত ছিন্ন কর
মহৎফলপ্রসূ হয় না। দেবপুত্র ত্রায়ন এ গাথাগুলো বলে
অন্তর্ধান করেছে। হে ভিক্ষুগণ, ত্রায়নগাথা গ্রহণ করো, আয়ত্ত
করো, ধারণ করো। ত্রায়নগাথা অর্থপূর্ণ এবং আদি ব্রহ্মচর্যের
মহিমাযুক্ত।

৯ চন্দিম সুত্ত

শ্রাবস্তী-

চন্দ্ৰমা দেবপুত্র অসুরেন্দ্র রাহুর দ্বারা গ্রস্ত হলে ভগবানকে
স্মরণ করে এই গাথা বলেছিলেন-

“হে মহাবীর বুদ্ধ! আপনাকে নমস্কার। আপনি তা সমস্ত
কিছু থেকে বিমুক্ত। আমি এখন মহাবিপদগ্রস্ত হয়েছি, আপনি
আমাকে আশ্রয় দিন।”

তখন ভগবান চন্দ্ৰমা দেবপুত্রের জন্য অসুরেন্দ্র রাহুকে
গাথার দ্বারা বললেন-

“চন্দ্ৰমা অর্হৎ বুদ্ধের শরণাগত। রাহু, তুমি চন্দ্ৰমাকে ছেড়ে
দাও। বুদ্ধ সকলের প্রতি অনুকম্পাশীল।”

তখন অসুরেন্দ্র রাহু চন্দ্ৰমা দেবপুত্রকে ছেড়ে দিয়ে ভীত
হয়ে বেপচিতি অসুরেন্দ্রের নিকট গিয়ে সংবেগপূর্ণ হয়ে কাঁদতে
কাঁদতে একপাশে দাঁড়ালেন। তখন বেপচিতি অসুরেন্দ্র রাহু
অসুরেন্দ্রকে গাথার দ্বারা বললেন-

“তুমি ভীত হয়ে কেন চন্দ্ৰমাকে ছেড়ে দিয়েছ? সংবেগপূর্ণ
হয়ে এসে তুমি কেন ভয়ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে আছ?”

“বুদ্ধের আজ্ঞা পেয়ে আমি চন্দ্ৰমাকে ছেড়ে দিয়েছি, তা না
হলে আমার মস্তক সপ্তধা বিভক্ত হয়ে যেত এবং জীবনে আমি
আর কখনও সুখপেতাম না।”

সংযুক্ত-নিকায় ৬০

১০ সুরিয় সুত্ত

দ্রষ্টব্য : ‘সুরিয় সুত্ত’ অবিকল ‘চন্দিম সুত্তের’ ন্যায়, শুধু চন্দ্রমা দেবপুত্র পুত্রের স্থলে ‘সূর্য্য দেবপুত্র’ হবে।

অনাথপিণ্ডিক বর্গ- ২

১ চন্দিমস সুত্ত

শ্রাবস্তী-

দেবপুত্র চন্দিমস-

যাঁরা ধ্যানসমাধি লাভ করে একাত্মতা সম্পন্ন সম্প্রজ্ঞ স্মৃতিমান বা সদাজাত, তাঁরা মশকশূন্য নদীকিনারায় বা পর্বত পার্শ্বে মৃগের মত স্বস্তি প্রাপ্ত হবেন।

যাঁরা ধ্যানসমাধি অধিগত হয়ে অপ্রমত্ত ক্লেশত্যাগী, তাঁরা মৎস্যের মত জাল ছিন্ন করে পারগত হবেন।

২ বেণ্হু সুত্ত

দেবপুত্র বেণ্হু-

যাঁরা সুগতের উপাসনা করে অপ্রমত্তভাবে গৌতমশাসনে ঐক্যনিয়োগ করে শিক্ষারত হন, সে মানবগণ একান্তই সুখী।

ভগবান- হে বেণ্হু, আমার উক্ত স্বস্তিপদে বা শান্তির বাণীতে যারা শিক্ষানিবিষ্ট হয়, তারা অপ্রমত্ত ধ্যানপর হয়ে যথাকালে মৃত্যুবশীত হয় বা মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে।

৩ দীঘলট্ঠি সুত্ত

রাজগৃহ-

দেবপুত্র দীঘলট্ঠি-

হৃদয়ানুপ্রাপ্তি বলে কথিত অর্হত্ত্ব যদি আকাজ্জা করেন, তবে জগতের উৎপত্তি ও লয় জ্ঞাত হয়ে নির্বাণপ্রার্থী সুচিন্ত ভিক্ষুর অনাসক্ত ধ্যানপরায়ণ ও নির্বাণমগ্ন হওয়া উচিত।

৪ নন্দন সুত্ত

দেবপুত্র নন্দন-

হে মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম! ভগবানের জ্ঞানদৃষ্টি অনাবৃত, আপনাকে জিজ্ঞেস করি, “কিপ্রকার ব্যক্তিকে শীলবান এবং কিপ্রকার ব্যক্তিকে প্রজ্ঞাবান বলা হয়। কি প্রকার ব্যক্তি দুঃখ অতিক্রম করে চলেন এবং দেবতারা কীদৃশ ব্যক্তিকে পূজা করেন?”

ভগবান- যিনি শীলবান, প্রজ্ঞাবান, ভাবিত্ত, সমাহিত, ধ্যানরত, স্মৃতিমান, ক্ষীণাস্রব এবং অস্তিমদেহধারী, তাঁর সকল শোক বিগত পরিত্যক্ত। তাদৃশ ব্যক্তিকে শীলবান প্রজ্ঞাবান বলা হয়, তাদৃশ ব্যক্তি দুঃখ অতিক্রম করে চলেন এবং দেবতারা তাদৃশ ব্যক্তিকে পূজা করেন।

৫ চন্দন সুত্ত

দেবপুত্র চন্দন-

ইহজগতে কে দিবারাত্র অতন্দ্রিতভাবে কামনাদির স্রোত উত্তীর্ণ হন? অনবলম্ব অগাধ গভীরে (ভবসমুদ্রে) কে নিমগ্ন হন না?

ভগবান- সর্বদা শীলসমন্বিত, প্রজ্ঞাবান, সুসমাহিত, আরন্ধবীর্য এবং (নির্বাণোপলব্ধির জন) তদাত্ম ব্যক্তি দুস্তর স্রোত উত্তীর্ণ হন।

যিনি কামসংজ্ঞা থেকে বিরত (কামভবের প্রতি অনাসক্ত) রূপ সংযোজন বলে উক্ত ভবাসক্তির অতীত এবং তৃষ্ণাহীন, তিনি অতল গভীরে নিমগ্ন হননা।

৬ বাসুদত্ত সুত্ত

দেবপুত্র বাসুদত্ত-

শেলবিদ্ধ ও মস্তকে দহ্যমান বা প্রজ্জ্বলিতশির ব্যক্তির মত
ভিক্ষু কামানুরাগ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতিমান হয়ে থাকবেন।

শেলবিদ্ধ ও মস্তকে দহ্যমান ব্যক্তির মত ভিক্ষু সৎকায়দৃষ্টি
বা দেহবোধ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতিমান হয়ে থাকবেন।

৭ সুব্রহ্ম সুত্ত

দেবপুত্র সুব্রহ্ম-

অনুৎপন্ন এবং উপস্থিত কৃত্যসমূহে এ মন সতত সন্ত্রস্ত ও
উদ্বিগ্ন। যদি উদ্বিগ্নহীন মন থাকে, তা আমাকে বলুন অর্থাৎ
মনকে কিভাবে উদ্বিগ্নশূন্য করা যায় আমাকে বলুন।

ভগবান- (স্মৃতি, ধর্মপ্রবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি
ও উপেক্ষা) এ সপ্ত বোধ্যঙ্গ (বোধি + অঙ্গ) বা জ্ঞানমার্গের
অনুশীলন ব্যতীত, তপশ্চর্য্য ব্যতীত, ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত
এবং সর্বত্যাগ প্রাণিগণের স্বস্তি আমি দেখিনা।

৮ কুকুধ সুত্ত

সাক্যেত-

দেবপুত্র কুকুধ- হে ভিক্ষু তুমি কি নন্দিত হও?

ভগবান- বন্ধু, কিসের লাভে?

দেবপুত্র- তাহলে কি তুমি চিন্তা কর?

ভগবান- বন্ধু, কি হারিয়ে?

দেবপুত্র- তাহলে তুমি নন্দিতও নও চিন্তাশ্রান্তও নও?

ভগবান- হাঁ, বন্ধু।

দেবপুত্র- হে ভিক্ষু, তুমি কি দুঃখহীন? তোমার কি তৃষ্ণা
নেই? একা উপবিষ্ট তোমাকে উৎকর্ষা কি অভিভূত করে না?

ভগবান- হে যক্ষ, আমি একান্তই দুঃখহীন, আমার তৃষ্ণা নেই, একা বলে থাকলেও আমার উৎকণ্ঠা জাগে না।

দুঃখে (ভবদুঃখে) স্থিত ব্যক্তিরই তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণায়ুক্ত ব্যক্তিরই দুঃখ। বন্ধু, তৃষ্ণাহীন দুঃখমুক্ত ভিক্ষু বলেই আমাকে জেনো।

দেবতা- তৃষ্ণাহীন দুঃখমুক্ত জগতে স্রোতোত্তীর্ণ ব্রাহ্মণ বা শুদ্ধ ভিক্ষুকে চিরকালের পর দর্শন করছি।

৯ উত্তর সুত্ত

দেবপুত্র উত্তর-

দেবতা সংযুক্ত নলবর্গের ৩য় সূত্র দ্রষ্টব্য।

১০ অনাথপিণ্ডিক সুত্ত

দেবপুত্র অনাথপিণ্ডদ-

ঋষিসঙ্ঘ সেবিত এবং ধর্মরাজ বুদ্ধ অধ্যুষিত এ জেতবন আমার প্রীতিজনক।

কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম, শীলসমন্বিত উত্তম জীবন এগুলো দ্বারা মানুষ শুদ্ধ হয়, গোত্র কিংবা ধনে শুদ্ধ হয় না। তাই নিজের হিত দর্শনে বা মঙ্গলার্থে পন্ডিত ব্যক্তির যথাযথ ধর্ম চয়ন করা উচিত। এভাবে বিশুদ্ধি লাভ হয়।

প্রজায় শীলে এবং উপশমে শারীপুত্রই শ্রেষ্ঠ। যে ভিক্ষু নির্বাণের পারে উপনীত, তিনিও এর অনুবর্তী।

ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে এ দেবপুত্রের উক্তি জানালেন। আয়ুষ্মান আনন্দ তা শুনে ভগবানকে বললেন “ভগবন! সে দেবপুত্র নিশ্চয়ই অনাথপিণ্ডদ হবেন। গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ শারীপুত্রের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন।

ভগবান- আনন্দ, সাধু! সাধু! তর্কযুক্তি দ্বারা প্রাপ্য বা জ্ঞাতব্য তুমি প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হয়েছ। অনাথপিণ্ডদই সে দেবপুত্র।

নানাতীর্থ বর্গ- ৩

১ সিব সুত্ত

দেবপুত্র শিব-

সদালাপকায়িক বর্গের প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য।

২ খেম সুত্ত

দেবপুত্র ক্ষেম-

দুর্বুদ্ধিপরায়াণ মূঢ় তিষ্ঠ ফলপ্রদ পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে নিজের প্রতি শত্রুতাচরণ করে। যে কর্ম অনুতপ্ত হতে হয় এবং সাশ্রনয়নে রোদন করতে করতে যার ফল ভোগ করতে হয়, সে কর্ম করা কখনো উচিত নয়। যে কর্ম করে অনুতপ্ত হয় না এবং যার ফল সুখী সঙ্কষ্ট হয়ে ভোগ করে, সে কর্ম করা একান্ত বিধেয়। যা নিজের হিতকর বলে জানবে, তা প্রথমেই করা উচিত। বুদ্ধিমান ধীর ব্যক্তি শাকটিক চিন্তায় বা বিভ্রান্ত শাকটিকের মত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সচেষ্টি হন না। শাকটিক যেমন সম মহাপথ পরিত্যাগ করে বিষম পথ আরোহণ করে চক্রদণ্ডের ভগ্নদশায় অনুশোচনা করতে থাকে, তেমনি মূঢ় ব্যক্তি ধর্মচ্যুত অধর্মানুবর্তী হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে অনুতাপপ্রাপ্ত হয়।

৩ সেরি সুত্ত

দেবপুত্র সেরি-

দেবতা এবং মানুষ উভয়েই অন্ন বা আহার সানন্দে গ্রহণ করেন। কোন প্রাণী সে অন্নে সমাদর করে না? যে শ্রদ্ধায় প্রসন্ন চিত্তে অন্নদান করে, সে অন্ন ইহপরলোক তারই সেবা করে। তাই মাৎসর্ম বিনোদন পূর্বক নির্মলভাবে দান করা উচিত। পুণ্যসমূহ পরলোকে প্রাণিগণের প্রতিষ্ঠা হয়।

ভদন্ত, আশ্চর্য! ভদন্ত, অদ্ভুত! এ আপনারই সুভাষিত।

যে শ্রদ্ধায় প্রসন্নচিত্তে ...

.... প্রাণিগণের প্রতিষ্ঠা হয়।

ভদন্ত! সুদূর অতীতে আমি সেরী নামে দাতা দানপতি দানপ্রশংসক রাজা ছিলাম। চার দ্বারে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, নিঃস্ব দরিদ্র, বিকলাঙ্গ পথচারী, ভিক্ষুক ও যাজকদের সে আমি দান দিতাম বা আমার দান দেওয়া হত। একদা আমার অন্তঃপুরিকারা উপস্থিত হয়ে আমাকে বলল “শুধু মহারাজেরই দান দেওয়া হয়, আমাদের দান তো দেওয়া হয় না। বেশ, মহারাজকে আশ্রয় করে আমরাও দান দেব, পুণ্য সঞ্চয় করব।” তাতে আমার মনে হল “আমি দাতা দানপতি দান প্রশংসারত দান দেব বললে আমি তাদের কি বলতে পারি? অতএব আমি প্রথম দ্বার অন্তঃপুরিকাদের দিয়ে দিলাম। তথায় তাদের দান দেওয়া হতে লাগল এবং আমার দান নিবৃত্ত হল। অতঃপর নিযুক্ত ক্ষত্রিয়রা বা পদস্থ আমলারা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল “মহারাজের দান দেওয়া হয়, রাজান্তঃপুরিকাদের দান দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের দান দেওয়া হয় না। আমরাও মহারাজকে আশ্রয় করে দান দেব, পুণ্যার্জন করব।” তখন আমার মনে হল “আমি দাতা দানপতি দানপ্রশংসারত দান দেব বললে আমি তাদের কি বলতে পারি?” অতএব আমি দ্বিতীয় দ্বার পদস্থ আমলাদের ছেড়ে দিলাম। তথায় তাদের দান দেওয়া হতে লাগল এবং আমার দান নিবৃত্ত হল। অতঃপর সেনাদল আমি তৃতীয় দ্বার সেনাদলকে ছেড়ে দিলাম। তখন তাদের দান দেওয়া হতে লাগল, আমার দান বন্ধ হল। তখন ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা আমি চতুর্থ দ্বার ব্রাহ্মণ গৃহপতিদের দিলাম। তথায় তাদের দান প্রবর্তিত হল, আমার দান বন্ধ হল। তারপর রাজপুরুষেরা আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল “এখন তো মহারাজের কোন

দান দেওয়া হয় না।” আমি তাদের বললাম “তাহলে বহির্জন পদসমূহে যে আয় হয়, তার অর্ধেক অন্তঃপুরে নিয়ে এসো। বাকী সেখানেই শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, নিঃস্ব দরিদ্র, বিকলাঙ্গ পথচারী, ভিক্ষুক ও প্রার্থীদের দান দিয়ে দাও।” ভদন্ত, সে আমি দীর্ঘকাল ধরে এভাবে কৃত পুণ্যের কৃত কুশল কর্মের অন্ত পাচ্ছি না- এত পুণ্য, এত ফল অথবা এতকাল স্বর্গে থাকতে হবে। ভদন্ত, আশ্চর্য! অদ্ভুত! এ আপনারই সুভাষিত-

যে শ্রদ্ধায় প্রসন্নচিত্তে পরলোকে প্রাণিগণের প্রতিষ্ঠা হয়।

৪ ঘটীকার সুত্ত

আদীপ্ত বর্গে দশম সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫ জম্ব সুত্ত

আমি এমন শুনেছি- এক সময় অনেক ভিক্ষু কোশল রাজ্যে হিমালয় অঞ্চলের অরণ্য কুটিতে বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন উদ্ধত অহঙ্কারী চপল মুখর অসংযতবাক স্মৃতিভ্রষ্ট অজ্ঞানী অসমাহিত। বিভ্রান্তচিত্ত প্রাকৃতেন্দ্রিয় বা অসংযতেন্দ্রিয়। একদা পঞ্চদশীর উপোসথ দিনে দেবপুত্র জম্ব তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বললেন-

পূর্বে গৌতমশিষ্য ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন ও শয়নাসন অশেষণে নির্লোভ বা নিতৃষ্ণ হয়ে সুখজীবী ছিলেন। তাঁরা ভবে অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করে দুঃখের অবসান করেছিলেন। আমি সজ্জের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলছি- এখানে কেউ কেউ গ্রামে গ্রামিকের (মোড়লের) মত নিজেকে দুর্যোগ্য করে ভোজনান্তে পরস্ত্রীদের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে শয়নরত হয়। তারা পরিত্যক্ত মৃতের মত অনাথ। আমার উক্তি যারা প্রমত্ত হয়ে বাস করে তাদের

সম্পর্কেই এবং যাঁরা অপ্রমত্ত হয়ে বাস করেন, তাঁদের আমি প্রণাম করি।

৬ রোহিতস্‌স সুত্ত

শ্রাবস্তী-

রোহিতাশ্ব দেবপুত্র ভগবানকে বললেন- “ভদন্ত, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, চ্যুতি নেই, উৎপত্তি নেই, সে জগতের শেষ গমনের দ্বারা জানতে দেখতে বা পৌঁছতে পারা যাবে কি?

ভগবান- বন্ধু, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, চ্যুতি নেই, উৎপত্তি নেই, সে জগতের শেষ গতি দ্বারা জানা যায় দেখা যায় অথবা পাওয়া যায় তা আমি বলি না।

দেবপুত্র- ভদন্ত, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভগবান যে বললেন ‘যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, চ্যুতি নেই, উৎপত্তি নেই, সে জগতের শেষ গতি দ্বারা জানা যায় দেখা যায় অথবা পাওয়া যায় তা আমি বলি না ইহা আপনার সুভাষিত অর্থাৎ আপনার কথাই ঠিক।

ভদন্ত, আমি পূর্বজন্মে ভোজপুত্র রহিতাশ্ব নামক ঋদ্ধিমান আকাশচারী ঋষি ছিলাম। তখন আমার এমন গতিবেগ ছিল যে শিক্ষা প্রাপ্ত ধনুর্ধর কৃতহস্ত সিদ্ধ ধন্বাচার্য যেমন সূক্ষ্ম তীর দিয়ে অনায়াসে তালচ্ছায়া অতিপাত করে। (তেমন ক্ষণকালের মধ্যে আমি একটি চক্রবাল অতিক্রম করতাম)। আমার পদক্ষেপ ছিল পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত। তখন আমার ইচ্ছা হয়েছিল “আমি সে গতিবেগ জগতের শেষ দেখব।” আমি এরূপ শক্তি সমন্বিত হয়ে এমন পদক্ষেপে পানাহার ব্যতীত মলমূত্র ত্যাগ ব্যতীত নিদ্রা-ক্লান্তি বিনোদন ব্যতীত শতায়ু শতবর্ষজীবী হয়ে শতবর্ষ গমন করে জগতের শেষ না পেয়ে

মাঝখানেই পরলোকগত হয়েছিলাম। ভদন্ত, আশ্চর্য! অদ্ভুত!
আপনি ঠিকই বলেছেন- যেখানে জন্ম, জরা, মৃত্যু, চ্যুতি ও
উৎপত্তি নেই, সে জগতের শেষ গমনে জানা যায় না দেখা যায়
না পাওয়া যায় না।

ভগবান- বন্ধু, আমি কিন্তু জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখের
অবসান করা যায় বলি না! আমি এই ব্যাসমাত্র (প্রসারিত দুই
বাহুর দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বা চার হাত পরিমিত) সচেতন সচিহ্ন দেহে
জগৎ, জগতের উদয়, জগতের বিলয় এবং জগৎ বিলয়ের পথ
বা উপায় দেখিয়ে থাকি।

গমনে কখনো জগতের শেষ পাওয়া যায় না। জগতের
শেষ না পেয়ে দুঃখ থেকে মুক্তি নেই। তাই লোকবিদ
লোকান্তগামী সুপ্রাজ্ঞ ব্রহ্মচর্যব্রতী শমিতপাপ লোকান্ত বা
জগতের শেষ জেনে ইহপরলোক স্পৃহা করেন না।

৭ নন্দ সুত্ত

দেবপুত্র নন্দ-

দেবতা সংযুক্তে নলবর্গে চতুর্থ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৮ নন্দবিসাল সুত্ত

দেবপুত্র নন্দবিসাল-

দেবতা সংযুক্তে শক্তিবর্গে নবম সূত্র দ্রষ্টব্য।

৯ সুসিম সুত্ত

শ্রাবস্তী-

আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন
এবং তাঁকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। ভগবান
আয়ুষ্মান আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন “হে আনন্দ শারীপুত্রকে
তোমার পছন্দ কি?”

আনন্দ- ভদন্ত, কোন আবাল অদুষ্ট অমূঢ় অবিপর্যস্ত চিত্ত লোকের আয়ুস্মান শারীপুত্রকে পছন্দ হয় না? ভদন্ত আয়ুস্মান শারীপুত্র পণ্ডিত মহাপ্রাজ্ঞ নানা বিষয় বেত্তা প্রজ্ঞানন্দে ভাস্বর ক্ষিপ্ৰবুদ্ধিসম্পন্ন তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ বিরাগপ্রজ্ঞাসম্পন্ন অল্লোচ্ছ যথালভতুষ্টি বিবেকরত অসংশ্লিষ্ট আরন্ধবীর্য বক্তা বচনসহিষ্ণু উপদেষ্টা এবং পাপনিন্দুক। কোন অমূৰ্খ অদুষ্ট লোকের আয়ুস্মান শারীপুত্রকে পছন্দ হয় না?

ভগবান- হে আনন্দ, তা ঠিক! পছন্দ হয় না?

তখন দেবপুত্র সুসীম আয়ুস্মান শারীপুত্রের গুণ বর্ণনার সময় বিরাট দেবপরিষদ পরিবৃত হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক বললেন- ভগবান, তা ঠিক, তা ঠিক। কোন অমূৰ্খ শারীপুত্রকে পছন্দ হয় না? ভদন্ত, আয়ুস্মান শারীপুত্র পণ্ডিত পাপনিন্দুক। ভদন্ত, আমি যে যে দেবপরিষদে উপস্থিত হই, একথাই বহুলভাবে শুনে থাকি।

সুসীমের দেবপরিষদ আয়ুস্মান শারীপুত্রের গুণ বর্ণনার সময় সম্ভ্রষ্ট আনন্দিত প্রফুল্ল হয়ে বিবিধ বর্ণোজ্জ্বল্য প্রদর্শন করলেন। রক্তকম্বেলে রক্ষিত প্রকৃত (আসল) সুসম্পন্ন অষ্টকোণ শুভ বৈদুর্যমণি যেমন উদ্ভাসিত হয় দীপ্ত হয় উজ্জ্বল হয়, দেবপুত্র সুসীমের দেব পরিষদও তেমনি আয়ুস্মান শারীপুত্রের প্রশংসায় সম্ভ্রষ্ট আনন্দিত প্রফুল্ল হয়ে বিভিন্ন বর্ণোজ্জ্বল্য প্রদর্শন করেন। রক্তকম্বেলে রক্ষিত উল্লামুখে দক্ষ স্বর্ণ শিল্পীর শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত কষিত কাঞ্চন যেমন উদ্ভাসিত হয় দীপ্ত হয় উজ্জ্বল হয়, দেবপুত্র সুসীমের দেবপরিষদও তেমনি আয়ুস্মান শারীপুত্রের প্রশংসায় সম্ভ্রষ্ট আনন্দিত প্রফুল্ল হয়ে বিবিধ বর্ণোজ্জ্বল্য প্রদর্শন করেন। রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে শুকতারা

যেমন উদ্ভাসিত হয় দীপ্ত হয় উজ্জ্বল হয়, দেবপুত্র সুসীমের দেব পরিষদও প্রদর্শন করেন। শরৎকালে নির্মেঘ আকাশে উদীয়মান সূর্য যেমন আকাশগত সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে উদ্ভাসিত হয়, দেবপুত্র সুসীমের দেবপরিষদও প্রদর্শন করেন।

অনন্তর দেবপুত্র সুসীম আয়ুষ্মান শারীপুত্রের উদ্দেশ্যে ভগবানের সমীপে এগাথা উচ্চারণ করলেন-

পণ্ডিত বলে প্রখ্যাত ঋষি শারীপুত্র আক্রোধন অল্লেখ্য (যথালাভ তুষ্ট) বুদ্ধশাসনরত শান্ত বুদ্ধপ্রশংসিত।

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান শারীপুত্রের উদ্দেশ্যে দেবপুত্র সুসীমকে গাথায় বললেন-

পণ্ডিত বলে প্রখ্যাত আক্রোধন অল্লেখ্য বুদ্ধশাসনরত দময়িতা সুদান্ত ঋষি শারীপুত্র বেতনভূকের (বেতন আকাজ্জার) মত পরিনির্বাণকাল আকাজ্জা করে।

১০ নানা তিথিয় সুভ

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকে নিবাপে বাস করতেন। তখন অসম, সহলী, নিক্ক, আকোটন, বেটম্বরী ও মানবগামিয় নামক বিভিন্ন তীর্থঙ্কর উপাসক কতিপয় দেবপুত্র রাত্রির শেষ প্রহরে সমস্ত বেণুবন উদ্ভাসিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে দাঁড়ালেন। একান্তে দণ্ডায়মান দেবপুত্র অসম তীর্থঙ্কর পূরণ কাশ্যপের উদ্দেশ্যে ভগবানের সম্মুখে এ গাথা উচ্চারণ করলেন-

পূরণ কাশ্যপ ইহলোকে হস্তপদাদি ছেদনে হত্যা প্রহারে ক্ষতিসাধনে নিজের বা কর্মকারীর পাপ কিংবা পুণ্য দেখেন না।

সে শাস্তা বা ধর্মগুরু (পাপ পুণ্য নেই বলে) ধর্মবিশ্বাস প্রচার করেন। এ জন্য তিনি মানাই পূজ্য।

অনন্তর দেবপুত্র সহলী তীর্থঙ্কর মক্ষলি গোসালের (মক্ষলি গোসাল) উদ্দেশে ভগবানের সমীপে এ গাথা বললেন-

তপশ্চর্যা ও জুগুন্সায় (পাপঘৃণায়) সুসংযত কলহ বাদ পরিত্যাগ পূর্বক জনতার সহিত সাম্য রক্ষাকারী অপরাধবিরত সত্যবাদী সে শাস্তা একান্তই পাপ করেন না।

দেবপুত্র নিষ্ক নির্হস্থ নাথপুত্রের উদ্দেশে ভগবানের সমীপে এ গাথা বললেন-

জুগুন্সাকারী জ্ঞানতপস্বী চাতুর্যাম ব্রত উদ্যাপনে সুসংযত দর্শনশ্রবণাগত বিষয় (অকপটভাবে) প্রকাশকারী ভিক্ষান্নভোজী শাস্তা একান্তই নিষ্পাপ।

দেবপুত্র আকোটক বিভিন্ন তীর্থঙ্করকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করলেন-

শ্রামণ্য বা শ্রমণধর্মের পারপ্রাপ্ত ত্রুকুধ কাত্যায়ন, নির্হস্থ নাথপুত্র, মক্ষলি গোসাল ও পুরণ কাশ্যপ ও গণশাস্তা বা জনগুরুগণ একান্তই সৎপুরুষমণ্ডলী থেকে দূরে নন।

অতঃপর দেবপুত্র বেটম্বর দেবপুত্র আকোটকের প্রতিবাদ করে বললেন-

নীচ জন্মুক শৃগাল সাহচর্যে ও কখনো সিংহের সমান হয় না, (তেমনি) মিথ্যাবাদী আশঙ্কিতাচারসম্পন্ন নগ্ন শাস্তা গণশাস্তা সৎপুরুষসদৃশ হন না।

তখন পাপী মার দেবপুত্র বেটম্বরিতে আবিষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত গাথা বললেন-

যাঁরা তপস্যায়ুক্ত জুগুপ্সারত প্রবিবেকপালনে রূপনিবিষ্ট বা রূপাসক্ত এবং দেবলোকাভিনন্দী, তাঁরাই মানুষদের পরলোক সম্বন্ধে সম্যক্ অনুশাসন করেন।

ভগবান পাপী মারকে টের পেয়ে তার প্রতিবাদ করলেন-

ইহলোকে বা পরলোকে যে কোন রূপ আছে অথবা অন্তরীক্ষে প্রভাস্বর যে রূপ বিদ্যমান, সে সমস্তই সার প্রশংসিত এবং মৎস্য আকর্ষণে চায় বা মশলার মত ধ্বংসের জন্য স্থাপিত।

অনন্তর মানবগামিয় দেবপুত্র ভগবানের উদ্দেশে ভগবানের সম্মুখে গাথা উচ্চারণ করলেন-

যেমন রাজগৃহে পর্বতসমূহের মধ্যে বৈপুল্য গিরি শ্রেষ্ঠ বলে কথিত, হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে কৈলাস শ্রেষ্ঠ, আকাশগামীদের মধ্যে সূর্য শ্রেষ্ঠ, জলাশয়সমূহের মধ্যে সমুদ্র এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র শ্রেষ্ঠ, তেমনি দেবমনুষ্যলোকে বুদ্ধ অগ্র বলে উক্ত হন।

দেবপুত্র সংযুক্ত সমাপ্ত

কোশল সংযুক্ত

প্রথম বর্গ- ১

১ দহর সুভ

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদের বিহারে বাস করলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি ভগবানের সহিত সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণযোগ্য আলাপ সমাপ্ত করে একান্তে বসলেন। রাজা প্রসেনজিৎ ভগবানকে

জিজ্ঞেস করলেন “ভবৎ গৌতমও অনুত্তর সম্যক সম্বোধি বা উত্তম পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন বলে স্বীকার করেন কি?”

ভগবান- মহারাজ! যাকে ‘অনুত্তর সম্যক সম্বোধি অভিসমুদ্বুদ্ব’ সম্যক্ ভাবে বলতে গিয়ে যথার্থভাবে বলতে পারে, সে আমাকেই বলতে পারে। মহারাজ! আমি অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি।

রাজা- ভবৎ গৌতম, জনসমাজে সাধুসম্মত সঙ্ঘপ্রবর্তক গণপ্রবর্তক গণাচার্য বিখ্যাত যশস্বী যে তীর্থঙ্কর শ্রমণব্রাহ্মণ আছেন, যথা- পূরণ কাশ্যপ, মক্ষলি গোশাল, নির্ঘস্থ নাথপুত্র, সঙ্ঘয় বেলাস্থিপুত্র, প্রকুধ কাত্যায়ন, অজিত কেশকম্বলী, তাঁরাও আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছেন বলে দাবী করেন না; আপনি তো বয়সে ছোট, প্রব্রজ্যায় বা দীক্ষায় নবীন।

ভগবান- মহারাজ! চারজনকে ছোট বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, অবহেলা করা বিধেয় নয়। কোন চারজন? ক্ষত্রিয় বা রাজকুমার, উরগ বা সর্প, অগ্নি এবং ভিক্ষু- এ চারজনকে ছোট বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, অবহেলা করা বিধেয় নয়। এ উক্তির পর তিনি পুনরায় বললেনঃ

জাতিসম্পন্ন অভিজাত যশস্বী ক্ষত্রিয় বা রাজকুমারকে বালক বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, লোক তাকে অবহেলা করবেনা। কারণ, সে রাজকুমার রাজত্ব লাভ করে রাজা হয়ে ক্রোধবশত অবমাননাকারীর ওপর রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে পারে। তাই নিজের জীবন রক্ষার জন্য তাকে এড়িয়ে চলা উচিত।

গ্রামে কিংবা অরণ্যে যেখানে বিষধর সর্প দেখবে, তাকে ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষা করবে না। লোক তাকে ঘাঁটায় না। সে সর্প

স্বীয় তেজে নানারূপে বিচরণ করে। (আক্রমণকারী) অজ্ঞ নরনারীকে একদা কাছে এসে দংশন করতে পারে। তাই নিজের জীবন রক্ষার জন্য তাকে এড়িয়ে চলবে।

প্রজ্জ্বলিত সর্বভূক কৃষ্ণা অগ্নিকে ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষা করবে না। লোক তাকে অবহেলা করেনা। কারণ, সে অগ্নি উপাদানলাভে প্রকাশ্য হয়ে একদা কবলগত করতে পারে। তাই নিজের জীবন রক্ষার জন্য তাকে এড়িয়ে চলা উচিত।

কৃষ্ণা অগ্নি যখন দক্ষ করে, দিবারাত্রিশেষে সে দক্ষ বনে আবার (তৃণগুলুবৃক্ষলতাদি) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীলসম্পন্ন ভিক্ষু যাকে শীলতেজে দক্ষ করে, তার পুত্রগণ ও পশুসম্পদ ধ্বংস হয় এবং উত্তরাধিকারীরাও ধনলাভে বঞ্চিত হয়। তারা পুত্রহীন উত্তরাধিকারশূন্য হয়ে ছিন্নমস্তক তালবৃক্ষের মত শ্রীবৃদ্ধিহীন হয়। তাই পণ্ডিত বা বিজ্ঞ ব্যক্তির নিজের হিতার্থ ভুজঙ্গ, অগ্নি, যশস্বী ক্ষত্রিয় এবং শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতি সম্যকভাবে সৎ আচরণ করা উচিত।

এ উক্তির পর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন- ভদন্ত, অতিসুন্দর! অতিমনোরম! ভদন্ত যেমন অধোমুখ পাত্রকে উর্দ্ধমুখ করে অথবা আবৃতকে অনাবৃত করে অথবা পথপ্রষ্টকে পথ বলে দেয় অথবা চক্ষুস্মানরা রূপ দেখবে বলে অন্ধকারে তৈলদীপ ধারণ করে, তেমনি ভাবে ভগবান নানা পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশ করেছেন। ভদন্ত, আমি ভগবানের শরণগত হলাম, ধর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ নিলাম। ভদন্ত, আজ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাকে পারগত উপাসক বলে মনে করুন।

২ পুরিস সুত্ত

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন ‘ভদন্ত, মানুষের অন্তরে কয়টি ভাব উৎপন্ন হয় অহিতের জন্য দুঃখের জন্য অস্বস্তির জন্য?’

ভগবান- মহারাজ, মানুষের অন্তরে তিনটি ভাব উৎপন্ন হয় অহিতের জন্য দুঃখের জন্য অস্বস্তির জন্য। সে তিনটি কি কি? মহারাজ, লোকের অন্তরে লোভ উৎপন্ন হয় অহিতের জন্য দুঃখের জন্য এবং অস্বস্তির জন্য, দ্বেষ উৎপন্ন হয় মোহ উৎপন্ন হয় অস্বস্তির জন্য।

বাঁশ, নল ইত্যাদি তৃকসার উদ্ভিদের স্বীয় ফলের মত লোভ, দ্বেষ ও মোহ নিজের অন্তরে উৎপন্ন হয়ে পাপচিহ্ন ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে।

৩ রাজরথ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ- জাত ব্যক্তির জরামৃত্যু থেকে অব্যাহতি আছে কি?

ভগবান- মহারাজ, জরামৃত্যু থেকে জাত ব্যক্তির অব্যাহতি নেই। যে আঢ্য মহাধনী বিরাট সম্পদসম্পন্ন প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যের অধিকারী প্রভূত বিভূশালী প্রচুর ধনধান্যের মালিক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ আছেন, তাঁদেরও জরামৃত্যু থেকে অব্যাহতি নেই। মহারাজ, যে আঢ্য ব্রাহ্মণপ্রধানগণ মহাগৃহপতিগণ আছেন, তাঁদের ও জরামৃত্যু থেকে অব্যাহতি নেই। মহারাজ, যে ক্ষীণাস্রব ব্রহ্মচর্যবাসের চরম সীমায় উপনীত কৃতকৃত্য নিষ্কিণ্ডভার সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভবসংযোজনহীন

সম্যক্ জ্ঞানে বিমুক্ত ভিক্ষুগণ বিদ্যমান, তাদেরও দেহ ভঙ্গুর এবং পরিত্যাজ্য।

বিচিত্র রাজরথ জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি দেহও জরাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সৎপুরুষগণের ধর্মকে জরা স্পর্শ করে না। সৎপুরুষগণ পরস্পর তা বলেন।

৪ পিয় সুত্ত

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, নির্জনগত অশ্ব (অবস্থায়) আমার মনে এরকম চিন্তার উদয় হল “কাদের অশ্ব প্রিয় বা কারা স্বয়ং নিজের প্রিয় এবং কাদের অশ্ব অপ্রিয়?” তখন আমার মনে হল ‘যে কেউ কায়মনোবাক্যে দুশ্চরিত বা পাপ আচরণ করে, তাদের অশ্ব অপ্রিয়; যদিও তারা বলে ‘আমাদের অশ্ব প্রিয়’ তবুও তাদের অশ্ব অপ্রিয়ই। বারণ, অপ্রিয় অপ্রিয়ের প্রতি যা আচরণ করে, তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি তা আচরণ করে। সেজন্য তাদের অশ্ব অপ্রিয়। যে কেই কায়মনোবাক্যে সুচরিত বা পুণ্য সম্পাদন করে, তাদের অশ্ব প্রিয়; যদিও তারা বলে “আমাদের অশ্ব অপ্রিয় বা আমরা অশ্বপ্রিয় নই” তবুও তাদের অশ্ব প্রিয়। কারণ, প্রিয় প্রিয়ের প্রতি যা আচরণ করে তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি তা আচরণ করে। সেজন্য তাদের অশ্ব প্রিয়।

ভগবান- মহারাজ; তা ঠিক! মহারাজ তা ঠিক! মহারাজ; যে কেই কায়মনোবাক্যে তাদের অশ্ব প্রিয়।

যদি নিজেকে বলে জানো, তবে নিজেকে পাপের সঙ্গে সংযুক্ত করবে না (পুণ্যকারীর) সে সুখ দৃষ্টকারীর কাছে কখনো সুলভ হয় না।

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, নির্জনগত অদ্রস্থ আমার মনে এ চিন্তার উদয় হল “কাদের অদ্রা রক্ষিত বা কারা স্বয়ং রক্ষিত এবং কাদের অদ্রা অরক্ষিত?” তখন আমার মনে হল “যে কেউ কায়মনোবাক্যে পাপ আচরণ করে, তাদের অদ্রা অরক্ষিত; যদিও হস্তী-আরুঢ় সৈন্যদল অথবা অশ্বরোহী সৈন্যদল অথবা রথী সৈন্যদল কিংবা পদাতিক সৈন্যদল তাদের রক্ষা করে, তবুও তারা স্বয়ং অরক্ষিত। কারণ, এ রক্ষণ বা রক্ষাব্যবস্থা বাইরের, অন্তরের নয়। সেজন্য তাদের অদ্রা অরক্ষিত। যে কেউ কায়মনোবাক্যে সুচরিত আচরণ করে, তাদের অদ্রা রক্ষিত বা তারা স্বয়ং রক্ষিত; যদিও হস্তী-আরুঢ় সৈন্যদল অথবা অশ্বরোহী সৈন্যদল অথবা রথীদল কিংবা পদাতিক সৈন্যদল তাদের রক্ষা করে না, তবুও তাদের অদ্রা রক্ষিত। কারণ, এ রক্ষাব্যবস্থা অন্তরের, বাইরের নয়। সেজন্য তাদের অদ্রা রক্ষিত।

ভগবান- মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ যে কেউ কায়মনোবাক্যে অদ্রা রক্ষিত।

কায়সংযম উত্তম, বাকসংযম উত্তম, মনসংযম উত্তম- এক কথায় সর্বত্র সংযম শুভ। সর্বত্র (পাপের প্রতি) লজ্জাশীল ব্যক্তি রক্ষিত বলে উক্ত হয়।

৬ অঙ্গক সুত্ত

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, নির্জনগত অদ্রস্থ আমার মনে এ চিন্তার উদয় হল “এ জগতে যারা বিরাট ভোগসম্পদ পেয়ে মত্ত হয় না, প্রমত্ত হয় না, কামগ্ধু বা কামাসক্ত হয় না এবং

প্রাণিগণের প্রতি অত্যাচার করে না, তারা সংখ্যায় অল্পমাত্র নগণ্য; অথচ যারা বিরাট ভোগসম্পদ পেয়ে মত্ত হয়, প্রমাদগ্রস্ত হয় কামাগ্ধু হয় এবং সত্ত্বগণের প্রতি অত্যাচার করে, তারা সংখ্যায় বহুতর।

ভগবান- মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ, তা ঠিক! সংখ্যায় বহুতর।

ভোগসম্পদের প্রতি অনুরক্ত কামাসক্ত মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পাতা ফাঁদে মৃগের মত ব্যত্যয় বোঝে না। পরে তা কটু হয়, যেহেতু তার ফল অশুভ।

৭ অথকরণ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, বিচারসভায় বসে আমি আঢ্য মহাধনী বিরাট সম্পদসম্পন্ন প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যের অধিকারী প্রভূত বিভ্রাট প্রচুর ধনধান্যের অধিকারী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ব্রহ্মশ্রেষ্ঠকে মহাগৃহপতিকেকে কাম্য বস্তুর জন্য কাম্য বিষয়ের কারণে সজ্ঞানে মিথ্যা বলতে দেখি। তখন আমার মনে হয় “বিচার সভায় বসা আমার নিষ্প্রয়োজন। বরং অন্যান্য এখন একটি ভদ্রমুখ দেখা যাবে।”

ভগবান- মহারাজ, যে আঢ্য মহাধনী মহাগৃহপতিগণ কাম্য বস্তুর জন্য কাম্য বিষয়ের কারণে সজ্ঞানে মিথ্যা বলে, তা তাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিতের দুঃখের কারণ হবে।

ভোগসম্পদের প্রতি অনুরক্ত কামাসক্ত মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পাতা মৎস্য ধরার জালে মৎস্যের মত ব্যত্যয় বোঝে না। পরে তা কটু হয়, যেহেতু তার ফল অশুভ।

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ তখন মহিষী মল্লিকার সঙ্গে প্রাসাদের ওপর তলায় বসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন মল্লিকা, তোমার নিজের চেয়ে প্রিয়তর কেউ আছে কি?

মল্লিকা- মহারাজ, আমার নিজের চেয়ে প্রিয়তর অন্য কেউ নেই। মহারাজ, তোমার নিজের চেয়ে প্রিয়তর কেউ আছে কি?

রাজা প্রসেনজিৎ- মল্লিকা, আমারও নিজের চেয়ে প্রিয়তর কেউ নেই।

অতঃপর রাজা প্রাসাদ থেকে নেমে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিনন্দনপূর্বক বললেন- ভদন্ত, মহিষী মল্লিকার সঙ্গে প্রাসাদের ওপর তলায় বসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম “মল্লিকা” তোমার নিজের চেয়ে প্রিয়তর কেউ আছে কি? উত্তরে মল্লিকা বলল ‘মহারাজ, আমার নিজের চেয়ে প্রিয়তর অন্য কেউ নেই। নিজের চেয়ে প্রিয়তর তোমার কেউ আছে কি?’ উত্তরে আমি বললাম ‘মল্লিকা, আমারও নিজের চেয়ে প্রিয়তর কেউ নেই।’ ভগবান এ বিষয় অবগত হয়ে সে মুহূর্তে গাথা উচ্চারণ করলেন-

মনে মনে সব দিক খুঁজে নিজের চেয়ে প্রিয়তর কোথাও মেলে নি। পরের বা অন্যান্য সবার কাছে তেমনই নিজ খুব প্রিয়। তাই অন্ধকামী বা অহিতৈষীর পরকে হিংসা করা উচিত নয়।

শ্রাবস্তী-

সে সময়ে রাজা প্রসেনজিতের মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়। এজন্য পাঁচশ বৃষভ, (ঘাঁড়), পাঁচশ বৎসতর, (বাছুর), পাঁচশ

বৎসতরী (স্ত্রী বাছুর), পাঁচশ অজ, পাঁচশ মেঘ, যূপের কাছে নীত হয়। যারা তাঁর দাস, পেয়াদা ও কর্মচারী, তারা কেউ দণ্ডভীত ও ভয়ভীত হয়ে অশ্রুমুখ রোরাদ্যমান হয়ে কাজে লিপ্ত।

তখন একদল ভিক্ষু পাত্রচীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা গ্রহণ করে আহারের পর তাঁরা ভগবানের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসে বললেন ‘ভদন্ত, রাজা প্রনেসজিতের এক মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। এজন্য পাঁচশ বৃষভ, পাঁচশ বৎসতর, পাঁচশ বৎসতরী, পাঁচশ অজ, পাঁচশ মেঘ যূপের কাছে নীত হয়েছে। যারা তাঁর দাস, পেয়াদা ও কর্মচারী, তারাও দণ্ডব্রত ভয়ব্রত অশ্রুমুখে রোরাদ্যমান হয়ে যজ্ঞের কাজে লিপ্ত।’ ভগবান তা অবগত হয়ে সে মুহূর্তে গাথা উচ্চারণ করলেন-

অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সম্যক্পাশ, বাজপেয় এবং নিরর্গল-
এ করণীয়বহুল বা বিরাট আয়োজনের মহাযজ্ঞসমূহ
মহাফলপ্রসূ হয় না।

বিবিধ অজ, মেঘ ও গরু যেখানে হত হয়, সে যজ্ঞে সম্যকগত বা সত্যপথযাত্রী মহর্ষিগণ উপস্থিত হন না।

যে যজ্ঞসমূহ অনাড়ম্বর (বধবন্ধ ক্লেশশূন্য), সদা অনুকূল ভাবে যজ্ঞ করা হয় এবং যাতে বিবিধ অজ মেঘ গরু বধ করা হয় না, সে যজ্ঞে সম্যকগত মহর্ষিগণ উপস্থিত হন। বিজ্ঞব্যক্তি এমন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এ যজ্ঞই মহাফলদায়ী হয়। এতে যজ্ঞকারীর মঙ্গলই হয়, অমঙ্গল হয় না। (এতাদৃশ) যজ্ঞ মহৎ এবং এতে দেবতারা প্রসন্ন হন।

শ্রাবস্তী-

সে সময় রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক কেউ রজ্জু দ্বারা কেউ শৃঙ্খল দ্বারা বহুলোক বদ্ধ হয়। তখন একদল ভিক্ষু চীবর পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা গ্রহণ করে আহারের পর তাঁরা ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসে বললেন “ভদন্ত, রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক কেউ রজ্জু দ্বারা কেউ শৃঙ্খলের দ্বারা বহুলোককে বাধা হয়েছে।” ভগবান এ বিষয় অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ গাথায় বললেন-

লৌহবন্ধন, কাষ্ঠ বন্ধন অথবা রজ্জু বন্ধনকে বীর ব্যক্তিগণ দৃঢ় বন্ধন বলেন না। মণিকুণ্ডলসমূহের প্রতি অথবা স্ত্রীপুত্রের প্রতি যে অনুরাগ আসক্তি, তাকেই ধীর ব্যক্তিগণ দৃঢ় বন্ধন বলেন। এ বন্ধন অধোবাহী (অধোগতিদায়ক) শিথিল বটে, কিন্তু দুচ্ছেদ্য। অনাসক্ত ব্যক্তিগণ এ বন্ধনও ছিন্ন করে কামসূখ পরিহারপূর্বক বিচরণ করেন।

দ্বিতীয় বর্গ

১ জটিল সুত্ত

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে মিগারমাতার প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদোপম পূর্বরাম বিহারে বাস করতেন। তখন একদা সন্ধ্যায় ধ্যানভঙ্গের পর ভগবান বর্হিদ্ধার প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। সে সময় সাত জটধারী তাপস সাত নির্ঘস্থ সাত সন্ন্যাসী সাত একবস্ত্রধারী এবং সাত দীর্ঘ নখলোমবিশিষ্ট পরিব্রাজক বিবিধ

সন্ন্যাসোপকরণ নিয়ে অদূরে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাজা প্রসেনজিৎ আসন থেকে উঠে দক্ষিণ জানু মাটিতে রেখে উত্তরীয়ের দ্বারা একাংশ আবৃত করে তাঁদের উদ্দেশে অঞ্জলীবদ্ধ প্রণাম জানিয়ে তিনবার নিজের নাম ঘোষণা করলেন- ভদন্ত, আমি রাজা প্রসেনজিৎ। তাঁদের প্রস্থানের পর রাজা ভগবানকে বললেন ‘ভদন্ত, যাঁরা জগতে অর্হৎ অথবা অর্হত্ত্বমার্গে আরুঢ়, এঁরা তাঁদের অন্যতম।’

ভগবান- মহারাজ, আপনার মত কামভোগী পুত্রকন্যাসঙ্কুল কাশীর চন্দনবিলাসী মালাগন্ধাবলেপধারী স্বর্ণরৌপ্যগ্রাহী গৃহীর পক্ষে এঁরা অর্হৎ অথবা অর্হত্ত্বমার্গের পথিক বলে জানা দুষ্কর। মহারাজ, সংসর্গের দ্বারাই (লোকের) শীল জানা যায়, তাও বহুকালের সংসর্গে, সামান্য অনুবোধনে কিংবা অননুধাবনে নয়, কিন্তু বুদ্ধিমানেরই জ্ঞাতব্য, অবুদ্ধিমানের নয়। মহারাজ, আচার-ব্যবহারেই শুচিতা জানা যায়, তাও বহুকালের আচার-ব্যবহারে সামান্য অনুধাবনে কিংবা অননুধাবনে নয়; তাও বুদ্ধিমানেরই জ্ঞাতব্য, অবুদ্ধিমানের নয়। মহারাজ, বিপদে আপদেই শক্তি জানা যায়, তাও অবুদ্ধিমানের নয়। আলাপ-আলোচনায় জ্ঞান বোঝা যায়, তাও অবুদ্ধিমানের নয়।

রাজা প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভগবানের এ কথা ‘মহারাজ, আপনার মত অবুদ্ধিমানের নয়।’ সুকথিত। ভদন্ত, এরা আমার গুপ্তচর। অবচারী বা অপকর্মকারী ব্যক্তির জনপদে অপকর্ম সেরে আসে। আমি আগে তাদের অবতীর্ণ অঞ্চল পরে পর্যবেক্ষণ করি। তখন তারা ধূলি ময়লা ধূয়ে স্নাত সুবিলিণ্ড সুবিন্যস্ত কেশশাশ্রু হয়ে শুভ্রবস্ত্র পরিধান

করে পঞ্চঃ কামভোগে লিপ্ত হয়ে বাস করে। অনন্তর ভগবান এ বিষয় অবগত হয়ে এ গাথা উচ্চারণ করলেন-

বর্ণ ও দেহাবয়ব দ্বারা লোককে জানা সহজ নয়, সামান্য দর্শনমাত্রে লোককে বিশ্বাস করতে নেই। সুসংযত ব্যক্তিগণের হৃদ্যবেশে অসংযত ব্যক্তিগণ জগতে বিচরণ করে।

কেউ কেউ অন্তরে অশুভ থেকে (বেশভূমায়) বাইরে শোভমান হয়ে স্বর্ণ প্রতিরূপ মৃন্ময় কর্ণাভরণের মত অথবা স্বর্ণলিপ্ত লৌহমুদ্রার মত বাইরে আবরণে আবৃত হয়ে বিচরণ করে।

২ পঞ্চরাজ সুভ

শ্রাবস্তী-

পঞ্চবিধ কামভোগ রত ইন্দ্রিয় পরিচর্যাপরায়ণ প্রসেনজিৎ প্রমুখ পাঁচ রাজার মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে কথা উঠল “কামভোগের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ?” কেউ বললেন ‘রূপ কামভোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।’ কেউ বললেন ‘শব্দ কামের মধ্যে উত্তম’। কেউ বললেন ‘গন্ধ।’ যখন সে রাজগণ পরস্পরকে বোঝাতে সক্ষম হলেন না, তখন রাজা প্রসেনজিৎ তাঁদের বললেন “বন্ধুগণ, আসুন আমরা ভগবানের কাছে যাই এবং তাঁকে এবিষয় জিজ্ঞেস করি। তিনি যা ব্যাখ্যা করবেন, তাই আমরা মেনে নেব।” “বন্ধু, তাই হোক” বলে রাজগণ কোশলরাজের কথায় সম্মত হলেন। তখন তাঁরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসলেন। রাজা প্রসেনজিৎ ভগবানকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলে জিজ্ঞেস করলেন “প্রভু, কামভোগের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ?”

ভগবান- মহারাজ, পঞ্চঃ কামভোগের মধ্যে তৎপ্রিয়তা বা তৎমনোহারিতাই শ্রেষ্ঠ বলে বলি (অর্থাৎ যেটা যার ভাল লাগে,

সেটা তার কাছে শ্রেষ্ঠ)। মহারাজ, যে রূপ একজনের মনোহারী হয়, সে রূপ অন্যজনের অমনোহারী বা অপ্রিয় হয়; যে রূপের দ্বারা যে সন্তুষ্ট হয় পূর্ণমনস্কাম হয়, সে রূপের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রণীততর অন্য রূপ সে চায় না, সে রূপ তার কাছে পরম হয়, অনুত্তর হয়। মহারাজ যে শব্দ একজনের মনোহারী হয়, সে শব্দ অন্যজনের অমনোহারী গন্ধ রস স্পর্শ পরম হয়, অনুত্তর হয়।

সে সময় উপাসক চন্দনঙ্গলিক সে পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আসন থেকে উঠে উত্তরীয়ের দ্বারা একাংশ আবৃত করে ভগবানকে অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বললেন “ভগবান সুগত, আমি কিছু বলতে উচ্ছুক।’ ভগবান তাঁকে অনুমতি দিয়ে বললেন “চন্দনঙ্গলিক, তুমি বল”। তখন উপাসক চন্দনঙ্গলিক ভগবানের সম্মুখে অনুরূপ গাথায় স্তুতি করলেন-

প্রাতে প্রস্ফুটিত সৌরভযুক্ত রক্তপদ্ম যেমন অতীব সুগন্ধযুক্ত থাকে, (তেমনি গুণ সৌরভে পূর্ণ) সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শন করুন। তিনি আকাশে সূর্যের মত দীপ্তিমান।

তখন রাজগণ উপাসক চন্দনঙ্গলিককে পাঁচটি উত্তরীয় দান করলেন এবং তিনি সে উত্তরীয়গুলো ভগবানকে সমর্পণ করলেন।

৩ দোণপাক সুত্ত

শ্রাবস্তী-

সে সময়ে রাজা প্রসেনজিৎ ‘দোন’ বলে কথিত বড় মাপকের পরিমাণে অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধ চালের অন্ন আহার করতেন। একদিন তিনি ভোজনের পর হাঁপাতে হাঁপাতে

ভগবানের কাছে গেলেন। ভগবান তাঁর অবস্থা অবগত হয়ে গাথায় বললেন-

সদ্য স্মৃতিমান লব্ধ ভোজনে মাত্রাজ্ঞ মানুষের বেদনা লঘু হয় এবং ভূজ্য অন্ন আয়ু পালন করে বা জীবন দীর্ঘতর করে ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়।

(এ গাথা উচ্চারণের সময়) সুদর্শন নামক জনৈক যুবাপুরুষ রাজার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। রাজা তাকে সম্বোধন করে বললেন “বৎস সুদর্শন, এসো, ভগবানের কাছ থেকে এ গাথা মুখস্থ করে আমার আহারের সময় বলো; আমি তোমাকে প্রতিদিন একশ কাহণ মাহিনা দেব।” “হাঁ, মহারাজ” বলে সুদর্শন রাজার কথায় সম্মতি জানিয়ে গাথাটি মুখস্থ করে রাজার আহার কালে বলত। (এ গাথা শুনে পরিমিত আহারের সুফলের কথা স্মরণ করে) রাজা ‘নালিক’ বলে কথিত অপেক্ষাকৃত ছোট মাপকের পরিমাপে আহার গ্রহণ করতেন অর্থাৎ মিতাহারী হলেন। এর ফলে কিছুদিন পরে রাজার শরীরের স্থূলতা হ্রাস পেল। তিনি অন্য একদিন হাতে গাত্র মার্জন করে আনন্দে বললেন “ভগবান আমাকে ইহকাল এবং পরকালের হিতানুশাসনে অনুগৃহীত করেছেন।”

৪ পঠম সংগাম সুভ

মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু চতুরঙ্গ (হস্তী-আরোহী, অশ্বারোহী, রথারূঢ় ও পদাতিক) সৈন্যদলকে রণসজ্জায় সজ্জিত করে রাজা প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে কাশীরাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। এ সংবাদ পেয়ে রাজা প্রসেনজিৎ চতুরঙ্গ সৈন্যদল নিয়ে মগধরাজ অজাতশত্রুকে বাধা দিতে এগিয়ে গেলেন।

অতঃপর এ উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে অজাতশত্রু প্রসেনজিৎকে পরাস্ত করলেন। প্রসেনজিৎ পরাস্ত

হয়ে স্বীয় রাজধানী শ্রাবস্তীতে ফিরে এলেন। তখন একদল ভিক্ষু পূর্বাহ্নকালে চীবর পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করলেন। ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক আহারের পর তাঁরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসে বললেন “ভদন্ত, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু চতুরঙ্গ সৈন্যদল সহ রাজা প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে কাশীর দিকে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে রাজা প্রসেনজিৎ তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। তাতে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল। যুদ্ধে রাজা প্রসেনজিৎ পরাস্ত হয়ে স্বীয় রাজধানীতে ফিরে এসেছেন।”

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু অসৎসংসর্গরত অসৎসহায় ও পাপপ্রবণ, কিন্তু রাজা প্রসেনজিৎ সৎসঙ্গরত সৎসহায় ও কল্যাণপ্রবণ। অদ্য রাত্রেই পরাজিত প্রসেনজিৎ দুঃখে শয়ন করবেন।

জয় বৈর প্রসব করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে শয়ন করে। উপশান্ত পুরুষ জয় পরাজয় পরিত্যাগ করে সুখে অবস্থান করেন।

৫ দ্বিতীয় সংগাম সুত্ত

মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু চতুরঙ্গ সৈন্যদল নিয়ে রাজা প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে কাশী অভিমুখে যাত্রা করলেন। এ সংবাদ পেয়ে রাজা প্রসেনজিৎ চতুরঙ্গ সৈন্যদলে সজ্জিত হয়ে অজাতশত্রুকে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। অতঃপর রাজা অজাতশত্রু ও রাজা প্রসেনজিৎ সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। এ সংগ্রামে রাজা প্রসেনজিৎ রাজা অজাতশত্রুকে পরাস্ত করে বন্দী করলেন। তখন রাজা প্রসেনজিতের মনে এ চিন্তা উদ্ভূত হয় “যদিও আমার বিনা দ্রোহিতায় এ মগধরাজ বৈদেহীপুত্র

অজাতশত্রু আমার প্রতি দ্রোহিতা বা শত্রুতা আচরণ করছে, তবুও সে আমার ভাগিনেয়; যা হোক আমি তার সমস্ত হস্তী-আরুঢ়, অশ্বরোহী, যানারোহী ও পদাতিক সৈন্যদলকে বাজেয়াপ্ত করে তাকে প্রাণে ছেড়ে দিই।” অতঃপর রাজা প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর চতুরঙ্গ সৈন্যদল অধিকার করে তাঁকে প্রাণে ছেড়ে দিলেন।

সেদিন ভিক্ষুগণ পূর্বাহ্নে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে এ ঘটনা অবগত হয়ে ভগবানকে জানালেন। তখনি ভগবান এ গাথাগুলো উচ্চারণ করলেন-

যতদূর সাধ্যায়ত্ত হয়, ততদূর লোক বিলোপ সাধন করে।
যখন অন্যেরা (কোন ব্যক্তির সম্পদ) বিলোপ করে, (সুযোগ উপস্থিত হলে) সে বিলুপ্তি ব্যক্তি বিলোপ সাধনে রত হয়।

যতদিন পর্যন্ত পাপ পঙ্ক না হয় অর্থাৎ ফল দান করে না, ততদিন মূঢ় ব্যক্তি (দুষ্কর্মকে) সুখের কারণ বলে মনে করে।
যখন পাপ পরিপঙ্ক হয়, তখনই সে দুঃখগ্রস্ত হয়।

হত্যাকারী (তার) হত্যাকারীকে লাভ করে, জয়ী (তার) বিজয়ীকে লাভ করে আক্রোশকারী আক্রোশকারীর সম্মুখীন হয় এবং রোষকারী রোষকারীর কবলে পড়ে। এভাবে কর্মবিবর্তনে লোক বিলুপ্তি হয়ে বিলোপ সাধন করে অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্ষতি করে।

৬ ধাতু সুত্ত

শ্রাবস্তী-

একদিন রাজা প্রসেনজিৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি রাজার সমীপে গিয়ে তাঁর কানে কানে বলল “মহারাজ, মহিষী মল্লিকা কন্যা প্রসব করেছেন।” তা বলামাত্র রাজা প্রসেনজিৎ

অপ্রসন্ন হলেন। ভগবান রাজাকে অপ্রসন্ন দেখে তখনি গাথায় বললেন-

হে জনাধিপ, কোন কোন নারী মেধাবিনী শীলবতী শ্বশুর-শ্বশ্রুভক্তা ও পতিব্রতা হয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ করে। তার যে সন্তান হয়, সে বীর দিকপতি হয়। তার মত সৌভাগ্যশালিনীর পুত্র রাজ্যশাসনও করে।

৭ অপ্রমাদ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন “ভদন্ত, এমন কোন এক ধর্ম আছে কি যা ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় হিত অধিকার করে দাঁড়ায়?”

ভগবান- হাঁ, আছে

রাজা- সে ধর্ম বা বিষয়টি কি যা ইহ পরলোকের হিত সাধন করে?

ভগবান- মহারাজ, অপ্রমাদ বা অপ্রমত্ততা বলে উক্ত একটি ধর্ম উভয় লোকের হিত সম্পাদন করে। যেমন যে কোন জঙ্গম প্রাণীদের পদাঙ্ক হস্তিপদাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং বৃহত্তের দিক দিয়ে হস্তিপদই পদসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়, তেমন একটি ধর্ম অপ্রমাদ উভয় লোকের হিত অধিকার করে দাঁড়ায়।

আয়ু, আরোগ্য, বর্ণ, স্বর্গপ্রাপ্তি, উচ্চ কূলে জন্মলাভ এবং অপরাপর উদার রতি বা সুখ প্রার্থনাকারীর পুণ্য সম্পাদনে অপ্রমাদ পণ্ডিত-প্রশংসিত। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হয়ে (ঐহিক ও পারলৌকিক) উভয়ার্থ অধিকার করেন।

ঐহিক যে অর্থ, এবং পারলৌকিক যে অর্থ, সে উভয়ার্থ লাভে ধীর ব্যক্তি পণ্ডিত বলে কথিত হন।

শ্রাবস্তী-

রাজা প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, নির্জনগত অদ্রস্থ আমার মনে এমন চিন্তার উদয় হল “ভগবান সুষ্ঠুভাবে ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, তা কিন্তু কল্যাণমিত্র কল্যাণসহায় কল্যাণপ্রবণ অর্থাৎ সংসঙ্গরত সংপ্রবণতায়ুক্ত ব্যক্তির জন্যই, পাপমিত্র পাপসহায় এবং পাপপ্রবণের জন্য নয়।”

ভগবান- মহারাজ, তা ঠিক! তা ঠিক!। এক সময় আমি শাক্যরাজ্যে নাগরক নামক উপনগরে বাস করছিলাম, তখন ভিক্ষু আনন্দ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে বলেছিল “ভদন্ত, এই যে কল্যাণমিত্রতা কল্যাণসহায়তা বা সংসঙ্গ কল্যাণপ্রবণতা, তা ব্রহ্মচর্য সাধনার অর্ধেক।” একথা বললে তাকে আমি বললাম “আনন্দ, তা নয়! তা নয়! সমস্ত ব্রহ্মচর্যই এ কল্যাণমিত্রতা কল্যাণসহায়তা কল্যাণপ্রবণতা। কল্যাণমিত্র কল্যাণসহায় কল্যাণপ্রবণ ভিক্ষুই যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা করবে, অভ্যাস করবে, তা আশা করা যায়।

হে আনন্দ, কিভাবে কল্যাণমিত্র কল্যাণসহায় কল্যাণপ্রবণ ভিক্ষু আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা করে অভ্যাস করে? হে আনন্দ, এখানে ভিক্ষু বিবেক বৈরাগ্য সমন্বিত নিরোধনিশ্চিত ত্যাগ পরিণামী সম্যক বাক্য ভাবনা করে, সম্যক সংকল্প ভাবনা করে, সম্যক বাক্য ভাবনা করে, সম্যক কর্ম ভাবনা করে, সম্যক আর্জীব ভাবনা করে, সম্যক ব্যায়াম ভাবনা করে, সম্যক স্মৃতি ভাবনা করে, এবং বিবেকবৈরাগ্যময় নিরোধনিশ্চিত ত্যাগ-পরিণামী সম্যক সমাধি ভাবনা করে। এভাবেই কল্যাণমিত্র কল্যাণসহায় কল্যাণপ্রবণ ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা করে

অভ্যাস করে। হে আনন্দ, এ কারণেই জানা উচিত- সমস্ত ব্রহ্মচর্য কল্যাণমিত্রতা কল্যাণসহায় কল্যাণপ্রবণতা। হে আনন্দ, আমাকে কল্যাণমিত্র পেয়ে জন্মপ্রবণ ব্যক্তিগণ জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করে, জরাপরায়ন ব্যক্তির জরা থেকে মুক্তিলাভ করে, ব্যাধিপরায়েন ব্যক্তির ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করে, মরণশীল ব্যক্তির মরণ থেকে মুক্তি লাভ করে, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-অন্তর্দাহপর ব্যক্তিগণ শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-অন্তর্দাহ থেকে মুক্তি লাভ করে। এ কারণেও কল্যাণপ্রবণতা।” তাই মহারাজ, আপনার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত- কল্যাণমিত্র কল্যাণসহায় কল্যাণপ্রবণ হবো। এভাবে কল্যাণমিত্র কল্যাণসহায় কল্যাণপ্রবণ হয়ে কুশল ধর্মে আশ্রমাদ এ একটি ধর্ম অবলম্বন করে আপনার অবস্থান করা উচিত। তাহলে আপনার অন্তঃ-পুরিকাদের মনে হবে “রাজা অশ্রমভ হয়ে বাস করেছেন, আমরাও অশ্রমাদ অবলম্বনে অশ্রমভ হয়ে থাকবো।” আপনার ক্ষত্রিয় কর্মচারীদের মনে হবে “রাজা আমরাও অশ্রমাদ অবলম্বনে অশ্রমভ হয়ে থাকবো।” আপনার সৈন্যদের আপনার অধীনস্ত নিগম জনপদ বাসীদের মনে হবে অশ্রমভ হয়ে থাকবো। মহারাজ, অশ্রমাদালম্বনে অশ্রমভ হয়ে অবস্থান করায় আপনি স্বয়ং অবিপন্ন ও রক্ষিত হবেন, অন্তঃপুরিকারা অবিপন্ন ও সুরক্ষিত হবেন, রাজকোষ রাজভাণ্ডার গুপ্ত রক্ষিত হবে।

নানাপ্রকার উদার ভোগসম্পদ প্রার্থনাকারীর পক্ষে অশ্রমাদ পণ্ডিত প্রশংসিত। ধীর ব্যক্তি অশ্রমভ হয়ে (ঐহিক ও পারলৌকিক) উভয়াসুখ অধিকার করেন।

ঐহিক যে অর্থ এবং পারলৌকিক যে অর্থ সে উভয়ার্থলাভে ধীর ব্যক্তি পণ্ডিত বলে কথিত হন।

শ্রাবস্তী-

একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দিন দুপুরে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন “মহারাজ, এদিনদুপুরে আপনি কোথেকে আসছেন?” উত্তরে রাজা বললেন “ভদন্ত, শ্রাবস্তীতে শেঠ গৃহপতি পরলোক গমন করেছেন। আমি তাঁর অপুত্রক সম্পদ রাজান্তঃপুরে আনিয়া এখানে আসছি। তাঁর সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রা আশি লক্ষ, রৌপ্যের কোথাই বা কি! এ শেঠের এরকম অনুভোগ বা আহার ব্যবস্থা ছিল যে তিনি কাঙ্ক্ষিক বা আমানি সহ ক্ষুদের ভাত খেতেন। তাঁর এরকম পরিধেয় ছিল যে, তিনি তিন টুকরো জোড়া শণবস্ত্র পরতেন এবং তিনি জর্জর রথে পর্ণ ছত্র ধারণে চলাফেরা করতেন।”

ভগবান- হাঁ, মহারাজ, অসৎ ব্যক্তি বিপুল ভোগসম্পদ পেয়ে নিজেকেও সুখী করেনা, মাতাপিতাকেও সুখী করেনা তুষ্ট করেনা, দাস কর্মচারী বন্ধুবান্ধবকে সুখী করে না তুষ্ট করে না এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণদের জন্য সুখস্বর্গ দায়ক উন্নতিপ্রদ দানের ব্যবস্থা করে না। তার সেই অব্যবহৃত ভোগসম্পদ রাজা বাজেয়াপ্ত করে, চোর লুণ্ঠন করে, অগ্নি দগ্ধ করে, বন্যা ভাসিয়ে নেয়, অপ্রিয় উত্তরাধিকারীরা হরণ করে। এমনি সে ভোগ সম্পদ বিনা ভোগে ক্ষয় হয়, কোন কাজে আছে না। মহারাজ, জনহীন স্থানে যেমন স্বচ্ছ শীতল সুমধুর জলপূর্ণ লহরী শোভিত সুন্দর সোপানযুক্ত রমণীয় সরোবরের জল কেউ নেয় না, পান করে না, তাতে কেউ নান করে না, প্রয়োজন মিটায় না- এভাবে ঐ অব্যবহৃত জল ক্ষয় হয়, কোন কাজে লাগে না, তেমনি অসৎ ব্যক্তি ভোগসম্পদ পেয়ে নিজেকে সুখী করে না সন্তুষ্ট

করে না বিনাভোগে ক্ষয় হয়, কোন কার্যে লাগে না । কিন্তু সৎ লোক বিপুল ভোগসম্পদ পেয়ে নিজেকে সুখী করে সন্তুষ্ট করে, পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করে সুখী করে, স্ত্রীপুত্র দাস কর্মচারী বন্ধুবান্ধবকে সুখী করে সন্তুষ্ট করে এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণদের জন্য সুখস্বর্গদায়ক উন্নতিপ্রদ দানের ব্যবস্থা করে । তার সে সুব্যবহৃত ভোগসম্পদ রাজা বাজেয়াপ্ত করেনা, চোর লুণ্ঠন করেনা, অগ্নি দক্ষ করেনা, বন্যা ভাসিয়ে নেয় না, অপ্রিয় উত্তরাধিকারীরা হরণ করে না । মহারাজ, যেমন গ্রামে কিংবা নগরের অনতিদূরে স্বচ্ছ শীতল সুমধুর জলপূর্ণ লহরী শোভিত সুন্দর সোপান শ্রেণীযুক্ত রমণীয় সরোবরের জল লোকে নিয়ে যায়, পান করে, স্নান করে, যথেষ্ট প্রয়োজন মিটায়- এভাবে সম্যক প্রকারে তার জল ব্যবহারে আসে, বৃথা শুকায় না, তেমনি সৎলোক ভোগসম্পদ লাভ করে নিজেকে সুখী করে সন্তুষ্ট করে ভোগসম্পদ কার্যে আসে, বৃথা নষ্ট হয় না ।

মনুষ্যবিহীন স্থানে শীতল জল যেমন বিনা পানে শুকিয়ে যায়, তেমন কাপুরুষ বা অসজ্জন ধনলাভ করে নিজেও ভোগ করে না পরকেও দেয় না অর্থাৎ তা বৃথা নষ্ট হয় ।

যে বীর বিজ্ঞ ব্যক্তি ভোগসম্পদ প্রাপ্ত হয়ে নিজে ভোগ করেন এবং (জনহিতকর) কার্য করেন, সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞাতিসংঘকে (জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে) পোষণ করে আনন্দিতভাবে স্বর্গস্থান লাভ করেন ।

১০ দ্বিতীয় অপুত্রক সুভ

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মধ্যাহ্নে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন । ভগবান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন “মহারাজ, এ দিনদুপুরে আপনি কোথেকে আসছেন?” উত্তরে রাজা বললেন “ভদন্ত, শ্রাবস্তীতে জনৈক পরলোক গমন করেছেন । আমি তাঁর

অপুত্রক সম্পদ রাজান্তঃপুরে আনিয়ে এখানে আসছি। তাঁর সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রা শত লক্ষ, রৌপ্যের কথাই বা কি! এ শ্রেষ্ঠীর এরকম অনুভোগ বা আহার ব্যবস্থা ছিল তিনি কাঞ্জিক বা আমানি সহ খুদের ভাত খেতেন। তাঁর এরকম পরিধেয় ছিল, তিনি তিন টুকরো জোড়া শণবস্ত্র পরতেন এবং জর্জর রথে পর্ণছত্র ধারণে চলাফেরা করতেন।” ভগবান- হাঁ, মহারাজ অতীতকালে এ শ্রেষ্ঠী গৃহপতি তগরশিখি নামক জনৈক প্রত্যেক বুদ্ধকে অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন শ্রমণকে ভিক্ষা দাও বলে নির্দেশ দিয়ে তিনি আসন থেকে উঠে চলে গিয়েছিলেন। গিয়ে তিনি পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে এ অনু তো আমার দাস কিংবা কর্মচারীরা খেতে পারত, তাই ভাল হত। আবার তিনি সম্পত্তির কারণে নিজের ভ্রাতার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন।

মহারাজ, সে শ্রেষ্ঠী যে প্রত্যেক বুদ্ধ তগরশিখিকে অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, সে কর্মের ফলে সাত বার সুখময় স্বর্গলোক জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে কর্মেরই ফলাবশেষ ভোগের জন্য এ শ্রাবস্তীতেই সাত বার শ্রেষ্ঠীরত্ব লাভ করেছিলেন। সে শ্রেষ্ঠী যে ‘এ অনু আমার দাস কর্মচারীদের দিলে ভাল হত’ ভেবে অনুতপ্ত হয়েছিলেন, সে অনুতাপের ফলে তার উদার ভাবে খাওয়া দাওয়ার ইচ্ছা জাগেনি, উত্তম বস্ত্রাদি পরণের ইচ্ছা হয়নি, উত্তম রথারোহণের ইচ্ছা হয়নি এবং উত্তমরূপে পঞ্চ কাম্য বিষয়ভোগে তৃপ্ত হবার বাসনা জাগেনি। তিনি যে সে জন্মে সম্পত্তির কারণে ভ্রাতার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছিলেন, সে কর্মের ফলে বহু বহু লক্ষ বৎসর নরকে পড়েছিলেন। সে কর্মেরই ফলাবশেষ ভোগের জন্য শ্রাবস্তীতেই সপ্তম বার বার তাঁর অপুত্রক সম্পদ রাজকোষে প্রবেশ করল।

মহারাজ, সে শ্রেষ্ঠীর পুরাতন পুণ্য ক্ষয় হয়েছে, নুতন পুণ্য সঞ্চিত হয়নি। আজ সে শ্রেষ্ঠী মহারৌরব নিরয়ে পচিতেছেন।

রাজা- তাহলে সে শ্রেষ্ঠী মহারৌরব নিরয়ে জন্ম নিয়েছেন!

ভগবান- হাঁ, মহারাজ, তিনি মহারৌরব নিরয়ে জন্ম নিয়েছেন।

ধন, ধান্য, রজত, স্বর্ণ যা কিছু সম্পদ আছে এবং দাস কর্মচারী পেয়াদা যে পোষ্যবর্গ আছে, সমস্তই ফেলে যেতে হবে, কিছুই সঙ্গে নেয়া যাবে না। লোক কায় বাক্ মনে যা কিছু করে, তাই তার নিজস্ব হয়, তা নিয়েই যায় এবং তা অনপনয়ে ছায়ায় মত তার অনুগামী হয়। সেজন্য (সুখাভিলাষীর) চয়নীয় পারলৌকিক হিতকর পুণ্য সম্পাদন করা উচিত। পুণ্য কর্মসমূহ পরলোকে প্রানীদের প্রতিষ্ঠা হয়।

তৃতীয় বর্গ

১ পুণ্ড্র সুত্ত

শ্রাবস্তী-

কোশলরাজ প্রসন্নজিৎ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। ভগবান রাজাকে বললেন, মহারাজ জগতে চার প্রকার লোক বিদ্যমান। কোন চার প্রকার? তমোতমপরায়ণ, তমোজ্যোতিপরায়ণ, জ্যোতিতমপরায়ণ, এবং জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ, মহারাজ, কিরূপে লোক তমোতমপরায়ণ হয় বা অন্ধকার থেকে অন্ধকারের দিকে চলে? ধরণ, কোন ব্যক্তি নীচকূলে জন্ম নেয়, যেমন চণ্ডাল কুল, বেণুকার কুল, নিষাদ কুল, চর্মকার কুল, পুষ্পনিষ্কপক (ঝাড়ু দার) কুল, এরূপ ব্যক্তি দারিদ্র্যক্লিষ্ট অল্পান্নভোজী কষ্টজীবী নীচ কূলে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়। সে

কুৎসিত দুর্দশ বক্র নাসারোগাক্রান্ত কানা বা বিকলহস্ত বা খঞ্জ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং অগ্নপান-বস্ত্রযান-মালাগন্ধবিলেপন-শয্যাসন-উপকরণ বঞ্চিত বা ভাগ্যহীন। সে (এতাদৃশ ব্যক্তি) কায়মনোবাক্যে দুঃশরিত আচরণ করে বা পাপে লিপ্ত হয়। পাপে রত হয়ে সে দেহভঙ্গে মৃত্যুর পর দুঃখদুর্গতিময় বিনিপাত বা অধঃপাত নরকে জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ, যেমন লোক অন্ধকার থেকে অন্ধকারে গমন করে, তম থেকে তমের দিকে যাত্রা করে অথবা রক্তমল থেকে রক্তমলে যায়, আমি এ ব্যক্তিকে তাদৃশ বলি এভাবে লোক তমোতমপরায়ণ হয়।

মহারাজ, কিরূপে লোক তমোজ্যোতিপরায়ণ হয় বা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করে? ধরুন, কোন ব্যক্তি নীচকূলে জন্ম নেয়, যেমন চণ্ডালকুল, বেণুকার কুল, নিষাদকুল, চর্মকারকুল, পুষ্পনিষ্ক্ষেপ কুল এরূপ দারিদ্র্যক্লিষ্ট অগ্নান্নভোজী কষ্টজীবী নীচকূলে জন্মগ্রহণ করে ভাগ্যহীন। সে (এতাদৃশ ব্যক্তি) কায়মনোবাক্যে সুচরিত বা পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে। পুণ্য কর্ম সম্পন্ন করে সে দেহভঙ্গে মৃত্যুর পর সুখময় স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ, যেমন লোক মাটি থেকে পালঙ্ক আরোহণ করে, অথবা পালঙ্ক থেকে অশ্বপৃষ্ঠ আরোহণ করে অথবা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে হস্তিস্কন্ধে আরোহণ করে অথবা হস্তিস্কন্ধ থেকে প্রাসাদ আরোহণ করে, আমি এ ব্যক্তিকে তাদৃশ বলি। এভাবে লোক তমোজ্যোতিপরায়ণ হয়।

মহারাজ কিরূপে লোক জ্যোতিতমপরায়ণ হয় বা আলো থেকে অন্ধকারের দিকে চলে? ধরুন, কোন ব্যক্তি আঢ্য মহাধনী সম্পদশালী স্বর্ণরৌপ্য, ধনধান্য বিভোপকরণে সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়োত্তম পরিবারে কিংবা ব্রাহ্মণোত্তম পরিবারে অথবা গৃহপতিশ্রেষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে হয় রূপবান সুদর্শন

প্রসন্নতাবহ পরম রূপশোভাসম্পন্ন এবং অনুপান-বস্ত্রযান-মালগন্ধ-বিলোপন-শয্যাবাস-দীপোপকরণ লাভী। সে (এতাদৃশ ব্যক্তি) কায়মনোবাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে বা পাপে লিপ্ত হয়। পাপে রত হয়ে সে দেহভঙ্গে মৃত্যুর পর দুঃখদুর্গতিরময় বিনিপাত নিরয়ে জন্মলাভ করে। মহারাজ যেমন লোক প্রাসাদ থেকে হস্তিস্কন্ধে অবতরণ করে বা হস্তিস্কন্ধ থেকে অশ্বপৃষ্ঠে অবরোহণ করে বা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পালঙ্কে অবরোহণ করে বা পালঙ্ক থেকে ভূতলে অবতরণ করে এবং ভূতল থেকে অন্ধকারে নিমগ্ন হয়, আমি এ ব্যক্তিকে তাদৃশ বলি। এভাবে লোক জ্যোতিতমপরায়ণ হয়।

মহারাজ, কিরূপে লোক জ্যোতিতম পরায়ণ হয়? কোন লোক আঢ্য মহাধনী সম্পদশালী স্বর্ণ-রৌপ্য, ধনধান্য ও বিভোপকরণে সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়োত্তম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে হয় রূপবান দীনোপকরণলাভী। সে কায়মনোবাক্যে সুচরিত বা পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে। পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করে সে দেহভঙ্গে মৃত্যুর পর সুখময় স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ, যেমন লোক পালঙ্ক থেকে পালঙ্কে সংক্রমণ করে অথবা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অশ্বপৃষ্ঠে সংক্রমণ করে অথবা হস্তিস্কন্ধ থেকে হস্তিস্কন্ধে গমন করে অথবা প্রাসাদ থেকে প্রাসাদে গমন করে, আমি এ ব্যক্তিকে তাদৃশ বলি। এভাবে লোক জ্যোতি-পরায়ণ হয়। মহারাজ, জগতে এ চার প্রকার লোক বিদ্যমান।

মহারাজ, যে দরিদ্র ব্যক্তি অশ্রদ্ধ মৎসর দানকুণ্ঠ পাপচিন্তারত মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত ভক্তিহীন হয়, শ্রমণ ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য যাচকদিগকে আক্রোশ করে, তিরস্কার করে, নাস্তিক ও রোগকারী হয় এবং যাচকদিগকে ভোজন দানে বাধা দেয়,

তাদৃশ লোক মৃত্যুকালে তমোতমপরায়ণ হয়ে ঘোর নরকে উপগত হয়।

মহারাজ, যে দরিদ্র ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল অমৎসর সুচিন্তারত ও অনুদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে দান শ্রমণ ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য যাচকদিগকে উঠে অভিবাদন করে, শিষ্টাচার শিক্ষা করে এবং যাচকদিগকে ভোজন দানে বাধা দেয় না, সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তমোজ্যোতিপরায়ণ হয়ে ত্রিদিবোপম বা স্বর্গগামী হয়।

মহারাজ, যে ধনাঢ্য ব্যক্তি অশুদ্ধ মাৎসর্যপরায়ণ দানকুষ্ঠ পাপচিন্তারত দ্রাস্তব্যতাবলম্বী ভক্তিহীন হয়, শ্রমণ ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য যাচকদিগকে আক্রোশ করে, নাস্তিক ও রোষকারী হয় এবং যাচকদিগকে ভোজনদানে বাধা দেয়, সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে জ্যোতিতমপরায়ণ হয়ে ঘোর নরকে গমন করে।

মহারাজ, যে ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান অমৎসর সুসংকল্প ও অনুদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে দান করে, শ্রমণ ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য যাচকদিগকে উঠে অভিবাদন করে, শিষ্টাচার শিক্ষা করে এবং যাচকদিগকে ভোজনদানে বাধা দেয় না, সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ হয়ে ত্রিদিবগত হয়।

২

শ্রাবস্তী-

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মধ্যাহ্নে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন “মহারাজ, এ দিন দুপুরে আপনি কেথেকে আসছেন?” উত্তরে রাজা বললেন, “ভদন্ত, আমার জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বর্ষীয়সী বিংশোত্তরশতবর্ষিণী পিতামহী পরলোক গমন করেছেন। ভদন্ত, আমার পিতামহী আমার প্রিয়পাত্রী আদরিণী ছিলেন। যদি হস্তীরত্নের বিনিময়ে আমার পিতামহীকে পেতাম। তাহলে আমার পিতামহী না

মরণ বলে আমার হস্তী রত্ন দিয়ে দিতাম। যদি অশ্বরত্নের
বিনিময়ে আমার পিতামহীকে পেতাম, তাহলে তাঁকে মৃত্যুর
কবল থেকে রক্ষার জন্য আমার অশ্বরত্ন দান করতাম। যদি
গ্রামবরের বিনিময়ে জনপ্রদেশের বিনিময়ে দান
করতাম। ভগবান! আপনার বাণী আশ্চর্য! অদ্ভুত! আপনি
যথার্থ ভাবে বলেছেন- সকল জীব মরণশীল, মৃত্যুতে পর্যবসিত
এবং মৃত্যুর অনতীত।”

ভগবান- মহারাজ, তা ঠিক, সকল জীব মরণশীল, মৃত্যুতে
পর্যবসিত এবং মৃত্যুর অনতীত। মহারাজ, কুম্ভকারের কাঁচা
এবং পাকা সমস্ত ভাজনগুলি যেমন ভগ্নুর, ভগ্নে পর্যবসিত এবং
ভগ্নের অনতীত, তেমনি সমস্ত জীব মরণশীল, মৃত্যুতে
পর্যবসিত এবং মৃত্যুর অনতীত।

সকল জীব মরবে, জীবন মরণে পর্যবসিত। তারা পুণ্য
পাপের ফল প্রাপ্ত হয়ে কর্মানুসারে গমন করবে- পাপকর্মীরা
নিরয় প্রাপ্ত হবে এবং পুণ্য কর্মীরা সুগতিলাভ করবে। সেজন্য
(সুখকামীরা) চর্যনীয় পারলৌকিক হিতকর পুণ্য সম্পাদন করা
উচিত। পুণ্য কর্মসমূহ পরলোকে প্রাণীদের প্রতিষ্ঠা হয়।

৩ লোক সূত্র

শ্রাবস্তী-

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন
“ভদন্ত, লোকের কয়টি বিষয় উৎপন্ন হয় অহিতের জন্য দুঃখের
জন্য অসুবিধার জন্য?”

ভগবান- মহারাজ, লোকের তিনটি বিষয় উৎপন্ন হয়
অহিতের জন্য দুঃখের জন্য অসুবিধার জন্য। কোন তিনটি?
মহারাজ, লোকের লোভ উৎপন্ন হয় অহিতের জন্য দুঃখের জন্য
অসুবিধার জন্য; লোকের দ্বেষ; লোকের মোহ উৎপন্ন হয়

অসুবিধার জন্য। লোকের এই তিনটি বিষয় উৎপন্ন হয়
অসুবিধার জন্য।

কদলী, বাঁশ ইত্যাদি ত্বকসার উদ্ভিদের স্বীয় ফল যেমন
ধ্বংস করে, তেমনি নিজের অন্তরে উৎপন্ন লোভ, দ্বেষ ও মোহ
পাপচিহ্ন ব্যক্তিকে হিংসন করে বিনষ্ট করে।

৪ ইস্সথ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন
“ভদন্ত, কাকে দান দেওয়া উচিত?”

ভগবান- যার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হয়।

রাজা- ভদন্ত, কোথায় প্রদত্ত দান অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়?

ভগবান মহারাজ, এ প্রশ্ন দুটি বিভিন্ন। শীলবান ব্যক্তিকে
প্রদত্ত দান মহাফলপ্রসূ হয়, দুঃশীল ব্যক্তিকে প্রদত্ত দান তেমন
হয় না। এখানে তাহলে আমি আপনাকেই প্রশ্ন করি, আপনার
খুশীমত উত্তর দেবেন। মহারাজ, তা কি মনে করেন, ধরুন
এখানে আপনার যুদ্ধ প্রত্যাশিত হয়, সংগ্রাম বাধে; তখন
(রণপ্রশিক্ষণে) অশিক্ষিত অকৃতহস্ত রণকৌশলে অপরিচিত
ধনুবিদ্যায় অনিপুণ ভীৰু কম্পমান দ্রুত পলায়নপর ক্ষত্রিয়
কুমার আসে, আপনি কি তাকে পোষণ করবেন? সেরকম লোক
দিয়ে আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে কি?

রাজা প্রসেনজিৎ- না, ভদন্ত, আমি সে ব্যক্তিকে পোষণ
করব না, সে রকম ব্যক্তি দিয়ে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না।

ভগবান- যদি ব্রাহ্মণ কুমার বৈশ্য কুমার শূদ্র
কুমার...।

ভগবান- যদি শিক্ষিত কৃতহস্ত রণকুশল নিপুণ ধনুর্ধর
নির্ভীক সাহসী অপলায়মান ক্ষত্রিয় কুমার আসে, আপনি কি

তাকে পোষণ করবেন? তাদৃশ ব্যক্তিকে দিয়ে আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে কি?

রাজা প্রসেনজিৎ- হাঁ, ভদন্ত, তাকে আমি পোষণ করব, তাদৃশ ব্যক্তিতে আমার কাজ হবে।

.... যদি ব্রাহ্মণ কুমার বৈশ্য কুমার শূদ্র কুমার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

ভগাবন- মহারাজ, তেমনি যে কোন কুল বা বর্ণ থেকে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হয় এবং সে পঞ্চগঙ্গহীন ও পঞ্চগঙ্গ সমন্বিত হয়, তাকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ হয়। কোন্ পঞ্চগঙ্গ তার বিগত বা পরিত্যক্ত? কামাসক্তি, দ্বেষ, জড়তা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও সংশয় পরিত্যক্ত হয়। কোন পঞ্চ অঙ্গে সমন্বিত? অশৈক্ষ্য (শিক্ষাতীত) অহঁতের শীলসমূহ, সমাধি, প্রজ্ঞান, বিমুক্তি এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন ও পঞ্চ অঙ্গে সমন্বিত। এভাবে পঞ্চগঙ্গহীন ও পঞ্চগঙ্গযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত দানের ফল মহৎ হয়।

এ উক্তির পর ভগবান সুগত পুনশ্চ বলেন-

যে লোকের মধ্যে আছে নরশিল্প বা ধনুর্বিদ্যা, বল ও বীর্য, থাকেই যুদ্ধার্থী রাজা পোষণ করেন, শুধু জাতির কারণে অবীর ব্যক্তিকে নয়। তেমনি শান্তি, পরমভাব এবং গুণসমূহ যাতে প্রতিষ্ঠিত, সে পবিত্রতা সম্পন্ন মেধাবী বা জ্ঞানী নীচকুল জাত ব্যক্তিকেও লোকের পূজা করা উচিত।

মনোরম আশ্রম নির্মাণ করে দেবে এবং সেখানে বহুশ্রুত যতিদের বাসের ব্যবস্থা করবে। অরণ্যে পানসত্র, দুর্গম স্থানে সাঁকো স্থাপন করবে। ঋজুভাবপ্রাপ্ত বা শুদ্ধ ব্যক্তিদের অনুপান, খাদ্যবস্ত্র ও শয়নাসন প্রসন্ন মনে দান করবে।

বিদ্যুৎমালা সমন্বিত শতশিখরযুক্ত গর্জায়মান মেঘ যেমন পৃথিবীতে বর্ষণ করে স্থল ও নিভূমি পূর্ণ করে, তিমনি

শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রুতিবান ধীর ব্যক্তি ভোজনের ব্যবস্থা করে প্রার্থীদের অন্নপানে তৃপ্ত করে। আমোদিত হয়ে দান ছড়াতে থাকে এবং ‘দাও’ ‘দাও’ বলতে থাকে। তা বর্তমান মেঘের মত গর্জন। সে বিপুল পূণ্যধারা দাতার ওপর বর্ষিত হয়।

৫ পবনতূপম সুত্ত

শ্রাবস্তী-

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মধ্যাহ্নে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন “মহারাজ, এ দিন দুপুরে আপনি কোথেকে আসছেন?”

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, রাজ্যাভিষেকে অভিষিক্ত ঔশ্বর্য-মদমত্ত কামগন্ধুতাভিভূত, (কামলোলুপ) জনপদ স্থাবর্যপ্রাপ্ত দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রিয়রাজগণের যে রাজকার্য আছে, তাতে আমি এখন উৎসাহপরায়ণ।

ভগবান- মহারাজ, মনে করুন পূর্বদিক থেকে আপনার বিশ্বাসী প্রত্যয়ভাজ ব্যক্তি আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন “মহারাজ, জানুন আমি পূর্বদিক থেকে আসছি, তথায় দেখলাম অদ্রসম বিরাট পর্বত সমস্ত প্রাণীদের দলিত করে অগ্রসর হচ্ছে, আপনি যথাকর্তব্য করুন”। অতঃপর আপনার বিশ্বাসী প্রত্যয়ী দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে বলে “মহারাজ, জানুন আমি দক্ষিণ দিক থেকে আসছি, তথায় দেখলাম অদ্রসম বিরাট পর্বত সমস্ত প্রাণিকুল দলিত করে আসছে, আপনি যথাকর্তব্য করুন।” পশ্চিমদিক থেকে উত্তর দিক থেকে যথাকর্তব্য করুন।” মহারাজ, এরকম দারুণ মনুষ্যক্ষয়ী প্রকাণ্ড ভয় উপস্থিত হলে এ দুর্লভ মনুষ্যজন্মে আপনার করণীয় কি?

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, এ রকম দারুণ মনুষ্যক্ষয়ী প্রকাণ্ড দুর্লভ মনুষ্যজন্মে ধর্মাচরণ সমভাবে অবস্থান কুশল ক্রিয়া পূণ্যসম্পাদন ছাড়া আর কি কর্তব্য থাকতে পারে?

ভগবান- মহারাজ, আপনাকে বলে দিচ্ছি, জানাচ্ছি “আপনি জরামৃত্যুর অধীন। এ অবস্থায় কি করা উচিত?”

প্রসেনজিৎ- ভদন্ত, এ অবস্থায় ধর্মাচরণ, সমচর্যা, কুশলক্রিয়া ও পুণ্যানুষ্ঠান ব্যতীত আর কি করণীয় থাকতে পারে! রাজ্যাভিষেকে অভিষিক্ত, ঐশ্বর্যমদমত্ত কামগৃধ্রু জনপদ স্থাবর্যপ্রাপ্ত দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজগণের যে হস্তিযুদ্ধ হয়, তাদেরও অধিবর্তিত জরামৃত্যুকে ঠেকাবার সামর্থ্য নেই, গতি নেই। অশ্বযোদ্ধাদেরও রণযোদ্ধাদের পদাতিক সৈন্যদেরও ...। ভদন্ত, এ রাজকুল এমন মহামাত্যভণ আছেন, যাঁরা আগত শত্রুদের মন্ত্রবলে ভেদ করতে করতে পারেন, সে মন্ত্রযোদ্ধাদের ...। ভদন্ত, এ রাজকুলে ভূমিগত আকাশগত প্রচুর হিরণ্য সুবর্ণ আছে। যে ধন দিয়ে আমরা শত্রুদের বশ করতে পারি, সে ধনযোদ্ধাদের জরামৃত্যু কবলে ধর্মাচরণ সমচর্যা কুশলক্রিয়া ও পুণ্যানুষ্ঠান ব্যতীত আর কি করণীয় থাকতে পারে। ভগবান সুগত বললেন-

যেমন বিপুল শৈলময় আকাশস্পর্শী পর্বতসমূহ চারদিকে প্রাণিগণকে দলিত করে ঘিরে আসে, তেমনি জরামৃত্যু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র চণ্ডাল ঝাড়ুদার সকলকে মর্দিত করে প্রবর্তিত হয়, কাকেও ছাড়ে না সকলকেই মর্দিত করে। সে জরামৃত্যুর ওপর হস্তিযোদ্ধা, রথযোদ্ধা কিংবা পদাতিক সৈন্যদলের কোন হাত নেই। মন্ত্রযুদ্ধ কিংবা ধনে তাকে জয় করা যায় না। তাই জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের হিতার্থে বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জের প্রতি

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উচিত। কায়বাক্য মনে যে ধর্মচারী হয়, সেই
ইহলোকে প্রশংসিত হয় এবং পরলোকে স্বর্গে প্রমোদিত হয়।

কোশল সংযুক্ত সমাপ্ত।

মার সংযুক্ত

১

প্রথম বর্গ

১ তপোকম্ম সুত্ত

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান সম্বোধিলাভের
প্রভাতে বা প্রথমাবস্থায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিম্ব গ্রামের
অজপাল নামক বটবৃক্ষের মূলে বাস করছিলেন। তখন নির্জন
পরিবেশে অল্পস্থ ভগবানের মনে এ চিন্তার উদার হয় “আমি
একান্তই সে অনর্থাবহ দুষ্কর ক্রিয়া বা দুষ্কর তপশ্চর্যা থেকে
সাধু মুক্তি পেয়েছি এবং সুস্থিত হয়ে সাধু বোধি বা পরম জ্ঞান
অধিগত হয়েছি।” তখন পাপী মার ভগবানের মনের চিন্তা
অবগত হয়ে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায়
বললেন-

যা দ্বারা মানুষ শুদ্ধ হয়, সে তপঃকর্ম থেকে অপসৃত হয়ে
অশুদ্ধ তুমি নিজেকে শুদ্ধ মনে করছ। তুমি শুদ্ধিপথদ্রষ্ট।

তখন ভগবান পাপী মারকে চিনতে পেরে তাকে গাথায়
প্রত্যুত্তরে বললেন-

(অমরত্ব লাভের বাসনায় অনুষ্ঠিত) অমরনামক তপস্যা বা
কৃচ্ছসাধন যা কিছু আছে, সে সমস্তই অহিতকর এবং
বনভূমিতে তরী বাওয়ার মত ব্যর্থ। তা জেনে বোধি বা পরম
জ্ঞানের মার্গ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা ভাবনা করে বা অনুশীলন
করে পরম শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। হে মার, তুমি পরাভূত।

পাপী মার ‘ভগবান আমাকে চিনতে পেরেছেন’ বলে দুঃখী
দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

২ নাগ সূত্র

উত্তরবিদ্ধ-

ভগবান তামসী রাত্রির ঘন অন্ধকারে উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট
ছিলেন এবং আকাশে মেঘের পরস্পর ঘর্ষণ চলছিল। তখন
পাপী মার তাঁর ভয় সন্ত্রাস লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য
অতিকায় হস্তীর বেশে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হল। তার
মস্তক যেন প্রকাণ্ড কালো পাষণ, দন্ত শুদ্ধ রজতশুভ্র, ঝুঁড় বিরাট
লাঙ্গলের ঈষার মত। ভগবান পাপী মারকে চিনতে পেরে তাকে
গাথায় বললেন-

দীর্ঘকার শুভাশুভ বা সুন্দরাসুন্দর বেশ ধারণ করে অনুসরণ
করেছ। তা বৃথা, তুমি পরাভূত।

পাপী মার অন্তর্ধান করল।

৩ সুভ সূত্র

উত্তরবিদ্ধ-

ভগবান তামসী রাত্রির ঘন অন্ধকারে উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট
ছিলেন এবং আকাশে মেঘের পরস্পর ঘর্ষণ চলছিল। তখন
পাপী মার তাঁর ভয় সন্ত্রাস লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য
ভগবানের সমীপে উপস্থিত হল এবং তাঁর অদূরে শুভাশুভ
নানাপ্রকার বর্ণদীপ্তি প্রদর্শন করল। ভগবান পাপী মারকে
চিনতে পেরে তাকে গাথায় বললেন-

দীর্ঘকাল শুভাশুভ বেশ ধরে অনুসরণ করছ। তা বৃথা, তুমি
পরাভূত।

যারা কায়মনোবাক্যে সুসংযত, তারা মারের বশানুগ নয়,
তারা মারের আজ্ঞাবহ নয়।

পাপী মার অন্তর্ধান করল।

৪ পাস সুত্র (১)

এক সময় ভগবান বারাণসীতে ঋষিপতন মৃগদায়ে বাস করছিলেন। তথায় তিনি ভিক্ষুদের ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলে সম্বোধন করলেন। ভিক্ষুরা “ভদন্ত”, বলে সাড়া দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন “হে ভিক্ষুগণ, আমার যথাযথ বা জ্ঞানসমন্বিত মননে যথাযথ প্রচেষ্টায় অনুত্তর বিমুক্তি আয়ত্ত, অনুত্তর বিমুক্তি প্রত্যক্ষীকৃত। তোমারাও যথাযথ মননে যথাযথ প্রচেষ্টায় অনুত্তর বিমুক্তি আয়ত্ত করো, অনুত্তর বিমুক্তি প্রত্যক্ষীকৃত করো।” তখন পাপী মার ভগবানকে গাথায় বলল-

যে দিব্য এবং মানুষিক পাশসমূহ বিদ্যমান, সে মার পাশে তুমি আবদ্ধ আছ, মারবন্ধনে তুমি আবদ্ধ। হে শ্রমণ, আমা থেকে তুমি মুক্তি পাবে না।

ভগবান-

যে দিব্য এবং মানুষিক পাশসমূহ বিদ্যমান, সে মারপাশ থেকে আমি মুক্ত। মারবন্ধন থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। হে মার, তুমি পরাজিত।

৫ পাস সুত্র (২)

বারাণসী-

ভগবান বললেন “হে ভিক্ষুগণ, আমি দিব্য ও মানুষিক সকল পাশ থেকে মুক্ত, তোমারাও দিব্য ও মানুষিক সকল পাশ থেকে মুক্ত। হে ভিক্ষুগণ, বহুজন হিতার্থে বহুজন সুখার্থে লোকানুকম্পায় দেবমনুষ্যগণের উপকারের জন্য হিতের জন্য সুখের জন্য বিচরণ করো, একপথে দুইজনে যেওনা, আদিকল্যাণময় মধ্যকল্যাণময় অন্তিমকল্যাণময় অর্থবহ ব্যঞ্জনযুক্ত, কৈবল্য পরিপূর্ণ (মোক্ষের আনন্দপূর্ণ) পরিশুদ্ধ

ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করো। এমন লোক জগতে বিদ্যমান, যাদের চোখের ধূলি মালিন্য সামান্যই অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর ওপর আবরণ অতি ক্ষীণ। তারা (সৎ বাণী) শোনার অভাবে অবনতির পথে চলেছে। (সুযোগ পেলে) তারা ধর্মবেত্তা হবে বা ধর্ম বুঝতে পারবে। আমিও ধর্মদেশনা বা প্রচারের জন্য উরুবিল্বের সেনানী নিগমে উপনিত হবো।” তখন পাপী মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল-

যে দিব্য এবং মানুষিক পাশসমূহ বিদ্যমান, সে সমস্ত পাশে তুমি আবদ্ধ আছ, মহাবন্ধনে তুমি আবদ্ধ। হে শ্রমণ, আমা থেকে তুমি মুক্তি পাবে না।

ভগবান-

যে দিব্য এবং মানুষিক পাশসমূহ বিদ্যমান, সে সমস্ত পাশ থেকে আমি মুক্ত। মহাবন্ধন থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। হে মার, তুমি পারজিত।

৬ সপ্প সুত্ত

.... এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাসে বাস করছিলেন। তখন ভগবান তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ঘন অন্ধকারে উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। আকাশে মেঘে মেঘে সংঘর্ষ চলছিল। সে মুহূর্তে পাপী মার তাঁর ভয় সন্ত্রাস লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য প্রকাণ্ড সর্পরাজের মূর্তি ধরে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়। তার শরীর যেন একটিমাত্র বৃক্ষ কাণ্ডে নির্মিত প্রকাণ্ড নৌকা, তার ফলা যেন সুরা প্রস্তুতকারকদের পেছনে প্রসারিত বিরাট পর্ণছত্র, তার চক্ষুদ্বয় যেন কোশলের বিরাট কংসপাত্র। গর্জায়মান মেঘ থেকে শ্বাস প্রস্থাসের শব্দ যেন কর্মকারের হাপরের ফুৎকার শব্দ। ভগবান তাকে চিনতে পেরে গাথায় বললেন-

যে অসংযত মুনি অবস্থানের জন্য শূন্যগৃহ বা নির্জনবাস গত হন, তিনি তথায় আশ্রয় ত্যাগ করে বা অনাসক্ত হয়ে থাকেন। তা তাদৃশ মুনির পক্ষে সমীচীন।

(থাক না তথায়) সিংহ ব্যাঘ্রাদি বহুজন্তু, বহুভীতি, বহুদংশ (ডাঁশ) ও সরীসৃপ, সে শূন্যাগারগত মহামুনির তথায় লোমও কম্পিত হয় না।

যদি আকাশ ফাটে, পৃথিবী কাঁপে, সমস্ত প্রাণিকুল সন্ত্রস্ত হয় এবং এমনকি বক্ষে শল্য প্রবেশ করিয়ে দেয়, তবুও বুদ্ধগণ উপধি বলে কথিত পঞ্চস্কন্ধের ত্রাণ ব্যবস্থা করেন না বা অঙ্গরক্ষার জন্য বিড়ম্বিত হন না।

পাপী মার অন্তর্ধান করল।

৭ সোপ্পসি সুত্ত

রাজগৃহ-

ভগবান অধিক রাত্রি পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে চংক্রমণ বা পায়চারি করে প্রত্যুষে পদ প্রক্ষালনপূর্বক দক্ষিণপার্শ্ব ভর করে পায়ের ওপর পা রেখে সিংহশয্যায় শয়ন করলেন এবং উত্থান সংজ্ঞা মনে জাগরুক রেখে স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে রইলেন। পাপী মার তথায় উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল-

শুচছ কি? কেন শুচছ? একি দুর্ভাগার মত শুচছ! শূন্যাগার বলে শুচছ? সূর্যোদয়ের পরও কি শুয়ে আছ?

কোথাও বা কোন ভবে নিয়ে যাবার জন্য ঘাঁর ভবজাল রূপ আসক্তি তৃষ্ণা নেই, সে বুদ্ধ কামনাদি সর্বপ্রকার উপধির পরিক্ষয়ে শয়ন করেছেন। হে মার, তাতে তোমার কি?

৮ আনন্দ সুত্ত

দেবতা সংযুক্ত দ্বিতীয় বর্গে দ্বিতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য।

৯ আয়ু সুত্ত (১)

রাজগৃহ-

ভগবান ভিক্ষুদের বললেন “হে ভিক্ষুগণ, মানুষের আয়ু অল্প। পরলোক গমন করতেই হবে। কুশল বা পূণ্য সম্পাদন করা উচিত, ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত, জাত ব্যক্তির অমরণ নেই বা মৃত্যুর কবল থেকে অব্যাহতি নেই। হে ভিক্ষুগণ, যে দীর্ঘকাল বাঁচে তার আয়ুষ্কাল একশ বৎসরের কিছু কম বা বেশী।” তখন পাপী মার সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল-

মানুষের আয়ু দীর্ঘ। সুজন তাকে অবহেলা করে না। স্তন্যপায়ী শিশুর মত (নিশ্চিত মনে) থাকা উচিত। মৃত্যুর আগমন নেই।

ভগবান-

মানুষের আয়ু অল্প। সৎব্যক্তি তাকে অবহেলা করে। জ্বলন্তশির ব্যক্তির মত (দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য আর্য়মার্গ অবলম্বন করে) চলা উচিত। মৃত্যুর অনাগমন নেই।

১০ আয়ু সুত্ত (২)

রাজগৃহ-

ভগবান ভিক্ষুদের বললেন- হে ভিক্ষুগণ, মানুষের আয়ু অল্প। পাপী মার বলল-

অহোরাত্র বা দিবসরজনী অতিক্রান্ত হয় না, জীবন নিরুদ্ধ হয় না। নেমী বা চক্রবিষ্টনী যেমন (নিরন্তর) রথবহকে অনুসরণ করে, তেমনি মানুষের আয়ু মানুষকে অনুসরণ করে।

ভগবান-

দিবসরজনী অতিক্রান্ত হয়, জীবন নিরুদ্ধ হয়। ক্ষুদ্রনদীর জলের মত আয়ু ক্ষয়ে যায়।

দ্বিতীয় বর্গ

১ পাশাণ সুত্ত

এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে বাস করছিলেন। তখন তিনি তমাসাচ্ছন্ন রাত্রির ঘন অন্ধকারে উন্মুক্ত স্থানে বসেছিলেন। আকাশে মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হচ্ছিল। পাপী মার ভগবানের ভয় সন্ত্রাস লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য তাঁর অনতিদূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণ দলিত করছিল। ভগবান গাথায় বললেন-

যদিও এ সমগ্র গৃধ্রকূট পর্বত প্রকম্পিত কর, তবুও সম্যক বিমুক্ত বুদ্ধগণের কম্পন নেই।

..... পাপী মার অন্তর্ধান করল।

২ সীহ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভগবান বিরাট জনতা পরিবৃত হয়ে ধর্ম দেশনা করেছিলেন। তখন পাপী মারের মনে জাগল “শ্রমণ গৌতম বিরাট জনতা পরিবৃত হয়ে ধর্ম দেশনা করছেন, তবে আমি জনতার জ্ঞানচক্ষু হরণের জন্য সেখানে শ্রমণ গৌতমের কাছে উপস্থিত হই।” এই ভেবে পাপী মার ভগবানকে গাথায় বলল-

পরিষদে নির্ভীক সিংহের মত গর্জন করছ কেন? তোমার প্রতিযোগী আছে। তুমি কি নিজেকে বিজেতা মনে কর?

ভগবান-

জগতে তৃষ্ণাস্রোতোভীর্ণ দশবলপ্রাপ্ত মহাবীর তথাগতগণ পরিষদ-সমূহে নির্ভীক হয়ে সিংহনাদ করেন।

..... অন্তর্ধান করল।

৩ সকিলক সুত্ত

এক সময় ভগবান রাজগৃহে মদকুচ্ছি নামক মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবানের পদ প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা বিক্ষত হয়েছিল। এজন্য তিনি খুব তীব্র শারীরিক ব্যথা অনুভব করেছিলেন এবং অবিচলিত চিত্তে সে ব্যথা সহ্য করছিলেন। তিনি চার ভাঁজ যুক্ত সজ্জাটি চীবরের ওপর দক্ষিণ পার্শ্ব ভর করে পায়ে ওপর পা রেখে স্মৃতিমান সম্ভ্রজ্ঞ হয়ে সিংহশয্যায় শুয়ে রইলেন। তখন পাপী মার ভগবানকে গাথায় বলল-

জড়তার জন্য অথবা বক্তব্যের চিন্তায় মত্ত বা বিভোর হয়ে শুয়ে আছো কি? তোমারে তো বহু করণীয় নেই, নির্জন শয়নাসনে নিদ্রাচ্ছন্ন মুখে একা কেন শয়ন করছো?

ভগবান-

জড়তাগ্রস্ত হয়ে কিংবা বক্তব্যের চিন্তায় বিভোর হয়ে আমি শয়ন করছি না। আমি পরমার্থ প্রাপ্ত হয়ে বীতশোক ও সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হয়ে জনবিহীন শয়নাসনে একা শয়ন করছি। যাদের হৃদয়ে (রাগদ্বেষাদি) শল্য প্রবিষ্ট এবং হৃদয় মুহুমূর্ছ কম্পমান, তারাও শল্যবিদ্ধ হয়ে নিদ্রামগ্ন হয়। আমি কেন শল্যহীন হয়ে শয়ন করব না?

(সিংহাদি হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত বনপথেও) গমন করতে শঙ্কিত হই না, শয়ন করতে ভয় পাই না। দিবারাত্রি আমার কোন অনুতাপ আসে না। জগতে কোথাও আমার হানি দেখি না। তাই সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হয়ে শয়ন করি।

৪ পতিরূপ সুত্ত

এক সময় ভগবান কোশল দেশে একশালা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে বাস করছিলেন। তথায় একদিন ভগবান বিরাট গৃহী জনতা পরিবৃত্ত হয়ে ধর্ম দেশনা করছিলেন। পাপী মারের মনে

জাগল “শ্রমণ গৌতম বিরাট জনতা পরিবৃত্ত হয়ে ধর্ম দেশনা করছেন, তবে আমি জনতার জ্ঞানচক্ষু হরণের জন্য সেখানে শ্রমণ গৌতমের কাছে উপস্থিত হই।” এই ভেবে পাপী মার ভগবানকে গাথায় বলল-

অপরকে উপদেশ দান তোমার সঙ্গত নয়। তা করতে গিয়ে অনুকূল প্রতিকূলে (প্রশংসাকারীদের প্রতি অনুরাগে এবং বজ্রতার নিন্দাকারীদের প্রতি বিদ্বেষে) সংলগ্ন হয়ো না।

ভগবান-

যখন সমুদ্র হিতানুকম্পী হয়ে অন্যকে উপদেশ দান করেন, তথাগত অনুকূল প্রতিকূল (বিষয়) থেকে বিমুক্ত থাকেন।

৫ মানস সুত্ত

শ্রাবস্তী-

..... পাপী মার ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল-

যে অন্তরীক্ষচর মানসপাশ। (মদনের পুষ্পশর) চলে সে পাশ দিয়ে তোমাকে নিপীড়িত করব। হে শ্রমণ আমা থেকে তোমার মুক্তি নেই।

ভগবান-

মনোরম রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ (জগতে বিদ্যমান বটে,) কিন্তু এগুলোর প্রতি আমার অনুরাগ বা আসক্তি বিগত। হে মার তুমি পরাজিত।

৬ পত্ত সুত্ত

শ্রাবস্তী-

সে সময়ে ভগবান (রূপ, বেদনাদি) পাঁচ উপাদান স্কন্ধ সম্বন্ধে ধর্মীয় কথায় ভিক্ষুদের দর্শন করছিলেন, গ্রহণ করছিলেন, উৎসাহিত ও পুলকিত করছিলেন। সে ভিক্ষুগণ

তন্ময় হয়ে মনোনিবেশ করে সমগ্রচিন্তে গ্রহণপূর্বক উৎকর্ষ হয়ে ধর্ম শ্রবণে রত হলেন। তখন পাপী মারের মনে জাগল “..... শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হবো।” সে সময়ে অনেকগুলো ভিক্ষাপাত্র উন্মুক্ত স্থানে রাখা ছিল। পাপী মার বলীবর্দের বেশ ধারণ করে সে পাত্রগুলোর নিকট উপস্থিত হল। তখন জনৈক ভিক্ষু আর একজন ভিক্ষুকে বললেন “ভিক্ষু! ভিক্ষু! এ বলীবর্দ পাত্রগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে।” এ উক্তি শুনে ভগবান সে ভিক্ষুকে বললেন “হে ভিক্ষু, বলীবর্দ নয়। পাপী মারই তোমাদের জ্ঞানচক্ষু হরণের জন্য এসেছে।” ভগবান পাপী মারকে চিনতে পেরে গাথায় বললেন-

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও সংস্কার এ পঞ্চ স্কন্ধ আমি নই, আমার নয় (এ বিষয় যথাযথভাবে যে অবগত হয়) সে পঞ্চ স্কন্ধের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত বা অনাসক্ত হয়। এরকম বিরাগী ক্ষেত্র সর্বসংযোজনাশীত বা সর্ববন্ধনহীন ব্যক্তিকে সর্বস্থানে বা সর্বভাবে অন্তর্বেশন করেও মারসৈন্যরা পাই নি।

৭ আয়তন সুত্ত

এক সময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কুটাগার শালায় বাস করছিলেন। তখন ভগবান ছয় স্পর্শায়তন স্পর্শকে ধর্মীয় কথায় ভিক্ষুদের পাপী মার ভগবানের অনতিদূরে প্রকাণ্ড ভয়াবহ শব্দ করল যেন পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে। জনৈক ভিক্ষু আর একজন ভিক্ষুকে বললেন “ভিক্ষু! ভিক্ষু! এ পৃথিবী বোধ হয় ফেটে যাচ্ছে।” একথা বললে ভগবান সে ভিক্ষুকে বললেন “না, ভিক্ষু! পৃথিবী ফাটছে না। পাপী মারই এসেছে।” ভগবান গাথায় উচ্চারণ করলেন-

রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) এ সমস্তই ঘোর লোকামিষ। এগুলোতে জগদ্বাসী অধিমূর্চ্ছিত।

স্মৃতিমান বুদ্ধশ্রাবক এ ছয় আয়তন অতিক্রম করে মৃত্যুলোক উত্তীর্ণ হয়ে সূর্যের মত প্রদীপ্ত হয়।

৮ পিণ্ড সুত্ত

এক সময় ভগবান মগধদেশে পঞ্চশালা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে বাস করছিলেন। তখন সে গ্রামে কুমারগণের উপহার দানোৎসব চলছিল। ভগবান পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর গ্রহণ করে পঞ্চশালায় ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। পঞ্চশালা গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ মারের দ্বারা আবিষ্ট হলেন যাতে শ্রমণ গৌতম ভিক্ষান্নলাভে বঞ্চিত হন। ভগবান যেভাবে ধৌত পাত্র নিয়ে সে গ্রামে প্রবেশ করলেন, সেভাবে তিনি ধৌত পাত্র নিয়ে প্রত্যাবৃত্ত হলেন। তখন মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল “শ্রমণ, ভিক্ষা পেয়েছ কি?” ভগবান- যাতে আমি ভিক্ষাপিণ্ড না পাই, তা’ই তো তুমি করেছ। মার-তাহলে আবার ভিক্ষার জন্য পঞ্চশালা ব্রাহ্মণ গ্রামে প্রবেশ করো। যাতে তোমার ভিক্ষাপিণ্ড লাভ হয়, তা’ই আমি করবো।

ভগবান-

মার তথাগতকে উত্যক্ত করে অপুণ্যে প্রসব করল। হে পাপীম, তুমি কি মনে কর ‘আমাকে পাপ ফল প্রদান করবে না? আমাদের যে কিছুই নেই, অথচ আমরা সুখেই জীবন ধারণ করি। আমরা আভাস্বর দেবগণের মত মত প্রীতিভক্ষ হবো।

শ্রাবস্তী-

ভগবান নির্বাণ সম্পর্কিত ধর্ম কথায় ভিক্ষুদের পুলকিত করছিলেন। পাপী মার কৃষকের বেশ ধরে প্রকাণ্ড লাঙ্গল কাঁধে রেখে পাচনবাড়ি হাতে নিয়ে এলোমেলো চুলে শণবস্ত্র পরে কর্দমাক্ত পায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞেস করল “হে শ্রমণ, বলীবর্দগুলোকে দেখেছেন কি?

ভগবান- হে পাপীম, বলীবর্দ দিয়ে তোমার কি হবে?

মার- হে শ্রমণ, আমারই চক্ষু, আমারই রূপ এবং আমারই চক্ষুসংস্পর্শ বিজ্ঞানায়তন। তুমি কোথায় নিয়ে আমা থেকে মুক্তি পাবে? আমার শ্রোত্র, আমারই শব্দ আমারই মন, আমারই ধর্ম, আমারই মনঃসংস্পর্শ বিজ্ঞানায়তন। তুমি কোথায় গিয়ে আমা থেকে মুক্তি পাবে?

ভগবান-

হে পাপিম, তোমারই চক্ষু, তোমারই রূপ, তোমারই চক্ষুসংস্পর্শ বিজ্ঞানায়তন। কিন্তু যেখানে চক্ষু নেই, সেখানে (সে নির্বাণে) তোমার গতি নেই। তোমারই মন, তোমারই ধর্ম, তোমারই মনঃসংস্পর্শ বিজ্ঞানায়তন। কিন্তু যেখানে মন নেই, ধর্ম নেই সেখানে তোমার গতি নেই।

মার-

যাকে বলে ‘আমার এটি’ এবং যারা বলে ‘আমার’। এতে অর্থাৎ ‘আমি’ ‘আমার’ ধারণাই যদি মন থাকে, তবে হে শ্রমণ, আমা থেকে তোমার মুক্তি নেই।

ভগবান-

যাকে (আলয়বশতঃ ‘আমার’ বলে) বলে, তা (সে আলয়োক্তি) আমার হয় না। যারা (মহত্ব বোধে ‘আমার’

বলে,) বলে, তারা আমি নই অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে নই।
হে পাপিম, এভাবে যেনো- তুমি আমার পথও দেখতে পাবে
না।

.....

১০ রজ্জ সুত্ত

এক সময় ভগবান কোশল জনপদে হিমালয় পর্বতের
পাশে অরণ্য কুটিতে বাস করছিলেন। তখন নির্জনগত
একাগ্রচিত্ত ভগবানের মনে এ চিন্তার উদয় হল “হত্যা না করে
হত্যা না করিয়ে জয় না করে জয় না করিয়ে অনুশোচনা না
করে অনুশোচনা না করিয়ে ধার্মিকভাবে রাজত্ব করতে পারা
যায় কি?” পাপী মার ভগবানের মনের চিন্তা অবগত হয়ে তাঁকে
বলল ‘ভদন্ত, ভগবান সুগত হত্যা না করে হত্যা না করিয়ে
ধার্মিকভাবে রাজত্ব করুন।’

ভগবান-

হে পাপিম, তুমি কি দেখ? তুমি আমাকে একথা বলছ
কেন?

মার-

ভদন্ত, ভগবানের চার ঋদ্ধিপাদ ভাবিত বহুভাবিত যুক্ত
যানের মত স্বায়ত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত নিত্যানুসৃত পরিচিত সু-আরদ্ধ
পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে ভগবান পর্বতরাজ হিমালয়কে (স্বর্গে
রূপান্তরিত করার সংকল্পে) স্বর্গ বলে চিন্তা করতে পারেন এবং
(হিমালয়) স্বর্গ পর্বত হয়ে যাবে।

ভগবান-

কেবল বিশুদ্ধ স্বর্গের দুইটি পর্বত একজনের পক্ষে যথেষ্টই
নয় অর্থাৎ আকাজ্জা মিটায় না। তা জেনে বিজ্ঞ ব্যক্তির সমচর্যা
বা ধর্মচর্যা অবলম্বন করা উচিত।

যিনি যে কামনাকে দুঃখের মূল কারণ বা উৎস বলে দেখেছেন, সে ব্যক্তি কাম্য বস্তুর দিকে কিরূপে নত হবেন? উপধি বা কামনাকে জগতে আসক্তি বলে জেনে তিনি আর বিনোদনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তৃতীয় বর্গ

১ সম্বল সত্ত

এক সময় ভগবান শাক্য রাজ্যে শিলাবতীতে বাস করছিলেন। তখন বহু ভিক্ষু ভগবানের অনতিদূরে অপ্রমত্ত বীর্যসম্পন্ন ও প্রেষিত্ত (নির্বাণগত চিত্ত) হয়ে বাস করতেন। পাপী মার জটাজূট মৃগচর্ম পরিহিত জরাজীর্ণ বত্রগাত্র ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে ঘর্ঘরিত শ্বাসে উদুম্বর দণ্ড বা ডুমুরের লাঠি নিয়ে সে ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের বলল “বন্ধুগণ, তোমরা তরণ কৃষ্ণবেশ প্রথম বয়সের সুন্দর যৌবনে স্থিত, কামকেলি বধিত বা কামক্ৰীড়াহীন। তোমরা ভোগ করো মনুষ্যলোকের কাম্য বস্তু, প্রত্যক্ষ ভোগ পরিহার করে পারকালিক ভোগের জন্য ধাবিত হয়ো না।”

ভিক্ষুগণ-

হে ব্রাহ্মণ, আমরা প্রত্যক্ষ ভোগ ত্যাগ করে পারকালিক ভোগের জন্য ধাবিত হচ্ছি না। কালিক বা ক্ষণিক ভোগ ত্যাগ করে প্রত্যক্ষ (লোকান্তর উপলব্ধির) অনুধাবন করছি। ভগবান কামভোগকে ক্ষণিক দুঃখবহুল ক্লেশবহুল এবং উপদ্রবপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। এ ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে দর্শনীয়, অসাময়িক, ‘এসে দেখে যাও’ বলার যোগ্য, ঔপনয়িক (যা নির্বাণে উপনীত করে) বিজ্ঞদের আত্মপলঙ্কিগোচর।

এই উক্তি শুনে পাপী মার শির নত করে নেড়ে জিহ্বা বের করে কপালকে ত্রিবলিরেখাযুক্ত করে (দ্রু কুণ্ডল করে) লাঠির ওপর ভর দিয়ে প্রস্থান করল। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসে বললেন “ভদন্ত, আমরা ভগবানের অনতিদূরে বাস করে। একদিন একজন জটাজূট মৃগচর্ম পরিহিত জরাজীর্ণ বক্রদেহ ব্রাহ্মণ ঘর্ষরিত শ্বাসে উদুম্বর যষ্টি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- বন্ধুগণ, তোমরা তরণ পারকালিক ভোগের জন্য ধাবিত হয়ে না। আমরা বললাম- হে ব্রাহ্মণ, আমরা প্রত্যক্ষ ভোগ ত্যাগ করে বিজ্ঞদের আত্মপলঙ্কিগোচর। এ উক্তি শুনে সে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করলেন।

ভগবান- ভিক্ষুগণ, সে ব্রাহ্মণ নয়, পাপী মার তোমাদের জ্ঞান চক্ষু হরণের জন্য এসেছিল। ভগবান গাথায় বললেন-

যিনি কামকে দুঃখের নিদান বলে দেখেছেন, সে ব্যক্তি কামের দিকে কিরূপে নত হবেন? উপধি বা কামনাকে জগতে আসক্তি বলে জেনে তিনি তার বিনোদনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেন।

২ সমিদ্ধি সুত্ত

শিলাবতী-

আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানের অনতিদূরে অপ্রমত্ত বীর্যবান ও প্রেষিত্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। তখন নির্জনগত অদ্রষ্ট আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির মনে চিন্তার উদয় হল “আমার সৌভাগ্য যে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ আমার শাস্তা বা গুরু। আমার সৌভাগ্য যে আমি সু-আখ্যাত বা সুকথিত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত। আমার সৌভাগ্য যে আমার সতীর্থ ব্রহ্মচারীরা শীলবান কল্যাণধর্মী।” পাপী মার আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির মনের চিন্তা অবগত হয়ে তাঁর

নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর অদূরে ভীষণ শব্দ করল যেন পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে।

অতঃপর আয়ুত্মান সমৃদ্ধি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক বললেন “ভদন্ত, আমি আপনার অনতিদূরে যেন পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে।”

ভগবান- “হে সমৃদ্ধি, পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে না এ পাপী মার তোমার জ্ঞানচক্ষু হরণের জন্য এসেছিল। সমৃদ্ধি, তুমি যাও, সেখানে অপ্রমত্ত বীর্যবান প্রেষিত হয়ে বাস করো।”

আয়ুত্মান সমৃদ্ধি ‘হাঁ, প্রভু’ বলে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করলেন। অতঃপর আয়ুত্মান সমৃদ্ধি পুনঃ সেখানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে। আয়ুত্মান সমৃদ্ধি পাপী মারকে চিনতে পেরে তাকে গাথায় বললেন-

আমি শ্রদ্ধায় গৃহ ত্যাগ করে গৃহহীন প্রব্রজিত হয়েছি। স্মৃতি ও প্রজ্ঞান আমার উপলব্ধ এবং চিত্ত সুসমাহিত। (হে মার) ইচ্ছামত ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহণ কর, তা আমাকে বিব্রত করবে না।

৩ গোধিক সূত্র

রাজগৃহ-

তখন আয়ুত্মান গোধিক ঋষিগিরিরপাশে কালশিলায় বাস করছিলেন। তিনি চিত্ত বিমুক্ত বলে কথিত লৌকিক ধ্যান লাভ করলেন। অতঃপর তিনি সে ধ্যানচ্যুত হলেন। আবার ধ্যানলাভ করলেন। ধ্যানচ্যুত হলেন। তৃতীয় বার চতুর্থ বার ষষ্ঠবার ধ্যান লাভ করলেন। তখন আয়ুত্মান গোধিকের মনে এ চিন্তার উদয় হল “আমি ষষ্ঠ বার পর্যন্ত সাময়িক থেকে চ্যুত হয়েছি, তবে আমি এখন শস্ত্র আহরণ

করি।” পাপী মার তাঁর মনের ভাব অবগত হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল এবং তাঁকে গাথায় বলল-

হে ঋদ্ধিশোভন সর্ববৈর ভয়াতীত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবীর চক্ষুস্মান। তোমার পদ বন্দনা করি। হে মৃত্যুঞ্জয় মহাবীর। তোমার শ্রাবক (শিষ্য) মৃত্যু কামনা করছে। মৃত্যুর সংকল্প করছে, হে জ্যোতিস্মান, তা তুমি বারণ করো। হে জনবিশ্রুত ভগবন, তোমার শাসনে রত অসিদ্ধ শৈক্ষ্য (শীল, সমাধি ইত্যাদি শিক্ষার অধীন) শ্রাবক কিরূপে মৃত্যু বরণ করবে!

তখন আয়ুস্মান গোধিক কতৃক শস্ত্র আহত হয়েছিল। ভগবান পাপী মারকে চিনতে পেরে তাকে গাথায় বললেন-

ধীর ব্যক্তিগণ এভাবে মৃত্যু বরণ করেন, (জৈব কারণে) জীবন চান না। গোধিক সমূলে তৃষ্ণা উৎপাটন করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন “ভিক্ষুগণ, এসো, আমরা ঋষিগিরি পার্শ্ববর্তী কালশিলায় উপস্থিত হই, যেখানে কুলপুত্র গোধিক শস্ত্র আহরণ করেছে (যুগপৎ অর্হৎ লাভ ও অহত্যা করেছে।) হাঁ ভদন্ত, বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভগবান বহু ভিক্ষু সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে দূর থেকে স্কন্ধ পরিবর্তনে শয়ান গোধিককে দেখলেন। সে সময়ে ধূম ও অন্ধকার জমাট হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ, অধঃ দিক বিদিক ছুটছিল। ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন “ভিক্ষুগণ, তোমরা কি দেখছো এ ধূমায়মান ও অন্ধকারাচ্ছন্নতা দিক বিদিক ছুটছে?”

“হাঁ ভদন্ত।”

“হে ভিক্ষুগণ, এ পাপী মার কুলপুত্র গোধিকের বিজ্ঞান বা প্রতীক্ষা চিত্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অন্বেষণ করছে।

হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান অতিক্রম করে (পুনর্জন্মের অতীত হয়ে) কুলপুত্র গোধিক পরিণিবৃত হয়েছে।” অতঃপর পাপী মার তার বিল্ব পাণ্ডু বীণা নিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বলল-

উর্দ্ধ, অধঃ, তির্যক দিক বিদিক অন্বেষণ করে আমি তাকে পাচ্ছি না। গোধিক কোথায় গেছে?

ভগবান- সে ধৃতিসম্পন্ন ধীর সদা ধ্যানরত ধ্যানী গোধিক জীবনের প্রতি অনপেক্ষ হয়ে দিবারাত্রি (আশ্রয় সাধনায়) অনুযুক্ত থেকে (কামনাবাসনাদি) মারসৈন্যকে বিধ্বস্ত করে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হয়ে সমূল তৃষ্ণা উৎপাটন করত পরিণিবৃত হয়েছেন।

শোকাতুর সে মারের কক্ষ বা বগল থেকে বীণা পড়ে গেল। তাতে সে মার দুঃখিত হয়ে তথায় অন্তর্ধান করল।

৪ সম্ভবসংসানি সুত্ত

উরুবিল্ব-

সে সময়ে পাপী মার ছিদ্রান্বেষী হয়ে (আক্রমণের) সুযোগ না পেয়ে সাত বৎসর^১ ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করেছিল। সে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বলল-

শোকাকুল হয়ে কি বনে চিন্তামগ্ন হয়ে আছ? তুমি কি হ্রতসম্পদ অথবা বিভ্রান্তী, কিংবা গ্রামে কোন অপরাধ করেছ? লোকের সঙ্গে তোমার কি সখ্যতার সম্পর্ক হয় না?

^১ সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের দিন থেকে বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত ছয় বৎসর এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর এক বৎসর এ সাত বৎসর মার তাঁকে অনুসরণ করে।

ভগবান- হে প্রমত্তবন্ধু মার! সর্বলোকের মূল উৎখাত করে নির্দোষ নিঃশোক হয়ে ধ্যান করছি। সকল ভবলোভ বা তৃষ্ণা ছিন্ন করে কামাদি আস্রবহীন হয়ে ধ্যান করছি।

মার- যাকে বলে ‘আমার এটি’ এবং যারা বলে ‘আমার’। এতে অর্থাৎ ‘আমি’ ‘আমার’ ধারণায় যদি মন থাকে, তবে শ্রমণ! আমা থেকে তোমর মুক্তি নেই।

ভগবান- যাকে (আলয়বশত ‘আমার’ বলে) বলে, তা (সে আলয়োক্তি) আমার হয় না। যারা (মমত্ববোধে ‘আমার’ বলে) বলে, তারা আমি নই অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে নই। হে পাপিম, এভাবে জেনো- তুমি আমার পথও দেখতে পাবে না।

মার- যদি অমৃতগামী মঙ্গল মার্গ উপলব্ধি করে থাক, তবে (আমার এলাকা থেকে) অপগত হও, তুমি একাই যাও, অন্যকে অনুশাসন কর কেন?

ভগবান- যে পারগামী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর অতীত এলাকা বা নির্বাণ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েই উপধিহীন নির্বাণ সম্বন্ধে সমস্তই বর্ণনা করি।

মার- ভদন্ত, যেমন গ্রাম বা নিগমের অনতিদূরে অবস্থিত পুষ্করিণী থেকে তথাকার বালক বালিকারা কক্কটকে ডাঙ্গায় তুলে রাখে; সে কক্কট যে যে দাড়া বাড়ায়, সে সে দাড়াগুলো তারা কাঠ বা কাঁকর দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ভেঙে ফেলে চুরমার করে এবং সে কক্কট সে অবস্থায় পূর্বের মত সে পুষ্করিণীতে নামতে পারে না, তেমনি আমার সকল ভঙ্গী বিরুদ্ধাচরণ বিস্ফারণ ভগবান ভেঙ্গে ফেলেছেন ছিঁড়ে ফেলেছেন চুরমার করেছেন। এখন আমি আবার ছিদ্রাশ্বেষী হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হতে অক্ষম।

অতঃপর পাপী মার ভগবানের সমীপে হতাশাব্যঞ্জক গাথাগুলো উচ্চারণ করেন।

কাক মেদবর্ণ বা চর্বির মত বর্ণবিশিষ্ট পাষণ দেখে তাতে কোমলতা ও স্বাদ পাওয়া যাবে ভেবে তার চার দিকে ঘুরে বেড়ায়, (অবশেষে) সে তথায় স্বাদ না পেয়ে তা থেকে সরে পড়ে। আমিও সে পাষণসক্ত কাকের মত হতাশ হয়ে গৌতম থেকে অপগত হচ্ছি।

তদনন্তর পাপী মার ভগবানের অনতিদূরে মাটিতে আসনবদ্ধ হয়ে নীরব নিস্তেজ নতশির অধোমুখ চিন্তাবিষ্ট অপ্রতিভ হয়ে কাঠ দিয়ে মাটির ওপর আঁচর কাটতে কাটতে বসে রইল।

৫ মার দুহিতা সুভ

অতঃপর তৃষ্ণা, অরতি ও রগা নাম্মী মার কন্যারা পাপী মারের নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বলল-

হে তাত, কে তোমাকে দুর্মনা করেছে? কোন ব্যক্তির কথা ভেবে তুমি শোকগ্রস্ত হয়েছ? আমরা তাকে বনচর কুঞ্জরের মত অনুরাগ পাশে আবদ্ধ করে (তোমার কাছে) আনবো। সে হবে তোমার বশগত।

মার- জগতে অর্হৎ সুগত মারের সীমা অতিক্রান্ত। তাকে অনুরাগের দ্বারা আনয়ন সহজ নয়। তাই আমি অতিশয় শোক করছি।

অনন্তর তৃষ্ণা, আরতি ও রগা এ মার কন্যারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল “হে শ্রমণ, তোমার পদ পরিচর্যা করি।” ভগবান তাদের উক্তিতে মনঃসংযোগ করলেন না, যেহেতু তিনি কামাদি উপধির ক্ষয়ে বিমুক্ত। মার কন্যারা একান্তে সরে গিয়ে ভাবল পুরুষগণের মতি নানারকম; আচ্ছা,

আমরা প্রত্যেকেই একশত কুমারীর বেশ ধারণ করি। তারা প্রত্যেকেই শত কুমারীর বেশে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল “হে শ্রমণ, তোমার পদ পরিচর্যা করি।” ভগবান তাতেও কর্ণপাত করলেন না, যেহেতু তিনি কামাদি উপধির ক্ষয়ে বিমুক্তি। তারা একান্তে সরে গিয়ে ভাবল “পুরুষগণের ইচ্ছা তো নানা রকম; আচ্ছা, আমরা প্রত্যেকেই একশত অপ্রসবিনী নারীর বেশ- একপুত্রা- মধ্য বয়সী- বিশালাক্ষী কর্ণপাত করলেন না। তখন মার কন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা একান্তে সরে গিয়ে বলল “আমাদের পিতা সত্য কথাই বলেছিলেন-

জগতে অর্হৎ সুগত মার সীমা বা ত্রিভব অতিক্রান্ত বলে অনুরাগের দ্বারা তাঁকে আনয়ন করা সহজ নয়। তাই আমি অধিকতর শোক করছি।”

(মার কন্যারা বলাবলি করতে লাগলো) “যে অবীতরাগ শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণকে এ উপক্রম প্রয়োগ করতাম, তার হৃদয় ফেটে যেত অথবা মূখ থেকে উষ্ণ রক্ত উদ্গত হত কিংবা মতিভ্রম উন্মাদগ্রস্ত হত, ছিন্ন হরিদ্বর্ণ নল যেমন শুষ্ক বিশৃঙ্খল হয়, সে তেমনি শুষ্ক বিশৃঙ্খল হয়ে যেত।” অতঃপর মার কন্যারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একান্তে দাঁড়াল। একান্তে দাঁড়িয়ে মারকন্যা তৃষ্ণা ভগবানকে গাথায় বলল-

বনে চিন্তামগ্ন হয়ে আছ- তুমি কি শোকাকুল অথবা হ্রতসম্পদ অথবা বিভূপ্রার্থী কিংবা গ্রামে কোন অপরাধ করেছ? লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছ না কেন? কারও সঙ্গে তোমার কি সাক্ষাৎ হয় না?

ভগবান- আমি প্রিয়মধুরূপী রিপুসৈন্য ছেদন করে একা ধ্যানরত হয়ে পরমার্থপ্রাপ্তি হৃদয়শান্তি বলে কথিত নির্বাণসুখ

উপলব্ধি করেছি। তাই লোকের সঙ্গে সংসর্গ করছি না, কারও সঙ্গে আমার সংস্রব হয় না।

মার কন্যা অরতি- এখানে কিভাবে বিহরণকারী ভিক্ষু পঞ্চ স্রোত^১ উত্তীর্ণ হয়, ষষ্ঠ স্রোত^২ উত্তরণ করে? কোন ধ্যানের বহুল ভাবে রত ভিক্ষুকে কামসংজ্ঞান বা কামচেতনা স্পর্শ করতে অসমর্থ হয়ে বহির্গত বা বিদূরিত হয়ে যায়?

ভগবান- প্রশান্তকায় বিমুক্তচিত্ত সংস্কারাতীত স্মৃতিমান (ভিক্ষু) ধর্ম উপলব্ধি করে বিতর্কহীন^৩ ধ্যান স্তরে রত হয়ে নির্বিকার অচঞ্চল ও অনলস হয়। এভাবে বিহরণশীল ভিক্ষু পঞ্চস্রোত উত্তীর্ণ হয়। ষষ্ঠ স্রোতও অতিক্রম করে। এরকম ধ্যানবহুল ভিক্ষুকে কামসংজ্ঞান স্পর্শ করতে অসমর্থ হয়ে বহির্গত হয়ে যায়।

মার কন্যা রগা- জনগণের মধ্যে জনসংঘের মধ্যে বিচরণশীল বুদ্ধ তৃষ্ণা ছিন্ন করেছেন। বহু ব্যক্তি (বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ অনুসরণে) একান্তই ভব উত্তীর্ণ হবেন। এ অনাসক্ত (বুদ্ধ) বহু জনকে, একান্তই মৃত্যুরাজ বা মারের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নির্বাণের পারে নিয়ে যাবেন।

ভগবান- মহাবীর তথাগতগণ একান্তই সদ্ধর্মের দ্বারা (বিজ্ঞ জনগণকে নির্বাণের পারে) নিয়ে যান। ধর্মের দ্বারা নীয়মান বিজ্ঞ জনগণের প্রতি ঈর্ষা কেন?

^১ পঞ্চস্রোতে- চক্ষু শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারে রাগ দ্বেষাদে ক্রেশ প্রবাহ।

^২ ষষ্ঠ স্রোত- মন হচ্ছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বার। মনোদ্বারে ক্রেশপ্রবাহই ষষ্ঠ স্রোত।

^৩ বিতর্কহীন ধ্যানস্ফুট- এখানে চতুর্থ ধ্যানকে বিতর্কহীন ধ্যানস্ফুট বলা হয়েছে, যেহেতু এ ধ্যানস্ফুটের বিতর্ক বলে উক্ত ধ্যানাঙ্গ অবিদ্যমান।

মার কন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা পাপী মারের নিকট উপস্থিত হল। পাপী মার তাদের দূর থেকে আসতে দেখে গাথায় বলল-

হে নির্বোধ কন্যাগণ, তোমরা কুমুদনালের দ্বারা পর্বত অভিমুখন করছ, নখের দ্বারা গিরি খনন করছ, দন্তের দ্বারা লৌহ চর্বণ করছ, শিরে শৈল স্থাপন করে পাতালে ঠাঁই খুঁজছ, বৃক্ষের দ্বারা কণ্টককে ঘা দেবার মত হতাশ হয়ে গৌতম থেকে অপগত হয়েছ।

তৃষ্ণা, অরতি ও রগা অতিশয় জমকাল হয়ে এসেছিল। কিন্তু বায়ু যেমন তুলখণ্ডকে উড়িয়ে দেয়, তেমনি শাস্তা তাদের বিদূরিত করেছিলেন।

মার সংযুক্ত সমাপ্ত

ভিক্ষুণী সংযুক্ত

প্রথম বর্গ

১ আলবিকা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী আলবিকা পূবাহ্ন সময়ে পরিহিতা হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। ভিক্ষা গ্রহণ করে আহারের পর তিনি নির্জন বাসের জন্য অন্ধবনে উপস্থিত হলেন। পাপী মার তাঁর ভয় হৃৎকম্প রোমহর্ষ উৎপাদনের জন্য এবং নির্জন বিহার থেকে অপসৃত করার জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল-

জগতে (ভব দুঃখ থেকে) নিসংরগ বা নির্বাণ নেই, নির্জন বাসে কি করবে? কামরতি, ভোগ করো, পরে অনুতপ্ত হয়ো না।

আলবিকা- জগতে নিঃসরণ আছে, প্রজ্ঞা দ্বারা তা আমি
সুষ্ঠু স্পর্শ করেছি। প্রমত্তবন্ধু পাপী, তুমি জান না সে পথ।
কামভোগ শক্তিশেলবৎ। পঞ্চস্কন্ধেই^১ তার কুটন। যাকে তুমি
কামরতি বলছ, তা আমার কাছে অরতি হয়ে গিয়েছে।

মার অন্তর্হিত হল।

২ সোমা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী সোমা দিবাবাসের জন্য অন্ধবনে উপস্থিত
হলেন। তিনি অন্ধবনে প্রবেশ করে একটি বৃক্ষের মূলে
বসলেন। পাপী মার ভয় হৃৎকম্প রোমহর্ষ উৎপাদনে তাঁকে
সমাধিচ্যুত করার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে গাথায় বলল-

ঋষিদের প্রাপ্তব্য দুষ্কর বীর্যপ্রসূত অর্হত্ব বা পরম সিদ্ধি
স্ত্রীলোকের দুই আঙ্গুল বা সামান্য প্রজ্ঞানে পাওয়া যেতে পারে
না।

তখন ভিক্ষুণী সোমার মনে প্রশ্ন জাগলো “কে এই মনুষ্য
কিংবা অমনুষ্য গাথা উচ্চারণ করছে?” তিনি বুঝতে পারলেন
পাপী মার তাঁকে ধ্যানচ্যুত করার জন্য গাথা বলছে। তিনি তা
অবগত হয়ে মারকে গাথায় বললেন-

চিত্ত সুসমাহিত হলে জ্ঞান প্রবর্তিত হলে সম্যক ভাবে ধর্ম
বিদর্শনকারীর স্ত্রীত্ব কি করবে? যার মনে হয়, বা যে ভাবে
‘আমি স্ত্রীলোক’ ‘আমি পুরুষ’ অথবা ‘আমি অন্য কিছু,’
তাকেই মার একথা বলতে পারে।

^১ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চ স্কন্ধের সমবায়ে
প্রতীয়মান সত্ত্ব বা পুন্দাল কামনার শক্তিশেলে কুণ্ঠিত হয়।

৩ কিসা গৌতমী সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী কিসা গৌতমী অন্ধবনে বৃক্ষমূলে দিবাবাসের
জন্য বসলেন। পাপী মার গাথায় বলল-

তুমি মৃতপুত্রা (জননীর) মত রোদনদিষ্ট মুখে একা রয়েছ
কেন? একা বনমধ্যগতা হয়ে পুরুষের সন্ধান করছ কি?

কিসা গৌতমী- অত্যন্তই আমি মৃতপুত্রা। পুরুষেরাও এতৎ
পরিণিতির পর অর্থাৎ মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়। হে বন্ধু, আমি
শোক করি না, রোদন করি না এবং তোমাকেও ভয় করি না।
সর্বত্র আমার তৃষ্ণানন্দী বিহত, (অন্তরের) অন্ধকার রাশি
(জ্ঞানের আলোক তাতে) বিদীর্ণ এবং আমি মারসৈন্যকে ছেদন
করে কামাদি আস্রবশূন্যা হয়ে বাস করছি।

৪ বিজয়া সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী বিজয়া বৃক্ষমূলে বসলেন। পাপী মার
গাথায় বলল-

হে ভদ্রে, তুমি রূপবতী তরুণী এবং আমিও তরুণ যুবা।
এসো, পঞ্চাঙ্গিক তূর্য (বাদ্য যন্ত্র) নিয়ে রমিত হই।

বিজয়া- মনোরম রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পৃশ্য তোমাকেই
দিচ্ছি। হে মার, তাতে আমার প্রয়োজন নেই। এ ভঙ্গুর
ভেদনশীল পুতিকায় বা পচা দুর্গন্ধযুক্ত শরীর নিয়ে পীড়া বোধ
করি ঘৃণা করি। আমার কামতৃষ্ণা সম্যক ভাবে বিনষ্ট। সে
সত্ত্বগণ রূপভবগামী এবং যাঁরা অরূপভববাসী, তাঁদের সে শাস্ত
সমাপত্তি বা লৌকিক ধ্যান সমূহের প্রতিও আমার অনুবাসের
অন্ধকার বিহত। (অর্থাৎ আমি পরম লোকোত্তর সিদ্ধিলাভে
ধন্যা।

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা অন্ধবনে প্রবেশ করে একটি সুপুষ্পিত শালবৃক্ষ মূলে দাঁড়ালেন। পাপী মার বলল-

হে ভিক্ষুণী, তুমি একাকিনী সপুষ্পিতাশ্র শালবৃক্ষ মূলে উপগত হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার মত সুরুপা অন্য দ্বিতীয়া কেউ নেই। যদি (অন্যান্যারা) এখানে আগত হয়ে তোমার মত হয়, তবে কি ধূর্তদের ভয় করনা।

উৎপলবর্ণা- যদি এখানে আগতগণ তাদৃশ্য হয়, শত সহস্র ধূর্তকেও আমি ভয় করি না, আমার লোমও কাঁপবে না, আমি সন্ত্রস্ত হবনা। হে মার, আমি একা হয়েও তোমাকে ভয় করিনা।

এ আমি অন্তর্ধান করতে পারি, তোমার উদরে প্রবেশ করতে পারি। তোমার পক্ষ বা নেত্রলোমের মধ্যে দাঁড়ালেও তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।

চিত্ত বশীভূত হওয়ায় ঋদ্ধিপাদ^১ সুভাবিত হয়েছে। আমি সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি। বন্ধু, তোমাকে আমি ভয় করি না।.....

^১ ঋদ্ধিপাদ- ঋদ্ধিপাদ বলতে বোঝায় ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তির ভিত্তি যা ঋদ্ধি লাভের উপায় স্বরূপ। তা চার প্রকার, যথা- ছন্দ, চিত্ত, বীর্য এবং প্রজ্ঞান। সহজ কথায় যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, চিত্তের সমাধি, মানসিক শক্তি বা পরাক্রম ও ধ্যানলব্ধ যথাযথ জ্ঞান।

৬ চালা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী চালা বৃক্ষমূলে বসলেন। পাপী মার বলল- হে ভিক্ষুণী, কি তোমার ভাল লাগে না?

চালা- বন্ধু, জন্ম আমার ভাল লাগে না।

মার- কেন তুমি জন্ম চাওনা? জন্ম গ্রহণকারী কাম্য বিষয়সমূহ ভোগ করে। কে তোমাকে ‘জন্ম চেওনা’ এ মতে দীক্ষা দিয়েছে বা এ মত গ্রহণ করিয়েছে?

চালা- যে জন্ম দিয়েছে, তার মৃত্যু হয় এবং সে বধ, বন্ধন, নানা ক্লেশ দুঃখ যাতনা ভোগ করে। তাই জন্ম ভাল লাগে না। যিনি আমাকে সত্য নিবিষ্ট করেছেন, সে বুদ্ধ সমস্ত দুঃখ পরিত্যাগের জন্য জন্ম অতিক্রমকারী ধর্ম দেশনা করেছেন। রূপলোকবাসী ও অরূপলোকবাসী যে (ধ্যান সমাধি সম্পন্ন) সত্ত্বগণ আছেন, তাঁরাও নিরোধ বা নির্বাণের গভীর তত্ত্ব না জেনে পুনরুৎপত্তির জন্য ভবে আগত হন।

৭ উপচালা সুত্ত

ভিক্ষুণী উপচালা বৃক্ষমূলে বসলেন। পাপী মার বলল- ভিক্ষুণী তুমি কোথায় জন্ম গ্রহণ করতে চাও?

উপচালা- বন্ধু, আমি কোথাও জন্ম গ্রহণ করতে চাই না।

মার- ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি ও বশবর্তী এ সমস্ত স্বর্গলোকের অধিবাসী যে দেবগণ আছেন, তাঁদের দিব্য ধামে চিত্ত প্রণিধান করো, রতি বা আনন্দ ভোগ করবে।

উপচালা- ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি ও বশবর্তী স্বর্গবাসী দেবগণ কামনার বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁরা পুন মারের বশে আসেন।

সমগ্র জগদ্বাসী (রাগ ঘেযাদি অগ্নি দ্বারা) প্রদীপ্ত, সন্তপ্ত,
প্রজ্বলিত এবং সমগ্র জগৎ প্রকম্পিত। যা অকম্পিত, অচলিত,
অপ্রাকৃতজন বা নিষ্কলুষ ঋষি সেবিত এবং যেখানে মারের গতি
নেই, সে নির্বাণে আমার মন নিরত বা নিবিষ্ট।

৮ সীসুপচালা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী শীর্ষোপচালা বৃক্ষমূলে বসলেন। পাপী মার
জিজ্ঞেস করল ‘হে ভিক্ষুণী, তুমি কার মতবাদ পছন্দ কর?’

শীর্ষোপচালা- বন্ধু, আমি কারও মতবাদ পছন্দ করি না।

মার- কি উদ্দেশ্যে তুমি মস্তক মুণ্ডিত করেছ, শ্রমণীর মত
তোমাকে দেখাচ্ছে, মতবাদ পছন্দ কর না, মোহগ্রস্তা হয়ে
বিচরণ কর কেন?

শীর্ষোপচালা- এ বুদ্ধশাসনের বাইরে ভ্রান্ত মতবাদীরা নানা
মতবাদে সংসক্ত। তাঁদের ধর্ম আমি পছন্দ করি না, তাঁরা
প্রকৃত ধর্মবেত্তা নন। শাক্য কুলে জাত অপ্রতিদ্বন্দ্বী সবজয়ী
মারজিৎ সর্বত্র (সকল মারযুদ্ধে) অপরাজিত সর্বত্র মুক্ত অলগ্ন
বুদ্ধ আছেন। তিনি সকল কর্মের ক্ষয় বলে উক্ত অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত
হয়েছেন এবং কামনাদি উপধির ক্ষয়ে বিমুক্তি লাভ করেছেন।
তিনিই আমার ভগবান শাস্তা, আমি তাঁরই শাসন পছন্দ করি।

৯ সেলা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী শৈলা বৃক্ষমূলে বসলেন। পাপী মার গাথায়
বলল-

কে এ দেহ নির্মাণ করেছে? কে এ দেহের রচয়িতা?
কোথায় দেহ উৎপন্ন এবং কোথায় দেহ নিরুদ্ধ হয়?

শৈলা- এ দেহ নিজের দ্বারা সৃষ্ট নয়। দুঃখের উৎস স্বরূপ পঞ্চস্কন্ধ বা দেহমন পরের দ্বারাও রচিত নয়। ইহা (অবিদ্যা) হেতু অবলম্বনে উৎপন্ন এবং হেতুভঙ্গে নিরুদ্ধ হয়। ক্ষেত্রে উষ্ট্র কোন বীজ যেমন পৃথিবীরস ও দ্রবতা উভয় অবলম্বনে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি স্কন্ধ, ধাতু^১ ও ছয় আয়তন হেতু অবলম্বনে উৎপন্ন হয় এবং হেতু ভঙ্গে নিরুদ্ধ হয়।

১০ বজিরা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষুণী বজ্রা বৃক্ষমূলে বসলেন। পাপী মার গাথায় বলল-

এ সত্ত্ব বা জীব কার সৃষ্ট? কে তার সৃষ্টিকর্তা? কোথায় সত্ত্ব উৎপন্ন এবং কোথায় সত্ত্ব নিরুদ্ধ হয়?

বজ্রা- হে মার, সত্ত্ব বলে মনে কর কেন? এ কি তোমার মিথ্যা দৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা নয়? (তুমি যাকে সত্ত্ব বা জীব বলে মনে কর) তা কেবল সংস্কার পুঞ্জ (প্রত্যয়সমূহের সংযুক্ত ক্রিয়াই) এখানে (যথাযথ দৃষ্টিতে বা পরমার্থতঃ) ব্যক্তি সত্ত্ব বলে কিছু নেই, (ঈশ, অক্ষ, চক্র, পঞ্জর প্রভৃতি) অংশ সমূহের সমাবেশে যেমন ‘রথ’ বলে শব্দ হয় (তেমনি রূপবেদনাদি) পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান থাকলে সত্ত্ব বলে ব্যবহারিক সংজ্ঞা বা নাম হয়। বস্তুত স্কন্ধ দুঃখই উৎপন্ন হয়, স্থিতি লাভ করে এবং জ্ঞাত হয়। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হয় না, পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ ব্যতীত কিছুই নিরুদ্ধ হয় না।

ভিক্ষুণী সংযুক্ত সমাপ্ত

^১ ধাতু- নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে এ অর্থে চক্ষু, রূপ চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্র, শব্দ, শব্দবিজ্ঞান ইত্যাদিকে ধাতু বলা হয়।

ব্রহ্ম সংযুক্ত

প্রথম বর্গ

১ আয়াচন সুভ

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান সম্বোধিলাভের প্রভাতে বা প্রথমাবস্থায় উরুবিম্বে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নামক বটবৃক্ষমূলে বাস করছিলেন। তখন নির্জনগত অল্পস্থ ভগবানের মনে চিন্তার উদয় হল ‘মৎ অধিগত ধর্ম গম্ভীর, দুর্জ্যেয়, দুর্বোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, সুক্ষ্ম এবং বিজ্ঞদেরই বোধগম্য। জনগণ আলায়াসজ্ঞ, আলায়রত ও আলায়ামোদিত। তাদের পক্ষে এর প্রত্যয়ে বা কারণে এ- কার্য কারণ প্রবাহ প্রতীত্য সমুৎপাদ এবং সর্বসংস্কারোপশম সর্বোপধিত্যাগ তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ নিরোধ নির্বাণ দুর্জ্যেয় হবে। যদি আমি ধর্ম দেশনা করি এবং লোক তা বুঝতে না পারে, তবে তা হবে আমার ক্লান্তি ও বিড়ম্বনা।’ অনন্তর ভগবানের আশ্চর্য অশ্রুত পূর্ব গাথাগুলো প্রতিভাত হল-

অতিকষ্টে সৎ অধিগত বা উপলব্ধ ধর্ম প্রচার করার এখন আবশ্যকতা নেই। রাগদ্বেষপরায়ণ জনগণের পক্ষে এ ধর্ম সুবোধ্য নয়। তমোরাশির দ্বারা আবৃত অনুরাগরক্ত জনগণ ও প্রতিস্রোতগামী (স্রোতের বিপরীত গামী) নিপুণ গম্ভীর দুর্জ্যেয় সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব (জ্ঞানচক্ষুতে) দেখতে পারে না।

এভাবে চিন্তা করায় ভগবানের মন নত হল ধর্মপ্রচারে অনুৎসাহের দিকে, ধর্মপ্রচারের দিকে নয়। অতঃপর ব্রহ্মা সহস্রপতি নিজের চিত্ত দিয়ে ভগবানের মনের চিন্তা অবগত হয়ে ভাবলেন “জগৎ নষ্ট হচ্ছে, জগৎ বিনষ্ট হচ্ছে, যেখানে তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের মন নত হচ্ছে ধর্মপ্রচারে অনুৎসাহের

দিকে, ধর্মপ্রচারের দিকে নয়।” তখন ব্রহ্মা সহস্রপতি বলবান ব্যক্তি যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে, তেমনি (ক্ষিপ্ৰভাবে) ব্রহ্মলোক থেকে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন এবং উত্তরীয়কে একাংশ করে দক্ষিণ জানু ভূমিতে স্থাপন পূর্বক বললেন “ভগবান ধর্ম প্রচার করুন, সুগত ধর্মপ্রচার করুন। সত্ত্বগণ আছেন, যাঁদের জ্ঞানচক্ষু রাগাদি রঞ্জে সামান্যমাত্র আচ্ছন্ন, তাঁরা ধর্মশ্রবণের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁরা ধর্মবেত্তা হবেন বা ধর্ম বুঝতে পারবেন।” ব্রহ্মা সহস্রপতি এ বলে পুনরায় বললেন-

পূর্বে মগধরাজ্য সমল (রাগদ্বৈষাদি মল থেকে অমুক্ত) ব্যক্তিগণের চিন্তিত অশুদ্ধ বা মলিন ধর্ম প্রচার লাভ করেছিল। এ অমৃতের দ্বার মুক্ত করুন। বিমল বুদ্ধের উপলব্ধ ধর্ম (সকলে) শ্রবণ করুন।

শৈলময় পর্বত শিখরে স্থিত ব্যক্তি চারদিকে জনতাকে দর্শন করে, তেমনি হে সুমেধ সমস্তচক্ষু বীতশোক, ধর্মময় প্রাসাদে আরোহণ করে জন্ম জরাগ্রস্ত শোকমগ্ন জনতাকে অবলোকন করুন।

হে বীর বিজিতসংগ্রাম হোন। হে অখণ্ডী সার্থবাহ, জগতে বিচরণ করুন। হে ভগবন্, ধর্মদেশনা করুন, হবেন বহু জ্ঞাতা।

অনন্তর ভগবান ব্রহ্মার উপরোধ অবগত হয়ে প্রাণীদের প্রতি করুণায় বুদ্ধচক্ষুতে জগৎ অবলোকন করলেন, দেখলেন (বিভিন্ন স্তরের) লোকদের যাদের কারও জ্ঞানচক্ষু রাগাদি রঞ্জে সামান্য মাত্র আচ্ছন্ন, কারও অধিকতর রজাচ্ছন্ন, কারও শ্রদ্ধাস্মৃতি ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহ তীক্ষ্ণ ও সুস্কর, কারও জড় ও

বিকৃত; যারা সহজে বুঝতে পারে, যারা অতিকষ্টে বুঝতে পারে অথবা মোটেই বুঝতে পারে না আবার কেউ পরলোক ও পাপে ভয়দর্শী হয়ে বাস করে। সরোবরে যেমন উদকজাত উদকবর্ধিত উদকানুগত শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম ও নীলপদ্ম সমূহের কোন কোনটি জলের নীচে থাকে, কোন কোনটি জলের সমান থাকে, আবার কোন কোনটি জলের ওপরে জলে অলিঙ্গ থাকে, তেমনি ভগবান বুদ্ধচক্ষু জগৎ অবলোকন করে দেখলেন লোকদের যাদের কারও জ্ঞানচক্ষু অগ্নিরজাচ্ছন্ন, কারও অধিকতর রজাচ্ছন্ন, কারও শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ ও সুন্দর, কারও জড় ও বিকৃত, কেউ সহজে বুঝতে পারে, কেউ অতিকষ্টে বুঝতে পারে অথবা মোটেই বুঝতে পারে না আবার কেউ পরলোক বিশ্বাসী ও পাপভীরু হয়ে বাস করে। এ দেখে তিনি ব্রহ্মা সহস্রপতিকে গাথায় প্রতিভাষণ করলেন-

তাদের জন্য অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত। যাদের কর্ণ আছে, তারা শ্রদ্ধা মুক্ত করুক। হে ব্রহ্মণ, বিড়ম্বনা বোধে অধিগত প্রণীত ধর্ম মানুষদের মধ্যে প্রচার করিনি।

অতঃপর ব্রহ্মা সহস্রপতি ভগবান ধর্মদেশনায় সম্মতি জানিয়েছেন বলে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে সেখানেই অন্তর্ধান করলেন।

২ গারব সুত্ত

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান সম্বোধিলাভের প্রথমাবস্থায় উরুবিল্বে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল বটবৃক্ষের মূলে বাস করছিলেন। তখন নির্জনগত ঋতু ভগবানের মনে এ চিন্তার উদয় হল “গৌরবহীন বা নিরালম্ব হয়ে বাস করা দুঃখ। কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণকে সম্মান করে সেবা করে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে বাস করি।” তখন তাঁর মনে হল

“অপরিপূর্ণ শীলসমূহের পরিপূর্তির জন্য অন্য শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণকে সেবা করে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে বাস করব, আমি দেব-মার-ব্রহ্মলোক সহ জগতে শ্রমণ ব্রাহ্মণ দেবমানব জনতার মধ্যে নিজের চেয়ে অধিকতর শীলসম্পন্ন অন্য কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণকে দেখছি না যাকে সেবা করে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে বাস করব, অপরিপূর্ণ সমাধিসমূহের পরিপূর্তির জন্য অপরিপূর্ণ প্রজ্ঞা অপরিপূর্ণ বিমুক্তি অপরিপূর্ণ বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন পরিপূর্তির জন্য নিজের চেয়ে অধিকতর বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন সম্পন্ন অন্য কোন শ্রমণকে দেখছি না যাকে সেবা করে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে বাস করব। তবে যে ধর্ম আমার অভিসমুদ্র বা উপলব্ধি, সে ধর্মকেই সম্মান করে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে বাস করব।” ব্রহ্মা সহস্রপতি নিজের চিত্ত দিয়ে ভগবানের মনের চিন্তা অবগত হয়ে বলবান ব্যক্তি যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে তেমনি (ক্ষিপ্ৰভাবে) ব্রহ্মলোক থেকে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন এবং উত্তরীয়ে একাংশ আবৃত করে কৃতাজ্জলিপুটে ভগবানকে বললেন “ভগবন! সুগত! এ এমনিই, এ এমনিই! ভদন্ত, অতীত কালে যে অর্হৎ সম্যক সমুদ্রগণ ছিলেন, তাঁরাও ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করেছিলেন, অনাগত কালে যে অর্হৎ সম্যক সমুদ্রগণ আবির্ভূত হবেন, তাঁরাও ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করবেন; ভগবন্ ভদন্ত, বর্তমান অর্হৎ সম্যক সমুদ্র (আপনিও) ধর্মকেই মেনে গৌরব দেখিয়ে আশ্রয় করে অবস্থান করুন।” একথা বলে ব্রহ্মা সহস্রপতি আবার গাথায় বললেন-

যে সম্মুদগণ অতীত হয়েছেন, যে সম্মুদগণ অনাগত এবং এখন যিনি বহুজনের শোকনাশক সম্মুদ, তাঁরা সকলেই যথাক্রমে সদ্ধর্মকে গৌরব প্রদর্শন করে অবস্থান করেছিলেন, করবেন এবং করছেন। এটিই বুদ্ধগণের ধর্মতা বা স্বাভাবিক নিয়ম। তাই অর্থকামী মহত্ত্বালাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধশাসন স্মরণ পূর্বক সদ্ধর্মের প্রতি গৌরব সম্পন্ন হওয়া উচিত।

৩ ব্রহ্মদেব সুত্ত

শ্রাবস্তী-

সে সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণীর পুত্র ব্রহ্মদেব গৃহত্যাগ করে ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেব একাকী নির্জনচারী অপ্রমত্ত উদ্যমশীল ও প্রেমিত্ত হয়ে বাস করে অচিরেই যে উদ্দেশ্যে কুলপুত্রগণ সম্যক ভাবে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হন, তার সাফল্য সূচক অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের শেষ (পরম সিদ্ধি) ইহ জন্মেই অভিজ্ঞা দ্বারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর জন্ম ক্ষয় হল, ব্রহ্মচর্য পূর্ণ, করণীয় কৃত। এ জন্মের অবসানে তাঁর আর সংসার ভ্রমণ নেই বলে তিনি জানালেন। আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেব অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

একদিন পূবাহ্নে আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেব পরিহিত হয়ে পাত্রটীবর গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করলেন। তিনি তথায় গৃহ থেকে গৃহান্তরে ক্রমশ বিচরণ করতে করতে নিজমাতার গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর জননী ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে নিত্যনৈমিত্তিক আহুতি দানে ব্যস্ত ছিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা সহস্পতির মনে হল “আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেবের জননী ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে নিত্যনৈমিত্তিক আহুতি দেন, আমি তাঁর সংবেগ উৎপাদন করব।” ব্রহ্মা সহস্পতি ব্রহ্মদেবের মাতৃ সদনে

অপ্রকাশ করলেন এবং শূন্যে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মদেবের জননী ব্রাহ্মণীকে গাথায় বললেন-

হে ব্রাহ্মণী, তুমি যার উদ্দেশে নিত্য আহুতি দাও, যে ব্রহ্মলোক এখান থেকে অনেক দূরে, হে ব্রাহ্মণী, এতাদৃশ (দ্রব্যোপকরণ) ব্রহ্মার ভক্ষ্য নয়। ব্রহ্মপথ না জেনে শুধু জল্পনা কর কেন?

হে ব্রাহ্মণী, তোমার পুত্র ও ব্রহ্মদেব কামনাদি উপধিহীন দেবাতিদেবত্ব প্রাপ্ত রাগাদি কিঞ্চনরহিত অনন্যপোষক ভিক্ষু। তিনি ভিক্ষার জন্য তোমার গৃহে প্রবেশ করেছেন। দেবনরগণের দক্ষিণার্হ আহুতিযোগ্য বেদজ্ঞ বা উপলব্ধ-সত্য-ভাবিত্ত্ব পাপবহিষ্করণে অপাপলিপ্ত উপশান্ত ব্রহ্মদেব পিণ্ডাশ্বেষণে চলেছেন। তাঁর অতীত-অনাগতের প্রতি কোন আসক্তি নেই। তিনি শান্ত ক্রোধধূমহীন দুঃখোত্তীর্ণ বীততৃষ্ণা এবং সভয় নিভয় সকল প্রাণীর প্রতি নির্দগ্ধ বা অহিংস। তিনিই তোমার আহুতির অগ্রপিণ্ড গ্রহণ করণ। যিনি অন্তরের মারসৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে উপশান্ত চিত্ত নির্তৃষ্ণা হয়ে দান্ত নাগের মত বিচরণ করেন, সে সুশীল মুক্তচিত্ত ভিক্ষু তোমার আহুতির অগ্রপিণ্ড গ্রহণ করেছেন। হে ব্রাহ্মণী, সে দক্ষিণার্হ পুরুষের প্রতি প্রসন্না অবিকম্পিতা হয়ে দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত করো, স্রোতোত্তীর্ণ মুনির দর্শন লাভ করে ভবিষ্য সুখাবহ পুণ্য সম্পাদন করো।

সে দক্ষিণার্হ পুরুষের প্রতি প্রসন্না বিচলিতা হয়ে ব্রাহ্মণী দক্ষিণা অর্পণ করলেন। তিনি সে স্রোতোত্তীর্ণ মুনির দর্শন পেয়ে সুখাবহ পুণ্য সম্পাদন করলেন।

শ্রাবস্তী-

তখন বক নামক ব্রহ্মার এমন হীন দৃষ্টি বা ধারণ হয়- এ নিত্য, এ ধ্রুব, এ শাস্বত, এ কৈবল্য, এ চ্যুতিহীন; এ জন্মে না, জরাগ্রস্ত হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় এবং এর চেয়ে অন্য শ্রেষ্ঠতর নিঃসরণ বা দুঃখমুক্তি নেই।

ভগবান ব্রহ্মা বকের মনের চিন্তা নিজের চিত্ত দিয়ে অনুভব করে বলবান ব্যক্তির বাহু সঙ্কোচন প্রসারণের মত ক্ষণকালের মধ্যে জেতবনে অন্তর্হিত হয়ে সে ব্রহ্মালোকে প্রাদুর্ভূত হলেন। ব্রহ্মা বক ভগবানকে দূর থেকে আসতে দেখে বললেন “বন্ধু, আসুন আপনাকে স্বাগত জানাই বন্ধু, আপনি দীর্ঘ কালের পর এখানে আগমনের পর্যায় সম্পন্ন করলেন। বন্ধু, এ নিত্য, এ ধ্রুব এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নিঃসরণ নেই।” তাঁর উক্তি শুনে ভগবান তাঁকে বললেন “ভবৎ ব্রহ্মা বক একান্তই অবিদ্যাগত অবিদ্যাচ্ছন্ন, যেহেতু তিনি অনিত্যকে নিত্য বলেন, অধ্রুবকে ধ্রুব বলেন, অশাস্বতকে শাস্বত বলেন, অকৈবল্যকে কৈবল্য বলেন, চ্যুতিশীলকে অচ্যুতিশীল বলেন এবং যেখানে জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মরে, চ্যুত হয়, উৎপন্ন হয়, তাকেই তিনি বলেন- এ জন্মে না, জরাগ্রস্ত হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না এবং এর চেয়ে অন্য শ্রেষ্ঠতর নিঃসরণ নেই।”

ব্রহ্মা বক- হে গৌতম, আমরা বাহান্তর জন কৃতপুণ্য (মহাত্মা) জন্মজরার অতীত হয়ে বশবর্তী বা আধিপত্য সম্পন্ন হয়েছি। এ অন্তিম বেদগত ব্রহ্মোৎপত্তি। বহুজন আমাদের সম্পর্কে (বিধাতা সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি অভিধায়) জল্পনা কল্পনা করে।

ভগবান- হে বক, আপনি যাকে দীর্ঘায়ু বলে মনে করেছেন, তা সামান্যই, দীর্ঘ আয়ু নয়। আমি আপনার লক্ষ অর্বুদ বর্ষাকালের আয়ু জানি। আমি অনন্তদর্শী জন্মজরাসোকাতীত ভগবান।

ব্রহ্মা বক- আমার পুরাতন শীলব্রত কি তা বলুন, যাতে আমি বুঝতে পারি।

ভগবান- সুদূর অতীতে গ্রীষ্মকালে নিদ্রাঘতপ্ত ঘর্মাক্ত বহুলোককে আপনি যে পানীয় পান করিয়াছিলেন, আপনার সে পুরাতন শীলব্রত নিদ্রা থেকে জাগ্রত ব্যক্তির মত স্মরণ করি।

গঙ্গার তীরে ধৃত জনগণকে বলপ্রয়োগে নিয়ে যাবার সময় আপনি যে (ঋদ্ধি বলে) তাদের মুক্ত করেছিলেন, আপনার সে পুরাতন শীলব্রত নিদ্রোথিতের মত স্মরণ করি।

গঙ্গাস্রোতে মনুষ্যানিগ্রহকামী রুদ্রনাগ কর্তৃক বিধৃত তরণীকে আপনি যে (ঋদ্ধি জনিত) বলপ্রয়োগে বাধাদানে মুক্ত করেছিলেন, আপনার সে পুরাতন শীলব্রত নিদ্রোথিতের মত স্মরণ করি।

[আপনি যখন অতীতে কেশব তাপস রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখন]^১ আমি আপনার কল্প নামক অনুগত শিষ্য ছিলাম এবং আপনাকে ব্রতবান সম্যক্জ্ঞানী মনে করতাম। আপনার সে পুরাতন শীলব্রত নিদ্রোথিতের মত স্মরণ করি।

ব্রহ্মা বক- আপনি একান্তই আমার আয়ু জানেন, অন্য বিষয়ও জানেন। সেজন্য আপনি বুদ্ধ এবং তাই আপনার এ জ্বলন্ত অনুভাব ব্রহ্মলোক উদ্ভাসিত করে আছে।

^১ অর্থকথায় উক্ত- ‘সারথপ্পকাসিনী’ নামক সংযুক্তনিকায় অর্থকথায় ব্রহ্মসংযুক্তে চতুর্থ সূত্র বর্ণনা।

শ্রাবস্তী-

তখন জনৈক ব্রহ্মার এরকম হীন ধারণা হয়- এমন কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নেই, যিনি এখানে আসতে পারেন।

অতঃপর ভগবান সে ব্রহ্মার মনের চিন্তা নিজের চিত্ত দিয়ে অনুভব করে ব্রহ্মলোকে প্রাদুর্ভূত হলেন এবং সে ব্রহ্মারই ওপরে শূন্যে তেজধাতু সমাপন্ন^১ হয়ে পদ্মাসনে বসে রইলেন। তখন আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন এখন ভগবান কোথায় আছেন ভাবতে লাগলেন। তিনি অতিমানবীয় বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু সে ব্রহ্মার ওপরে শূন্যে তেজধাতু সমাপন্বা হয়ে অবস্থিত ভগবানকে দেখতে পেলেন। তখনি তিনি বলবান ব্যক্তির বাহু সে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে পূর্বদিক আশ্রয় করে সে ব্রহ্মারই ওপরে শূন্যে ভগবানের নিচে তেজধাতু বসে রইলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এখন ভগবান কোথায় আছেন ভাবতে লাগলেন। তিনিও অতিমানবীর বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু সে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে দক্ষিণ দিক আশ্রয় করে সে ব্রহ্মারই ওপরে বসে রইলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন সে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিম দিক আশ্রয় করে সে ব্রহ্মারই ওপরে বসে রইলেন। তখন আয়ুষ্মান সে ব্রহ্মাকে গাথায় বললেন-

^১ চতুর্থ ধ্যানকে ভিত্তি করে যখন অভিজ্ঞা বলে উক্ত অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত হয়, তাকে বলা হয় অভিজ্ঞাপাদক ধ্যান। অভিজ্ঞাপাদক ধ্যানী তেজক্ল সোধনপ্রণালী অবলম্বনে দেহ থেকে অনুপম দিব্য জ্যোতি বিকিরণ করতে সমর্থ হন। এ ধ্যানক্রিয়া তেজধাতু সমাপত্তি নামে অভিহিত।

বন্ধু, আজো কি আপনার সে ধারণা, যা পূর্বে ছিল?
ব্রহ্মলোকে ভাস্বর ব্যক্তিক্রান্তকে দেখছেন কি?

ব্রহ্মা- না, বন্ধু, আমার সে ধারণা নেই, যা পূর্বে ছিল।
ব্রহ্মলোকে ভাস্বর অতিক্রান্তকে দেখছি। আজ আমি কি করে
বলব যে আমি নিত্য শাস্ত্রত?

ভগবান সে ব্রহ্মার সংবেগ উৎপাদন করে ব্রহ্মলোকে
অন্তর্হিত হয়ে জেতবনে প্রাদুর্ভূত হলেন।

অতঃপর সে ব্রহ্মা অন্যতম ব্রহ্মাপার্ষদকে সম্বোধন করে
বললেন “বন্ধু, আয়ুজ্ঞান মহামৌদাল্যায়নের কাছে যাও, তাঁকে
জিজ্ঞেস করো ভগবানের আরও কি এরকম ঋদ্ধিমান
মহানুভাবসম্পন্ন শিষ্যেরা আছেন, যাঁরা মৌদাল্যায়ন, কাশ্যপ,
কপ্লিন এবং অনুরুদ্ধের মত হবেন?” ‘হাঁ বন্ধু’ বলে সায দিয়ে
সে ব্রহ্মসভাসদ আয়ুজ্ঞান মৌদাল্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে
জিজ্ঞেস করলেন “বন্ধু, মৌদাল্যায়ন, ভগবানের আরও কি
এরকম ঋদ্ধিমান মহানুভাবসম্পন্ন শিষ্যেরা আছেন, যাঁরা ভবৎ
মৌদাল্যায়ন, কাশ্যপ, কপ্লিন, অনুরুদ্ধের মত।” আয়ুজ্ঞান
মহামৌদাল্যায়ন সে সভাসদকে গাথায় বললেন-

ত্রৈবিদ্য^১ ঋদ্ধিপ্রাপ্ত চিত্তপর্যায়বিদ^২ ক্ষীণাস্রব অর্হৎ বুদ্ধশিষ্য
বহু। অনন্ত সে ব্রহ্মপার্ষদ আয়ুজ্ঞান মহামৌদাল্যায়নের উক্তি
অভিনন্দন করে অনুমোদন করে সে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে

^১ ত্রিবিদ্যা বলতে বোঝায় ত্রিবিধ জ্ঞান, যথা- পূর্বনিবাসানুস্মৃতি বা
জাতিস্মর জ্ঞান, সত্ত্বগুণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান এবং আস্রবক্ষয় জ্ঞান।
ত্রিবিদ্যা যাঁর আছে, তিনিই ত্রৈবিদ্য।

^২ চিত্তপর্যায় জ্ঞান বলতে বোঝায় পরচিত্ত জানার জ্ঞান। এ জ্ঞান যিনি
আয়ত্ত করেন, তিনিই চিত্তপর্যায়বিদ।

বললেন “মহামৌদগল্যায়ন বলেন যে ত্রৈবিদ্য ঋদ্ধিপ্রাপ্ত চিত্তপর্যায়বিদ ক্ষীণাস্রব অর্হৎ বুদ্ধশিষ্য বহু।” ব্রহ্মপার্ষদের এ উক্তি শুনে সে ব্রহ্মা তা অভিনন্দন করলেন।

৬ পমাদ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

একদিন ভগবান দিবাবিহারে গিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তখন ব্রহ্মা সুব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা শুদ্ধাবাস ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালেন। অতঃপর সুব্রহ্মা শুদ্ধাবাসকে বললেন “এখন ভগবানের সান্নিধ্য লাভের উপযুক্ত সময় নয়, তিনি দিবাবাসে ধ্যানমগ্ন। অমুক ব্রহ্মলোক সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন, তথায় ব্রহ্মা প্রমত্ত হয়ে আছেন। চলুন, আমরা সেখানে গিয়ে সে ব্রহ্মার সংবেগ উৎপাদন করি।” “হাঁ বন্ধু” বলে ব্রহ্মা শুদ্ধাবাস তাতে প্রতিশ্রুতি হলেন। তখন তাঁরা উভয়ে বলবান পুরুষের বাহু সঙ্কোচন প্রসারণের মত ক্ষিপ্ত ভগবানের সম্মুখে অন্তর্হিত হয়ে সে ব্রহ্মলোকে অপ্রকাশ করলেন। সে ব্রহ্মা তাঁদের দূর থেকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন-“বন্ধুগণ, আপনারা কোথায় থেকে আসছেন।” (উত্তরে তাঁরা বললেন) “বন্ধু, সে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট থেকে আমরা আসছি। আপনিও কি তাঁর সাক্ষাতের জন্য যেতে চান?”

সে ব্রহ্মা তাঁদের উক্তি সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ সহস্রমূর্তি ধারণ করে সুব্রহ্মাকে বললেন “বন্ধু, আমার এমন ঋদ্ধিপ্রভাব দেখছেন কি?”

সুব্রহ্মা- হাঁ, বন্ধু দেখছি আপনার এ ঋদ্ধিপ্রভাব।

সে ব্রহ্মা- বন্ধু, আমি স্বয়ং এমন মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী হয়ে অন্য কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের সাক্ষাতের জন্য যাব?

অতঃপর সুব্রহ্মা দ্বিসহস্রমূর্তি ধারণ করে সে ব্রহ্মাকে বললেন “বন্ধু, আমার ঋদ্ধিপ্রভাব দেখছেন কি?”

সে ব্রহ্মা- হাঁ, বন্ধু, দেখছি আপনার এ ঋদ্ধিপ্রভাব।

সুব্রহ্মা- বন্ধু, সে ভগবান আপনার এবং আমার চেয়ে অধিকতর মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী। আপনি কি যাবেন তার সঙ্গলাভের জন্য?

সে ব্রহ্মা সুব্রহ্মাকে গাথায় বললেন-

ধ্যানী আমার তিন’শ সুপর্ণবিশিষ্ট, চার’শ হংসরূপযুক্ত এবং পাঁচ’শ ব্যাঘ্রমূর্তি শোভিত আলোকদীপ্ত বিমানখানি উত্তর দিক উদ্ভাসিত করে জ্বল জ্বল করছে।

সুব্রহ্মা- যদিও আপনার আলোকোজ্জ্বল বিমান উত্তর দিক উদ্ভাসিত করে জ্বল জ্বল করছে, তবুও মহাজ্ঞানী ভগবান রূপ বা ভৌতিক বস্তুতে (অনিত্যতাদি) দোষ দেখে তার নিয়ত চাঞ্চল্য অনুভব করেন। তাই তিনি রূপে রমিত হয় না।

এভাবে ব্রহ্মা সুব্রহ্মা ও ব্রহ্মা শুদ্ধবাস সে ব্রহ্মার সংবেগ উৎপাদন করে তথায় অন্তর্হিত হলেন। সে ব্রহ্মা অন্য সময়ে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শনে গিয়েছিলেন।

৭ কোকালিক সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভগবান দিব্যবিহারে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। ব্রহ্মা সুব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা শুদ্ধবাস ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালেন। অতঃপর সুব্রহ্মা ভিক্ষু কোকালিকের উদ্দেশে ভগবানের সমীপে এ গাথা বললেন-

ইহজগতে কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি অপ্রমেয় মহাপুরুষের পরিমাপ করতে কল্পনা করে। অপ্রমেয়ের পরিমাপকারীকে আমি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন পৃথকজন বা প্রাকৃতজন বলে ভাবি।

শ্রাবস্তী-

ভগবান দিবাবিহারে দাঁড়ালেন। অতঃপর সুব্রহ্মা কতমোরতিষ্য ভিক্ষুর উদ্দেশে এ গাথা বললেন-

ইহজগতে কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি অপ্রমেয় মহাপুরুষের পরিমাপ করতে কল্পনা করে। অপ্রমেয়ের পরিমাপকারীকে আমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন নিষ্প্রজ্ঞ বলে ভাবি।

৯ তুদুব্রহ্ম সুত্ত

শ্রাবস্তী-

তখন ভিক্ষু কোকালিক ব্যাধিত কঠিন রোগগ্রস্ত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে থাকেন। ব্রহ্ম তুদু রাত্রির শেষ প্রহরে কমণীয় বর্ণে সমস্ত জেতবন উদ্ভাসিত করে ভিক্ষু কোকালিকের নিকট উপস্থিত হয়ে গুণ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন “হে কোকালিক, শারীপুত্র ও মৌদাল্যায়নের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করণ, তাঁরা উভয়ে প্রিয়শীলী ভিক্ষু।”

কোকালিক- বন্ধু, আপনি কে?

ব্রহ্ম- আমি ব্রহ্মা তুদু।

কোকালিক- ভগবান আপনাকে অনাগামী^১ বলে ঘোষণা করেননি কি? তবে আপনি এখানে (কামলোকে) এসেছেন? দেখুন, আপনার এ অপরাধ।

^১ আর্যমার্গের উত্তরোত্তর অনুশীলনে নির্বাণোপলব্ধির তৃতীয় স্তরের উন্নীত সাধককে বলা হয় অনাগামী, কারণ তাঁর কামক্রোধ নির্মূল হওয়ায় তিনি কামলোকে জন্মগ্রহণ করেন না এবং দেহত্যাগের পর ‘শুদ্ধবাস’ নামে কথিত ব্রহ্মলোকে জন্ম নিয়ে সেখান থেকে যথাকালে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

ব্রহ্মা- (গাথায়)

দুর্ভাষিত ভাষী মূর্থজন যা দিয়ে নিজেকে ছেদন করে, সে (রুঢ়বাক্যের) কুঠার তার জন্মকালেই মুখে উৎপন্ন হয়।

যে নিন্দনীয় ব্যক্তিকে প্রশংসা করে এবং প্রশংসাই ব্যক্তির নিন্দা করে, সে মুখ দিয়ে অপরাধ সঞ্চয় করে। সে অপরাধের জন্য সুখ পায় না।

অক্ষত্রীড়ায় ধনহানি, এমনকি নিজেকে সুদ্র সমস্ত হারানো সামান্যমাত্রই অপরাধ, কিন্তু যে সুগতদের প্রতি চিত্ত দূষিত করে, তার অপরাধই গুরুতর অপরাধ।

আর্যনিন্দুক বা নিষ্কলুষ মুনিদের নিন্দাকারী ব্যক্তি বাক্যমনকে হীনতায় প্রণিহিত করে যে নরকপ্রাপ্ত হয়, (তথাকার আয়ুষ্কাল) ছত্রিশ লক্ষ নিরবুদ ও পাঁচ অবুদ (বৎসর)।

১০ কোকালিক সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভিক্ষু কোকালিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসে বললেন “ভদন্ত, শারীপুত্র ও মৌদাল্যায়ন পাপেচ্ছ ও পাপেচ্ছার বশগত।” এ উক্তি শুনে ভগবান ভিক্ষু কোকালিককে বললেন “হে কোকালিক, এরকম বলো না, শারীপুত্র মৌদাল্যায়নের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করো, তাঁরা উভয়ে প্রিয়শীলী।” দ্বিতীয়বার কোকালিক ভগবানকে বললেন “যদিও ভগবান (তাঁদের প্রতি) শ্রদ্ধাশ্রিত, প্রত্যয়ী বা বিশ্বাসী, তবুও শারীপুত্র ও মৌদাল্যায়ন পাপেচ্ছ এবং পাপেচ্ছার বশগত।” দ্বিতীয়বার ভগবান কোকালিককে বললেন “হে কোকালিক, এমন বলো না “শারীপুত্র-মৌদাল্যায়নের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করো, তাঁরা উভয়ে প্রিয়শীলী।” তৃতীয়বার কোকালিক তাঁরা উভয়ে প্রিয়শীলী।

অতঃপর ভিক্ষু কোকালিক আসন থেকে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরে ভিক্ষু কোকালিকের সর্বশরীর সর্ষপসম ব্রণে ছেয়ে গেল। সেগুলো সর্ষপ থেকে মুগের মত বড় হল, মুগ থেকে ছোলার মত, ছোলা থেকে কুল আঁটির মত, কুল আঁটি থেকে কুলের মত, কুল থেকে আমলকীর মত, আমলকী থেকে কচি বেলের মত এবং কচি বেল থেকে বেলের সমান বড় হয়ে ফেটে গেল। সে গুলো থেকে পূঁজ রক্ত ঝরতে লাগল। অতঃপর কোকালিক তাতেই মারা গেলেন এবং শারীপুত্র ও মৌদাল্যায়নের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে পদ্ম নিরয়ে উৎপন্ন হলেন।

ব্রহ্মা সহস্পতি রাত্রির শেষ প্রহরে কমণীয় বর্ণে সমস্ত জেতবন উদ্ভাসিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে দাঁড়িয়ে বললেন “ভদন্ত, ভিক্ষু কোকালিক মারা গিয়েছেন এবং শারীপুত্র ও মৌদাল্যায়নের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে পদ্ম নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছেন।” একথা বলে ব্রহ্মা সহস্পতি ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক তথায় অন্তর্ধান করলেন।

সে রাত্রির অবসানে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে এ বিষয় আদ্যোপান্ত তাঁদের বললেন। এ উক্তি শুনে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন “ভদন্ত, পদ্ম নিরয়ে আয়ুষ্কাল কত দীর্ঘ?”

ভগবান- হে ভিক্ষু, পদ্ম নিরয়ে আয়ুষ্কাল খুব দীর্ঘ, তবে তা এত বৎসর, এত শত বৎসর, এত সহস্র বৎসর, এত লক্ষ বৎসর বলে গণনা করা সহজ নয়।

ভিক্ষু- ভদন্ত, উপমায় বলা যায় কি?

ভগবান- হাঁ, উপমা দেওয়া যায়। ধরো, কোশলের বিশ খারি^১ মাপের প্রকাণ্ড তিলাধার। সে তিলাধার থেকে যদি লোক শত বৎসর সহস্র বৎসর অন্তর একটি একটি করে তিল তুলে নেয়, তাহলে এতে শীঘ্রতর কোশলদেশীয় বিশ খারি তিলাধার খালি হয়ে যাবে, কিন্তু এক অর্বুদ নিরয়ের আয়ু ফুরোবে না। হে ভিক্ষুগণ (আয়ুষ্কালের দিক দিয়ে) এরকম বিশ অর্বুদ নিরয় যেন এক নিরর্বুদ নিরয়, এরকম বিশ নিরর্বুদ নিরয় যেন এক অবব নিরয়, বিশ অবব নিরয় যেন এক অটট নিরয়, বিশ অটট নিরয় যেন এক অহহ নিরয়, বিশ অহহ নিরয় যেন এক কুমুদ নিরয়, বিশ কুমুদ নিরয় এক সৌগন্ধিক নিরয়, বিশ সৌগন্ধিক নিরয় যেন এক উৎপল নিরয়, বিশ উৎপল নিরয় যেন এক পুণ্ডরীক নিরয় এবং পুণ্ডরীক নিরয় যেন এক পদ্ম নিরয়। শারীপুত্র মৌদগল্যায়নের প্রতি বিদেষ পোষণ করে ভিক্ষু কোকালিক পদ্ম নিরয়ে উৎপন্ন।

একথা বলে শাস্তা সুগত আবার (গাথায়) বললেন-

দুর্ভাষিতভাষী মূর্খজন যা দিয়ে নিজেকে ছেদন করে, সে (রুঢ় বাক্যের) কুঠার তার জন্মকালেই মুখে উৎপন্ন হয়।

যে নিন্দনীয় ব্যক্তিকে প্রশংসা করে এবং প্রশংসার্ত ব্যক্তির নিন্দা করে, সে মুখ দিয়ে অপরাধ সঞ্চয় করে। সে অপরাধের জন্য সে সুখ পায় না।

^১ খারি বুদ্ধযুগে কোশল রাজ্যের প্রকাণ্ডতম পরিমাপক বিশেষ। চার প্রস্থে এক আল্হক, চার আল্হকে এক দ্রোণ, চার দ্রোণে এক মাতৃকা এবং চার মাতৃকায় একখারি। সারথপকাসিনী সংযুক্ত নিকায় অট্টকথা-ব্রহ্মসংযুক্তে, পঠম বগ্গে দসম সুত্ত বগ্গনা।

অক্ষত্রীড়ায় ধনহানি, এমন কি নিজেকে সুদ্ধ সমস্ত হারানো সামান্য মাত্রই অপরাধ, কিন্তু যে সুগতদের প্রতি চিত্ত দুষিত করে, তার অপরাধই গুরুতর অপরাধ।

আর্যনিন্দুক বা নিষ্কলুষ মুনিদের নিন্দাকারী ব্যক্তি বাক্যমানে হীনতায় প্রনিহিত করে যে নরকপ্রাপ্ত হয়, (তথাকার আয়ুষ্কাল) হ্রিশ লক্ষ নিরব্দ পাঁচ অব্দ (বৎসর)।

দ্বিতীয় বর্গ

১ সনৎকুমার সুত্ত

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান রাজগৃহে সর্পিণী নদীর তীরে বাস করতেন। তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার রাত্রির শেষ প্রহরে কমণীয় বণে সমগ্র সর্পিণীতীর উদ্ভাসিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর সমীপে এ কথাটি বললেন-

যারা গোত্র-স্মরক অর্থাৎ গোত্র স্মরণ করায় (গোত্র বলে পরিচয় দেয়) সে জনগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন,^১ তিনি দেব মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মা সনৎকুমারের উক্তি শাস্তা অনুমোদন করলেন। তা অবগত হয়ে ব্রহ্মা ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে অন্তর্হিত হলেন।

^১ বিদ্যা বলতে বোঝায় জাতিস্মরণজ্ঞান, সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান ও আস্রবক্ষয়জ্ঞান এবং চরণ হচ্ছে শীল, ইন্দ্রিয়সংবর, আহারে মাত্রজ্ঞতাতি সহ চতুর্বিধ ধ্যানলাভ। এবন্নিধ বিদ্যা ও চরণ সমন্বিত ব্যক্তিই বিদ্যাচরণ সম্পন্ন।

২ দেবদত্ত সুভ

(সজ্জাভেদ করে বুদ্ধ শাসন ত্যাগ করে) দেবদত্তের প্রস্থানের অনতিকাল পরে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকুট পর্বতে বাস করতেন। তখন ব্রহ্মা সহস্রপতি দেবদত্তের উদ্দেশে ভগবানের সমীপে গাথা উচ্চারণ করলেন-

ফল যেমন কদলী বৃক্ষকে ধ্বংস করে, বাঁশ ও নলকে ধ্বংস করে এবং গর্ভ যেমন অশ্বতরীকে ধ্বংস করে, তেমনি সৎকার (লাভ-সম্মান) কাপুরুষকে ধ্বংস করে।

৩ অন্ধকবিন্দ সুভ

এক সময় ভগবান মগধ রাজ্যে অন্ধকবিন্দ নামক গ্রামে বাস করছিলেন। তখন ভগবান রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে উন্মুক্তস্থানে বসেছিলেন। মেঘের আনাগোনা চলছিল। তখন ব্রহ্মা সহস্রপতি এ গাথাগুলো বললেন-

(লোকালয়ের বাইরে) প্রাপ্ত শয়নাসন গ্রহণ করা বিধেয়, সংযোজন^১ থেকে মুক্তির জন্য চলা উচিত। যদি তথায় মন রত না হয়, তবে সংযত ও স্মৃতিমান হয়ে সজ্জের মধ্যে থাকা উচিত।

সংযতেন্দ্রিয় প্রাপ্ত ও স্মৃতিমান হয়ে কুলে কুলে বা গৃহে গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ পূর্বক প্রাপ্ত শয়নাসন অবলম্বন করা কর্তব্য এবং (তথা আর্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে) সংসার ভয়মুক্ত ও অভয় বলে উক্ত নির্বাণে যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেখানে ভয়ঙ্কর জন্তু, সরীসৃপ বিদ্যমান, বিদুৎ চমকায়, মেঘ গর্জন করে, সে (ভীতিপূর্ণ) স্থানে রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে

^১ ভবচক্রে সত্ত্বগুণকে সংযুক্ত করে আবদ্ধ করে এ অর্থে কাম, প্রতিঘ, মান, সংশয়াদিকে সংযোজন বলা হয়।

ভিক্ষু বিগত রোমাঞ্চ বা নির্ভীক হয়ে আসীন হন। এ আমার একান্তই দেখা, তর্ক কিংবা জনশ্রুতি নয়- একটি ব্রহ্মচর্যানুশাসনে বা ধর্মদেশনায় এক সহস্র মৃত্যুজয়ী অর্হৎ, পাঁচশ শৈক্ষ্য^১ এবং একশ দশ জন অনিরয়গামী স্রোতাপন্ন^২ হয়েছেন। অপর জনগণ পুণ্যের ভাগী বলে আমার ধারণা। আমি তাদের সংখ্যা বলতে পারিনা, মিথ্যা বাক্যকে ভয় করি।

৪ অরুণবতী সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন “হে ভিক্ষুগণ, সুদূর অতীতে অরুণবৎ নামক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল অরুণবতী। এ রাজধানীকে আশ্রয় করে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শিখী অবস্থান করতেন। তাঁর অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নাম ছিল অভিভূ ও সম্ভব। একদা ভগবান শিখী ভিক্ষু অভিভূকে সম্বোধন করে বললেন “এসো ব্রাহ্মণ, আহার সময়ের পূর্বে একটি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হবো।” ‘হাঁ, ভদন্ত বলে ভিক্ষু অভিভূ প্রতিশ্রুত হলেন। তখন ভগবান শিখী ও অত্রশিষ্য অভিভূ অরুণবতীতে অন্তর্হিত হয়ে সে ব্রহ্মলোকে প্রাদুর্ভূত হলেন। অনন্তর ভগবান শিখী অভিভূকে বললেন “ব্রহ্মপার্ষৎ ও ব্রহ্মপার্ষদকে ধর্মকথা শোনাও।” তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে

^১ নির্বাণোপলব্ধির চতুর্বিধ স্ফুটলাভীদের মধ্যে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ও অনাগামীকে বলা হয় শৈক্ষ্য বা আর্যমার্গের অনুশীলনরত। আর্যমার্গ অনুশীলনের চরম সীমায় উপনীত হয়ে সাধক যখন নির্বাণোপলব্ধির চতুর্থ স্ফুটে উন্নীত হন, তখন তিনি হন শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ। তাঁর কোন করণীয় থাকেনা বলে তাঁকে বলা হয় অশৈক্ষ্য বা শিক্ষাতিত।

^২ নির্বাণোপলব্ধির প্রথমস্ফুটলাভীকে স্রোতাপন্ন বলা হয়। তিনি নির্বাণমুখী ধর্মস্রোতে মগ্ন। তাঁর নির্বাণগতি সুনিশ্চিত।

অভিভূ তাঁদের ধর্মীয় কথায় দেখাছিলেন, গ্রহণ করাছিলেন, উৎসাহিত ও আনন্দিত করছিলেন। তখন তাঁরা নাকি অবজ্ঞায় নিন্দায় পরস্পর বলাবলি করছিলেন- আশ্চর্য! অদ্ভুত! শাস্তার সম্মুখে শিষ্য কিরূপে ধর্মদেশনা করেন।

অতঃপর ভগবান শিখী অভিভূকে সম্বোধন করে বললেন- ব্রহ্মা, ব্রহ্মপর্যৎ ও ব্রহ্মপার্যদগণ নিন্দা করছেন যে শাস্তা সামনে থাকতে শিষ্য কিভাবে ধর্মদেশনা করবেন। তাই তুমি আরও অধিকতর ভাবে তাঁদের সংবেগে উৎপাদন করো।” ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে ভিক্ষু অভিভূ কখনো দৃশ্যমান শরীরে কখনো অদৃশ্যমান শরীরে ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। কখনো তাঁর শরীরের নিম্ন অর্ধাংশ দৃশ্যমান এবং ওপরের অর্ধাংশ অদৃশ্যমান, কখনো শরীরের ওপরের অংশ দৃশ্যমান এবং নিম্নের অংশ অদৃশ্যমান। তখন ব্রহ্মা, ব্রহ্মপর্যৎ ও ব্রহ্মপার্যদগণ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন কি- আশ্চর্য! কি অদ্ভুত! শ্রমণের মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব।

অতঃপর ভিক্ষু অভিভূ ভগবান শিখীকে জানালেন- আমি ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে এতাদৃশ বাক্য উচ্চারণ করেছি বলে জানি “বন্ধুগণ, আমি ব্রহ্মলোকে দাঁড়িয়ে সহস্র লোক ধরিত্রীকে স্বরে জানাতে পারি।”

(ভগবান শিখী-) হে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মলোকে দাঁড়িয়ে সহস্র লোক ধরিত্রীকে স্বরে জানাবার উপযুক্ত সময় এখনি। ভিক্ষু অভিভূ ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে ভগবান শিখীর কথায় সায়া দিয়ে ব্রহ্মলোকে দাঁড়িয়ে এ গাথাগুলো উচ্চারণ করলেন-

বীর্য আরম্ভ করো, (আলস্য জড়তা থেকে) নিষ্ক্রান্ত হও, বুদ্ধ শাসনে ঐক্যনিয়োগ করো, নলকার ধ্বংসকারী কুঞ্জরের মত কামক্রোধাদি মার সৈন্যকে ধ্বংস করো।

যিনি এ ধর্মবিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবেন, তিনি জন্মসংসার ত্যাগ করে দুঃখের অবসান করবেন।

অতঃপর ভগবান শিখী এবং ভিক্ষু অভিভূ ব্রহ্মা, ব্রহ্মপর্ষৎ ও ব্রহ্মপার্ষদদের সংবেগ উৎপাদন করে অরুণবতী রাজধানীতে প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান শিখী ভিক্ষুদের সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন- ভিক্ষুগণ, তোমরা কি ব্রহ্মলোকে স্থিত ভিক্ষু অভিভূর উচ্চারিত গাথাগুলো শুনেছিলে?

ভিক্ষুগণ- ‘হাঁ, ভদন্ত, আমরা শুনেছি?’

ভগবান- কেমন শুনেছিলে?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, আমরা শুনেছিলাম এ ভাবে বীর্য আরম্ভ করো। দুঃখের অবসান করবেন।

ভগবান শিখী- সাধু! সাধু! ভিক্ষুগণ তোমরা ব্রহ্মলোকে স্থিত ভিক্ষু অভিভূর উচ্চারিত গাথাগুলো শুনেছিলে।

ভগবানের এ ভাষণ ভিক্ষুগণ আনন্দিত মনে অভিনন্দন করলেন।

৫ পরিনিব্বান সুত্ত

পরিনিব্বাণ সময়ে ভগবান কুশীনগরের উপকণ্ঠে মল্লদের শালবনে শাল বৃক্ষযুগলের অন্তরালে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন “হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এখন আমন্ত্রণ করে জানাই- সংস্কারগুলো ক্ষয়িসু বা ভঙ্গুর, অপ্রমত্ত হয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করো, এটিই তথাগতের অন্তিম বাক্য। এ বলে ভগবান প্রথম ধ্যানে সমাধিস্থ হলেন, প্রথম ধ্যান থেকে উঠে দ্বিতীয় ধ্যানে সমাধিস্থ হলেন, দ্বিতীয় ধ্যান থেকে উঠে তৃতীয় ধ্যানে সমাধিস্থ হলেন, তৃতীয় ধ্যান থেকে উঠে চতুর্থ ধ্যানে সমাধিস্থ হলেন, চতুর্থ ধ্যান থেকে উঠে

‘আকাশান্তায়তন’^১ ধ্যান স্তরে মগ্ন হলেন, আকাশান্তায়তন থেকে উঠে “বিজ্ঞানান্তায়তন”^২ ধ্যানস্তরে মগ্ন হলেন; বিজ্ঞানান্তায়তন থেকে উঠে ‘অকিঞ্চনায়তন,’^৩ ধ্যানস্তরে মগ্ন হলেন, অকিঞ্চনায়তন থেকে উঠে ‘নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন’^৪ ধ্যান স্তরে মগ্ন হলেন, তা থেকে উঠে সংজ্ঞাবেদননিরোধ সমাধিমগ্ন হলেন। তিনি সংজ্ঞাবেদননিরোধ থেকে উঠে নৈসংজ্ঞানাসংজ্ঞানান্তায়তন সমাপন্ন হলেন, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানান্তায়তন থেকে উঠে অকিঞ্চনান্তায়তন সমাপন্ন হলেন, অকিঞ্চনান্তায়তন থেকে উঠে বিজ্ঞানান্তায়তন সমাপন্ন হলেন, বিজ্ঞানান্তায়তন থেকে উঠে আকাশান্তায়তন সমাপন্ন

^১ আকাশানন্দায়তন (আকাশ + অনন্দ + আয়তন) হচ্ছে প্রথম অরূপ ধ্যানস্ফুর, যা আয়ত্ত হয় উত্তরোত্তর ধ্যানচর্চার মাধ্যমে সমস্ফুর রূপচর ধ্যানসমূহ অতিক্রম করে। অনন্দ আকাশ এ ধ্যানের আলম্বন বা বিষয়।

^২ বিজ্ঞানানন্দ আয়তন দ্বিতীয় অরূপ ধ্যানস্ফুর। বিজ্ঞান বা চিন্তের উৎপত্তি আছে, লয় আছে। এ অর্থে বিজ্ঞান সান্দ্র সীমাবদ্ধ। উৎপত্তি লয়ের সীমা ছাড়িয়ে অনন্দ আকাশের সঙ্গে যে বিজ্ঞান একীভূত, তার অনন্দ নেই সীমা নেই। তা আলম্বন করেই এ ধ্যান আয়ত্ত হয়।

^৩ অকিঞ্চনায়তন তৃতীয় অরূপ ধ্যানস্ফুর। অনন্দ বিজ্ঞানের অভাব শূন্যতা রিক্ততাকে আলম্বন করে যে ধ্যানস্ফুরে যোগী উন্নীত হন, তাকে বলা হয় অকিঞ্চনায়তন।

^৪ এ ধ্যান স্ফুরে চিত্ত ও চিন্তবৃত্তির স্থূলতা কিছুই থাকে না, তখন সংজ্ঞা বা প্রতীতিতে স্থূলতার অভাবে সংজ্ঞা বলা চলেনা এবং সূক্ষ্মভাবে তা বিদ্যমান বলে তাকে অসংজ্ঞাও বলা যায়না- নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা। তেমনি অবশিষ্ট চিন্তবৃত্তি ও চিত্ত সম্পর্কে এ কথাই প্রযোজ্য। যদিও সংজ্ঞাবেদনাদির এ অবস্থাকে আলম্বন করে ঐকান্তিক ধ্যানচর্চার ফলে চতুর্থ অরূপ ধ্যান স্ফুর আয়ত্ত হয়, তবুও ধ্যানের অভিধা রূপে শুধু সংজ্ঞাই উলিখিত।

হলেন, আকাশান্তায়তন থেকে উঠে চতুর্থ ধ্যান সমাপন হলেন, চতুর্থ ধ্যান থেকে উঠে তৃতীয় ধ্যান সমাপন হলেন, তৃতীয় ধ্যান থেকে উঠে দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন হলেন, দ্বিতীয় ধ্যান থেকে উঠে প্রথম ধ্যান সমাপন হলেন, প্রথম ধ্যান থেকে উঠে দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন হলেন, দ্বিতীয় ধ্যান থেকে উঠে তৃতীয় ধ্যান সমাপন হলেন, তৃতীয় ধ্যান থেকে উঠে চতুর্থ ধ্যান সমাপন হলেন। চতুর্থ ধ্যান থেকে উঠে অব্যবহিত ক্ষণে ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করলেন।

ভগবানের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা সহস্পতি এ গাথা উচ্চারণ করলেন-

জগতে সকল প্রাণী দেহ ত্যাগ করবে, যেখানে এতাদৃশ জগতের অপ্রতিসম শক্তিসম্পন্ন শাস্তা তথাগত সম্বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন।

ভগবানের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্র শত্রু এ গাথা বললেন-

উৎপত্তি-বিনাশশীল সংস্কার সমূহ একান্তই অনিত্য।
(এগুলো) উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়। তাদের উপশম- নির্বানই সুখ।

ভগবানের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুষ্মান আনন্দ গাথায় বললেন-

সর্ব উদ্ভমাকার সমন্বিত সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ হলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হয়, রোমহর্ষণ হয়।

ভগবানের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ এ গাথাগুলো উচ্চারণ করলেন-

স্থিতচিত্ত অচঞ্চল তথাগতের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বইছে না।
বিগততৃষ্ণ চক্ষুষ্মান শান্তির উদ্দেশে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

তিনি অলীন চিত্তে সকল বেদনা সহ্য করেছেন। দীপনির্বাণের মত তাঁর চিত্তবিমুক্তি হল।

ব্রহ্ম সংযুক্ত সমাপ্ত

ব্রাহ্মণ সংযুক্ত

প্রথম বর্গ

১ ধানঞ্জানি সূত্র

রাজগৃহ-

তখন জনৈক ভারদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণের সহধর্মিণী ধানঞ্জানী ব্রাহ্মণী বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জের প্রতি সুপ্রসন্না হন। তিনি ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের আহার নিয়ে যাবার সময় সামান্য পদস্থলনে তিনবার আনন্দোচ্ছ্বাস বাক্য উচ্চারণ করলেন- সে ভগবান অর্হৎ সম্যক্, সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

এ উক্তিতে ব্রাহ্মণ (বিরক্ত হয়ে) ধানঞ্জানী ব্রাহ্মণীকে বললেন “এ চণ্ডালী যেখানে সেখানে সে মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণের গুণ বর্ণনা করে। আমি এখনি গিয়ে সে শাস্তার বাদারোপ করব।”

ব্রাহ্মণী- “ওহে ব্রাহ্মণ, দেব-মার-ব্রহ্ম জগতে শ্রমণ ব্রাহ্মণসহ দেবমনুষ্য জনতার মধ্যে আমি তাঁকে দেখি না, যিনি সে ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের বাদারোপ করতে পারেন, তবে তুমি যাও (তাঁর কাছে); গিয়ে জানতে পারবে।”

অতঃপর ভারদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ মনে মনে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ করলেন। সন্তোষ স্মরণীয় আলাপ শেষ করে একান্তে বসে ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করলেন-

হে গৌতম, কোনটিকে ছেদন করে সুখে অবস্থান করে এবং শোক তপ্ত হয়না? কোন একটি বিষয়ে বিনাশ আপনি পছন্দ করেন?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, ক্রোধছেদন করে সুখে অবস্থান করে এবং শোক তপ্ত হয় না। মধুরাগ্র বিষমূল ক্রোধের বিনাশ আর্য্যগণ প্রশংসা করেন। তা ছেদন করে শোকাভীত হন।

এ বলা হলে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন “ভবৎ গৌতম, অতিসুন্দর! অতিমনোরম। আমি ভগবান গৌতমের শরণাগত হলাম, ধর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ নিলাম। আমি ভবৎ গৌতমের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করব।”

অতঃপর ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা^১ লাভ করলেন। অচিরদীক্ষিত আয়ুস্মান ভারদ্বাজ একক বিহারী নির্জনচারী অপ্রমত্ত উদ্যমশীল ও প্রেষিত্ত হয়ে বাস করে অচিয়েই সে অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের চরম (অর্হত্ত্ব) ইহজীবনে অভিজ্ঞানে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে অবিগত হয়ে বাস করতে লাগলেন, যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হন। তাঁর জন্ম ক্ষয় হল, ব্রহ্মচর্য পূর্ণ হল করণীয় সমাপ্ত হল, এ জন্মের পর অন্য সংসার ভ্রমণ নেই বলে তিনি জানলেন। আয়ুস্মান ভারদ্বাজ অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

২ অক্কোস সুত্ত

রাজগৃহ-

ব্রাহ্মণ আক্কেশক ভারদ্বাজ শুনলেন যে, ভারদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ করে শ্রমণ গৌতমের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ

^১ ভিক্ষুত্বে দীক্ষাদানকে উপসম্পদা বলা হয়।

করেছেন। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট ও ত্রুদ্ধ হয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে তাঁকে অসভ্য রূঢ় বচনে তিরস্কার নিন্দা করতে লাগলেন। তাঁর বলা শেষ হলে ভগবান ব্রাহ্মণ আক্রোশক ভারদ্বাজকে প্রশ্ন করলেন “হে ব্রাহ্মণ, তোমার কাছে কি কখনো তোমার বন্ধু-বান্ধব ও জাতিকুটুম্ব অতিথিরা আসেন না?”

ব্রাহ্মণ- হে গৌতম, কখনো কখনো আমার কাছে আমার বন্ধু-বান্ধব জাতিকুটুম্ব অতিথিরা আছেন বৈ কি?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, তা কি মনে করে, তাঁদের জন্য কি খাদ্য ভোজ্য লেহ্য প্রস্তুত করে না?

ব্রাহ্মণ- কখনো কখনো তাঁদের জন্য খাদ্য ভোজ্য লেহ্য প্রস্তুত করে থাকি।

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, যদি তাঁরা গ্রহণ না করেন, তা কার হয়?

ব্রাহ্মণ- হে গৌতম, যদি তাঁরা গ্রহণ না করেন, তা আমাদেরই থাকে।

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, ঠিক এমনি তুমি যে আমাদের বিনা আক্রোশে আক্রোশ করছ, বিনা রোষে রোষ করছ, বিনা বিবাদে বিবাদ করছ, তোমার সেগুলো আমরা গ্রহণ করছি না, তোমারই রইল। যে ব্যক্তি আক্রোশকারীকে পাল্টা আক্রোশ করে, রোষকারীকে প্রতিরোষ করে, বিবাদকারীর সঙ্গে পাল্টা বিবাদ করে, তাকে বলা যায় সে উপভোগ করছে প্রতিকার করছে; কিন্তু আমরা তা উপভোগ করছি না, প্রতিকারও করছি না, সেগুলো তোমারই রইল।

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতমকে রাজা সহ জনসমাজ জানেন যে, শ্রমণ গৌতম অর্হৎ, অথচ গৌতম ত্রুদ্ধ হচ্ছেন।

ভগবান- দান্ত সমজীবী সম্যক্জ্ঞান-বিমুক্ত উপশান্ত
অচঞ্চল অক্রোধীর্ধ্ব ক্রোধ কোথায়?

যে ত্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি পাল্টা ক্রোধ প্রদর্শন করে, তাতে
তারই অমঙ্গল হয়। ত্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি যে প্রতিত্রুদ্ধ হয় না, সে
দুর্জয় সংগ্রাম জয় করে।

যে ব্যক্তি পরকে ত্রুদ্ধ দেখে স্মৃতিমান হয়ে সহ্য করেন,
তিনি অল্পপর উভয়েরই হিতসাধন করেন!

(সহনশীলতা দ্বারা) অল্পপর উভয়ের চিকিৎসাকারীকে
ধর্মসম্বন্ধে অজ্ঞ জনগণ অবোধ বলে মনে করে।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ আক্রোশক ভারদ্বাজ ভগবানকে
বললেন “ভবৎ গৌতম অতি সুন্দর। অতি মনোরম।
আয়ুস্মান ভারদ্বাজ অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

৩ অসুন্দরিক সুভ

রাজগৃহ-

ব্রাহ্মণ অসুন্দরিক ভারদ্বাজ শুনলেন যে, ভারদ্বাজ গোত্র
ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ করে শ্রমণ গৌতমের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ
করেছেন। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট ও ত্রুদ্ধ হয়ে ভগবানের কাছে
গিয়ে তাঁকে অসভ্য রূঢ় বচনে তিরস্কার নিন্দাবাদ করতে
লাগলেন। ভগবান নীরব রইলেন। তখন ব্রাহ্মণ অসুন্দরিক
ভারদ্বাজ ভগবানকে বললেন ‘হে শ্রমণ, তোমাকে হারিয়েছি
জয় করেছি।’

ভগবান- অবোধ ব্যক্তি বচনে রূঢ়ভাষী হয়ে জয় হয়েছে
বলে মনে করে। জ্ঞানীর যে তিতিক্ষা বা ক্ষমাশীলতা, তাই তাঁর
(প্রকৃত) জয়।

যে ত্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি

..... অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

৪ বিলঙ্গিক সুত্ত

রাজগৃহ-

ব্রাহ্মণ বিলঙ্গিক ভারদ্বাজ শুনলেন যে, ভারদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে নীরবে দাঁড়ালেন। ভগবান স্থায়ী চিত্তের দ্বারা তাঁর মনের চিন্তা অবগত হয়ে তাঁকে গাথায় বললেন-

যে ব্যক্তি অদুষ্ট বা দোষহীন শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক পুরুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, বায়ুর বিপরীত দিকে প্রক্ষিপ্ত ধুলির মত (তাঁর অনুষ্ঠিত) পাপ সে অজ্ঞ ব্যক্তির কাছেই ফিরে আসে।

এ কথা বলা মাত্র ব্রাহ্মণ বিলঙ্গিক ভারদ্বাজ

অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

৫ অহিংসক সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ব্রাহ্মণ অহিংসক জটাম্বারদ্বাজ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে সম্ভাষণ করলেন এবং স্মরণ যোগ্য সন্তোষ জনক বাক্যলাপ শেষ করে একান্তে বসে ভগবানকে বললেন “ভবৎ গৌতম, আমি অহিংসক, আমি অহিংসক।”

ভগবান- যে রকম নাম, সেরকম যদি হও, তবে তুমি অহিংসক। যে কায়মনোবাক্যে হিংসা করে না, পরের অশুভাকাজী হয় না, সে একান্তই অহিংসক হয়।

এ উক্তির পর অহিংসক ভারদ্বাজ অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

৬ জটা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ব্রাহ্মণ জটাবারদ্বাজ ভগবানের নিকট উপস্থিত একান্তে বসে ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করলেন-

অন্তরে (তৃষ্ণার) জটাজাল, বাইরে (তৃষ্ণার) জটাজাল, সে জটাজালে জনতা জড়িত। কে এ জটাজাল ছিন্ন করবে?

ভগবান-

প্রাজ্ঞ বা ধীসম্পন্ন বীর্যবান নিপুণ ভিক্ষু শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধিমগ্ন ও বিদর্শনরত হয়ে এ জটাজাল ছিন্ন করবে।

যাদের রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যা বিদূরীত, সে ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণের অন্তরের জটাজাল ছিন্ন।

যেখানে নাম^১ ও রূপ^২ এবং প্রতিঘ রূপসংজ্ঞা নামে কথিত ত্রিভব নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়, সে নির্বাণলাভে জটাজাল ছিন্ন হয়ে যায়।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ জটাবারদ্বাজ অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

৭ সুদ্ধিক সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ব্রাহ্মণ শুদ্ধিক ভারদ্বাজ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একান্তে বসে ভগবানের সম্মুখে একথা উচ্চারণ করলেন-

জগতে কোন ব্রাহ্মণ শীলবান তপস্যারত হয়ে শুদ্ধ হয় না। ত্রিবেদ বিদ্যায় পারদর্শী ও গোত্রাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণই শুদ্ধ হন- অন্য জনগণ নয়!

^১ নাম বলতে বোঝায় মানসিক দেহ।

^২ রূপ হচ্ছে ভৌতিক দেহ।

ভগবান- অন্তরে কামাদি পূতিযুক্ত, সংক্লিষ্ট, কুহক বা প্রতারণাশ্রিত ব্যক্তি বহু প্রলাপ জল্পনা করেও জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না।

আরন্ধবীর্য প্রেষিত্ত নিত্যদৃঢ়পরাক্রম ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল আর পুষ্পনিষ্ক্রেপ ঝাড়ুদারই হোক, সে ব্যক্তিই পরম শুদ্ধি লাভ করে- হে ব্রাহ্মণ, এ জেনে রেখো।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ শুদ্ধিক ভারদ্বাজ অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

৮ অগ্নিক সুত্ত

রাজগৃহ-

ব্রাহ্মণ আগ্নিক ভারদ্বাজের আগ্নিহোম সম্পাদনের জন্য পায়স ঘৃত সংযোজিত হয়। ভগবান পূর্বাঙ্কে অন্তর্বাস পরিধান পূর্বক পাত্র চীবর নিয়ে রাজগৃহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। তথায় গৃহ থেকে গৃহান্তরে অনুক্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করে আগ্নিক ভারদ্বাজের গৃহে উপস্থিত হয়ে একান্তে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ আগ্নিক ভারদ্বাজ ভগবানকে ভিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান দেখে গাথায় বললেন-

ত্রিবেদজ্ঞ উচ্চ বংশজাত বহুশ্রুত বিদ্যাচারণসম্পন্ন ব্যক্তিই এ পায়স ভোগ করতে পারেন।

ভগবান- অন্তরে কামাদিপূতিযুক্ত, সংক্লিষ্ট, কুহনা বা প্রতারণাপরিবৃত্ত ব্যক্তি বহু প্রলাপ জল্পনা করেও জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না।

যিনি পূর্বনিবাস বিদিত অর্থাৎ জাতিস্মর হয়েছেন, (দিব্য দৃষ্টিতে) স্বর্গনরক দর্শন করেন, জন্মক্ষয় বা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিজ্ঞানে ধর্মউপলব্ধি করে ব্রহ্মচার্য্যবাসসিদ্ধ মুনি

হয়েছেন, তিনি এ ত্রিবিদ্যা দ্বারা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণ হন। সে বিদ্যাচার সম্পন্ন ব্যক্তি এ পায়স ভোগ করতে পারেন।

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতম, ভোগ করুন এ পায়স। আপনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, গাথা গেয়ে লব্ধ দ্রব্য আমার ভোগ্য নয়। দ্রষ্টাদের এ ধর্ম বা রীতি নয়। গাথা গেয়ে লব্ধ দ্রব্য বুদ্ধগণ পরিত্যাগ করেন। হে ব্রাহ্মণ, ধর্মই তাঁদের জীবিকা বৃদ্ধি।

কৈবল্য প্রাপ্ত ক্ষীণাস্রব কৌকৃত্য^১ ত্যাগে উপশান্ত মহর্ষিকে অন্য অনুপানের দ্বারা সেবা কর। তা পূণ্যাকঙ্ক্ষীর ক্ষেত্র হয়।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ আগ্নিক ভারদ্বাজ অর্হৎহণের অন্যতম হলেন।

৯ সুন্দরিক সুভ

এক সময় ভগবান কোশল রাজ্যে সুন্দরিকা নদীর তীরে বাস করছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ সুন্দরিক ভারদ্বাজ নদী তীরে অগ্নিহোম সম্পাদনে রত হলেন। হোম সমাপ্ত করে ‘কে এ হব্যাবশেষ ভোগ করবে’ বলে তিনি আসন থেকে উঠে চারদিকে তাকালেন। তখন তিনি এক বৃক্ষ মূলে আপাদমস্তকাবৃত উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে তিনি বামহস্তে হব্যাবশেষ এবং দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডল নিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন।

^১ কেন এ দুষ্কর্ম করলাম অথবা কেন এ সুকর্ম করলাম না বলে যে অনুশোচনা, খেদ এবং তজ্জনিত মানসিক উদ্বেগ অশান্দি হয়, তাকে বলা হয় কৌকৃত্য।

ভগবান ব্রাহ্মণ সুন্দরিক ভারদ্বাজের পদশব্দ শুনে মস্তক অনাবৃত করলেন। তাতে সুন্দরিক ভারদ্বাজ ‘এ যে মুণ্ডিত মস্তক’ ‘এ যে মুণ্ডিত মস্তক’ বলে ফিরতে উদ্যত হলেন। তখন তাঁর মনে হল “কোন কোন মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণও তো আছেন। বেশ, আমি তাঁর কাছে গিয়ে জাতির কথা জিজ্ঞেস করি।” অতঃপর তিনি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন “আপনার জাতি কি?”

ভগবান- জাতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, শীলাদি আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। কাষ্ঠ থেকে একান্তই অগ্নি উৎপন্ন হয়। নীচ কুলে জাত ব্যক্তিও ধৃতিমান (পাপের প্রতি ঘৃণায়) পাপনিবারী জ্ঞানসম্পন্ন মুনি হন।

(যিনি) সত্যের দ্বারা দান্ত দমসমন্বিত বেদান্ত বা পরাজ্ঞানের শেষ সীমায় উপনীত (অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিতে) ব্রহ্মচর্যবাসের পরম ব্রতসম্পন্ন, তাঁকেই যজ্ঞসম্পাদনকারীর আহ্বান করা বিধেয়। সে যজ্ঞসম্পাদনকারী যথাকালে দক্ষিণার্হের প্রতি নৈবদ্য অর্পণ করে।

ব্রাহ্মণ- যেহেতু আমি পরাজ্ঞানের পারপ্রাপ্ত তাদৃশ (মহামুনিকে) দেখছি আমার যজ্ঞ একান্ত সুযজিত মুহূর্ত। আপনার মত (মহাপুরুষের) অদর্শনে অন্য (অভাজন) ব্যক্তি এ হব্যাবশেষ ভোগ করত।

ভবৎ গৌতম, ভোগ করুন এ পায়স। আপনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, গাথা গেয়ে লব্ধ ধর্মই তাঁদের জীবিকাবৃত্তি

কৈবল্য প্রাপ্ত ক্ষীণাত্মব ক্ষেত্র হয়।

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতম, আমি কাকে এ হব্যাবশেষ দিই?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, তথাগত ও তথাগত শিষ্য ব্যতীত দেব-মার-ব্রহ্ম জগতে শ্রমণ ব্রাহ্মণ সহ দেবমনুষ্য জনতার মধ্যে এমন কাকেও দেখছি না, এ হব্যাবশেষ ভোগ করে সম্যক্ ভাবে পরিপাক করতে পারে। তবে এ হব্যাবশেষ তৃণহীন স্থানে ফেলে দাও অথবা প্রাণিহীন জলে ডুবিয়ে দাও।

অতঃপর সুন্দরিক ভারদ্বাজ সে হব্যাবশেষ প্রাণিহীন জলে ডুবিয়ে দিলেন। তা জলে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই চিট্ চিট্ শব্দ করতে লাগলো জল বুদবুদ তুলতে লাগলো। সারাদিনের সন্তপ্ত লাঙ্গল ফলক যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হলে চিট্‌চিট্ শব্দ করে এবং জল বুদবুদ তোলে, তেমনি সে হব্যাবশেষ জলে নিক্ষিপ্ত হয়ে চিট্ চিট্ করতে লাগলো, বুদ বুদ তুলতে লাগলো। তাতে ব্রাহ্মণ সংবিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হয়ে ভগবানের নিকটে গিয়ে একান্তে দাঁড়ালেন। ভগবান তাঁকে গাথায় বলেন-

হে ব্রাহ্মণ, কাঠ জ্বলে শুদ্ধি লাভ হয় মনে করো না। এ বাহ্যিক। যে বাইরের শুদ্ধি চায়, তার তাতে শুদ্ধি হয় নিপুণ (ঋষিগণ) বলেন না।

হে ব্রাহ্মণ, আমি কাঠ জ্বালানো ত্যাগ করে অন্তরেই জ্ঞানাগ্নি জ্বালাচ্ছি। আমি নিত্যাগ্নি নিত্যসমাহিত হয়ে অর্হন্তের ব্রহ্মচর্য পালন করছি।

হে ব্রাহ্মণ, (জাতি গোত্র ইত্যাদির জন্য) তোমার মান বা অহঙ্কার পাষণ্ড ভাব (যা উর্দ্ধগতি রোধ করে নি দিকে টানে) ক্রোধ ধূম (যা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে), মিথ্যা বাক্য ভ্রম (যা জ্ঞানকে প্রকাশ হতে দেয় না)। (তবে ধর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য) জিহ্বা হোমদবী, হৃদয় জ্যোতি স্থান বা হোমকুণ্ড এবং সুদান্ত অগ্নি ব্যক্তির জ্যোতি।

হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম সৎপুরুষগণের প্রশংসিত অনাবিল হৃদ;
শীল তার তীর্থ বা ঘাট, যেখানে পরাজ্ঞানের পারপ্রাপ্ত ঋষিগণ
লাত হয়ে অসিক্ত গাত্রে নির্বাণের পারে উত্তীর্ণ হন।

হে ব্রাহ্মণ, সত্য (অর্থাৎ বাক্ বা সম্যক্ বাক্য) ধর্ম, (অর্থাৎ
সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও
সম্যক্ সমাধি), সংযম (অর্থাৎ সম্যক্ কর্ম ও জীবিকা)- এ
অষ্টাঙ্গিক মার্গই ব্রহ্মচর্য। (এবম্বিধ ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে) মধ্য
নিশ্রিত (অর্থাৎ শাস্বত ও উচ্ছেদবাদের মধ্যবর্তী) ব্রহ্মপ্রাপ্তি
হয়। (সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত) ঋতু বা অবক্ষ ঋষিগণের প্রতি তুমি
প্রণাম নিবেদন কর। সে ব্যক্তিকেই আমি ধর্মানুসারী বলে বর্ণনা
করি।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ সুন্দরিক ভারদ্বাজ অহংগণের
অন্যতম হলেন।

১০ বহুবীতু সুত্ত

এক সময় ভগবান কোশলরাজ্যে এক বনভূমিতে অবস্থান
করছিলেন। তখন এক ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের চৌদ্দটি বলদ
নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায়। সে ব্রাহ্মণ সে বলদগুলোকে অন্বেষণ
করতে করতে সে বনে প্রবেশ করলেন। তথায় তিনি ঋজুদেহে
নিবিষ্ট মনে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেলেন।
দেখেই তিনি ভগবানের সমীপে গিয়ে এ গাথাগুলো উচ্চারণ
করলেন-

আহা! এ শ্রমণের তো এমন নয় যে চৌদ্দটি বলদ আজ
থেকে ছয়দিন দেখা যাচ্ছেনা। তাই এ শ্রমণ সুখী।

আহা। এ শ্রমণের তো এমন নয় যে ক্ষেত্রে (অতিবর্ষণে)
তিলগুলো এক পাতা দুই পাতা মেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই
এ শ্রমণ সুখী।

এ শ্রমণের তো এমন নয় যে শূন্য ভাণ্ডারে মুষিকগুলো উল্লসিত নৃত্য করছে। তাই এ শ্রমণ সুখী।

এ শ্রমণের তো এমন নয় যে সাত মাস ধরে পাতা বিছানা (ছারপোকায়) আচ্ছন্ন। তাই এ শ্রমণ সুখী।

এ শ্রমণের তো এমন নয় যে এক পুত্র দুই পুত্রের জননী সাত কন্যা বিধবা। তাই এ শ্রমণ সুখী।

এ শ্রমণের তো এমন নয় যে পিঙ্গলবর্ণা তিলকাহতগাত্রা গৃহিনী ঘুমন্ত স্বামীকে পায়ের দ্বারা জালায়। তাই এ শ্রমণ সুখী।

এ শ্রমণের তো এমন নয় যে সকালেই ঋণ দাতারা (টাকা ফেরৎ চেয়ে) দাও দাও বলে তাগাদা করে না। তাই এ শ্রমণ সুখী।

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, চৌদ্দটি বলদ আজ থেকে ছয় দিন দেখা যাচ্ছে না- এমন তো আমার নয়। তাই আমি সুখী।

হে ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্র তিলচারাগুলো এক পাতা দুই পাতা মেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে- এমন তো আমার নয়। তাই আমি সুখী।

.....

.....

হে ব্রাহ্মণ, সকালেই ঋণদাতারা (টাকা ফেরৎ চেয়ে) দাও দাও বলে আমাকে তাগাদা করে না। তাই আমি সুখী।

এ উক্তি শুনে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

দ্বিতীয় বর্গ

১ কসি সুত্ত

আমি এমন শুনিযাছি- এক সময় মগধ রাজ্য দক্ষিণাগিরি অঞ্চলে এক নালা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে বাস করেছিলেন। তখন বপন কালে ব্রাহ্মণ কৃষক ভারদ্বাজের পাঁচ শ লাঙল প্রযুক্ত হয়েছিল বা কাজে লাগানো হয়েছিল। ভগবান পূর্বাহ্নে পাত্র চীবর নিয়ে ব্রাহ্মণ কৃষক ভারদ্বাজের কর্মস্থলে উপস্থিত হলেন।

সে সময় কৃষক ভারদ্বাজের পরিবেশন চলছিল। ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে একান্তে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ ভগবানকে ভিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান দেখে বললেন, “হে শ্রমণ, আমি কর্ষণ করি বপন করি, কর্ষণ করে বপন করে খাও।”

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, আমিও কর্ষণ করি বপন করি, কর্ষণ করে বপন করে খাই।

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতমের লাঙল, জোয়াল, ফাল, পাচন বাড়ি, বলদ কিছুই আমরা দেখছিনা, অথচ ভবৎ গৌতম বলছেন “আমিও কর্ষণ করি বপন করি, কর্ষণ করে বপন করে খাই।”

কৃষক ভারদ্বাজ ভগবানকে গাথায় বললেন-

কৃষক বলে আপনি পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু আপনার কৃষিকর্ম কিছুই দেখছি না। আপনি কিরকম কৃষক তা বলুন। কিরূপে সে কৃষিকর্ম জানতে পারি।

ভগবান- (আমার কৃষি কর্মে) শ্রদ্ধা বীজ, তপস্যা বৃষ্টি, প্রজ্ঞা লাঙল জোয়াল, হ্রী বা পাপের প্রতি ঘৃণা ঈশা বা লাঙল দণ্ড, মন যোত্র বা গরু বাঁধার জোত, স্মৃতি বা জাগরণশীলতা আমার ফাল পাচন বাড়ি।

(কায়সূচরিতের দ্বারা) কায়সংযত, (বাক্সূচরিতের দ্বারা) বাক্সংযত উদরে আহারে সংযত বা মিতাহারী হয়ে সত্যে (পাপ চেতনার আগছা) উপড়ে ফেলি এবং সৌরত্য অর্থাৎ সুন্দর নির্বাণে রতি আমায় (করণীয় থেকে) মুক্তি।

বীর্য বা সম্যক প্রচেষ্টা আমার যোগক্ষেমাধিবাহন^১ ধরবাহী অবিরাম চলছে যেখানে গিয়ে শোক করেন।

ব্রাহ্মণ- ভোজন করুন, ভবৎ গৌতম কৃষক বলেন, যেহেতু ভবৎ গৌতম অমৃতবলপ্রদ কৃষি কর্ষণ করেন।

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, গাথা উচ্চারণে লব্ধ আহার আমার ভোগ্য নয় ক্ষেত্র।

এ উক্তি শুনে কৃষক ভারদ্বাজ শরণাগত উপাসক বলে মনে করুন।

২ উদয় সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভগবান পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে ব্রাহ্মণ উদয়ের গৃহে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ উদয় ভগবানের পাত্র অন্নে পূর্ণ করে দিলেন। দ্বিতীয় বারও ভগবানের পাত্র অন্নে পূর্ণ করলেন। তৃতীয় বার ভগবান তৃতীয়বারও তিনি ভগবানের পাত্র পূর্ণ করে দিয়ে তাঁকে বললেন “শ্রমণ গৌতম রসলিঙ্গু হয়ে বার বার আসেন।”

ভগবান- বার বার বীজ বপন করে, বার বার মেঘ বর্ষণ করে, বার বার কৃষকেরা ক্ষেত্র কর্ষণ করে, বার বার রাজ্য ধান্যসমৃদ্ধ হয়।

^১ নির্বাণকে যোগক্ষেম বলা হয়। যোগক্ষে নির্বাণের পানে নিয়ে যায়, তা যোগক্ষেমাধিবাহন।

বার বার যাচকেরা যাঞ্চ করে, বার বার দানপতিরা দান করেন; তাঁরা বার বার দান করে স্বর্ণ স্থানে উপগত হন।

দুঃখদোহনকারীরা বার বার দোহন করে, বাছুর বার বার মায়ের কাছে যায়, বার বার ক্লান্ত হয়, মূঢ় জন বার বার মাতৃগর্ভ প্রাপ্ত হয়।

বার বার জন্ম নেয় ও মরে, বার বার শ্মশানে নিয়ে যায়, কিন্তু মহাজ্ঞানী অপুনর্ভবের (যে স্থানে পুনর্জন্ম নেই) বা নিবাণের মার্গ লাভ করে বার বার জন্ম গ্রহণ করেন না।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ উদয় শরণগত উপাসক বলে মনে করল।

৩ দেবহিত সুভ

শ্রাবস্তী-

তখন ভগবান বাতরোগগ্রস্ত হন। আয়ুষ্মান উপবান তাঁর সেবা করতে থাকেন। ভগবান আয়ুষ্মান উপবানকে সম্বোধন করে বললেন “হে ভগবান, তুমি উষ্ণ জলের ব্যবস্থা করো।” ‘হাঁ ভদন্ত’ বলে সায় দিয়ে আয়ুষ্মান উপবান পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে ব্রাহ্মণ দেবহিতের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি নীরবে একান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণ দেবহিত তাঁকে তথা দণ্ডায়মান দেখে গাথায় বললেন-

উত্তরীয়াবৃত মুণ্ডিত মস্তক ভবৎ নীরবে দাঁড়িয়ে কি চান? কি যাঞ্চ করতে এসেছেন?

আয়ুষ্মান উপবান- জগতে অর্হৎ সুগত মুনি বাতরোগগ্রস্ত হয়েছেন। হে ব্রাহ্মণ, যদি উক্ত জল থাকে মুনির জন্য দান করুন। তিনি পূজ্যগণের পূজিত, সেবাইগণের সেবিত এবং সম্মানার্থগণের সম্মানিত। তাঁর জন্য (উষ্ণ জল) নিয়ে যেতে উচ্ছা করি।

অতঃপর ব্রাহ্মণ দেবহিত উষজলের ভার লোক দ্বারা বইয়ে গুড়ের ঠোঙা আয়ুস্মান উপবানের হাতে দিলেন। আয়ুস্মান উপবান ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উষজলে স্নান করালেন এবং গুড় উষজলে গুলিয়ে তাঁর হাতে দিলেন। অনন্তর ভগবানের রোগ সেরে গেল। ব্রাহ্মণ দেবহিত ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয় কথা শেষ করে একান্তে বসলেন। তিনি ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করলেন-

দানবস্ত্র কোথায় দেওয়া উচিত? কোথায় দিলে মহৎ ফল হয়? কি ভাবে কোথায় দানযজ্ঞ করলে দক্ষিণা সফল হয়?

ভগবান- যিনি পূর্বনিবাস জ্ঞাত হয়েছেন অর্থাৎ জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করেছেন, (দিব্য দৃষ্টিতে) স্বর্ণ নরক দর্শন করেন, জন্মক্ষয় বা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিজ্ঞানে ধর্ম উপলব্ধি করে ব্রহ্মচর্যবাসসিদ্ধ মুনি হয়েছেন, তাঁকে দানবস্ত্র দেওয়া উচিত। এখানে দিলে মহৎফল হয়। এভাবে দানযজ্ঞকারীদের দক্ষিণা এমনি সফল হয়।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ দেবহিত উপাসক বলে মনে করণ।

৪ মহাসাল সুত্ত

শ্রাবস্তী-

অন্যতম ব্রাহ্মণ প্রবর রক্ষ চেহারায় রক্ষ বেশে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয় কথা শেষ করে একান্তে বসলেন। ভগবান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন “হে ব্রাহ্মণ, তোমার এ রক্ষ চেহারা রক্ষ বেশ কেন?

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতম, আমার চার পুত্র। তারা পত্নীদের পরামর্শে আমাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে।

ভগবান- তা'হলে তুমি গাথাগুলো কণ্ঠস্থ করে সভায় বিপুল জনতার সমাবেশে পুত্রগণ উপবিষ্ট থাকলে বলো-

যাদের জন্ম হলে আনন্দিত হয়েছিলাম এবং যাদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছিলাম, তারা আজ পত্নীদের পরামর্শে কুকুর যেমন শূয়রকে তাড়ায় তেমনি আমাকে তাড়াচ্ছে।

অসৎ নীচ পুত্ররূপী রাক্ষসগণ (তখন আমাকে) 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকত, (এখন তারা) বয়োবৃদ্ধ আমাকে পরিত্যাগ করেছে।

জীর্ণ অব্যবহার্য অশ্ব যেমন খাদ্য থেকে অপনীত হয়, তেমনি বালকদের স্থবির পিতা (আহার থেকে বঞ্চিত হয়ে) পরগৃহে ভিক্ষা করছে।

যেহেতু আমার পুত্রগণ অবাধ্য, আমার ষষ্টিই শ্রেয় যা চণ্ড গরুকে চণ্ড কুকুরকে বারণ করে বা বাধা দেয়, অন্ধকারে পুরোভাগে থাকে এবং গভীর জলে ঠাঁই খোঁজে। দণ্ডের প্রভাবে স্থলিত হয়েও আবার দাঁড়ায়।

অতঃপর সে ব্রাহ্মণপ্রবর ভগবানের নিকট এগাথাগুলো মুখস্থ করে সভায় বিপুল জনতার সমাবেশে পুত্রগণ বসলে উচ্চারণ করলেন-

যাদের জন্ম হলে আনন্দিত হয়েছিলাম স্থলিত হয়ে আবার দাঁড়ায়।

তদনন্তর সে ব্রাহ্মণকে পুত্রগণ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লান করিয়ে প্রত্যেকে থাকে নববস্ত্র যুগলে আচ্ছাদিত করলেন। ব্রাহ্মণ প্রবর এক জোড়া নূতন বস্ত্র নিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয় কথা

শেষ করে একান্তে উপবেশন পূর্বক ভগবানকে বললেন “ভবৎ গৌতম, আমরা ব্রাহ্মণ আচার্যের জন্য আচার্যধন অন্বেষণ করি, আপনি এ আচার্য ভাগ গ্রহণ করুন।” ভগবান অনুকম্পায় তা গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণপ্রবর ভগবানকে বললেন “ভবৎ গৌতম উপাসক বলে মনে করুন।

৫ মানখন্ড সুত্ত

সে সময়ে সানানম্ন নামক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করতেন। তিনি মাতা পিতাকে অভিবাদন করতেন না, আচার্যকে অভিবাদন করতেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও অভিবাদন করতেন না। একদা ভগবান বিরাট জন পরিষদ পরিবৃত হয়ে ধর্ম দেশনা করছিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ মানানম্নের মনে এ চিন্তার উদয় হল “শ্রমণ গৌতম বিপুল জনতার মধ্যে ধর্মদেশনা করছেন, আমি সেখানে উপস্থিত হবো। যদি শ্রমণ গৌতম আমার সঙ্গে আলাপ করেন, আমিও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো।”

ব্রাহ্মণ মানানম্ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তুষ্টীম্ভাব ধারণ করে একান্তে দাঁড়ালেন। ভগবান তাঁর সঙ্গে আলাপ না করায় তিনি ভাবলেন “এ শ্রমণ গৌতম কিছুই জানেন না।” তা ভেবে তিনি ফিরতে উদ্যম হলেন। ভগবান তাঁর মনের চিন্তা স্বীয় চিন্তের দ্বারা অবগত হয়ে তাঁকে গাথায় বললেন-

হে ব্রাহ্মণ, ইহজগতে অর্থীর অহঙ্কার ভাল নয়। যে অর্থের বা প্রয়োজনে এসেছে, তা সিদ্ধ করা কর্তব্য।

অতঃপর ব্রাহ্মণ মানানম্ন “শ্রমণ গৌতম আমার মনের চিন্তা জানেন” বলে সেখানেই ভগবানের চরণে মস্তক লুটিয়ে দিয়ে তাঁর পদদ্বয় চুম্বন করতে লাগলেন, হাতে টিপে দিতে লাগলেন এবং নিজের নাম শোনাতে লাগলেন “ভবৎ গৌতম,

আমি মানানম্ ।” এতে জনপরিষদ আশ্চর্যান্বিত হয়ে মনে মনে বলতে লাগলো “আশ্চর্য! অদ্ভুত! এ ব্রাহ্মণ মানানম্ মাতাপিতাকে অভিবাদন করে না, আচার্যকে অভিবাদন করে না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অভিবাদন করে না, অথচ শ্রমণ গৌতমের প্রতি এমন বিনয় প্রদর্শন করছেন ।” ভগবান ব্রাহ্মণ মানানম্কে বললেন “হে ব্রাহ্মণ, আর নয়, উঠে নিজের আসনে বসো, যেহেতু আমার প্রতি তোমার চিন্ত প্রসন্ন ।” ব্রাহ্মণ নামানম্ নিজের আসনে বসে ভগবানকে গাথায় বললেন-

কাদের প্রতি অহঙ্কার করা উচিত নয়? কাদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করা উচিত, কারা পূজার্থ এবং কারা বিশেষ ভাবে পূজার্থ? ভগবান- মাতার প্রতি, পিতার প্রতি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি এবং চতুর্থত আচার্যের প্রতি অহঙ্কার দেখাবে না । তাঁদের সম্মান করা উচিত । তাঁরা পূজার্থ এবং বিশেষভাবে পূজার্থ । পরম শান্তিপ্রাপ্ত কৃতকৃত্য অনাস্রব অর্হৎগণের প্রতি অহঙ্কার বিনোদন পূর্বক বিনীত হয়ে সে অনুত্তর পুরুষগণকে প্রণাম করবে ।

৬ পচ্চনীক সুত্ত

সে সময়ে পচ্চনীক সাত (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদ রসিক) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করতেন । তাঁর মনে এমন চিন্তার উদয় হল “বেশ আমি যেখানে শ্রমণ গৌতম সেখানে উপস্থিত হবো । যা যা শ্রমণ গৌতম বলবে, তার প্রাতিকুল্য করবো বা উল্টেটা বলবো ।” তখন ভগবান উন্মুক্ত স্থানে পায়চারি করছিলেন । ব্রাহ্মণ পচ্চনীক সাত সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করতে করতে তাঁকে বললেন- “হে শ্রমণ, ধর্ম কথা বলো ।”

ভগবান- ক্লিষ্টচিত্ত সংরম্ভবহুল বিরুদ্ধবাদরসিকের পক্ষে সুভাষিত বা ধর্মকথা সুবিজ্ঞেয় হয় না।

যে সংরম্ভ ও মনের অপ্রসন্নতা বিনোদন করে এবং বিদ্বেষ্ট ভাব পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি সুভাষিত জানতে পারে বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ পাচনীক সাত উপাসক বলে মনে করণ।

৭ নবকম্ম সুত্ত

এক সময় ভগবান কোশলরাজ্যে এক বনে বাস করতেন। তখন ব্রাহ্মণ নবকর্মী ভারদ্বাজ সে বনে লোক জন নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি এক শাল বৃক্ষের মূলে ঋজু দেহে নিবিষ্ট মনে ভগবানকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে তাঁর মনে এরকম চিন্তার উদয় হল “আমি এ বনভূমিতে কাজ করিয়ে আনন্দ পাচ্ছি, এ শ্রমণ কি করিয়ে মগ্ন আছেন?” তিনি ভগবানের কাছে গিয়ে গাথায় বললেন-

হে ভিক্ষু, শালবনে আপনার কি কাজ করা হচ্ছে, যেহেতু অরণ্যে একা রতি বা আনন্দ উপভোগ করছেন।

ভগবান- বনে আমার কোন করণীয় নেই। আমার ক্লেশবন উন্মূলিত, ক্লেশকণ্টক বিগত। সে আমি ক্লেশহীন (রাগাদি) শল্যহীন হয়ে অরতি বা নিরানন্দ পরিহার পূর্বক বনে একা রমিত বা আনন্দ মগ্ন হচ্ছি।

এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ নবকর্মী ভারদ্বাজ উপাসক বনে মনে করণ।

কোশলের বনাঞ্চল-

জনৈক ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের তরুণ শিষ্যগণ কাষ্ঠ সংগ্রহরত হয়ে বনভূমিতে উপস্থিত হয়ে সেখানে ঋজুদেহে নিবিষ্ট মনে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেল। তাঁকে দেখেই তারা ভারদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলল “দেব, জানুন- ঐ বনে এক শ্রমণ ঋজু দেহে নিবিষ্ট মনে বসে আছেন। ভারদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ সে তরুণ শিষ্যদের সঙ্গে সে বনে উপস্থিত হয়ে তথা উপবিষ্ট ভগবানকে গাথায় বললেন-

হে ভিক্ষু, জনশূন্য বিজন অরণ্যে প্রবেশ করে ভীতিবহুল গভীর বনে সুন্দর স্থির অচঞ্চল দেহে একান্ত সুচারু রূপে ধ্যান করছেন।

যেখানে গীত নেই, বাদ্য নেই, মুনি একা তেমন বনাশ্রিত। এ আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছে যে আপনি আনন্দ পূর্ণ মনে বনে একা বাস করেন।

আমি মনে করি লোকাধিপতির সাযুজ্য অনুত্তর ত্রিবিধ আকাজ্জা করে (বনবাসী হয়েছেন।) কেন আপনি বিজন অরণ্যাস্রিত? এখানে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করছেন কি?

ভগবান- বিভিন্ন বিষয়সমূহে নিবিষ্ট যে কোন আকাজ্জা অভিনন্দনা বা আকর্ষণ, সমস্তই অজ্ঞতাপ্রসূত জল্পিত। সে সমস্তই সমূলে নষ্ট করেছি উৎপাটন করেছি। আমি অনাকাঙ্ক্ষা অনাসক্ত অনুপগত এবং সর্ববিষয়ে বিশুদ্ধ দৃষ্টি সম্পন্ন। হে ব্রাহ্মণ, অনুত্তর শ্রেষ্ঠ সম্বোধি প্রাপ্ত হয়ে নির্জনে নির্ভয়ে ধ্যান করছি।

৯ মাতৃপোষক সুত্ত

জনৈক মাতৃপোষক ব্রাহ্মণও ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সহিত সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয় কথা শেষ করে একান্তে বসে ভগবানকে বললেন “হে গৌতম, আমি ধার্মিক ভাবে ভিক্ষা অন্বেষণ করি এবং ধার্মিক ভাবে ভিক্ষা অন্বেষণ করে মাতা পিতাকে পোষণ করি। হে গৌতম, তাতে আমি কৃত্যকারী বা সম্পন্নকৃত্য হই কি?”

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, তাতে তুমি একান্তই কৃত্যকারী হও বা করণীয় সম্পন্ন কর। হে ব্রাহ্মণ যে ধার্মিকভাবে ভিক্ষা অন্বেষণ করে এবং তথা মাতা পিতার ভরণপোষণ করে, সে বহু পুণ্য অর্জন করে।

(ভগবান গাথায় বললেন-)

যে ব্যক্তি মাতা কিংবা পিতাকে ধর্মত পোষণ করে, মাতা পিতার প্রতি সে পরিচর্যার জন্য পণ্ডিতগণ তাঁকে ইহলোকে প্রশংসা করেন এবং পরলোকে সে স্বর্গে আমোদিত হয়।

এ উক্তি শুনে মাতৃপোষক ব্রাহ্মণ

..... উপাসক বলে মনে করলেন।

১০ ভিক্ষক সুত্ত

জনৈক ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ করলেন বললেন “ভবৎ গৌতম ভিক্ষাজীবী এবং আমিও ভিক্ষাজীবী। এখানে আমাদের পার্থক্য কোথায়?”

ভগবান- পরের দ্বারে ভিক্ষা করলেই ভিক্ষু হয় না, নিকৃষ্ট পাপধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষু হওয়া যায় না শুধু ভিক্ষাব্রতের জন্য। যে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাপপুণ্যকে অতিক্রম করে এবং

জগতে জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে বিচরণ করে তাকেই প্রকৃত ভিক্ষু বলা হয়।

এ উক্তি শুনে ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ

উপাসক বলে গ্রহণ করলেন।

১১ সংগারব সুত্ত

সে সময়ে সঙ্গারব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে বাস করতেন। তিনি ছিলেন উদক শুদ্ধিক, উদকের দ্বারা অর্থাৎ উদক শুদ্ধি হয় বিশ্বাস করতেন। এজন্য সন্ধ্যায় জলে অবতরণ বা স্নানকৃত্যে যুক্ত থাকতেন।

একদিন আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। ভিক্ষাগ্রহণের পর আহারকৃত্য সমাপ্ত করে তিনি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসে বললেন “ভদন্ত, এ শ্রাবস্তীতে সঙ্গারব নামক এক ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি উদক শুদ্ধিক, উদক শুদ্ধি হয় বিশ্বাস করেন। এজন্য সকাল সন্ধ্যায় উদকাবতরণে যুক্ত থাকেন। ভগবন্, অনুগ্রহ করে তাঁর গৃহে উপস্থিত হোন্।”

ভগবান নীরবে সম্মতি জানালেন এবং পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর গ্রহণ পূর্বক সঙ্গারব ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হয়ে পাতা আসনে বসলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে এসে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয় কথা শেষ করে একান্তে বসে রইলেন। ভগবান তাঁকে বললেন “হে ব্রাহ্মণ, এ কথা কি সত্যি আপনি নাকি উদকশুদ্ধিক উদকাবতরণে যুক্ত থাকেন?”

ব্রাহ্মণ উত্তরে বললেন “হাঁ, ভবৎ গৌতম।”

ভগবান- ব্রাহ্মণ, আপনি কি কারণে তা করেন?

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতম, দিবসে আমার যে পাপকর্ম করা হয়, তা সন্ধ্যায়ুতানে প্রবাহিত করি এবং রাত্রিতে যে পাপ অর্জন করা হয়, তা প্রভাতের লানে প্রবাহিত করি। আমি এ কারণে উদকশুদ্ধিক উদকাবতরণে যুক্ত থাকি।

ভগবান- ব্রাহ্মণ, ধর্মই সজ্জন প্রশংসিত অনাবিল হৃদ। শীল হচ্ছেলান তীর্থ, যেখানোত হয়ে পরাজ্ঞানের পারপ্রাপ্ত ঋষিগণ অসিক্ত দেহে নির্বাণের পারে উত্তীর্ণ হন।

এ উক্তি শুনে সঙ্গারব ব্রাহ্মণ উপাসক বলে মনে করন।

১২ খোমদুস্সক সুত্ত

এক সময় ভগবান শাক্যরাজ্যে ‘খোমদুস্স’ নামক নিগমে বাস করছিলেন। ভগবান পূবাহু সময়ে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর গ্রহণ পূর্বক খোমদুস্স নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন।

সে সময় খোমদুস্সবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ কোন করণীয় উপলক্ষে সভায় সমবেত হয়েছিলেন এবং আকাশে মেঘগর্জন হচ্ছিল। ভগবান সে সভায় উপস্থিত হলেন। খোমদুস্সবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখেই বললেন “এ মুণ্ডক শ্রমণরা কারা, আবার কারা এ সভার বিষয় জানবে?”

অনন্তর ভগবান তাঁদের গাথায় বললেন-

যেখানে বিজ্ঞ-সজ্জন নেই, তা সভা নয়। যারা ধর্মকথা বলেনা তারা সজ্জন নয়। রাগ, দ্বেষ এবং মোহ পরিত্যাগ করে ধর্মভাষণকারীরা সজ্জন হন।

এ উক্তি শুনে খোমদুস্স বাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা উপাসক বলে মনে করন।

ব্রাহ্মণ সংযুক্ত সমাপ্ত

বঙ্গীশ সংযুক্ত

১ নিক্খন্ত সুত্ত

এক সময় আয়ুষ্মান বঙ্গীস আলবি অথালব চৈত্য তাঁর উপাধ্যায় আয়ুষ্মান ন্যগ্রোধকল্পের সঙ্গে থাকতেন। তখন অচিরদীক্ষিত নবীন ভিক্ষু বঙ্গীশ একদা বিহারপাল রূপে একাই বিহারে ছিলেন। অনন্তর বহু বস্ত্রাভরণভূষিতা রমণী বিহার দর্শনে তথায় উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে আয়ুষ্মান বঙ্গীশের মনে চাঞ্চল্যের উদ্বেক হল, কামনা মনকে অভিভূত করল। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন “আমার মনে যে চাঞ্চল্যের উদয় হয়েছে এবং আমি যে কামাভিভূত হয়েছি তা আমার পক্ষে হিতকর নয়, ক্ষতিকর। আমার এ অনভিরতি বা উৎকর্ষা বিনোদন করে অন্য কেউ যে আমাতে অভিরতি বা ধর্মানুরাগ উৎপাদন করবেন তার সুযোগ কোথায়? আচ্ছা আমি নিজেই নিজের চাঞ্চল্য দূর করে সদ্ধর্মানুরাগ উৎপাদন করব।” অতঃপর তিনি নিজেই নিজের চাঞ্চল্য বিনোদন করে ধর্মানুরাগ জাগিয়ে এ কথাগুলো উচ্চারণ করলেন-

গৃহ থেকে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসে নিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এ ধৃষ্ট কালো বিতর্কসমূহ বা কুচিন্তা আমার মধ্যে উপধাবিত হচ্ছে!

অপলায়ী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুদৃঢ় নির্ভীক উগ্র সহস্র মহাধনুর্ধর চারদিক ঘিরে ফেললেও (বীর পুঙ্গবের যেমন হৃদয় কম্পিত হয় না) তেমনি এর থেকে আরও অধিকতর রমণীরা এলেও আমাকে বিচলিত করে পীড়িত করবে না; আমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের নিকট নির্বাণগামী মার্গ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উপদেশ লাভ করেছি এবং তাতে আমার মন রত। এভাবে বাস

করা সত্ত্বেও যদি পাপী মার আমার কাছে উপস্থিত হও, তাহলে, হে মার, আমি তাই করবো যাতে তুমি আমার পথও দেখবে না।

২ অরতি সুত্ত

আলবি-

সে সময় আয়ুস্মান ন্যগ্রোধকল্প আহারের পর বিহারে প্রবেশ করে সন্ধ্যায় বের হতেন অথবা পরদিন বের হতেন। (এভাবে উপাধ্যায়ের সাহচর্য লাভে বঞ্চিত থাকায়) আয়ুস্মান বঙ্গীশের মনে চাঞ্চল্যের উদ্বেক হল, কামনা মনকে অভিভূত করল। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন “আমার মনে যে চাঞ্চল্যের উদয় হয়েছে এবং আমি যে কামাভিভূত হয়েছি, তা আমার পক্ষে হিতকর নয়, ক্ষতিকর নিজেই চাঞ্চল্য বিনোদন করে ধর্মানুরাগ জাগিয়ে এ গাথাগুলো উচ্চারণ করলেন-

অরতি বা ধর্মানুরাগহীনতা, রতি বা কামানুরাগ, গার্হস্থ্য বিতর্ক বা বৈষয়িক চিন্তা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে কোথাও রাগদ্বেষাদি ক্লেশযুক্ত হয়ো না। যিনি ক্লেশহীন অনাসক্ত, তিনিই ভিক্ষু।

ভূতলে আকাশে জাগতিক যে কোন রূপ বা ভৌতিক বস্তু বিদ্যমান, সে সমস্তই পরিজীর্ণ হয়, সমস্তই অনিত্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তা উপলব্ধি করে জগতে বিচরণ করেন।

জনগণ (স্কন্ধ, ক্লেশ ও সংস্কার বলে কথিত) উপাধিসমূহে, দৃষ্ট রূপে শ্রুত শব্দে প্রতিঘ বলে উক্ত গন্ধে রসে এবং আলম্বনে গ্রথিত বা আসক্ত হয়। যিনি এতে আলয় বিনোদন করে তৃষ্ণাহীন হন এবং এতে লিপ্ত হন না, তাঁকেই মুনি বলা হয়।

রূপ শব্দাদি ছয় আলম্বন নিশ্চিত বিবিধ অধর্ম বিতর্ক সমূহ বা কুচিন্তা জনতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছে। (যিনি) কোথাও আসক্ত ও দুর্ভাষী নন, তিনিই ভিক্ষু।

অকুহক বিজ্ঞ চিরসমাহিত প্রাজ্ঞ অনাসক্ত মুনি শান্তপদ নির্বাণ অধিগত হয়েছেন। নির্বাণোপলব্ধিতে পরিনির্বৃত্ত (সে মুনি) (বিদেহ মুক্তির) কাল প্রতীক্ষা করছেন।

৩ অতিমঞ্জনী সূত্র

আলবি-

তখন আয়ুত্থান বঙ্গীশ নিজের প্রতিভার নিমিত্ত অন্য প্রিয়শীল ভিক্ষুদের অবজ্ঞা করতেন। অনন্তর তাঁর মনে চিন্তার উদয় হল “আমি যে অন্য প্রিয়শীল ভিক্ষুদের অবজ্ঞা করি, তা আমার পক্ষে হিতকর নয়, ক্ষতিই।” তিনি এ ভাবে নিজেই নিজের অন্তরে অনুশোচনা উৎপাদন করে সে মুহূর্তে এ গাথাগুলো বললেন-

হে গৌতমশিষ্য, মান বা অহঙ্কার পরিত্যাগ করো, মানপথ পরিত্যাগ করো। মানপথে মূর্ছিত ব্যক্তি চিরকাল অশেষ অনুতপ্ত হয়।

ম্রক্ষ্মক্ষিত মানহত জনগণ নিরয়ে পতিত হয়। মানহত নিরোৎপন্ন জনগণ দীর্ঘকাল অনুশোচনা করে।

সম্যক্ প্রতিপন্ন আর্যমার্গাবলম্বনে রিপুজয়ী। ভিক্ষু কখনো শোচনা করেন না এবং কীর্তি ও সুখ অনুভব করেন। সে প্রেষিত্ত্বকেই বলা হয় ধর্মদর্শী।

তাই এ বুদ্ধশাসনে চিত্তখিলহীন^১ বীর্যবান (ভিক্ষু) পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধ হন এবং নিশেষে মান ত্যাগ করে বিদ্যা বা শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা ক্লেশান্তকারী শমী বা শান্ত হন।

৪ আনন্দ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

একদা আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। আয়ুষ্মান বঙ্গীশ তাঁর পশ্চাদ্বর্তী হলেন। তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীশের মনে চাঞ্চল্যের উদ্বেক হল। কামনা তাঁর মনকে অভিভূত করল। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে গাথায় বললেন-

হে গৌতম, কামরাগানলে দন্ধ হচ্ছি, আমার চিত্ত দন্ধ হচ্ছে। অনুকম্পা করে নির্বাপনের উত্তম উপায় বলুন।

আনন্দ- (অশুচি কুৎসিত উপাদানে গঠিত অনিত্য ক্ষণস্থায়ী দেহের প্রতি) ধারণার বিপর্যয়ে বা সঠিক ধারণার অভাবে তোমার চিত্ত দন্ধ হচ্ছে; (তার প্রতি) অনুরাগ যুক্ত শুভ সুন্দর কল্পনা বর্জন কর। সংস্কার বা সৃষ্টিকে আপন বলে ভেবোনা অর্থাৎ ‘আমি’ ‘আমার বলে মনে করো না, দুঃখ ও পর বলো দেখো। মহারাগ (কামাগ্নি) নির্বাপন করো। বারবার দন্ধ হয়ো না।

^১ বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্ঞ ও শিক্ষার প্রতি সংশয় এবং সতীর্থ ভিক্ষু-শ্রামণেরদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণতাকে চিত্তখীল বলা হয়। এতাদৃশ চিত্তখীল যাঁর নেই, তিনি চিত্তখীলহীন।

অশুভ ভাবনা^১ অবলম্বনে চিত্তকে একত্রে সুসমাহিত করো।
কায়গতা স্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ দেহস্থ উপাদান সমূহের অশুচি
অনুধ্যান তোমার (অন্তরে) অবস্থিত হোক। বৈরাগ্যবহুল হও।

অনিমিত্ত^২ ভাবনা করো। মানানুশয় উৎসাদন করো। মান
জয় করে উপশান্ত হয়ে চলবে।

৫ সুভাসিত সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভগবান ভিক্ষুদের ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলে সম্বোধন করলেন।
সে ভিক্ষুগণ, ‘ভদন্ত’ বলে সাড়া দিলেন। ভগবান বললেন “হে
ভিক্ষুগণ, চার অঙ্গ সমন্বিত বাক্য সুভাষিত, দুর্ভাষিত নয়; তা
অনবদ্য এবং বিজ্ঞগণের অনিন্দিত। চার অঙ্গ কি কি? এ
শাসনে ভিক্ষু সুভাষিতই বলে, দুর্ভাষিত নয়, ধর্মই বলে, অধর্ম
নয়; প্রিয় বলে, অপ্রিয় নয়- এ চার অঙ্গ সমন্বিত বাক্য
সুভাষিত, দুর্ভাষিত নয় অনিন্দিত। ভগবান এ বলে আবার
বললেন-

সত্ত্বগণ সুভাষিতকে উত্তম বাক্য বলেছেন; দ্বিতীয়ত
ধর্মকথাই বলা উচিত, অধর্ম নয়; তৃতীয়ত প্রিয়বাক্যই বলা
উচিত, অপ্রিয় নয়; চতুর্থত সত্য কথাই বলা উচিত, মিথ্যা
নয়।”

অতঃপর আয়ুত্মান বঙ্গীশ আসন থেকে উঠে উত্তরীয়ে
একাংশ আবৃত করে ভগবানকে কৃতাজ্জলিপুটে প্রণাম করে

^১ অশুভ ভাবনা হচ্ছে শব বা মৃতদেহ নিয়ে সাধনা। মৃতদেহের বিভিন্ন
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেহের সম্ভাব্য পরিণতি ও অশুচিভাব অনুধ্যানে
চিত্তকে একত্র করে ভাবনা চর্চা।

^২ নিত্যাদি ভ্রান্ত ধারণাবর্জিত বিদর্শনকে অনিমিত্ত বলা হয়।

বললেন, “ভগবন্ সুগত, আমার প্রতিভাত হচ্ছে।” ভগবান বললেন “তোমার প্রতিভাত হোক।” অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীশ সম্মুখেই অনুরূপ গাথা দ্বারা ভগবানের স্তুতি করলেন-

যে বাক্য নিজেকে অনুতপ্ত করে না, পরকে ব্যথিত করে না, সে বাক্য একান্তই সুভাষিত। এমন বাক্যই বলা উচিত।

যে বাক্য অভিনন্দিত নিষ্পাপ এবং পরের নিকট প্রিয়ভাবে উচ্চারিত হয়, সে প্রিয়বাক্যই বলা উচিত।

সত্য একান্তই অমৃত বচন- এ চিরন্তন ধর্ম। সত্ত্বগণ সত্যে অর্থে ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলা হয়।

বুদ্ধ নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য দুঃখের অবসানের জন্য যে ক্ষেম বা মঙ্গল বাক্য বলেন, তা বাক্যসমূহের মধ্যে উত্তম।

৬ সারিপুত্র সুত্ত

শ্রাবস্তী-

একদা আয়ুষ্মান শারিপুত্র স্পষ্ট অর্থব্যঞ্জক অনর্গল পৌরমার্জিত ভাষায় ভিক্ষুদের ধর্মকথায় দেখাচ্ছিলেন গ্রহণ করাচ্ছিলেন উৎসাহিত ও আনন্দিত করাচ্ছিলেন। সে ভিক্ষুগণ তন্ময় হয়ে মনোনিবেশ সহকারে সমগ্র চিত্তে গ্রহণপূর্বক উৎকর্ষ হয়ে ধর্মশ্রবণ করতে লাগলেন। ‘বেশ, আমি আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে সম্মুখে অনুরূপ গাথায় স্তুতি করবো’ ভেবে আয়ুষ্মান বঙ্গীশ আসন থেকে উঠে কৃতাঞ্জলি পুটে শারিপুত্রকে জানিয়ে বললেন “বন্ধু শারিপুত্র, আমার প্রতিভাত হচ্ছে।” শারিপুত্র বললেন “বন্ধু বঙ্গীশ, তোমার প্রতিভাত হোক।” অনন্তর বঙ্গীশ স্তুতি করলেন-

গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মেধাবী মার্গামার্গবিদ মহাপ্রাজ্ঞ শারিপুত্র ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা করছেন। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দেশনা করেন বিস্তৃতভাবেও বলেন। (তাঁর) কণ্ঠধ্বনি শালিকের (কূজনের)

মত (মধুর)। (তাতে) প্রতিভা উৎসারিত। মনোরঞ্জক শ্রবণীয় সুন্দর স্বরে দেশনাকারী শারিপুত্রের মধুর বচন ভিক্ষুরা উদগ্র চিত্তে প্রমোদিত মনে উৎকর্ষ হয়ে শুনছেন।

৭ পবারণা সুত্ত

এসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বরামে মিগারমাতার প্রাসাদে পাঁচশ অর্হৎ ভিক্ষু নিয়ে গঠিত সঙ্ঘসহ বাস করছিলেন। সে সময় ভগবান পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে প্রবারণায় (আশ্বিনী পূর্ণিমায়) ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত হয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে বসে রইলেন। অনন্তর ভগবান তুষীভূত ভিক্ষুসঙ্ঘের পানে চেয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করলেন “হে ভিক্ষুগণ এখন তোমাদের আহ্বান করছি- আমার কায়িক অথবা বাচনিক বিষয় কি তোমরা নিন্দা কর না?”

এ কথা বললে আয়ুত্মান শারিপুত্র আসন থেকে উঠে উত্তরীয়ে একাংশ আবৃত করে কৃতাজ্জলি পুটে ভগবানকে প্রণাম করে বললেন “ভদন্ত, আমরা ভগবানের কায়িক বাচনিক কিছুই নিন্দনীয় জানি না। ভদন্ত, আপনি তো অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক, অজাত মার্গের উৎপাদক, অজাত মার্গের জনক, অপ্রকাশিত মার্গের প্রকাশক। আপনি মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গকুশল। ভদন্ত, এখন আপনার শ্রাবকগণ বা শিষ্যেরা মার্গানুগ আপনারই অনুবর্তী হয়ে অবস্থান করছেন। ভদন্ত, আমি ভগবানকে আহ্বান করি- আমার কায়িক অথবা বাচনিক কিছু ভগবান নিন্দা করেন না তো?”

ভগবান- হে শারিপুত্র, তোমার কায়িক কিংবা বাচনিক কিছুই নিন্দা করি না। হে শারিপুত্র, তুমি পণ্ডিত মহাপ্রাজ্ঞসমন্বিত উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষিপ্ৰবুদ্ধি তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ। শারিপুত্র, রাজচক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র যেমন পিতার প্রবর্তিত

শাসনচক্র সম্যকভাবে অনুপ্রবর্তন করে, তেমনি তুমিও মৎপ্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্র সম্যকভাবেই অনুপ্রবর্তন কর।

শারিপুত্র- ভদন্ত, ভগবান যদি আমার বাচনিক কিছুই নিন্দা করেন না, তাহলে ভগবান এ পাঁচশ ভিক্ষুরও কায়িক বাচনিক কিছুই নিন্দা করেন না।

ভগবান- হে শারিপুত্র, আমি এ পাঁচশ ভিক্ষুরও কায়িক কিংবা বাচনিক কিছুই নিন্দা করি না। হে শারিপুত্র এ পাঁচশ ভিক্ষুর মধ্যে ষাটজন ত্রৈবিদ্য, ষাটজন ষড়ভিজ্জ^১, ষাটজন উভয়ভাগবিমুক্ত^২ এবং অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ প্রজ্ঞাবিমুক্ত^৩।

অতঃপর বঙ্গীশ আসন থেকে উঠে ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের স্তুতি করলেন-

আজ পঞ্চদশীর উপোসথ দিনে প্রবারণা^৪ বিশুদ্ধির জন্য সংযোজন বলে উক্ত ভববন্ধন ছিন্নকারী পুনর্জন্মান্ধকারী দুঃখহীন পাঁচশ ঋষিভিক্ষু এখানে সমাগত।

রাজচক্রবর্তী যেমন অমাত্যপরিবৃত হয়ে সাগরান্ত পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করেন, তেমনি মার সংগ্রামজয়ী অনুত্তর

^১ যিনি ঋদ্ধি, দিব্যকর্ণ, দিব্যচক্ষু, পরচিত্তজ্ঞান ও জাতিস্মরণজ্ঞান এ পাঁচ অভিজ্ঞা বা অভিজ্ঞান এবং পরম অর্হত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী, তাঁকে বলা হয় ষড়ভিজ্জ।

^২ যিনি অরূপাবচর সমাপত্তিলাভে ভৌতিক কায় থেকে এবং অর্হত্ত্ব মার্গলাভে নাম বা মানসিক কায় থেকে বিমুক্ত, তাঁকে বলা হয় উভয়ভাগ বা দ্বিভাগে বিমুক্ত।

^৩ প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলতে বোঝায় বিদর্শন প্রজ্ঞা দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভে বিমুক্ত।

^৪ ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত সমাপনান্বেষ আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে ভিক্ষুরা নিজেদের দৃষ্ট শ্রুতি কিংবা শঙ্কিত স্বলন ব্রহ্মটি প্রদর্শনের জন্য সঙ্ঘকে যে আহ্বান জানান, তাকে বলা হয় প্রবারণা।

সার্থবাহ অর্থাৎ ভবকান্তার কাণ্ডারী ভগবানকে মৃত্যুঞ্জয় ত্রৈবিদ্য শিষ্যগণ পরিবৃত্ত করে আছেন। তাঁরা সকলেই ভগবানের পুত্র। এখানে কিছু অতিশয়োক্তি নেই। তৃষ্ণাশাল্যের হননকারী আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকে বন্দনা করি।

৮ পরোসহস্‌স সুত্ত

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে বিপুল ভিক্ষুসঙ্ঘ-সহ অবস্থান করতেন। ভিক্ষুদের সংখ্যা ছিল সাড়ে বার শ। তখন তিনি নির্বাণ সম্পর্কিত ধর্মকথায় ভিক্ষুদের দেখাছিলেন গ্রহণ করছিলেন উৎসাহিত ও আনন্দিত করছিলেন। সে ভিক্ষুগণ তন্ময় হয়ে মনোনিবেশ সহকারে সমগ্রচিত্তে গ্রহণপূর্বক উৎকর্ষ হয়ে ধর্ম শ্রবণ করতে লাগলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীশের মনে এ চিন্তার উদয় হল “ভগবান ভিক্ষুদের নির্বাণ সম্পর্কিত ধর্মকথায় আমি অনুরূপ গাথা দ্বারা তাঁর স্তুতি করব।” অতঃপর আয়ুষ্মান বঙ্গীশ আসন থেকে উঠে স্তুতি করলেন-

সহস্রাধিক ভিক্ষু বিরজ বা নির্মল অকুতোভয় নির্বাণ সম্পর্কে ধর্ম দেশনাকারী সুগতকে উপাসনা করছেন এবং সম্যক দেশিত বিমল ধর্ম শ্রবণ করছেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের পুরোভাগে সমুদ্র একান্তই শোভা পাচ্ছেন।

নরনাগাথ্য (বিপস্সী প্রভৃতি) বুদ্ধঋষিদের মধ্যে সপ্তম ঋষি ভগবান মহামেঘরূপে শ্রাবকদের ওপর (অমৃত) বর্ষণ করছেন।

হে মহাবীর, আপনার শ্রাবক বা শিষ্য বঙ্গীশ শাস্তার দর্শনাভিলাষে দিবাবিহার থেকে বের হয়ে পদবন্দনা করছে।

ভগবান- হে বঙ্গীশ, এ গাথাগুলো কি তোমার পূর্বচিন্তিত অথবা হঠাৎ তোমার প্রতিভাত হয়েছে?

বঙ্গীশ- ভদন্ত, এ গাথাগুলো আমার পূর্বচিন্তিত নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার প্রতিভাত হয়েছে।

ভগবান- তাহলে হে বঙ্গীশ, আরও অধিকতর পূর্বে অচিন্তিত গাথাসমূহ তোমার প্রতিভাত হোক।

‘হ্যাঁ ভদন্ত’ বলে প্রতিশ্রুত হয়ে আয়ুস্মান বঙ্গীশ পূর্বে অচিন্তিত অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত গাথাসমূহের দ্বারা ভগবানের স্তুতি করলেন-

মারের শত কুপথ মস্থন করে (অন্তরের রাগাদি) খিল ভুল করে বিচরণকারী। বন্ধন মোচনকারী অনাসক্ত (সতিপট্টানাদি) নানাভাগে ধর্মবিভাজক তথাগতকে দর্শন করো।

স্রোত উত্তরণের জন্য তিনি (স্মৃত্যুপস্থান প্রভৃতি) বহুবিধ মার্গ প্রকাশ বা আবিষ্কার করেছেন। তৎ আবিষ্কৃত অমৃতমার্গে ধর্মদর্শী সে শ্রাবকগণ অচঞ্চলভাবে স্থিত।

প্রদ্যেতকর বা আলোকদাতা বুদ্ধ ধর্ম উপলব্ধি করে সর্ব অবস্থিতির অতীত নির্বাণ দর্শন করেছেন। (অনুত্তর নির্বাণ) জ্ঞাত হয়ে প্রত্যক্ষ করে দশার্ধ বা পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র দেশনা করেছেন।

এভাবে সুদেশিত ধর্মে বিজ্ঞদের প্রমাদ কোথায়? তাই সে ভগবানের শাসনে সর্বদা অপ্রমত্ত থেকে প্রণত হয়ে ত্রিবিধ শিক্ষায়^১ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

৯ কোণ্ডএ৩ সুত্ত

রাজগৃহ-

আয়ুস্মান জ্ঞাতা কোণ্ডিণ্য দীর্ঘকালের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর চরণে মস্তক লুটিয়ে দিয়ে চরণ চুম্বন

^১ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষাই ত্রিবিধ শিক্ষা।

করলেন ও হস্তদ্বারা সংবাহণ করতে করতে নাম গুনিয়ে বললেন- ভগবান সুগত আমি কোণ্ডিণ্য। তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীশের মনে এ চিন্তার উদয় হল “এ আয়ুষ্মান জ্ঞাতা কোণ্ডিণ্য দীর্ঘকালের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে পদ চুম্বন ও সংবাহণ পূর্বক নাম শোনাচ্ছেন। আমি অনুরূপ গাথায় তাঁর স্তুতি করি।” এ ভাবে তিনি আসন থেকে উঠে স্তুতি করলেন-

বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণে পরম জ্ঞানলাভী মহাবিরাগী সে স্থবির কোণ্ডিণ্য বিবেক সুখ-বিহার বলে উক্ত ধ্যান সমূহের নিয়তাদিকারী। শাস্তার আজ্ঞাবহ অপ্রমত্তভাবে শিক্ষণরত শ্রাবকের যা প্রাপ্য, সে সমস্তই তাঁর অধিগত। মহানুভাবসম্পন্ন ত্রৈবিদ্য চিত্ত পর্যায়বিদ্বদ্ বুদ্ধগুণের উত্তরাধিকারী কোণ্ডিণ্য এখানে শাস্তার পদ বন্দনা করছেন।

১০ মোগ্গল্লান সুত্ত

এক সময় ভগবান রাজগৃহে ইসিগিলি পর্বতপার্শ্বে কালশিলায় পাঁচশ অর্হৎ ভিক্ষুসহ বাস করছিলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ণ স্বীয় চিত্তের দ্বারা তাঁদের বিমুক্ত উপধিহীন চিত্ত অনুধাবন করেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীশ আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়নের স্তুতি করলেন-

পর্বত পার্শ্বে আসীন দুঃখ পারগত মুনিকে মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রৈবিদ্য শ্রাবকগণ উপাসনা করছেন। মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মৌদাল্যায়ণ তাঁদের বিমুক্ত উপধিহীন চিত্ত অন্বেষণে স্বীয় চিত্তের দ্বারা অনুসরণ করছেন।

এভাবে সর্বাঙ্গসম্পন্ন দুঃখপরাগত বহুবিধগুণসমন্বিত মুনি গৌতমকে শ্রাবকেরা উপাসনা করেন।

১১ গল্পরা সুত্ত

এক সময় ভগবান চম্পায় গর্গরা নগী পুষ্করিণীর তীরে বাস করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাঁচশ ভিক্ষু, সাতশ উপাসক এবং বহু সহস্র দেবতা। ভগবান বর্ণে যশে তাঁদের নিষ্প্রভ করে দীপ্ত হচ্ছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীশের মনে এ চিন্তার উদয় হল “এ ভগবান চম্পায় তাঁদের নিষ্প্রভ করে দীপ্ত হচ্ছেন। বেশ, আমি ভগবানের সম্মুখে অনুরূপ গাথায় তাঁর স্তুতি করি।” অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীশ ভগবানের স্তুতি করলেন-

নিমেষে নভে চন্দ্র যেমন দীপ্ত হয় এবং অমল সূর্য যেমন ভাস্বর হয়, তেমনি হে অঙ্গীরস, মহামুনি, আপনি সমগ্র জগতকে নিষ্প্রভ করে দীপ্ত হচ্ছেন।

১২ বঙ্গীশ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীশ সদ্য অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন এবং বিমুক্তির আনন্দে আপ্লুত হয়ে সে মুহূর্তে এ গাথাগুলো উচ্চারণ করেন-

পূর্বে গ্রাম থেকে গ্রামে এবং নগর থেকে নগরে কবিত্ব মত্ত হয়ে ঘুরতাম। একদা সম্মুখকে দর্শন করে আমার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

তিনি স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু সম্পর্কে আমাকে ধর্ম দেশনা করেছিলেন, আমি তাঁর ধর্মকথা শুনে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হই।

যাঁরা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, সে বহু ভিক্ষুভিক্ষুণীদের হিতার্থে বুদ্ধমুনি সম্বোধি লাভ করেছেন।

বুদ্ধের সমীপে একান্তই এ আমার শুভাগমন হয়েছিল। আমার ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত, বুদ্ধের অনুশাসন পালিত। পূর্বনিবাস বা

জাতিস্মর জ্ঞান অধিগত, দিব্যচক্ষু বিশোধিত। আমি ত্রৈবিদ্য
ঋদ্ধিপ্রাপ্ত এবং চিত্তপর্যায়বিদ হয়েছি।

বঙ্গীশ সংযুক্ত সমাপ্ত

বন সংযুক্ত

১ বিবেক সুত্ত

এক সময় জনৈক ভিক্ষু কোশল রাজ্যের এক বনে বাস
করতেন। তখন তিনি দিবাবিহারে গিয়ে হীন অকুশল
সাংসারিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। অনন্তর সে বনের
অধিবাসিনী দেবতা তাঁর প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষায় অনুকম্পায় তাঁর
সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায়
বললেন-

বিবেককামী হয়ে বনে প্রবেশ করেছ, অথচ তোমার মন
বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। ব্যক্তির প্রতি আলায় বিনোদন কর।
তাতেই বীতরাগ ও আসক্তিহীন হয়ে সুখ হবে।

(অধঃ সাধনায়) অরতি বা অননুরাগ স্মৃতিমান হয়ে
পরিত্যাগ করো। সৎপুরুষগণের পন্থা অবলম্বন করো। তা
স্মরণ করিয়ে দিই। পাতালরজ নামে উক্ত রাগাদি রজ দুস্তর।
কামরজ বা কামনার ধূলি তোমাকে যেন অধঃপাতে না নিয়ে
যায়।

ধূলি লিপ্ত পাখী যেমন (ডানা নেড়ে) দেহলগ্ন ধূলি ঝেড়ে
পেলে তেমনি বীর্যবান স্মৃতিমান ভিক্ষু (অন্তরে) লগ্ন রাগাদি
ধূলি ঝেড়ে ফেলে দেয়।

সে দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সে ভিক্ষু সংবেগ প্রাপ্ত
হলেন।

২ উপট্ঠান সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

সে ভিক্ষুই একদা দিবাবিহারগত হয়ে শয়ন করছিলেন। অনন্তর সে বনের অধিবাসিনী দেবতা তাঁর প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষিণী ও অনুকম্পাপরায়ণা হয়ে তাঁর সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বললেন-

হে ভিক্ষু ওঠ, (দিনের বেলায়) শয়ন করছ কেন? তোমার শয়নে প্রয়োজন কি? ক্লেশাতুর অন্তরে শল্যবিদ্ধ হয়ে ছটপট্কারীর নিদ্রা কেন?

যে শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্মে প্রব্রজিত, সে শ্রদ্ধার বৃদ্ধি সাধন করো। নিদ্রার বশগত হয়ো না।

[ভিক্ষু বললেন-]

যে কামে মুঢ় ব্যক্তি মূর্ছিত হয়, সে কামসমূহ বা ভোগ্যবিষয়সমূহ অনিত্য অধ্বংস। আবদ্ধগণের মধ্যে মুক্ত অনাসক্ত অর্থাৎ প্রব্রজিতকে অনুতপ্ত করব কেন? (অর্থাৎ অর্হৎ ভিক্ষুকে দিবানিদ্রার জন্য অনুতাপ করার কিছুই নেই)।

আসক্তির বিনোদনে ও অবিদ্যার অতিক্রমে পরম জ্ঞানলাভ হয়। পরম-শুদ্ধিপ্রাপ্ত প্রব্রজিতকে (দিবানিদ্রার জন্য) অনুতপ্ত করণ কেন?

বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস করে আস্রব পরিস্কয়ে (যিনি) শোকহীন সন্তাপহীন হয়েছেন, সে প্রব্রজিতকে অনুতপ্ত করব কেন?

আরদ্ধবীর্য প্রেষিত্ত্ব সদা দৃঢ়পরাক্রম নির্বাণাকাঙ্ক্ষী প্রব্রজিতকে অনুতপ্ত করব কেন?

৩ কস্সপগোত্ত সুত্ত

এক সময় আয়ুস্মান কাশ্যপগোত্র কোশল রাজ্যের এক বনে বাস করতেন। তখন তিনি দিবাবিহারে গিয়ে জনৈক ব্যাধকে উপদেশ দিতে লাগলেন। সে বনের অধিবাসিনী দেবতা গাথায় বললেন-

গিরিসঙ্কটচারী বুদ্ধিবিহীন হিতাহিত চেতনাশূন্য ব্যাধকে অসময়ে উপদেশ দানকারী ভিক্ষু নির্বুদ্ধি বলে আমার প্রতিভাত হচ্ছে।

(সে ব্যাধ) শুনছে, কিন্তু বুঝছে না; চেয়ে আছে বটে, দেখছে না। ধর্মদেশনা কালে মূঢ় অর্থ বোঝে না।

হে কাশ্যপ, যদিও দশটি দীপ ধারণ কর, তবুও সে রূপ দেখতে পাবে না। কারণ, তার চক্ষু নেই।

অতঃপর আয়ুস্মান কাশ্যপগোত্র সংবেগে প্রাপ্ত হলেন।

৪ সম্বল্ল সুত্ত

এক সময় বহু ভিক্ষু কোশল রাজ্যের এক বনে বাস করতেন। সে ভিক্ষুগণ বর্ষাকাল সমাপ্ত করে তিন মাস পরে ভ্রমণে বের হলেন। অতঃপর সে বনের অধিবাসিনী দেবতা তাঁদের না দেখে বিলাপ করতে করতে এ গাথা উচ্চারণ করলেন-

আজ বহু আসন রিক্ত দেখে আমার বিষাদ বোধ হচ্ছে। সে গৌতম-শ্রাবকগণ বিচিত্র ধর্মকথিক ও বহুশ্রুত। এঁরা কোথায় গেলেন?

একথা বলে অন্য দেবতা সে দেবতাকে গাথায় বললেন-

কেউ মগধে গিয়েছেন। কেউ কোশলে গিয়েছেন, কেউ বুজিরাজ্যে গিয়েছেন। এ ভিক্ষুগণ মৃগের মত নির্লিপ্ত ও গৃহহীন হয়ে বাস করছেন।

৫ আনন্দ সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

তখন আয়ুস্মান আনন্দ বহুক্ষণ গৃহীদের উপদেশ দান করতেন। অনন্তর সে বনের অধিবাসিনী গাথায় বললেন-

নির্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থাপন করে বৃক্ষমূল শয়নাসনে এসেছেন। হে গৌতম, ধ্যান করুন, প্রমত্ত হবেন না। গৃহীদের বিড়বিড় করে বাক্য বর্ষণে আপনার কি হবে?

অতঃপর আয়ুস্মান আনন্দ সংবেগ প্রাপ্ত হলেন।

৬ অনুরুদ্ধ সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

আয়ুস্মান অনুরুদ্ধের প্রাক্তন পত্নী ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গবাসিনী জালিনী একদা আয়ুস্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বললেন-

তুমি পূর্বে যে দেবলোকে বাস করেছিলে, সে (ত্রয়স্ত্রিংশ) দেবলোকের প্রতি চিন্ত প্রণিহিত করো। সর্ব কাম্যবিষয়সমৃদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে দেবকন্যা পরিবৃত্ত হয়ে শোভিত হবে।

অনুরুদ্ধ- দেবকন্যাগণ (ভোগবাসনায় কলঙ্কিত বলে) দুর্গত এবং স্বকায় বা দেহবোধে প্রতিষ্ঠিত। দেবকন্যাদের প্রার্থিত সে সত্ত্বগণও অর্থাৎ দেবপুত্রগণও দুর্গত।

জালিনী- যারা স্বর্গবাসী যশস্বী দেবগণের আবাসভূমি নন্দনবন দেখেনি, তারা সুখ কি তা জানে না।

অনুরুদ্ধ- তুমি অবোধ, অহংগণের বাক্য যথাযথ জান না। সমস্ত সংস্কার বা সৃষ্টি অনিত্য উৎপাদ-ব্যয়শীল। সে সংস্কার সমূহ উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ বা লয় প্রাপ্ত হয়। সে উৎপাদ-ভঙ্গের উপশম বা অতীত হওয়াই সুখ।

হে জালিনী, দেবলোকে আমার এখন পুনরাবাস নেই।
আমার জন্ম-সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত, আর পুনর্জন্ম নেই।

৭ নাগদত্ত সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

সে সময়ে আয়ুষ্মান নাগদত্ত অতি সকালে গ্রামে প্রবেশ
করতেন এবং অতি দিবায় ফিরতেন (অর্থাৎ অধিকক্ষণ গ্রামে
অতিবাহিত করতেন)। সে বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গাথায়
বললেন-

হে নাগদত্ত, কালে (লোকালয়ে) প্রবেশ কর, দিনের বেলায়
এসে মাত্রা অতিক্রম করে বিচরণ করছ এবং গৃহস্থদের সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট হয়ে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়েছ।

এ সুপ্রগল্ভ বা নির্লজ্জ গৃহী-কুলনিবদ্ধ নাগদত্তকে দেখে
ভয় হচ্ছে। বলবান মৃত্যুরাজ অন্তকের কবলে পড়ো না।

৮ কুলঘরণী সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু একটি পরিবারে সংশ্লিষ্ট হয়ে
অধিকক্ষণ কাটাতেন। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভিক্ষুর
সংবেগ উৎপাদনের জন্য সে পরিবারেরই গৃহিণীর বেশ ধারণ
করে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বললেন-

নদী তাঁরে বিশ্রামস্থানে সভাসমূহে রাস্তায় রাস্তায় জনগণ
যে সমবেত হয়ে তোমার ও আমার সম্পর্কে গুপ্ত আলোচনা
করে তার কারণ কি?

ভিক্ষু- বহু বিরুদ্ধ আলোচনা তপস্বীর ক্ষমণীয় সহনীয়।
সেজন্য তাঁর নিষ্প্রভ নিস্তেজ হওয়া উচিত নয়। তাতে তিনি
ক্লিষ্ট হন না। বনে বাত মৃগের মত যে শব্দ পরিত্রাসী অর্থাৎ শব্দ

শুনে ভয় পায়, তাকে লঘুচিত্ত বলা হয়। তার ব্রত সম্পন্ন হয় না।

৯ বজ্জিপুত্ত সুত্ত

একদা জনৈক ব্জি বংশীয় বৈশালীর এক বনে বাস করতেন। সে সময়ে বৈশালীতে সারারাত্রি ধরে উৎসব চলছিল। অনন্তর সে ভিক্ষু বৈশালীর তূর্যনাদ ও বাদ্য শব্দ শুনে বিলাপ করতে করতে তৎক্ষণে এ গাথা বললেন- এতাদৃশ (উৎসব) রজনীতে আমাদের চেয়ে মন্দভাগ্য কে আছে?

অতঃপর বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গাথায় বললেন-

তুমি বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের মতো একা বাস করছ বটে, কিন্তু নারকীরা যেমন স্বর্গ গামীদের বাঞ্ছনীয় মনে করে, তেমনি বহুলোক তোমাকে বাঞ্ছনীয় মনে করে।

অতঃপর সে ভিক্ষু সংবেগে প্রাপ্ত হলেন।

১০ সজ্জায় সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

জনৈক ভিক্ষু পূর্বে বহুক্ষণ ধরে (বন বিহারে) আবৃত্তি রত হয়ে বাস করতেন। তিনি অপর সময়ে নির্বিকার নীরব হয়ে ধ্যান সুখে কাল কাটাতে লাগলেন। অতঃপর সে বনের অধিবাসিনী দেবতা সে ভিক্ষুর ধর্মাবৃত্তি শুনে না পেয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বললেন-

হে ভিক্ষু, তুমি ভিক্ষুদের সঙ্গে বাস করে ধর্মপদগুলো অধ্যয়ন কর না কেন? ধর্মকথা শুনে প্রসন্নতা লাভ হয় এবং ইহলোকেই প্রশংসা পাওয়া যায়।

ভিক্ষু- বিরাগ বলে কথিত আর্যমার্গের সন্ধান যতদিন পাই নি, তত দিন পর্যন্ত পূর্বে ধর্মপদসমূহের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। যে থেকে বিরাগ প্রত্যক্ষ করলাম, (তখনি আমার

উপলব্ধি হয়) দৃষ্ট শ্রুত ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু বিদ্যমান, সমস্তই অনিত্য, দুঃখময় এবং ‘আমি’ ‘আমার’ বলে গ্রহণীয় নয়। তা জেনে সন্তগণ নিক্ষেপ বা ত্যাগ সম্পর্কে বলেছেন।

১১ অযোনিস সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু দিবাবিহারে গিয়ে কামনা-হিংসাবিদ্বেষমূলক অকুশল পাপ চিন্তায় রত হলেন। সে বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গাথায় বললেন-

অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনস্কারে অকুশল চিন্তায় নিপীড়িত হচ্ছে। অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করে জ্ঞানত শাস্তা বা বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্ঞ ও নিজের শীল সম্পর্কে চিন্তা কর, নিঃসন্দেহে আনন্দ ও প্রীতিসুখ লাভ করবে। তাতে আনন্দ বহুল হয়ে দুঃখের অবসান করবে।

অনন্তর সে ভিক্ষু সংবেগ প্রাপ্ত হলেন।

১২ মজ্জান্তিক সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

সে বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এ গাথা বললেন-

দেবতা সংযুক্তে নন্দন বর্গের পঞ্চম সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৩ পাকতিন্দ্রিয় সুত্ত

দেবপুত্র সংযুক্তে তৃতীয় বর্গের পঞ্চম সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৪ পদুমপুপ্ফ সুত্ত

কোশলের বনভূমি-

সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু আহারের পর পুষ্করিণীতে অবতরণ করে পদ্ম আহ্বাণ করছিলেন। অনন্তর সে বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সে ভিক্ষুকে গাথায় বললেন-

হে বন্ধু, তুমি যে এ অদন্ত বারিজ পুষ্প আঘ্রাণ করছ, তা চৌর্ঘের এক অঙ্গ বিশেষ; তুমি (তাতে) গন্ধচোর হয়েছ।

ভিক্ষু- আমি হরণ করছি না, ভাঙছি না, দূর থেকে পদ্যকে আঘ্রাণ করছি। তবে কি ভাবে গন্ধচোর বলে বলা হয়েছে?

এ যে একজন মৃণাল খনন করেছে, পুণ্ডরীক ছিঁড়েছে- এভাবে বিশৃঙ্খল কর্মে লিপ্ত, তাকে বলা হচ্ছে না কেন?

দেবতা- এ বিশৃঙ্খল রূঢ় ব্যক্তি ধাত্রীর (অশুচি) বস্ত্রের মত রাগদ্বেষাদি দ্বারা ম্রক্ষিত। তার প্রতি আমার বচন নেই অর্থাৎ বাক্যব্যয় কথা। তুমিই বলার যোগ্য।

নিত্য শুচিসন্ধানী নিষ্কলঙ্ক পুরুষের কাছে কেশাশ্রমাত্র পাপও অভ্রপ্রমাণ মনে হয়।

ভিক্ষু- হে যক্ষ, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে জান, তাই আমাকে অনুকম্পা করছ। হে যক্ষ, পুনর্বীর আমাকে বলো, যদি এখন (স্থলন বা ত্রুটি দেখতে পাও)।

দেবতা- হে ভিক্ষু, তোমাকে আশ্রয় করে জীবন যাত্রা করছি না, তোমার বেতনবভুক্ নই। তোমারই জানা উচিত যাতে সুগতি গমন করবে।

বন সংযুক্ত সমাপ্ত

যক্ষ সংযুক্ত

১ ইন্দক সুত্ত

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান রাজগৃহে ইন্দ্রকূট পর্বতে ইন্দ্রক যক্ষের গৃহে অবস্থান করছিলেন। তখন যক্ষ ইন্দ্রক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল-

বুদ্ধগণ রূপ বা ভৌতিক দেহকে জীব বলে বলেন না। এ সত্ত্ব কিভাবে এ শরীর লাভ করে? কোথেকে তার অস্থি, যকৃৎ পিণ্ড ইত্যাদি আসে? এ সত্ত্ব কি করে মাতৃগর্ভে লগ্ন হয়ে থাকে?

ভগবান- প্রথমে কলল বলে কথিত (সূত্রাণ্ডে তৈলবিন্দুর মত) পদার্থ হয়। কলল থেকে (মাংস দ্বীত জলের মত) অর্বুদ বলে কথিত পদার্থ হয়। এ অর্বুদ থেকে পেশী জন্মে। পেশী থেকে ঘন বলে মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হয়। ঘন থেকে প্রশাখা বা হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কেশ নখ লোম উৎপন্ন হয়। এর মাতা অন্নপান ভোজন যা কিছু গ্রহণ করে, মাতৃ গর্ভস্থ সত্ত্ব তাতে তথায় জীবন যাপন করে।

২ সন্ধ সূত্র

রাজগৃহ, গৃধ্রকুট পর্বত-

সে সময়ে শক্র নামক যক্ষ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে গাথায় বলল-

সর্বগ্রহীত্বীন বিমুক্ত শ্রমণ হওয়া সত্ত্বেও তুমি যে অপরকে অনুশাসন কর, তা সঙ্গত নয়।

ভগবান- হে শক্র, যে কোন ভাবে সংবাস বা সংযোগ হতে পারে। সুপ্রাজ্ঞ তাকে মনের দ্বারা অনুকম্পা করতে চেষ্টা করেন না। প্রসন্ন মনে অপরকে যে অনুশাসন করেন, তাতে সংযুক্ত হন না। সে অনুকম্পা দয়ামাত্রই।

৩ সূচিলোম

এক সময় ভগবান গয়ায় যক্ষ সূচিলোমের গৃহে দীর্ঘ মঞ্চে অবস্থান করছিলেন। তখন যক্ষ খর ও যক্ষ সূচিলোম ভগবানের অনতিদূরে অতিক্রম করছিল। অতঃপর খর সূচিলোমকে বলল-

“এ ব্যক্তি শ্রমণ।”

“না, এ শ্রমণ নয়, শ্রমণবেশধারী মাত্র।”

“এ শ্রমণ না শ্রমণবেশধারী তা জানছি।”

অনন্তর সূচিলোম ভগবানের কাছে গিয়ে ভগবানের দিকে শরীর নত করল। ভগবান শরীর সরিয়ে নিলেন। তখন সে ভগবানকে বলল- হে শ্রমণ, তুমি আমাকে ভয় করছ?

ভগবান- না, বন্ধু, আমি তোমাকে ভয় করি না; কিন্তু তোমার সংস্পর্শ পাপ।

যক্ষ সূচিলোম- হে শ্রমণ, তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব! যদি উত্তরদানে অপারগ হও, তোমার চিত্ত ক্ষিপ্ত বা বিকল অথবা তোমার হৃৎপিণ্ড কেটে দেব নতুবা পদদ্বয় ধরে তোমাকে গঙ্গার অপর পারে ছুঁড়ে ফেলব।

ভগবান- হে বন্ধু, দেব-মার ব্রহ্মলোক সহ জগতে শ্রমণ ব্রাহ্মণ সহ দেব মনুষ্যগণের মধ্যে এমন কাউকে দেখি না, যে আমার চিত্ত ক্ষিপ্ত করতে পারে, হৃৎপিণ্ড কাটতে পারে অথবা পদদ্বয় ধরে আমাকে গঙ্গার পরপারে ছুঁড়ে ফেলতে পারে; কিন্তু তুমি যা আকাঙ্ক্ষা কর, তা জিজ্ঞেস করতে পারো।

অতঃপর যক্ষ সূচিলোম ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করল-

রাগ দ্বেষের মূল কোথায়? (বিশুদ্ধির পথ অনুসরণে) অরতি বা অনীহা (কাম্য বিষয়ভোগে) রতি এবং লোমহর্ষণ কোথেকে উৎপন্ন হয়? বালকেরা যেমন কাক ধরে ছুঁড়ে ফেলে, তেমনি কুচিন্তাসমূহ কোথেকে উৎপন্ন হয়ে মনকে নিক্ষিপ্ত করে?

ভগবান- রাগদ্বেষের মূল এ দেহমানে। অরতি, রতি ও লোমহর্ষণ এ থেকেই উৎপন্ন হয়। এ থেকেই কুচিন্তাসমূহ উৎপন্ন হয়ে মনকে বালকগণের দ্বারা কাকের মত ছুঁড়ে ফেলে।

অদ্বজ বা নিজোৎপন্ন তৃষ্ণা বটবৃক্ষের স্কন্ধজাত বৃক্ষের মত কাম্য বিষয় সমূহে নানাভাবে লগ্ন এবং মালুবা লতার মত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হে যক্ষ, শোনো যাঁরা যা থেকে (যে তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয়) তা জানেন, তাঁরা সে তৃষ্ণা বিনোদন করে অতীর্ণ পূর্ব দুস্তর স্রোত অতিক্রম করে অপুনর্ভব বা ভবাতিত নির্বাণে উত্তীর্ণ হন।

৪ মণিভদ্র সুত্ত

এক সময় ভগবান মগধ রাজ্যে মণিমাল চৈত্রে যক্ষ মণিভদ্রের গৃহে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর যক্ষ মণিভদ্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বললেন-

স্মৃতিমান বা সজাগ ব্যক্তির সর্বদাই মঙ্গল। স্মৃতিমান সুখ লাভ করেন। স্মৃতিমানের সর্বদাই শ্রেয় এবং তিনি বৈর থেকে মুক্ত হন।

ভগবান- স্মৃতিমানের সর্বদা মঙ্গল। স্মৃতিমান সুখ লাভ করেন। স্মৃতিমানের সর্বদাই শ্রেয়, কিন্তু তিনি বৈর থেকে মুক্ত হন না।

যাঁর মন অহোরাত্র অহিংসায় রত এবং যিনি সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন, তাঁর কারও সঙ্গে বৈরভাব নেই।

৫ সানু সুত্ত

শ্রাবস্তী-

সে সময়ে জনৈক উপাসিকার সানু নামক পুত্র যক্ষগ্রস্ত হয়। সে উপাসিকা বিলাপ করতে করতে সে মুহূর্তে এ গাথাগুলো বললেন-

চতুর্দশী, পঞ্চদশী, পক্ষের অষ্টমী তিথি এবং প্রাতিহার্য^১ পক্ষে অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ যাঁরা পালন করেন এবং ব্রহ্মচার্য রক্ষা করেন, তাঁদের সঙ্গে যক্ষ ক্রীড়া করে না- অর্হৎগণের নিকট এ কথা শুনেছি। আজ আমি দেখছি- যক্ষগণ সানুর সঙ্গে ক্রীড়া করছে।

যক্ষ- চতুর্দশী, পঞ্চদশী পক্ষের অষ্টমী তিথি এবং প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ যাঁরা পালন করেন এবং ব্রহ্মচার্য অবলম্বন করেন, তাঁদের সঙ্গে যক্ষ ক্রীড়া করেনা- একথা তুমি অর্হৎগণের নিকট ঠিকই শুনেছ। হে সানু, তোমাকে প্রবুদ্ধ অবস্থান ছাড়ছি, তবে যক্ষগণের কথা এই- প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে পাপকর্ম করো না; যদি পাপকর্ম করবে অথবা কর, তাহলে উড়ে পালালেও দুঃখ থেকে তোমার মুক্তি নেই।

সানু- মা, মৃতের জন্য লোক রোদন করে, কারণ তাকে জীবন্ত অবস্থায় দেখা যায় না। মা, আমাকে জীবন্ত দেখেও আমার জন্য রোদন করছ কেন?

উপাসিকা- বৎস মৃতের জন্যই লোক রোদন করে, যেহেতু তাকে জীবন্ত দেখা যায় না। কিন্তু যে কাম্য বিষয় ত্যাগ করে পুনরায় সংসারে ফিরে আসে, তার জন্যও রোদন করা হয়; কারণ সে জীবন ধারণ করেও মৃত।

হে বৎস, তপ্ত ভস্ম থেকে উদ্ধৃত হয়ে আবার তপ্ত ভস্মে পড়তে চাও, নরক থেকে উদ্ধার পেয়ে আবার নরকে পড়তে

^১ চতুর্দশী পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথির আগের দিন ও পরের দিনকে প্রাতিহার্য পক্ষ বলা হয়, যেদিন অনুরাগী ভক্তগণ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ পালন করেন।

চাও। সম্মুখে পানে অগ্রসর হও, তোমার মঙ্গল হোক।
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে বের করা দ্রব্য, আবার দন্ধ করতে চাও।

৬ প্রিয়ঙ্কর সুত্ত

আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে উঠে ধর্মপদ
আবৃত্তি করছিলেন। যক্ষিণী প্রিয়ঙ্করমাতা স্বীয় পুত্রকে এভাবে
তোষণ করতে লাগল-

হে প্রিয়ঙ্কর, শব্দ করোনা, ভিক্ষু ধর্মপদ আবৃত্তি করছেন।
ধর্মপদ জেনে আচরণ করবো, তা আমাদের হিতার্থে বর্তিত
হবে।

প্রাণিগণের প্রতি সংযত হই, সজ্ঞানে মিথ্যা বলব না,
নিজের সুশীলতা শিক্ষা করি। তবে পিশাচ জন্ম থেকে মুক্তি
পাই।

৭ পুনর্বসু সুত্ত

সে সময়ে ভগবান নির্বাণ সম্পর্কিত ধর্মকথায় ভিক্ষুদের
দেখাচ্ছিলেন, শিক্ষা দিচ্ছিলেন উৎসাহিত ও আনন্দিত
করছিলেন। সে ভিক্ষুগণ তন্ময় হয়ে মনোনিবেশ সহকারে সমগ্র
চিন্তে গ্রহণ পূর্বক উৎকর্ষ হয়ে ধর্মশ্রবণ করছিলেন। অনন্তর
পুনর্বসুমাতা যক্ষিণী পুত্রকে এভাবে তোষণ করতে লাগল-

হে উত্তরা, হে পুনর্বসু, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বুদ্ধবর শাস্তার
ধর্ম শুনব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নীরব থেকো। এ ধর্মের প্রতি
আমার অনুরাগ সীমাতীত।

জগতে স্বীয় পুত্র স্বীয় প্রিয়, তার চেয়েও এ ধর্মসন্ধান
আমার প্রিয়তর।

সদ্ধর্ম শ্রবণ যেমন প্রাণীদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে, প্রিয়
পুত্র কিংবা প্রিয় পতি তা করতে পারে না।

দুঃখপীড়িত জরামৃত্যু সংযুক্ত জগতে জরামৃত্যু থেকে মুক্তির জন্য ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম উপলব্ধি করেছেন, সে ধর্ম শুনতে ইচ্ছা করি। অতএব পুনর্বসু নীরব হও।

পুনর্বসু- মা, আমি কথা বলব না, এ উত্তরাও নীরব রয়েছে; ধর্মই শ্রবণ করো। সদ্ধর্ম শ্রবণ সুখ। মা, সদ্ধর্ম না জানায় আমরা দুঃখে বিচরণ করছি অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করছি।

মোহগ্রস্থ দেবমनुष্যদের মধ্যে প্রভাকর চক্ষুশ্রম্ভান্ অস্তিম দেহধারী এ বুদ্ধ ধর্মদেশনা করছেন।

সাধু! আমার বক্ষশায়ী জাতপুত্র জ্ঞানী। আমার পুত্র বুদ্ধবরের শুদ্ধ ধর্ম ভালবাসে।

হে পুনর্বসু, সুখী হও। উত্তরাও শোনো- আজ আমি উদ্যত হয়েছি, চার আর্যসত্য প্রত্যক্ষ করেছি।

৮ সুদত্ত সুত্ত

এক সময় ভগবান রাজগৃহে শীতবনে বাস করছিলেন। তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ড কোন কার্য উপলক্ষে রাজগৃহে এসেছিলেন। তিনি শুনলেন যে, জগতে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বুদ্ধদর্শনে যেতে চাইলেন, তবে তাঁর মনে হল “আজ আর ভগবৎ দর্শনে যাবার সময় নেই, আগামী কাল যাব।” তিনি বুদ্ধানুগত স্মৃতি নিয়ে গুয়ে পড়লেন। ‘প্রভাত হয়েছে’ মনে করে রাত্রিতে তিন বার উঠলেন। অতঃপর তিনি শ্মশানদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অপদেবতার দ্বার খুলে দিল।

অনাথপিণ্ড যখন নগর থেকে বের হলেন, তখন আলো অন্তর্হিত হল, অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হল। ভয়, ত্রাস ও রোমহর্ষ উৎপন্ন হওয়ায় তিনি ফিরতে উদ্যত হলেন। অনন্তর যক্ষ শিবক অদৃশ্য হয়ে শোনাৎ-

শত হস্তী, শত অশ্ব, শত অশ্বতরীরথ এবং মণিমুক্তার
কুণ্ডলালঙ্কারে বিভূষিতা শত সহস্র নারী এক পদক্ষেপের
ষোলকলার এক কলার যোগ্য নয়।

হে গৃহপতি অগ্রসর হও, হে গৃহপতি অগ্রসর হও। তোমার
অগ্রগতিই শ্রেয়, পশ্চাদপসরণ নয়।

অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডদের সম্মুখে অন্ধকার বিগত হল,
আলো দেখা দিল। যে ভয়, ত্রাস, রোমহর্ষ ছিল, তা দূরীভূত
হল। দ্বিতীয় বার তৃতীয়বার গৃহপতি অনাথপিণ্ডদের আলো
অন্তর্হিত হল পশ্চাদপসরণ নয়।

অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ড শীতবনে উপস্থিত হলেন।
যে সময় ভগবান প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে উন্মুক্ত আকাশে
পায়চারি করছিলেন। তিনি অনাথপিণ্ডকে দূর থেকে আসতে
দেখে চংক্রমণ বা পায়চারি স্থান থেকে নেমে পাতা আসনে
বসলেন এবং বললেন- সুদত্ত, এসো। অনন্তর গৃহপতি
অনাথপিণ্ড ‘ভগবান আমাকে নাম ধরে সম্বোধন করছেন’ বলে
সেখানেই ভগবানের পদতলে মস্তক লুষ্ঠিত করে ভগবানকে
বললেন “ভদন্ত, আপনি সুখে শয়ন করেছেন কি?

ভগবান- যিনি কাম্য বিষয়ে লিপ্ত হননা, শান্তির গভীরে মগ্ন
এবং উপধিহীন, সে পরিনির্বৃত্ত ব্রাহ্মণ সর্বদাই সুখে অবস্থান
করেন।

সকল আসক্তি ছিন্ন করে হৃদয়ে ব্যথা বিনোদন করে চিন্তের
শান্তি প্রাপ্ত হয়ে উপশান্ত পুরুষ সুখেই থাকেন।

৯ সুক্লা সুত্ত (১)

ভিক্ষুণী গুরুা বিশাল পরিষদ পরিবৃত্ত হয়ে ধর্মদেশনা
করছিলেন। তখন তাঁর প্রতি প্রসন্ন যক্ষ রাজগৃহে এক রাত্তা

থেকে অন্য রাস্তায় এবং এক রাস্তার মোড় থেকে অন্য রাস্তার মোড়ে নিয়ে গাথাগুলো উচ্চারণ করল-

অমৃতপদ দেশনাকালে ভিক্ষুণী শুল্কর নিকট যারা উপস্থিত হয়না, রাজগৃহে সে মানুষেরা মধুগীতের মত (যেন অচেতন হয়ে) শয়ন করছে।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মেঘনিঃসৃত বারিপর্যায় ঘর্মান্ত পথিকের মত সে অবিমিশ্র ওজবন্ত ধর্মসুধা যেন অতৃপ্তভাবে পান করছেন।

১০ সুক্কা সুত্ত (২)

রাজগৃহ

জনৈক উপাসক ভিক্ষুণী শুল্ককে ভোজন দান করলেন। অনন্তর ভিক্ষুণী শুল্কর প্রতি প্রসন্ন যক্ষ রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে এ গাথা বলতে লাগল-

যে সপ্রাজ্ঞ উপাসক সকল গ্রস্থি-বিমুক্তা^১ শুল্ককে ভোজন দান করলেন, তিনি একান্তই বহু পুণ্য উৎপাদন করলেন বা উপার্জন করলেন।

১১ চীরা সুত্ত

রাজপথ-

জনৈক উপাসক ভিক্ষুণী চীরাকে চীবর দান করলেন। অনন্তর চীরার প্রতি প্রসন্ন যক্ষ বলতে লাগল-

^১ গ্রস্থি শব্দের অর্থ গাঁট। এ হচ্ছে অন্দ্রের গ্রস্থি যা চিত্তকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গাঁট বেঁধে রাখে। তা চার প্রকার, যথা-অভিধ্যা বা অতিলোভ, ব্যাপাদ বা বিদ্বিষ্ট চিন্তা, শীলব্রত বা শুরু আচার অনুষ্ঠানে শুদ্ধি কল্পনা ও ভ্রান্ত মতে অটল বিশ্বাস। এ সকল গ্রস্থি থেকে যিনি মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁকে বলা হয় গ্রস্থিবিমুক্তি!

যে সপ্রাক্ত উপাসক সর্বযোগ বিমুক্তা^১ চীরাকে চীবর দান করলেন, তিনি একান্তই বহু পুণ্য উপার্জন করলেন।

১২ আলবক সুত্ত

এক সময় ভগবান আলবিতে আলবক যক্ষের ভবনে অবস্থান করছিলেন। তখন যক্ষ আলবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বলল “হে শ্রমণ বের হও।” ভগবান ‘বন্ধু, উত্তম’ বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অতঃপর যক্ষ বলল “হে শ্রমণ, প্রবেশ কর।” ভগবান ‘বন্ধু, উত্তম’ বলে প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয় বার যক্ষ ভগবানকে বলল “হে শ্রমণ, প্রবেশ কর।” ‘বন্ধু, উত্তম’ বলে ভগবান প্রবেশ করলেন। তৃতীয়বার যক্ষ ভগবানকে বলল “হে শ্রমণ, বের হও।” প্রবেশ করলেন। চতুর্থবার যখন যক্ষ ভগবানকে বের হতে বলল, তখন তিনি বললেন “বন্ধু, আমি বের হবো না, তোমার যা করণীয়, তা করো।” যক্ষ উক্তি করল “হে শ্রমণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, যদি উত্তর দিতে অপারগ হও, তবে তোমার চিত্ত ক্ষিপ্ত করব অথবা তোমার হৃৎপিণ্ড ফাঁটিয়ে দেব নতুবা পদদ্বয় ধরে গঙ্গার অপর পারে তোমায় ছুঁড়ে ফেলব।”

ভগবান- “হে বন্ধু, দেব-মার-ব্রহ্মলোক সহ জগতে শ্রমণ ব্রাহ্মণ সহ দেবমনুষ্য জনগণের মধ্যে তাকে দেখি না, যে আমার চিত্ত ক্ষিপ্ত করতে পারে, হৃদয় ফাটতে পারে কিংবা পদদ্বয় ধরে

^১ কামবাসনা, ভববাসনা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যাকে যোগ বলা হয়, কারণ এগুলো সত্ত্বগুণকে ভবযন্ত্রে যুক্ত করে ঘুরপাক খাওয়ায়। এ সকল যোগ থেকে যিনি মুক্তিলাভ করেন, তিনিই সর্বযোগমুক্তি।

আমাকে গঙ্গার পর পারে ছুঁড়ে ফেলতে পারে; কিন্তু তুমি যা আকাজ্জা কর, তা জিজ্ঞেস করো।”

অতঃপর যক্ষ আলবক ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করল-

ইহলোকে পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত কি? সুচারুরূপে আচরিত কি সুখাবহ হয়! রসসমূহের মধ্যে সুস্বাদুতর রস কি? কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করলে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়?

ভগবান- ইহলোকে শ্রদ্ধা পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত। সুন্দরভাবে আচরিত বা অনুষ্ঠিত ধর্ম সুখাবহ হয়। সত্যই রসসমূহের মধ্যে সুস্বাদুতর রস। প্রজ্ঞাজীবীর জীবনকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

যক্ষ- কিভাবে স্রোত উত্তীর্ণ হয়? কিভাবে অর্ণব উত্তীর্ণ হয়? কিরূপে দুঃখ অতিক্রম করে এবং কিরূপে পরিশুদ্ধ হয়?

ভগবান- শ্রদ্ধা দ্বারা স্রোত এবং অপ্রমাদ দ্বারা অর্ণব উত্তীর্ণ হয়। বীর্য দ্বারা দুঃখ অতিক্রম করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।

যক্ষ- কিরূপে প্রজ্ঞা লাভ হয়? কিরূপে ধন লাভ হয়? কিরূপে কীর্তি লাভ হয়? কিরূপে মিত্রদের গ্রহণ করে? ইহলোক থেকে পরলোক গিয়ে কিরূপে শোকগ্রস্ত হয় না?

ভগবান- অপ্রমত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি অর্হৎগণের ধর্মে আস্থাবান হয়ে শুশ্রূষ বা সদ্ধর্ম শ্রবণেচ্ছু হয়ে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য প্রজ্ঞা লাভ করেন।

যথাযথকারী উৎসাহী বীর্যবান ব্যক্তি ধন লাভ করে। সত্যবাদিতা দ্বারা কীর্তি লাভ হয়। দানশীল পরায়ণ ব্যক্তি মিত্র গ্রহণ করে।

যে শ্রদ্ধাশীল গৃহস্থের সত্য, ধর্ম, ধৃতি ও ত্যাগ এ চার ধর্ম আছে, সে পরলোক শোকগ্রস্ত হয় না।

যদি সত্য, দম, ত্যাগ ও শান্তির চেয়ে অধিকতর কিছু থাকে, তবে অমর বহু শ্রমণ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করো।

এখন অন্য বহু শ্রমণ ব্রাহ্মণ কি করে জিজ্ঞেস করি, পারত্রিক অর্থ বা কল্যাণ কি তা যে আজ আমি জানি।

বুদ্ধ একান্তই আমার হিতার্থে আলবিতে বাস করতে এসেছেন। যেখানে দান করলে মহৎ ফল হয়, তা আজ আমি জানি।

আমি সম্মুদ্রকে এবং ধর্মের সুধর্মতাকে প্রণাম করে গ্রাম থেকে গ্রামে ও নগর থেকে নগরে বিচরণ করব।

যক্ষ সংযুক্ত সমাপ্ত।

শত্রু সংযুক্ত

প্রথম বর্গ

১ সুবীর সুভ

শ্রাবস্তী-

ভগবান ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলে ভিক্ষুদের সম্বোধন করলেন। ভিক্ষুগণ ‘ভদন্ত’ বলে সাড়া দিলেন। ভগবান বললেন “হে ভিক্ষুগণ, অতীতকালে অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল। অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু দেবপুত্র সুবীরকে সম্বোধন করে বললেন- বৎস, সুবীর এ অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে, তুমি যাও, তাদের প্রতিরোধ করো। ‘হঁ্যা, প্রভু’ বলে সায়া দিয়ে সুবীর প্রমাদগ্রস্ত হলেন। দ্বিতীয়বার ইন্দ্র তাঁকে সম্বোধন করে বললেন- বৎস, সুবীর প্রতিরোধ করো। তিনি দ্বিতীয়বারও প্রমাদগ্রস্ত হলেন। তৃতীয়বার ইন্দ্র প্রতিরোধ করো। তিনি তৃতীয়বারও প্রমাদগ্রস্ত হলেন। তখন দেবেন্দ্র শত্রু দেবপুত্র সুবীরকে গাথায় বললেন-

হে সুবীর, উদ্যমহীন ও নিশ্চেষ্ট হয়ে যেখানে সুখ লাভ হয়, সেখানে যাও এবং আমাকেও সেখানে পৌঁছাও।

সুবীর- হে শত্রু, উদ্যমহীন ব্যক্তি অলস হয়, কর্মসমূহ করায় না। (এতাদৃশ ব্যক্তি যেখানে) সর্বকাম সমৃদ্ধ হয়, সে উত্তম স্থান আমাকে বলুন।

শত্রু- হে সুবীর, যেখানে অলস উদ্যমহীন ব্যক্তি আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্ত হয়, সেখানে যাও এবং আমাকেও সেখানে পৌঁছাও।

সুবীর- হে দেবশ্রেষ্ঠ শত্রু, যেখানে কর্ম ব্যতীত শোকহীন ক্ষোভহীন সুখ লাভ করা যায়, সে উত্তম স্থান নির্দেশ করুন।

শত্রু- হে সুবীর, কর্মব্যতীত কোথাও কেউ জীবন ধারণ করে না। (এতাদৃশ স্থান) যদি থাকে, তা হবে নির্বাণেরই মার্গ। তথায় যাও এবং আমাকেও তথায় পৌঁছাও।

হে ভিক্ষুগণ, নিজ পুণ্য ফলোপজীবী সে দেবেন্দ্র শত্রু ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে ঐশ্বর্য ও আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজত্ব করা সত্ত্বে ও উদ্যম ও বীর্যশালিতার প্রশংসাকারী হবেন। এখানে যে তোমরা সুপ্রকাশিত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে উদ্যমশীল হও, সচেষ্ট হও, অপ্রাপ্ত (নির্বাণের) প্রাপ্তির জন্য অনধিগত (নির্বাণের) অধিগমের জন্য অপ্রত্যক্ষীভূতের প্রত্যক্ষীকরণের জন্য, তা (বিশেষ ভাবে) শোভা পায়।

২ সুসীম সুত্ত

ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন “হে ভিক্ষুগণ, অতীতে অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল। অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু দেবপুত্র সুসীমকে সম্বোধন করে বললেন “বৎস সুসীম, এ অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে, তুমি যাও, তাদের প্রতিরোধ করো। তা (বিশেষ ভাবে) শোভা পায়।

৩ ধজগ্গ সুত্ত

ভগবান বললেন। অতীতকালে দেব ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল। অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু ত্রয়স্বিংশ স্বর্গবাসী দেবগণকে সম্বোধন করে বললেন ‘যদি সংগ্রামগত দেবগণের ভয় হৃৎকম্প কিংবা লোমহর্ষণ হয়, তখন আমারই রথের ধ্বজাগ্র অবলোকন করবেন। আমার ধ্বজাগ্র অবলোকন করলে যে ভয় হৃৎকম্প কিংবা লোমহর্ষণ হয়, তা দূর হবে। যদি আমার ধ্বজাগ্র অবলোকন না করেন, তবে দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র অবলোকন করবেন। তাতেও ভয়, হৃৎকম্প কিংবা লোমহর্ষণ অপগত হবে। যদি দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র অবলোকন না করেন, তবে দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র অবলোকন করবেন। তাতেও ভয়, হৃৎকম্প বা লোমহর্ষণ অপগত হবে। যদি দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র অবলোকন না করেন, তবে দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র অবলোকন করবেন। তাঁর ধ্বজাগ্র অবলোকনে ভয়, হৃৎকম্প বা লোমহর্ষণ পরিত্যক্ত হবে।’

হে ভিক্ষুগণ, কিন্তু দেবেন্দ্র শত্রুর বা দেবরাজ প্রজাপতির বা দেবরাজ বরুণের বা দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র অবলোকনকারীদের ভয়, হৃৎকম্প বা লোমহর্ষণ অপগত হতেও পারে, নাও পারে। তার কারণ দেবেন্দ্র শত্রু অবীতরাগ অবীতদ্বেষ অবীতমোহ অর্থাৎ রাগদ্বেষ মোহাতীত নন, ভীৰু, কম্পমান, ত্রাসযুক্ত এবং পলায়নপর। হে ভিক্ষুগণ, আমি তবে একথা বলি- যদি অরণ্য, বৃক্ষমূল অথবা শূন্যাগারে গেলে তোমাদের ভয়, হৃৎকম্প বা লোমহর্ষণ হয়, সে সময়ে তোমরা ‘সে ভগবান বুদ্ধ অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচারসম্পন্ন, সুগত লোকবিদ, অনুত্তর পরুষ বিনায়ক এবং দেবমনুষ্যগণের শাস্তা

বা অনুশাসক' বলে আমাকেই অনুসরণ করবে। আমাকে স্মরণ করলে তোমার ভয়, হৃৎকম্প বা রোমহর্ষ অপগত হবে। যদি তোমরা আমাকে অনুসরণ না কর, তাহলে 'ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুব্যখ্যাত, স্বয়ং দ্রষ্টব্য (প্রত্যক্ষভাবে দেখার যোগ্য) আকস্মি (যার অনুষ্ঠান ও ফলপ্রাপ্তিতে কালবিচার নেই) এসো দ্যাখো বলে সকলকে আহ্বানের যোগ্য, উপনয়িক (যা নির্বাণে উপনীত করে) বিজ্ঞগণের অদ্বৈত বা জ্ঞানীদের উপলব্ধিগোচর' বলে ধর্মকেই অনুসরণ করবে। ধর্মকে স্মরণ করলে তোমাদের ভয় বিগত হবে। যদি ধর্মকে স্মরণ না কর, তাহলে 'ভগবানের শ্রবকসঙ্ঘ বা শিষ্যসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন ঋজু পথযাত্রী সমীচীন ভাবাপন্ন (নির্বাণোপলব্ধির স্তরেভেদে) চার পুরুষযুগল বা আট রকমের ব্যক্তি বিশিষ্ট; ভগবানের এ শ্রাবকসঙ্ঘ অভ্যর্থনাই, দক্ষিণাই, প্রণম্য এবং জগতের অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র।' বলে সঙ্ঘকেই অনুসরণ করবে। সঙ্ঘকে স্মরণ করলে তোমাদের ভয় বিগত হবে। কেননা, তথাগত অর্হৎ সম্যক সমুদ্ধ বীতরাগ বীতদ্বেষ বীতমোহ নির্ভীক অকম্পমান অত্রস্ত অপলায়নপর। ভগবান সুগত এ উক্তির পর আরও বলেন-

হে ভিক্ষুগণ, অরণ্য বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যগৃহে সমুদ্ধকে অনুসরণ কর, তোমাদের ভয় থাকবে না।

লোকশ্রেষ্ঠ নরোত্তম বুদ্ধকে যদি স্মরণ না কর, তবে সুদেশিত নির্বাণপ্রদ ধর্মকে স্মরণ করো।

যদি সুদেশিত নির্বাণপ্রদ ধর্মকে স্মরণ না কর, তবে অনুত্তর পূণ্যক্ষেত্র সঙ্ঘকে স্মরণ করো।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘকে স্মরণ করলে ভয়, হৃৎকম্প বা রোমহর্ষ হবে না।

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন। হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে সংগ্রাম বেধেছিল। অনন্তর অসুররাজ বেপচিভি অসুরদের সম্বোধন করে বললেন “বন্ধুগণ, যদি এ দেবাসুর সংগ্রামে অসুরগণ জয়লাভ করে এবং দেবগণ পরাস্ত হয়, তবে দেবেন্দ্র শত্রুকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে অর্থাৎ হস্তদ্বয় পদদ্বয় ও কণ্ঠে বন্ধনাবদ্ধ করে অসুরপুরে আমার নিকট নিয়ে আসবে।” দেবেন্দ্র শত্রুও ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবগণকে সম্বোধন করে বললেন “বন্ধুগণ, যদি এ দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ জয়লাভ করে এবং অসুরগণ পরাস্ত হয়, তবে অসুররাজ বেপচিভিকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে বেঁধে সুধর্মা দেবসভায় আমার নিকট নিয়ে আসবে।” সে সংগ্রামে দেবতারা জয়লাভ করলেন এবং অসুরেরা পরাস্ত হলেন। তখন ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবতারা অসুররাজ বেপচিভিকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে আবদ্ধ করে সুধর্মা সভায় দেবেন্দ্র শত্রুর নিকট আনয়ন করলেন। সেখানে অসুরেন্দ্র বেপচিভি কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুধর্মা সভায় প্রবেশের সময় ও বের হবার সময় দেবেন্দ্র শত্রুকে অসভ্য পুরুষ ভাষায় আক্রোশ করতে লাগলেন। সারথি মাতলি দেবেন্দ্র শত্রুকে গাথায় জিঙেস করলেন-

হে শত্রু, আপনি কি ভয়ে অথবা দুর্বলতাবশত বেপচিভির মুখ থেকে পুরুষ বাক্য শুনে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেছেন?

শত্রু- আমি ভয় কিংবা দুর্বলতা বশত বেপচিভির দুর্বাক্য ক্ষমা করছি না। আমার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে মুখের সঙ্গে বিবাদলিপ্ত হবেন?

মাতলি- যদি প্রতিষেধকারী না থাকে, মূঢ় ব্যক্তিগণ অধিকতরভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে। তাই ধীর ব্যক্তিগণ কঠোর দণ্ডের দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিকে বারণ করেন।

শত্রু- পরকে বা শত্রুকে ক্রুদ্ধ দেখে যিনি স্মৃতিমান হয়ে উপশান্ত থাকেন, তাঁর এ (উপশান্ত ভাবকে) মূর্খের প্রতিষেধ অর্থাৎ মূর্খকে বাধা দেওয়া বলে মনে করি।

মাতলি- হে ইন্দ্র, আমি ক্ষমাশীলতার এ দোষ দেখি যে, মূঢ় ব্যক্তি যখন মনে করে ‘এ লোকটি ভয়ে আমাকে ক্ষমা করেছে,’ তখন পলায়নকারীকে পশ্চাদ্বর্তী গরুর মত সে মূঢ় অধিকতরভাবে তার ওপর চড়াও হয়।

শত্রু- ‘ভয়ে আমাকে ক্ষমা করেছে’ বলে একান্তই মনে করুক আর না-ই বা করুক। সকল অর্থের মধ্যে সদর্থই শ্রেষ্ঠ। ক্ষান্তির চেয়ে অধিকতর কিছুই নেই।

যে বলবান হয়ে দুর্বলকে ক্ষমা করে; একেই পরম শান্তি বলা হয়। কেননা, দুর্বল ব্যক্তি সর্বদাই ক্ষমা করে।

মূর্খের বল যার বল বা শক্তি; তা বল নয়; ধর্মরক্ষিত ক্ষান্তি বলের কোন প্রতিবাদী নেই।

যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি পাল্টা ক্রোধ প্রদর্শন করে, তাতে তারই খারাপ হয়। ক্রুদ্ধের প্রতি যিনি ক্রুদ্ধ হননা, তিনি দুর্জয় সংগ্রাম জয় করেন;

পরকে ক্রুদ্ধ দেখে যিনি স্মৃতিমান হয়ে সহ্য করেন, তিনি নিজের উভয়ের হিত সাধন করেন।

এ ভাবে নিজের পরের উভয়ের চিকিৎসাকারীকে ধর্মে অকুশলী ব্যক্তিগণ মূঢ় বলে মনে করে।

হে ভিক্ষুগণ, স্বীয় পুণ্যফলোপজীবী সে দেবেন্দ্র শত্রুও ত্রয়স্রিংশ দেবগণের মধ্যে ঐশ্বর্যও আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে

রাজত্ব করত ক্ষান্তি ও সংযমের প্রশংসাকারী হবেন। এখানে তা শোভা পায় যে, তোমরা সুপ্রকাশিত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে ক্ষমাশীল ও সংযত হও।

৫ সুভাসিত জয়সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন। হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে সংগ্রাম বাধে। অনন্তর অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শত্রুকে বললেন ‘হে দেবেন্দ্র সুভাষিতের দ্বারা জয় হোক’।

দেবেন্দ্র- হে বেপচিত্তি, সুভাষিতের দ্বারা জয় হোক।

হে ভিক্ষুগণ, দেবগণ ও অসুরগণ বিচার পরিষদ নিযুক্ত করলেন এঁরা সুভাষিত দুর্ভাষিত জানবেন অর্থাৎ বিচার করবেন। অতঃপর অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শত্রুকে বললেন ‘হে দেবেন্দ্র, গাথা বলুন।’ এ উজ্জির পর দেবেন্দ্র শত্রু অসুরেন্দ্র বেপচিত্তিকে বললেন ‘হে বেপচিত্তি, এখানে আপনারই পূর্বদেবতা, অতএব আপনিই বলুন।’ অনন্তর অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি এ গাথা উচ্চারণ করলেন-

‘যদি প্রতিষেধকারী না থাকে, মূঢ় ব্যক্তিগণ অধিকতর ক্রোধ প্রকাশ করে। তাই বীর ব্যক্তিগণ কঠোর দণ্ডের দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিকে বারণ করেন।’

হে ভিক্ষুগণ, অসুরেন্দ্র কর্তৃক এ গাথা উচ্চারিত হলে অসুরগণ অনুমোদন করলেন, দেবগণ নীরব রইলেন। অতঃপর অসুররাজের অনুরোধে দেবেন্দ্র এ গাথা উচ্চারণ করলেন-

‘পরকে বা শত্রুকে ত্রুদ্ব দেখে যিনি স্মৃতিমান হয়ে উপশান্ত থাকেন, তাঁর এ (উপশান্ত ভাবকে) মূর্খের প্রতিষেধ অর্থাৎ মূর্খকে বাধা দান বলে মনে করি।’

হে ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্রর উক্ত গাথা দেবগণ অনুমোদন করলেন এবং অসুরগণ নীরব রইলেন। দেবেন্দ্র অসুররাজকে বললেন ‘হে বেপচিভি, আপনি গাথা বলুন।’ বেপচিভি নিগোক্ত গাথা উচ্চারণ করলেন-

‘হে ইন্দ্র, আমি ক্ষমাশীলতার এ দোষ দেখি মূঢ় ব্যক্তি যখন মনে করে যে এ লোকটি ভয়ে আমাকে ক্ষমা করছে, তখন পলায়নকারীকে পশ্চাদ্বর্তী গরুর মত সে মূঢ় অধিকতরভাবে তার ওপর চড়াও হয়।’

হে ভিক্ষুগণ, অসুরেন্দ্র কর্তৃক এ গাথা উক্ত হলে অসুরগণ অনুমোদন করলেন এবং দেবগণ নীরব রইলেন। অনন্তর অসুররাজের অনুরোধে দেবেন্দ্র এ গাথাগুলো বললেন-

‘ভয়ে আমাকে ক্ষমা করেছে, বলে একান্তই মনে করুক আর না-ই বা করুক। সকল অর্থের মধ্যে সদর্থই শ্রেষ্ঠ। ক্ষান্তির চেয়ে অধিকতর কিছুই নেই।

যে বলবান হয়ে দুর্বলকে ক্ষমা করে; একেই পরম ক্ষান্তি বলা হয়। কেননা, দুর্বল ব্যক্তি সর্বদাই ক্ষমা করে।

মূর্খের বল যার বল বা শক্তি, তা বল নয়, ধর্মরক্ষিত ক্ষান্তিবলের কোন প্রতিবাদী নেই।

যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি পাল্টা ক্রোধ প্রদর্শন করে, তাতে তারই খারাপ হয়। ক্রুদ্ধের প্রতি যিনি ক্রুদ্ধ হন না, তিনি দুর্জয় সংগ্রাম করেন।

পরকে ক্রুদ্ধ দেখে যিনি স্মৃতিমান হয়ে সহ্য করেন, তিনি নিজের পরের উভয়ের হিত সাধন করেন।

এভাবে নিজের পরের উভয়ের চিকিৎসাকারীকে ধর্মে অকুশলী ব্যক্তিগণ মূঢ় বলে মনে করে।

হে ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র কর্তৃক এ গাথাগুলো উক্ত হলে দেবগণ অনুমোদন করলেন এবং অসুরগণ নীরব রইলেন। অতঃপর দেবাসুরগণের বিচার পরিষদ মন্তব্য করলেন ‘যে গাথাগুলো অসুরেন্দ্র বেপচিতি উচ্চারণ করেছেন, সেগুলো সদগু সশস্ত্র পর্যায়-ভুক্ত ও কলহ-বিগ্রহ-বিবাদসূচক, কিন্তু যে গাথাসমূহ দেবেন্দ্র শত্রু বলেছেন, সেগুলো অদগুগোচর অশস্ত্রগোচর এবং কলহ-বিগ্রহ-বিবাদশূন্য। এভাবে দেবেন্দ্র শত্রু সুভাষিতের দ্বারা জয় লাভ করলেন।

৬ কুলাবক সুভ

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দেব ও অসুরগণের মধ্যে সংগ্রাম বাধে। সে সংগ্রামে অসুরগণ জয়লাভ করল এবং দেবগণ পরাজিত হল। পরাজিত দেবগণ উত্তরমুখী হয়ে পশ্চাদপসরণ করল। অসুরগণ তাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু সারথি মাতলিকে বললেন “হে মাতলি, শিম্বলি বনে কুলায়গুলো রথার্থে এড়িয়ে চলো। আমরা অসুরগণের কাছে প্রাণ হারাব, তবুও এ পক্ষিগণ যেন কুলায়হীন না হয়।”

‘হাঁ প্রভু’ বলে সারথি মাতলি দেবেন্দ্র শত্রুর কথায় সায দিয়ে সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ ফিরালেন। তখন অসুরগণ মনে করল- দেবেন্দ্র শত্রুর সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ প্রত্যাবর্তন করছে এবং দেবগণ অসুরের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করবে। তারা ভয় পেয়ে অসুরপুরে প্রবেশ করল। এভাবে ধর্মের দ্বারা দেবেন্দ্র শত্রুর জয় হল।

শ্রাবস্তী-

অতীতে একদা নির্জনগত অদ্রস্থ শত্রুর মনে এ চিন্তার উদয় হল ‘যে হবে আমার শত্রু, তার প্রতিও আমি দ্রোহিতা করব না। অনন্তর অসুররাজ বেপচিভি চিত্তের দ্বারা দেবেন্দ্র শত্রুর মনের চিন্তা অবগত হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি দূর থেকে বেপচিভিকে আসতে দেখে বললেন ‘হে বেপচিভি, দাঁড়ান, আপনি এখন ধৃত হয়েছেন’।

বেপচিভি- হে বন্ধু, পূর্বে আপনার মনের যে ভাব ছিল, তা পরিত্যাগ করবেন না।

শত্রু- হে বেপচিভি, তবে আমার প্রতি অদ্রোহিত্যের জন্য শপথ করো।

বেপচিভি- হে ইন্দ্র, মিথ্যাবাদীর যে পাপ, আর্যনিন্দুকের যে পাপ, মিত্রদ্রোহীর যে পাপ এবং অকৃতজ্ঞের যে পাপ, সে সমস্ত পাপ স্পর্শ করুক যে আপনার প্রতি দ্রোহিতা করে।

৮ বেরোচন অসুরিন্দ সুত্ত

শ্রাবস্তী-

সে সময়ে ভগবান দিব্যবিহারে গিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু ও অসুরেন্দ্র বেরোচন ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে উভয়ে চৌকাট ধরে দাঁড়ালেন। অতঃপর অসুরেন্দ্র বেরোচন ভগবানের সমীপে এ গাথা উচ্চারণ করলেন-

অর্থসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত লোকের চেষ্টা করা উচিত। অর্থ নিষ্পত্তি বা সিদ্ধিতেই শোভা পায়- এ বেরোচন বচন।

শত্রু- অর্থসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত লোকের চেষ্টা করা উচিত ।
অর্থ নিষ্পন্ন বা সিদ্ধ হলেই শোভা পায় । ক্ষান্তির চেয়ে
অধিকতর কিছু নেই ।

বেরোচন- সকল প্রাণীর যথোপযুক্তভাবে তথায় তথায় অর্থ
বা প্রয়োজন উপস্থিত হয় । সংযোগই সকল প্রাণীর পরম
সম্ভোগ । অর্থ নিষ্পন্ন হলেই শোভা পায় । এটি বেরোচন বচন ।

শত্রু- সকল প্রাণীর যথোপযুক্ত ভাবে তথায় তথায় অর্থ বা
প্রয়োজন উপস্থিত হয় । সংযোগই সকল প্রাণীর পরম সম্ভোগ ।
অর্থ নিষ্পন্ন হলেই শোভা পায় । ক্ষান্তির চেয়ে অধিকতর কিছু
নেই ।

৯ আরএংএক ইসি সুত্ত

শ্রাবস্তী-

অতীতকালে একদল শীলবান ধার্মিক ঋষি অরণ্যভূমিতে
পর্ণকুটির সমূহে বাস করতেন । অতঃপর দেবেন্দ্র শত্রু এবং
অসুরেন্দ্র বেপচিতি সে ঋষিদের নিকট উপস্থিত হলেন । অনন্তর
অসুরেন্দ্র জুতা পরে খক্ষ বুলিয়ে ছত্র ধারণ করে অগ্রদ্বার দিয়ে
আশ্রমে প্রবেশপূর্বক সে ঋষিদের বাম দিক রেখে অতিক্রম
করলেন । কিন্তু দেবেন্দ্র জুতা খুলে খক্ষ অপরকে দিয়ে ছাতা
নামিয়ে দ্বার দিয়ে আশ্রমে প্রবেশপূর্বক ঋষিদের-অণুবাতে
কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করে দাঁড়ালেন । ঋষিগণ শত্রুকে গাথায়
বললেন-

হে সহস্রাক্ষ দেবরাজ, চিরদীক্ষিত ঋষিদের শরীরচ্যুত গন্ধ
বাতাসে আপনার দিকে যাচ্ছে । ঋষিদের গন্ধ অশুচি । অতএব
এখান থেকে সরে দাঁড়ান ।

শত্রু- চিরদীক্ষিত ঋষিদের শরীরচ্যুত গন্ধ বাতাসে থাক;
ভদন্ত, শিরে শুচিত্র পুষ্পমাল্যের মত এ গন্ধ আমরা চাই।
দেবগণ এতে ঘৃণা বোধ করেন না।

১০ সমুদ্রক ইসি সুত্ত

শ্রাবস্তী-

অতীতকালে একদল শীলবান ধার্মিক সমুদ্রতীরে পর্ণকুটির
সমূহে বাস করতেন। সে সময়ে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে
সংগ্রাম বাধে। অনন্তর সে ঋষিদের মনে হল দেবতারা ধার্মিক
এবং অসুরেরা অধার্মিক; অসুর থেকে আমাদের কারণ থাকতে
পারে। অতএব আমাদের অসুরেন্দ্র সম্বরের নিকট উপস্থিত
হয়ে অভয় দক্ষিণা যাচুণা করা উচিত। অতঃপর সে ঋষিগণ
বলবান পুরুষ যেভাবে সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং
প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, সেভাবে সমুদ্রতীরস্থ
পর্ণকুটিরসমূহে অন্তর্হিত হয়ে অসুরেন্দ্র সম্বরের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত
হলেন। সে ঋষিগণ অসুরেন্দ্র সম্বরকে গাথায় বললেন-

ঋষিগণ সম্বরের নিকট উপস্থিত হয়ে অভয় দক্ষিণা প্রার্থনা
করছেন। ভয় কিংবা অভয় যা দিতে চান, তা তিনি দিতে
পারেন।

সম্বর- শত্রুসেবক দুষ্ট ঋষিগণের অভয় নেই। অভয়প্রার্থী
আপনাদের আমি ভয়ই দিচ্ছি।

ঋষিগণ- অভয় যাচুণাকারী আমাদের ভয়ই দিচ্ছেন।
আমরা তা গ্রহণ করছি। আপনার ভয় অক্ষয় হোক।

যেমন বীজ বপন করা হয়, তেমনি ফল লাভ হয়।
কল্যাণকারী কল্যাণ লাভ করে এবং পাপকারী পাপ প্রাপ্ত হয়।
বৎস, আপনি যে বীজ বপন করলেন, তার ফল আপনি ভোগ
করবেন।

অনন্তর সে কল্যাণধর্মী ঋষিগণ অসুরেন্দ্র সম্বরকে অভিশাপ দিয়ে বলবান পুরুষ অন্তর্হিত হয়ে সমুদ্রতীরে পর্ণকুটিরসমূহে প্রাদুর্ভূত হলেন। অতঃপর অসুরেন্দ্র সম্বর সে ঋষিগণ কর্তৃক অভিশাপ হয়ে রাত্রিতে তিনবার উদ্বিগ্ন প্রাপ্ত হলেন।

দ্বিতীয় বর্গ

১ পঠম বত সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- “হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে মনুষ্য জন্মে দেবেন্দ্র শত্রু সপ্তবিধ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে শত্রু শত্রুত্ব অধিগত হয়েছেন। সে সপ্তবিধ ব্রত কি কি?

যাবজ্জীবন মাতাপিতার ভরণপোষণকারী হব, যাবজ্জীবন কুলের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করব, যাবজ্জীবন মৃদুভাষী হব, যাবজ্জীবন অপিশুনভাষী হব, যাবজ্জীবন ত্যাগী মুক্ত হস্ত ত্যাগরত প্রার্থীসেবক দানবন্টনরত হয়ে মাৎসর্য মলহীন চিত্তে গৃহবাস করব, যাবজ্জীবন সত্যবাদী হব, যাবজ্জীবন অক্রোধী রইব- যদিও ক্রোধ উৎপন্ন হয়, শীঘ্রই তা অপনোদন করব।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে মনুষ্য জন্মে শত্রু এ সপ্তবিধ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যে ব্রত পালনের ফলে শত্রু শত্রুত্ব অধিগত হয়েছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবগণ মাতৃপিতৃ সেবক বয়োজ্যেষ্ঠগণের সম্মানকারী মৃদুমধুরভাষী পিশুনপরিহারকারী মাৎসর্য অপনোদনরত সত্যবাদী ক্রোধমর্দনকারী ব্যক্তিকে ‘সৎপুরুষ’ আখ্যা দান করেন।

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- “হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে মনুষ্য জন্মে শত্রু মঘ নামক ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি ‘মঘবা’ বলে উক্ত হন। শত্রু পূর্বে মনুষ্য জন্মে পুরত বা আগে দান দিতেন। সেজন্য তাঁকে বলা হয় ‘পুরিন্দদ’। শত্রু পূর্বে মনুষ্য জন্মে সুষ্ঠুভাবে দান দিতেন বলে তাঁকে শত্রু বলা হয়। শত্রু পূর্বে মনুষ্য জন্মে আবাস দান করেছিলেন বলে তাঁকে বাসব বলা হয়। শত্রু সহস্র বিষয় মুহূর্তে চিন্তা করেন বলে তাঁকে সহস্রাক্ষ বলা হয়। সুজা নগী অসুর কন্যা তাঁর জায়া বলে শত্রুকে বলা হয় সুজম্পতি। শত্রু ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের দেবগণের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রাজত্ব করেন বলে তাঁকে বলা হয় দেবেন্দ্র। শত্রু পূর্বে মনুষ্য জন্মে সপ্তবিধ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যে ব্রত পালনের ফলে তিনি শত্রুত্ব অধিগত হয়েছেন। সে সপ্তবিধ ব্রত কি কি?

যাবজ্জীবন অপনোদন করব।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে মনুষ্য জন্ম শত্রুত্ব লাভ করেছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবগণ ‘সৎপুরুষ’ আখ্যা দান করেন।

বৈশালী-

একদা লিচ্ছবি মহালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন “ভদন্ত, আপনি কি দেবেন্দ্র শত্রুকে দেখেছেন?”

ভগবান- হে মহালি, আমি দেবেন্দ্র শত্রুকে দেখেছি।

মহালি- ভদন্ত, তিনি একান্তই শত্রু সদৃশ হবেন, যেহেতু দেবেন্দ্র শত্রু দূর্দশ।

ভগবান- মহালি, আমি শত্রুকে জানি এবং শত্রুকরণ ধর্ম সমূহও জানি, যে ধর্মসমূহ অবলম্বন করেছিলেন বলে শত্রু শত্রুত্ব অধিগত হয়েছেন। মহালি, দেবেন্দ্র শত্রু পূর্বে মনুষ্য জন্মে মঘ নামক ব্যক্তি ছিলেন। তাই ‘মঘবা’ বলে উক্ত হন। শত্রু পূর্বে মনুষ্য জন্মে পুরত বা আগে দান দিতেন, সে জন্য তাঁকে বলা হয় ‘পুরন্দদ’। শত্রু পূর্বে এ সপ্তবিধ, ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যে ব্রত পালনের ফলে তিনি শত্রুত্ব অধিগত হয়েছেন। সে সপ্তবিধ ব্রত কি কি?

যাবজ্জীবন অপনোদন করব।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে মনুষ্য জন্মে শত্রুত্ব লাভ করেছেন।

ত্রয়স্তিংশ স্বর্গবাসী দেবগণ ‘সৎপুরুষ’ আখ্যা দান করেন।

৪ দলিদ্দ সুত্ত

রাজগৃহ-

ভগবান ভিক্ষুদের বললেন “পূর্বে এ রাজগৃহেই জনৈক ব্যক্তি ছিল দরিদ্র অতিদীন কাণ্ডাল। সে তথাগত প্রচারিত ধর্মবিনয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছিল, শীল গ্রহণ করেছিল, বিদ্যা, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছিল। তাতে দেহ ভঙ্গে বা মৃত্যুর পর সে সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে ত্রয়স্তিংশ দেবগণের দেবগণের সাযুজ্য লাভ করল। সে অন্য দেবগণকে বর্ণে যশে নিষ্প্রভ করেছিল।

তথায় ত্রয়স্তিংশবাসী দেবগণ অবজ্ঞা করতে লাগলেন, নিন্দা করতে লাগলেন, অপবাদ দিতে লাগলেন- আশ্চর্য! অদ্ভুত এ দেবপুত্র পূর্বে মনুষ্য জন্মে দরিদ্র অতিদীন কাণ্ডাল ছিলেন।

তিনি মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক জন্মগ্রহণ করে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাযুজ্য লাভ করেছেন এবং বর্ণে যশে অন্য দেবগণকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন।

অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবতাদিগকে সম্বোধন করে বললেন “হে বন্ধুগণ, আপনারা এ দেবপুত্রকে অবজ্ঞা করবেন না, নিন্দা করবেন না, অপবাদ দেবেন না; এ দেবপুত্র পূর্বে মনুষ্য জন্মে তথাগত প্রচারিত ধর্মবিনয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, শীল গ্রহণ করেছিলেন, প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার ফলে মৃত্যুর পর অন্য দেবগণকে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছেন। অতঃপর দেবেন্দ্র শত্রু দেবতাদিগকে অনুনয় করত এ গাথাগুলো বললেন-

তথাগতের প্রতি যাঁর শ্রদ্ধা অচল সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁর শীল শুভ, পণ্ডিতজন প্রশংসিত এবং যাঁর সজ্জের প্রতি প্রসন্নতা আছে ও দৃষ্টি ঋজু বা অবক্র, তাঁকেই অদরিদ্র বলা হয় এবং তাঁর জীবন অমোঘ বা অব্যর্থ।

সেজন্য ধীর ব্যক্তির বুদ্ধিশাসন অনুস্মরণে শ্রদ্ধা, শীল, প্রসন্নতা ও ধর্মদর্শনে অনুযুক্ত হওয়া উচিত।

৫ রামণেয়্যক সুত্ত

শ্রাবস্তী-

একদা দেবেন্দ্র শত্রু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন “ভদন্ত, কোন ভূমি রমণীয়?

ভগবান- সুরম্য উদ্যান, সুরম্য বন এবং সুনির্মিত পুষ্করিণী মনুষ্য রমণীয়তার ষোল কলার যোগ্যও নয়।

গ্রামে, অরণ্যে, নিম্নভূভাগে কিংবা স্থল দেশে যেখানে অর্হৎগণ বা নিষ্কলুষ মুনিগণ বাস করেন, সেভূমি রমণীয়।

৬ যজমান সুত্ত

এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকুট পর্বতে বাস করতেন। তখন দেবেন্দ্র শত্রু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে দাঁড়িয়ে গাথায় জিজ্ঞেস করলেন-

পুণ্যকাজক্ষী ঔপাধিক বা লৌকিক পুণ্য সঞ্চয়কারী যজমান লোকদের দান কোথায় দিলে মহৎ ফল হয়? ভগবান- (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামিতা, অনাগামিতা, অর্হত্ত্ব) এ চার প্রকার লোকোত্তর মার্গ প্রতিপন্ন এবং চার প্রকার ফলস্থিত ঋজুভাব প্রাপ্ত প্রজ্ঞা-শীল-সমাধি সম্পন্ন যে সজ্ঞ বিদ্যমান, সে সজ্ঞের উদ্দেশে পুণ্যকাজক্ষী ঔপাধিক পুণ্য সঞ্চয়কারী যজমান লোকদের দান মহৎ ফল হয়।

৭ বন্দনা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

সে সময় ভগবান দিবাবিহারে গিয়ে একাগ্রতামগ্ন হয়ে রইলেন। অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু এবং ব্রহ্মা সহস্পতি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে চৌকাট অবলম্বন করে দাঁড়ালেন। তখন দেবেন্দ্র শত্রু ভগবানের সমীপে এ গাথা উচ্চারণ করলেন-

হে বীর বিজিতসংগ্রাম, উঠুন, হে নিক্ষিপ্তভার (রিপুভার মুক্ত) অশ্বাণী জগতে বিচরণ করুন। পূর্ণিমা রাত্রির নির্মল চন্দ্রের মত আপনার চিত্ত সুবিমুক্ত।

ভগবান- হে দেবেন্দ্র, তথাগতগণ এভাবে বন্দিত হন না, তাঁরা বন্দিত হন এ ভাবে-

হে বীর বিজিতসংগ্রাম উঠুন, হে অশ্বাণী সার্থবাহ জগতে বিচরণ করুন। ভগবান ধর্ম দেশনা করুন, জ্ঞাতা বিদ্যমান।

৮ পঠম সঙ্কনমস্সনা সুত্ত

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দেবেন্দ্র শত্রু সারথি মাতলিকে সম্বোধন করে বললেন- হে সৌম্য মাতলি, সহস্রযুক্ত আজানীয় রথে সুরম্য উদ্যান দর্শনে যাব। ‘হাঁ প্রভু’ বলে ইঙ্গিত দিয়ে সারথি মাতলি সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ সুবিন্যস্ত করে দেবেন্দ্র শত্রুকে জানালেন ‘আপনার জন্য সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ প্রস্তুত, যদি এখন সময় মনে করেন।’ অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু বৈজয়ন্ত প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে কৃতাজ্জলিপুটে বিভিন্ন দিক নমস্কার করলেন। তখন সারথি মাতলি দেবেন্দ্র শত্রুকে গাথায় বললেন-

হে শত্রু, পৃথিবীবাসী সকল ত্রৈবিদ্য (ব্রাহ্মণ), ক্ষত্রিয়, চার (লোকপাল) মহারাজা এবং যশস্বী দেবগণ আপনাকে নমস্কার করেন? সে সত্ত্বকে যাকে আপনি নমস্কার করেছেন? শত্রু- হে মাতলি, পৃথিবীবাসী সকল ত্রৈবিদ্য (ব্রাহ্মণ), ক্ষত্রিয়, চার মহারাজা ও যশস্বী দেবগণ আমাকে নমস্কার করেন। কিন্তু আমি শীলসম্পন্ন ব্রহ্মচর্যপরায়ণ চিত্তসমাহিত প্রব্রজিতদিগকে বন্দনা করি; যে গৃহস্থগণ ধার্মিক শীলবান উপাসক এবং ধার্মিকভাবে স্ত্রী-পুত্র পালন করেন, তাঁদের আমি নমস্কার করি। মাতলি- হে বাসব, হে শত্রু, আপনি যাঁদের নমস্কার করেন, তাঁরা একান্তই জগতে শ্রেষ্ঠ। আমিও তাঁদের নমস্কার করছি।

এ বলে দেবরাজ মঘবা সুজম্পতি ইন্দ্র বিভিন্ন দিক নমস্কার করে রথে আরোহণ করলেন।

৯ দ্বিতীয় সঙ্কনমস্না সুত্ত

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, একদা দেবেন্দ্র শত্রু সারথি মাতলিকে সম্বোধন করে বললেন ‘হে সৌম্য মাতলি, সহস্রযুক্ত আজানীয় রথে সুরম্য উদ্যান দর্শনে যাব।’ ‘হাঁ, প্রভু’ বলে ইঙ্গিত দিয়ে সারথি মাতলি শত্রুকে জানালেন- ‘আপনার জন্য সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ প্রস্তুত, যদি এখন সময় মনে করেন।’ অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু বৈজয়ন্ত প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে কৃতাঞ্জলিপুটে বিভিন্ন দিক নমস্কার করলেন। তখন সারথি মাতলি শত্রুকে গাথায় বললেন-

হে বাসব, দেবমনুষ্যগণ আপনাকে নমস্কার করেন। যাঁকে আপনি নমস্কার করছেন, সে ব্যক্তি কে? শত্রু- হে মাতলি, যিনি সর্বেশ্বর জগতে সম্যক সমুদ্র, সেই অনোম নামক শাস্ত্রকে নমস্কার করছি। যাঁদের রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যা বিগত হয়েছে, সেই ক্ষীণাস্রব আর্যদিগকে নমস্কার করছি। রাগ-দ্বেষ অপনোদনে এবং অবিদ্যা অতিক্রমণে সেই শৈক্ষ্যগণ ভবক্ষয়রত ও অপ্রমত্তভাবে (অধিশীল ইত্যাদি) ত্রিবিধ শিক্ষারত, আমি তাঁদের নমস্কার করছি।

হে বাসব, আপনি যাঁদের নমস্কার করছেন, তাঁরা একান্তই জগতে শ্রেষ্ঠ। আমিও তাঁদের নমস্কার করছি।

এ বলে দেবরাজ মঘবা সুজম্পতি ইন্দ্র ভগবানকে প্রণাম করে রথে আরোহণ করলেন।

১০ তৃতীয় সঙ্কনমস্না সুত্ত

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, একদা দেবেন্দ্র শত্রু সারথি মাতলিকে সম্বোধন করে অতঃপর দেবেন্দ্র শত্রু বৈজয়ন্ত প্রাসাদ

থেকে অবতরণ করত কৃতাজ্জলিপুটে ভিক্ষুসংঘকে নমস্কার করলেন। তখন সারথি মাতলি শত্রুকে গাথায় বললেন-

এ পুতিদেহধারী (মাতৃ জঠরের) আবর্জনায় একদা মগ্ন এবং ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত মনুষ্যগণ আপনাকে নমস্কার করে।

হে বাসব, (এতাদৃশ মনুষ্যগণের মধ্যে) অনাগারিক বা সংসারত্যাগী ঋষিদের কোন আচার-আচরণ আপনার ভাল না লাগে তা বলুন। আপনার বচন শুনি। শত্রু- হে মাতলি, সে অনাগারিকগণের এগুলো পছন্দ করি- যে গ্রামে থেকে তাঁরা প্রস্থান করেন, অনপেক্ষ হয়ে গমন করেন; তাঁদের ভাণ্ডারে কুস্ত্রে পসরায় শস্য রাখা হয় না; তাঁরা পর সম্পাদিত বা প্রস্তুত অন্ন অন্বেষণ করেন; যে ভিক্ষান্নে সুব্রত (অনাগারিকগণ) জীবন যাপন করেন; সে ধীরগণ সুভাষিতভাষী তুষ্টীভূত ও সমচারী; দেবগণ অসুরগণের সহিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং মনুষ্যেরা পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, কিন্তু তাঁরা বিরুদ্ধচারীদের মধ্যে অবিরুদ্ধ, দণ্ডধারীদের মধ্যে নির্বৃত্ত বা শান্ত এবং অনাদানকারী আমি তাঁদের নমস্কার করছি।

মাতলি- হে শত্রু, আপনি যাঁদের নমস্কার করছেন, তাঁরা জগতে শ্রেষ্ঠ, আমিও তাঁদের নমস্কার করছি।

এ বলে দেবরাজ মঘবা সুজম্পতি ইন্দ্র ভিক্ষুসংঘকে প্রণাম করে রথ আরোহণ করলেন।

তৃতীয় বর্গ

১ ঝড় সূত্র

শ্রাবস্তী-

দেবেন্দ্র শত্রু ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করলেন-

হে গৌতম, কি ধ্বংস করে সুখে থাকে এবং শোক করে না? কোন এক বিষয়ের বধ বা বিনাশ আপনি পছন্দ করেন?

হে বাসব, ক্রোধ ধ্বংস করে সুখে থাকে এবং শোক করে না। মধুরাত্ন বিষমূল ক্রোধের বিনাশ আর্যগণ বা ঋষিগণ প্রশংসা করেন। তা নষ্ট করে শোকাভীত হন।

২ দুর্বর্ণিযং সূত্র

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে কোন দুর্বর্ণ মহোদর যক্ষ দেবেন্দ্র শত্রুর আসনে উপবিষ্ট হন। তথায় ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবতারা অবজ্ঞা করতে লাগলেন, নিন্দা করতে লাগলেন এবং অপবাদ দিতে লাগলেন- ওগো, আশ্চর্য! অদ্ভুত! এ দুর্বর্ণ মহোদর যক্ষ দেবেন্দ্র শত্রুর আসনে উপবিষ্ট।

হে ভিক্ষুগণ, যতই ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবতারা অবজ্ঞা করতে লাগলেন, নিন্দা করতে লাগলেন, অপবাদ দিতে লাগলেন, ততই সে যক্ষ সুন্দরতর দর্শনীয়তর মনোরমতর হতে লাগলেন। তখন দেবতারা দেবেন্দ্র শত্রুর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন “হে বন্ধু, এক দুর্বর্ণ মহোদর যক্ষ আপনার আসনে উপবিষ্ট হয়েছেন; দেবতারা তাঁকে অবজ্ঞা করছেন এবং অপবাদ দিয়েছেন- ওগো, আশ্চর্য! উপবিষ্ট। যতই দেবতারা অবজ্ঞা করেছেন মনোরমতর হয়েছেন; তিনি নিশ্চয়ই ক্রোধভক্ষ যক্ষ হবেন।”

অতঃপর দেবেন্দ্র শত্রু সে ক্রোধভক্ষ যক্ষের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরীর একাংশ আবৃত করে দক্ষিণ জানুমণ্ডল ভূপ্রোথিত করে সে যক্ষকে কৃতঞ্জলিপুটে প্রণাম করে তিনবার নিজের নাম শোনালেন, “বন্ধু, আমি দেবেন্দ্র শত্রু।” যথা যথা দেবেন্দ্র শত্রু নাম শোনালেন, তথা তথা সে যক্ষ দুর্বর্ণতর মহোদরতর হলেন এবং তথায় অন্তর্ধান করলেন। অনন্তর দেবেন্দ্র শত্রু নিজের আসনে উপবেশন করে ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবতাদিগকে অনুনয় করতে সে মুহূর্তে এ গাথাদ্বয় উচ্চারণ করলেন-

আমি উপহতচিত্ত বা বিক্ষতমন নই, বৈরাবর্তে নীত হই না; দীর্ঘকাল আপনাদের প্রতি ক্রোধ করিনা এবং আমার মধ্যে ক্রোধ অবস্থিত হয় না।

আমি ত্রুদ্ধ হয়ে পুরুষ বাক্য বলি না, ধর্ম কীর্তনও করি না, বরং নিজের হিতার্থে নিজেকে নিগ্রহ করি।

৩ মায়া সুভ

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে অসুরেন্দ্র বিপচিতি অসুস্থ গুরুতর পীড়াগ্রস্ত দুঃখপ্রাপ্ত হলেন। তখন দেবেন্দ্র শত্রু তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। অসুরেন্দ্র বিপচিতি শত্রুকে দূর থেকে আসতে বললেন “হে দেবেন্দ্র শত্রু আমার চিকিৎসা করুন।”

শত্রু- হে বেপচিতি, আমাকে শম্বরী মায়া,^১ শিথিয়ে দিন।
বেপচিতি- হে বন্ধু, অসুরদের জিজ্ঞেস না করে তা শিথিয়ে পারি না।

^১ শম্বর নামক অসুর প্রবর্তিত মায়মন্ত্র।

অনন্তর অসুরেন্দ্র বেপচিভি অসুরদের জিজ্ঞেস করলেন
“বন্ধুগণ, দেবেন্দ্র শত্রুকে আমি শম্বরী মায়া শিখাব কি?”

অসুরেগণ- বন্ধু, আপনি দেবেন্দ্র শত্রুকে শম্বরী মায়া
শিখাবেন না।

অতঃপর অসুরেন্দ্র বেপচিভি দেবেন্দ্র শত্রুকে গাথায়
বললেন-

হে মঘবা দেবেন্দ্র সুজম্পতি শত্রু মায়াবী বা যাদুকর ব্যক্তি
শম্বর অসুরের মত ঘোর নিরয় উপগত হয়ে শতবর্ষ (যাতনা
ভোগ করে)।

৪ অচয় সুভ

শ্রাবস্তী-

একদা দুই ভিক্ষুর মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। তন্মধ্যে
একজন কথনের মাত্রা অতিক্রম করলেন। তিনি সে ভিক্ষুর
কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন। কিন্তু সে ভিক্ষু তা
প্রতিগ্রহণ করলেন না। অর্থাৎ ক্ষমা করলেন না। তখন কতিপয়
ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক
সমস্ত বিবরণ জানালেন। ভগবান বললেন “হে ভিক্ষুগণ, এ
দু’জন মূর্খ- যে অপরাধকে অপরাধ বলে দেখে না বা গণ্য করে
না এবং যে অপরাধ দেশনাকারীর অপরাধ যথাধর্ম প্রতিগ্রহণ
করে না বা ক্ষমা করে না। এ দু’জনই মূর্খ।

হে ভিক্ষুগণ, এ দু’জন পণ্ডিত বা জ্ঞানী- যে অপরাধকে
বলে দেখে এবং যে অপরাধ দেশনাকারীর অপরাধ যথাধর্ম
প্রতিগ্রহণ করে। এ দু’জনই পণ্ডিত।

হে ভিক্ষুগণ, অতীতকালে দেবেন্দ্র শত্রু সুধর্মা দেবসভায়
ত্রয়প্রিংশবাসী দেবগণকে অনুনয় করত এ গাথা বলেছিলেন-

ক্রোধ আপনাদের বশে আসুক, আপনাদের মিত্রতায় জরার আক্রমণ না হোক অর্থাৎ বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক। অনিন্দ্য ব্যক্তিকে নিন্দা করবেন না এবং পিশুন বাক্য বললেন না। ক্রোধ পাপী ব্যক্তিকে পর্বতের মত অভিমর্দন করে।

৫ অক্লোধন সুত্ত

শ্রাবস্তী-

..... ভগবান বলেছেন “হে ভিক্ষুগণ, অতীতকালে দেবেন্দ্র সুধর্মা দেবসভায় ত্রয়স্ত্রিংশবাসী দেবগণকে অনুনয় করত এ গাথা বলেছিলেন-

ক্রোধ আপনাদের অভিভূত না করুক, ক্রোধীদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন না অক্রোধ ও অহিংসা আর্যগণের বা নিক্লুষ ঋষিদের অনুসৃত প্রতিপদা বা পন্থা। ক্রোধ পাপীজনকে পর্বতের মত অভিমর্দন করে।

সগাথক বর্গ সমাপ্ত

॥ সংযুক্তনিকায়ের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

সংযুক্ত নিকায়

দ্বিতীয় খণ্ড

নিদান বর্গ

অভিসময় সংযুক্ত

বুদ্ধবর্গ- ১

এক

আমি এমন শুনেছি- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডের বিহারে বাস করতেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলে সম্বোধন করলেন। ভিক্ষুগণ ‘ভদন্ত’ বলে সাড়া দিলেন। ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের প্রতীত্যসমুৎপাদ দেশনা করব, তা শোন সুন্দরভাবে মনোনিবেশ কর, বলছি। ভিক্ষুগণ ‘হাঁ ভদন্ত’ বলে সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন- প্রতীত্যসমুৎপাদ কি? (প্রতীত্যসমুৎপাদ বলতে বোঝায়) অবিদ্যার^১ প্রত্যয়ে বা কারণে সংস্কার^২, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান^৩, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ^৪, নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন^৪, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে

^১ অবিদ্যা- দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞানতা।

^২ সংস্কার- শুভাশুভ কর্মানুষ্ঠান।

^৩ বিজ্ঞান- এখানে জানা চিন্ত্র করা অর্থে বিজ্ঞান বা চিত্ত, তা বিপাক চিত্ত।

^৪ নামরূপ- নাম হচ্ছে মানসিক দেহ এবং রূপ হচ্ছে ভৌতিক দেহ।

স্পর্শ^২, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা^৩, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা^৪, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান^৫, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব^৬, ভবের প্রত্যয়ে জাতি বা জন্ম, জাতির প্রত্যয়ে জরা মরণ শোকবিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। এভাবে সমগ্র দুঃখরাশির সমুদয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ (কার্যকারণ প্রবাহ)।

অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শে নিরোধে বেদনা নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জাতি নিরোধ, জাতি নিরোধে জরা মরণ-শোকবিলাপ-দুঃখদৌর্মনস্য ক্ষোভ নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ভগবানের এই ভাষণ সে ভিক্ষুগণ হৃষ্টমনে অভিনন্দিত করলেন।

^১ ষড়ায়তন- চক্ষুআয়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন ও মনায়তন- এ ছয়টি আয়তন বা মনোৎপত্তি ভূমি।

^২ স্পর্শ- চক্ষুশ্রোত্রাদির সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ।

^৩ বেদনা- সুখদুঃখাদি অনুভূতি।

^৪ তৃষ্ণা- আসক্তি।

^৫ উপাদান- তৃষ্ণার প্রাবল্যে দৃঢ় গ্রহণ (উপ+আদান)।

^৬ ভব- কর্মভব ও উৎপত্তি ভব। কর্মই কর্মভব, উৎপত্তিভব হচ্ছে বিশ্বজগৎ।

দুই

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কাছে প্রতীত্যসমুৎপাদ দেশনা করব, বিশ্লেষণ করব, তা শোন, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ কর; বলছি। ভিক্ষুগণ ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ। প্রতীত্যসমুৎপাদ কি? অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার একেই বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ হে ভিক্ষুগণ! জরামরণ কি? সে সে সত্ত্বগণের বা প্রাণীদের সে সে সত্ত্বনিকায়ে যে জরা জীর্ণতা খণ্ডদন্ততা পক্ককেশশূশ্রুতা লোলচর্মতা আয়ুর ক্ষয়, ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপক্কতা, তাকে বলা হয় জরা।

হে ভিক্ষুগণ, মরণ কি? সে সে সত্ত্বগণের সে সে সত্ত্বনিকায় থেকে যে চ্যুতি চ্যবনতা ভেদ অন্তর্ধান মৃত্যু মরণ কালক্রিয়া স্কন্ধ সমূহের^১ ভেদ কলেবরের নিক্ষেপ, তাকে বলা হয় মরণ। জরা মৃত্যুকেই বলা হয় জরামরণ।

হে ভিক্ষুগণ, জাতি কি? সে সে সত্ত্বগণের সে সে সত্ত্বনিকায়ে যে জন্ম সংক্রমণ উৎপত্তি স্কন্ধসমূহের প্রাদুর্ভাব (চক্ষুশ্রোত্রাদি) আয়তনলাভ, তাকেই বলা হয় জাতি।

হে ভিক্ষুগণ, ভব কি? তিনটি ভব বা জগৎ- কামভব^২, রূপভব^৩ ও অরূপ ভব। এগুলোকে বলা হয় ভব।

^১ স্কন্ধ বলতে বোঝায় পঞ্চ স্কন্ধ, যথা- রূপ বা ভৌতিক বস্তু, বেদনা বা অনুভূতি, সংজ্ঞা বা প্রতীতি, সংস্কার বা পুণ্যপুণ্যাদি এবং বিজ্ঞান বা চিন্তা। স্কন্ধ শব্দের অর্থ রাশি।

হে ভিক্ষুগণ, উপাদান কি? চার উপাদান বা দৃঢ় গ্রহণ-কামোপাদান, দৃষ্টি উপাদান বা ভ্রান্তমত পোষণ, শীলব্রত উপাদান (বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে শুদ্ধিকল্পনা) এবং অদ্বাদোপাদান (রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধকে ‘আমি’ ‘আমার’ বলে গ্রহণ বা অহংভাব)। এগুলোকে বলা হয় উপাদান।

হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা কি? তৃষ্ণা ছয় প্রকার- রূপ তৃষ্ণা, শব্দ তৃষ্ণা, গন্ধ তৃষ্ণা, রস তৃষ্ণা, স্পর্শ তৃষ্ণা ও ধর্ম তৃষ্ণা (মনোগোচর বিষয়ের প্রতি আসক্তি)। একে বলা হয় তৃষ্ণা।

হে ভিক্ষুগণ, বেদনা কি? বেদনা বা অনুভূতি ছয় প্রকার- চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা, কায় সংস্পর্শজ বেদনা এবং মনো সংস্পর্শজ বেদনা। একে বলা হয় বেদনা।

হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শ কি? স্পর্শ ছয় প্রকার (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে) চক্ষু সংস্পর্শ, শ্রোত্র সংস্পর্শ, ঘ্রাণ সংস্পর্শ, জিহ্বা সংস্পর্শ, কায় সংস্পর্শ এবং মনো সংস্পর্শ। একে বলা হয় স্পর্শ।

হে ভিক্ষুগণ, ষড়ায়তন কি? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন ও মনায়তন। একে বলা হয় ষড়ায়তন।

হে ভিক্ষুগণ, নামরূপ কি? বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ ও মনস্কার (মনোযোগ) এগুলোকে বলা হয় নাম। চার সহাভূত^১ এবং চার মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ (ভৌতিক বস্তু)। একে বলা হয় রূপ। এ উভয়কে নামরূপ বলা হয়ে থাকে।

^১ চার মহাভূত হচ্ছে পৃথিবী ধাতু, অপ্ ধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ু ধাতু যাকে বলা হয় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরৎ।

হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান কি? চক্ষু বিজ্ঞান^১, শ্রোত্র বিজ্ঞান^২, ঘ্রাণ বিজ্ঞান^৩, জিহ্বা বিজ্ঞান^৪, কায় বিজ্ঞান^৫, মনোবিজ্ঞান^৬, এগুলোকে বলা হয় বিজ্ঞান।

হে ভিক্ষুগণ! সংস্কার কি? কায় সংস্কার^৭, বাক্ সংস্কার^৮ চিত্ত সংস্কার^৯ এ তিনটিকে বলা হয় সংস্কার।

হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা কি? দুঃখ সম্বন্ধে, দুঃখ সমুদয় (দুঃখের উৎপত্তি) সম্বন্ধে, দুঃখের নিরোধ সম্বন্ধে ও দুঃখ নিরোধগামিনীপ্রতিপদা (দুঃখ নিরোধের উপায়) সম্বন্ধে যে অজ্ঞান, তাকে বলা হয় অবিদ্যা।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান দুঃখরাশির উদয় হয়। অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

তিন

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের কাছে মিথ্যাপ্রতিপদা এবং সম্যক্ প্রতিপদা দেশনা করব, তা শোন সম্যক্ভাবে

^১ চক্ষুবিজ্ঞান বলতে বোঝায় চক্ষু, দৃশ্যমান রূপ ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

^২ শ্রোত্র বিজ্ঞান- শ্রোত্র, শব্দ ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

^৩ ঘ্রাণবিজ্ঞান- ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ এবং মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

^৪ জিহ্বা বিজ্ঞান- জিহ্বা, রস, ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

^৫ কায়বিজ্ঞান- কায়, স্পর্শ ও মনস্কারের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত।

^৬ মনোবিজ্ঞান- হৃদয়, মনোগ্রাহ্য বিষয় ও মনস্কারের সঙ্গে উৎপন্ন চিত্ত।

^৭ কায় সংস্কার- কায়দ্বারে প্রবর্তিত পুণ্যাপুণ্যাদি চেতনা।

^৮ বাক্ সংস্কার- বাক্দ্বারে প্রবর্তিত চেতনা।

^৯ চিত্ত সংস্কার- মনোদ্বারে প্রবর্তিত চেতনা।

মনোনিবেশ কর। “হাঁ ভদন্ত” বলে সে ভিক্ষুগণ সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন। মিথ্যা প্রতিপদা কি? অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সমগ্র দুঃখরাশির সমুদয় হয়। একে বলে মিথ্যা প্রতিপদা।

হে ভিক্ষুগণ! সম্যক প্রতিপদা কি? অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ সমগ্র দুঃখ রাশির নিরোধ হয়। একে বলে সম্যক প্রতিপদা।

চার

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ। ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সমুদ্র বিদর্শীর সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসমুদ্র বোধিসত্ত্ব অবস্থায় এরকম চিন্তার উদয় হয়েছিল “এজগৎ একান্তই ক্লেশত্রস্ত যেহেতু জন্ম হয়, জরা দেখা যায়, মৃত্যু আসে, চ্যুতি ও উৎপন্ন হয়, অথচ লোক এ জরা মৃত্যুদুঃখের নিঃসরণ বা নির্গমনজানে না; জানে না কখন এ জরামৃত্যু দুঃখ থেকে নিষ্কমণ বা অব্যাহতি দেখা দিবে।” অনন্তর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে জরামৃত্যু হয়, কিসের প্রত্যয় বা কারণে জরামৃত্যু?” বোধিসত্ত্ব বিদর্শী যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হয়- জাতি বা জন্ম থাকলে জরামৃত্যু হয়, জন্মের কারণে জরামৃত্যু। অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে জন্ম হয়, কিসের প্রত্যয়ে বা কারণে জন্ম?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হয়- ভব বিদ্যমান জন্ম হয়, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম। বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে ভব হয়, কিসের প্রত্যয়ে ভব?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- উপাদান থাকলে ভব হয়, উপাদার প্রত্যয়ে ভব। অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে উপাদান হয়,

কিসের প্রত্যয়ে উপাদান?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- তৃষ্ণা থাকলে উপাদান হয়, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে তৃষ্ণা হয়, কিসের প্রত্যয়ে তৃষ্ণা?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- বেদনা থাকলে তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে বেদনা। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে বেদনা হয়, কিসের কারণে বেদনা?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- স্পর্শ হলে বেদনা হয়, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে স্পর্শ হয়, কিসের কারণে স্পর্শ?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- ষড়ায়তন থাকলে স্পর্শ হয়, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ। অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে ষড়ায়তন হয়, কিসের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- নামরূপ থাকলে ষড়ায়তন হয়, নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে নামরূপ হয়, কিসের প্রত্যয়ে নামরূপ?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- বিজ্ঞান থাকলে নামরূপ হয়, নামরূপের কারণে বিজ্ঞান। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে বিজ্ঞান হয়, কিসের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- সংস্কার থাকলে বিজ্ঞান হয়, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান। অনন্তর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে সংস্কার হয়, কিসের প্রত্যয়ে সংস্কার?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানোদয় হল- অবিদ্যা থাকলে সংস্কার হয়, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার। এ ভাবে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সমগ্র দুঃখরাশির সমুদয় হয়। ‘সমুদয়’ ‘সমুদয়’ বলে বোধিসত্ত্ব

বিদর্শীর পূর্বে অননুশ্রুত ধর্মসমূহে চক্ষু খুলল, জ্ঞানোদয় হল, প্রজ্ঞানোদয় হল, বিদ্যা জাগল, আলোক উৎপন্ন হল।

হে ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল। “কি না থাকলে জরামরণ হয় না, কিসের নিরোধে জরামরণ নিরোধ?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হল- জন্ম না থাকলে জরামরণ হয় না, জন্মনিরোধে জরামরণ নিরোধ। অনন্তর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে জন্ম হয় না, কিসের নিরোধে জন্মনিরোধ?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হল- ভব না থাকলে জন্ম হয় না, ভবনিরোধে জন্ম নিরোধ। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে ভব হয় না, কিসের নিরোধে ভবনিরোধ?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হল- উপাদান না থাকলে ভব হয় না, উপাদান নিরোধে ভবনিরোধ। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে উপাদান হয় না, কিসের নিরোধে উপাদান নিরোধ?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হল- তৃষ্ণা না থাকলে উপাদান হয় না, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে তৃষ্ণা হয় না, কিসের নিরোধে তৃষ্ণানিরোধ?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হল- বেদনা না থাকলে তৃষ্ণা হয় না, বেদনানিরোধে তৃষ্ণানিরোধ। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে বেদনা হয় না, কিসের নিরোধে বেদনানিরোধ?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হল- স্পর্শ না থাকলে বেদনা হয় না, স্পর্শ নিরোধে বেদনানিরোধ। অনন্তর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে স্পর্শ হয় না, কিসের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ?” তাঁর যথাযথ

মনস্কারে প্রজ্ঞানে প্রতিভাত হল- ষড়ায়তন না থাকলে স্পর্শ হয় না, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ। অনন্তর বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে ষড়ায়তন হয় না, কিসের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ হয়?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের প্রতিভাত হল- নামরূপ না থাকলে ষড়ায়তন হয় না, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ হয়। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে নামরূপ হয় না, কিসের নিরোধে নামরূপ নিরোধ হয়?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানে প্রতিভাত হল- বিজ্ঞান না থাকলে নামরূপ হয় না, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ হয়। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে বিজ্ঞান হয় না, কিসের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানে প্রতিভাত হল- সংস্কার না থাকলে বিজ্ঞান হয় না, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়। অথ বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর মনে প্রশ্ন জাগল “কি না থাকলে সংস্কার নিরোধ হয়, কিসের নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়?” তাঁর যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানে প্রতিভাত হল- অবিদ্যা না থাকলে সংস্কার হয় না, অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়।

এভাবে অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ দুঃখরাশির নিরোধ হয়। ‘নিরোধ’ ‘নিরোধ’ বলে বোধিসত্ত্ব বিদর্শীর পূর্বে অননুশ্রুত ধর্মসমূহে চক্ষু খুলল, জ্ঞানোদয় হল, বিদ্যা জাগল, আলোক উৎপন্ন হল।

সপ্ত বুদ্ধ সম্বন্ধেও এভাবে বর্ণনীয়।

পাঁচ

হে ভিক্ষুগণ, ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শিখির

.....

ছয়

হে ভিক্ষুগণ, ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বৈশ্যভূর

.....

সাত

হে ভিক্ষুগণ, ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ককুসন্ধের

.....

আট

হে ভিক্ষুগণ, ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কোনাগমণের

.....

নয়

হে ভিক্ষুগণ, ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কাশ্যপের

..... ।

দশ

হে ভিক্ষুগণ, আমার সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় এরকম চিন্তার উদয় হয়েছিল “এ জগৎ একান্ত ক্লেশ ত্রস্ত যেহেতু জন্ম হয়, জরা দেখা যায়, মৃত্যু আসে, চ্যুতি ও উৎপত্তি হয়, অথচ লোক এ জরা মৃত্যু দুঃখের নিঃসরণ বা নির্গমন জানে না কখন এ জরামৃত্যু দুঃখ থেকে নিষ্কমণ বা অব্যাহতি দেখা দিবে। অনন্তর আমার মনে এ প্রশ্ন জাগল “কি থাকলে জরামৃত্যু হয়, কিসের প্রত্যয়ে জরামৃত্যু?” আমার যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হল- জন্ম থাকলে জরা মৃত্যু হয়, জন্মের প্রত্যয়ে জরা মৃত্যু। দুঃখরাশির নিরোধ হয়। ‘নিরোধ’ ‘নিরোধ’ বলে আমার পূর্বে অননুশ্রুত ধর্মসমূহে চক্ষু খুলল, জ্ঞানোদয় হল, বিদ্যা জাগল, আলোক উৎপন্ন হল।

আহার বর্গ- ২

এক

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, ভূত বা জাত সত্ত্বগণের বা প্রাণীদের স্থিতির জন্য বা জীবন ধারণের জন্য উৎপাদ্যমান সত্ত্বগণের অনুগ্রহের জন্য আহার চার প্রকার, যথা- কবলীকৃত (ভক্ষ্য বস্ত্ত) স্থূল কিংবা সুক্ষ্ম, স্পর্শ (বেদনার আহার) দ্বিতীয়, মনোচেতনা (কর্মাহার) তৃতীয়, বিজ্ঞান (বিপাকচিন্তের আহার) চতুর্থ, জাত প্রাণীদের স্থিতির জন্য অথবা উৎপাদ্যমান সত্ত্বদের অনুগ্রহের জন্য- এ চার আহার ।

এ চার আহার কিসের কারণে কিসের সমুদয়ে কিসের উৎপত্তিতে কিসের উদ্ভবে? আহার চতুষ্টয় তৃষ্ণার কারণে তৃষ্ণার উদয়ে তৃষ্ণার উৎপত্তিতে তৃষ্ণার উদ্ভবে । তৃষ্ণা কিসের কারণে কিসের সমুদয়ে কিসের উৎপত্তিতে কিসের উদ্ভবে? তৃষ্ণা বেদনার কারণে বেদনার সমুদয়ে বেদনার উৎপত্তিতে বেদনার উদ্ভবে । বেদনা কিসের কারণে ...? বেদনা স্পর্শের কারণে । স্পর্শ কিসের কারণে ...? স্পর্শ ষড়ায়তনের কারণে ... । ষড়ায়তন কিসের কারণে ...? ষড়ায়তন নামরূপের কারণে ... । নামরূপ কিসের কারণে ...? নামরূপ বিজ্ঞানের কারণে ... । বিজ্ঞান কিসের কারণে ...? বিজ্ঞান সংস্কারের কারণে । সংস্কার কিসের কারণে ...? সংস্কারের কারণে ... । এভাবে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান দুঃখরাশির সমুদয় হয় । অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ দুঃখরাশির নিরোধ হয় ।

দুই

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- জাত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য অথবা উৎপদ্যমান সত্ত্বদের অনুগ্রহের জন্য আহার চার প্রকার, যথা- কবলীকৃত (ভক্ষ্য বস্ত্ত) স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, স্পর্শ (বেদনার আহার) দ্বিতীয়, মনোচেতনা (কণ্ঠাহার) তৃতীয়, বিজ্ঞান (বিপাকচিহ্নের আহার) চতুর্থ, জাত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য অথবা জায়মান সত্ত্বদের অনুগ্রহের জন্য এ চার প্রকার আহার।

এ কথা বললে আয়ুষ্মান মৌলিয়ফাল্লুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভদন্ত! কে বিজ্ঞানাহার আহার করে? ভগবান বললেন “এ প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত নয়, আহার করে বলে আমি বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত হত। আমি তা বলি না। তা না বলায় যে জিজ্ঞেস করে- ভদন্ত! এ বিজ্ঞানাহার কিসের? তার প্রশ্নটি যুক্তিযুক্ত। এর যথোপযুক্ত উত্তর বা ব্যাখ্যা- বিজ্ঞানাহার অনাগতে পুন ভবে জন্মলাভের প্রত্যয় বা হেতু, তাতে পুনর্জন্মলাভে ষড়ায়তন হয়, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ।”

প্রশ্ন হল- ভদন্ত! কে স্পর্শ করে?

ভগবান বললেন “এ প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত নয়, স্পর্শ করে আমি বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত হত। আমি তা বলি না। তা না বলায় যে জিজ্ঞেস করে- ভদন্ত! কিসের প্রত্যয়ে বা কারণে স্পর্শ? তার প্রশ্নটি যুক্তিযুক্ত। এর যথোপযুক্ত উত্তর বা ব্যাখ্যা- ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা বা অনুভূতি।”

প্রশ্ন হল- ভদন্ত! কে অনুভব করে?

ভগবান বললেন “এ প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত নয়, অনুভব করে বলে আমি বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত হত।

আমি তা বলি না। তা না বলায় যে আমাকে জিজ্ঞেস করে-
কিসের প্রত্যয়ে বেদনা? তার প্রশ্নটি ঠিক। এর জন্য উত্তর-
স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা।”

প্রশ্ন হল- কে তৃষিত বা তৃষ্ণার্ত হয়?

ভগবান বললেন “প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত নয়, তৃষিত হয় বলে
আমি বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত হত।
আমি তা বলি না। তা না বলায় যে আমাকে জিজ্ঞেস করে-
ভদন্ত! কিসের প্রত্যয়ে তৃষ্ণা? তার প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত। এর
যথাযথ উত্তর- বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান।

প্রশ্ন হল- ভদন্ত! কে উপাদান বা দৃঢ়গ্রহণ করে? ভগবান
বললেন “প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত নয়, উপাদান বা দৃঢ়গ্রহণ করে আমি
বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত হত। আমি
তা বলি না। তা না বলায় যে আমাকে জিজ্ঞেস করে- ভদন্ত!
কিসের প্রত্যয়ে উপাদান? তার প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত। এর যথাযথ
উত্তর- তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান; উপাদানের প্রত্যয়ে ভব
সমগ্র দুঃখরাশির উদয় হয়।

হে ফাল্লুন! ছয় (চক্ষু শ্রোত্রাদি) স্পর্শায়তনের অশেষ
বিরাগ নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শ নিরোধে বেদনানিরোধ,
বেদনানিরোধে তৃষ্ণানিরোধ, তৃষ্ণানিরোধে উপাদাননিরোধ,
উপাদাননিরোধে ভবনিরোধ, ভবনিরোধে জাতিনিরোধ,
জাতিনিরোধে জরামৃত্যু শোক বিলাপ দুঃখদৌর্মনস্য ক্ষোভ
নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

তিন

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ!! যে কোন শ্রমণগণ কিংবা ব্রাহ্মণগণ জরা-মৃত্যুকে জানে না, জরামৃত্যু সমুদয় জানে না, জরামৃত্যু নিরোধ জানে না, জরামৃত্যু নিরোধের প্রতিপদা বা মার্গ জানে না, জন্ম ভব উপাদান তৃষ্ণা বেদনা স্পর্শ ষড়ায়তন নামরূপ বিজ্ঞান সংস্কার জানে না, সংস্কারের সমুদয় জানে না, সংস্কারের নিরোধ জানে না, সংস্কার নিরোধের প্রতিপদা জানে না, তারা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নয়, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য নয়, সে আয়ুস্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণগণের লক্ষ্য, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণগণের লক্ষ্য ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ না করেই প্রাপ্ত না হয়েই বাস করে।

যে কোন শ্রমণগণ কিংবা ব্রাহ্মণগণ জরামৃত্যুকে জানেন, জরামৃত্যু সমুদয় জানেন, জরামৃত্যু নিরোধ জানেন, জরামৃত্যু নিরোধের প্রতিপদা জানেন জন্ম ভব উপাদান তৃষ্ণা বেদনা স্পর্শ ষড়ায়তন নামরূপ বিজ্ঞান সংস্কার জানেন সংস্কার নিরোধের প্রতিপদা জানেন, সে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ শ্রমণব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ্য। তাঁরাই শ্রামণ্যার্থ ব্রাহ্মণ্যার্থ ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করেই প্রাপ্ত হয়েই বাস করেন।

চার

ভগবান বললেন- যে কোন শ্রমণগণ কিংবা ব্রাহ্মণগণ এ ধর্মগুলোকে জানে না, এ ধর্মগুলোর সমুদয় জানে না, এ ধর্মগুলোর নিরোধ জানে না, এ ধর্মগুলোর নিরোধের পথ জানে না; কোন ধর্মগুলোকে জানেনা, ধর্মগুলোর সমুদয় জানে না,

কোন ধর্মগুলোর নিরোধ জানে না, কোন ধর্মগুলোর নিরোধের পথ জানে না? জরামৃত্যু জন্ম ভব উপাদান তৃষ্ণা বেদনা স্পর্শ ষড়ায়তন নামরূপ বিজ্ঞান সংস্কার এ ধর্মগুলো জানে না এ ধর্মগুলোর সমুদয় জানে না, এ ধর্মগুলোর নিরোধ জানে না, এ ধর্মগুলোর নিরোধের পথ জানে না, তারা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ নয়, শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য নয়। সে আয়ুস্মানগণ শ্রামণ্যার্থ কিংবা ব্রাহ্মণ্যার্থ ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ না করেই প্রাপ্ত হয়েই বাস করে।

যে কোন শ্রমণগণ কিংবা ব্রাহ্মণগণ এ ধর্মগুলোকে জানেন, এ ধর্মগুলোর সমুদয় জানেন, এ ধর্মগুলোর নিরোধ জানেন, এ ধর্মগুলোর নিরোধের পথ জানেন তাঁরাই শ্রামণ্যার্থ ব্রাহ্মণ্যার্থ ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করেই প্রাপ্ত হয়েই বাস করেন।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

আয়ুস্মান কাত্যায়ণগোত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে বসে তিনি ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভদন্ত! ‘সম্যক দৃষ্টি’ ‘সম্যক দৃষ্টি’ যে বলা হয়, কিভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়? ভগবান বললেন হে কাত্যায়ন এ জন্য (জগৎবাসী) প্রায়ই অস্তিতা নাস্তিতা বা শাস্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টিদ্বয় নিশ্চিত। লোক সমুদয় বা লোকোৎপত্তি যথাযথা ভাবে সম্যকজ্ঞানে দর্শন করলে জগতে যে নাস্তিতা বা উচ্ছেদ দৃষ্টি তা হয় না, লোক নিরোধ যথাযথা ভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করলে জগতে যে অস্তিতা বা শাস্বত দৃষ্টি তা হয় না। এ জগৎ প্রায়শ তৃষ্ণা দৃষ্টি উপগমনে উপাদানে

(দৃঢ়গ্রহণে) অভিনিবেশে বিনিবন্ধে ক্লিষ্ট। (সম্যক দর্শনকারী) তৃষ্ণা দৃষ্টি উপগত হয় না উপাদান বা দৃঢ়গ্রহণ করে না, তাতে আমার আত্মা বলে অধিষ্ঠিত হয় না। স্বতঃই তাঁর জ্ঞানোদয় হয়- দুঃখই উৎপদ্যমান হয়ে উৎপন্ন হয়, দুঃখই নিরোধ্যমান হয়ে নিরুদ্ধ হয়, এতে সন্দেহ সংশয় থাকে না। এ ভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়।

হে কাত্যায়ন! ‘সব আছে’ এ ধারণা একটি অন্ত, ‘সব নেই’ ধারণা (আর একটি) দ্বিতীয় অন্ত। এ উভয় অন্তকে অনুপগত হয়ে বা পরিহার করে তথাগত মাঝামাঝি ধর্ম দেশনা করেন- অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান এভাবে সকল দুঃখ স্কন্ধের সমুদয় হয়, অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ এভাবে সকল দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

ছয়

শ্রাবস্তী-

জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- ‘ভদন্ত! ধর্মকথিক বা ধর্মবক্তা বলে যে বলা হয়, কিভাবে ধর্মকথিক হয়।’ ভগবান বললেন- যদি ভিক্ষু জরামৃত্যুর নির্বেদের জন্য বিরাগের জন্য নিরোধের জন্য ধর্ম দেশনা করে, ধর্মকথিক বলে বলার যোগ্য হয়; যদি ভিক্ষু জরামৃত্যুর নির্বেদের জন্য বিরাগের জন্য নিরোধের জন্য পথ অবলম্বন করে, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন বলে বলার যোগ্য হয়; যদি ভিক্ষু জরামৃত্যুর নির্বেদ হেতু বিরাগ হেতু নিরোধহেতু উপাদানহীন বিমুক্ত হয়, ‘প্রত্যক্ষ নির্বানপ্রাপ্ত’ বলে বলার যোগ্য হয়। যদি ভিক্ষু জাতি ভব উপাদান তৃষ্ণা

বেদনা ষড়ায়তন নামরূপ বিজ্ঞান সংস্কার
 অবিদ্যায় নির্বেদের জন্য বিরাগের জন্য নিরোধের জন্য ধর্ম
 দেশনা করে, ধর্মকথিক বলে বলার যোগ্য হয়, যদি ভিক্ষু
 অবিদ্যার নির্বেদের জন্য বিরাগের জন্য নিরোধের জন্য পথ
 অবলম্বন করে, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন বলে বলার যোগ্য হয়, যদি
 ভিক্ষু জরামৃত্যুর নির্বেদ হেতু নিরোধ হেতু উপাদানহীন বিমুক্ত
 হয় ‘প্রত্যক্ষ নির্বাণপ্রাপ্ত’ বলে বলার যোগ্য হয়।

সাত

রাজগৃহ-

একদা ভগবান পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাট্রচীবর নিয়ে
 রাজগৃহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। দিগম্বর কাশ্যপ
 ভগবানকে দূর থেকে আসতে দেখে নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁর
 সঙ্গে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষ জনক স্মরণীয় বাক্যালাপ
 শেষ করে একান্তে দাঁড়িয়ে বললেন- যদি প্রশ্নের উত্তরদানের
 জন্য ভবৎ গৌতম অনুমতি করেন, তাহলে ভবৎ গৌতমকে
 কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করব। ভগবান বললেন- হে কাশ্যপ!
 এখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উপযুক্ত সময় নয়, পল্লীর মধ্যে প্রবেশ
 করেছি। দ্বিতীয়বার দিগম্বর কাশ্যপ ভগবানকে বললেন- যদি
 ভবৎ গৌতম অনুমতি করেন, তাহলে ভবৎ গৌতমকে কোন
 বিষয়ে জিজ্ঞেস করব। ভগবান বললেন- হে কাশ্যপ! এখন
 প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উপযুক্ত সময় নয়, পল্লীতে প্রবেশ করেছি।
 দিগম্বর কাশ্যপ তৃতীয়বার। ভগবান পল্লীতে প্রবেশ
 করেছি। তখন দিগম্বর কাশ্যপ ভগবানকে বললেন- আমরা
 ভবৎ গৌতমকে বেশী কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। ভগবান
 সম্মতি জানালেন। দিগম্বর কাশ্যপ প্রশ্ন করলেন- দুঃখ কি
 স্বকৃত?

ভগবান- হে কাশ্যপ? না, তা নয়।

কাশ্যপ- দুঃখ কি পরকৃত?

ভগবান- না, তা নয়।

কাশ্যপ- দুঃখ কি স্বকৃত এবং পরকৃত?

ভগবান- না, তা নয়।

কাশ্যপ- দুঃখ কি স্বকৃত নয় পরকৃত নয়। অকারণে
উৎপন্ন?

ভগবান- না, তা নয়?

কাশ্যপ- তবে দুঃখ নেই?

ভগবান- হে কাশ্যপ! না, দুঃখ আছে।

কাশ্যপ- তাহলে ভবৎ গৌতম দুঃখকে জানেন না দুঃখকে
দেখেন না।

ভগবান- দুঃখকে জানি না দেখি না তা নয়, দুঃখকে জানি
এবং দেখি।

কাশ্যপ- ভবৎ গৌতম! দুঃখ কি স্বকৃত জিজ্ঞেস করায়
আপনি বললেন ‘না, তা নয়।’ দুঃখ কি পরকৃত জিজ্ঞেস করায়
আপনি বললেন ‘না, তা নয়।’ দুঃখ কি স্বকৃত এবং পরকৃত
জিজ্ঞেস করায় আপনি বললেন ‘না, তা নয়।’ দুঃখকে জানেন
না দেখেন না বলাতে আপনি বললেন ‘দুঃখকে জানি না দেখি
না তা নয়, দুঃখকে জানি এবং দেখি।’ ভগবন ভদন্ত আমার
কাছে দুঃখ কি বলুন, দেশনা করুন।

ভগবান- হে কাশ্যপ, সে (কর্ম) করে এবং সে (ফল)
ভোগ করে এ ধারণায় আদিত্যে বিদ্যমান (ব্যক্তির) স্বকৃত দুঃখ
বলতে গিয়ে শাস্বত দৃষ্টিগ্রস্ত হয়। অন্য (কর্ম) করে এবং অন্য
(ফল) ভোগ করে এ ধারণায় বেদনাভিভূত (ব্যক্তির) পরকৃত
দুঃখ বলতে গিয়ে উচ্ছেদ দৃষ্টিগ্রস্ত হয়। হে কাশ্যপ এ উভয়

অন্ত পরিহার করে তথাগত মধ্যপন্থাবলম্বনে ধর্ম দেশনা করেন-
অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সমস্ত
দুঃখরাশির সমুদয় হয়; অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ নিরোধে
সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ সমস্ত
দুঃখরাশির নিরোধ হয়। ইহা বললে দিগম্বর কাশ্যপ ভগবানকে
বললেন- ভদন্ত! সুন্দর অতিসুন্দর ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা
এবং উপসম্পদা গ্রহণ করব ভগবান- হে কাশ্যপ, যে অন্য
তৈরিক বা ভিন্নমতাবলম্বী এ ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা আকাজক্ষা করে
উপসম্পদা আকাজক্ষা করে, তাকে চার মাসে পরিবাস ব্রত গ্রহণ
করতে হয়। চারমাসের ব্রত সমাপনান্তে ভিক্ষুগণ সঙ্কষ্ট হলে
স্বেচ্ছায় প্রব্রজ্যা দান করে এবং উপসম্পদা দান করে। কিন্তু
ব্যক্তিভেদ আমার জানা আছে।

কাশ্যপ- ভদন্ত! যদি অন্য তৈরিকগণ এ ধর্মবিনয়ে
প্রব্রজ্যাকাজক্ষী ও উপসম্পদাকাজক্ষী হলে চারমাস পরিবাস ব্রত
গ্রহণ করেন, ব্রত সমাপনান্তে ভিক্ষুরা সঙ্কষ্ট হলে প্রব্রজ্যা দান
করেন এবং উপসম্পদা দান করেন, তবে আমি চার বৎসর
পরিবাস ব্রত গ্রহণ করব। চার বৎসরের পর ব্রতসমাপনান্তে
ভিক্ষুগণ সঙ্কষ্ট হলে আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন এবং
উপসম্পদা দান করুন।

দিগম্বর কাশ্যপ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা
লাভ করলেন। অবিরোপসম্পন্ন আয়ুত্মান কাশ্যপ
অর্হৎগণের অন্যতম হলেন।

আট

শ্রাবস্তী-

একদা পরিব্রাজক তিস্বরুক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে
তঁার সঙ্গে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয়

বাক্যালাপ শেষ করে একান্তে বসে ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভবৎ গৌতম! সুখদুঃখ কি স্বকৃত?

ভগবান- হে তিস্মরুক। না, তা নয়। সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

ইহা বলিলে পরিব্রাজক তিস্মরুক ভগবানকে বললেন- ভবৎ গৌতম!

অতিসুন্দর ...। আমি ভগবান গৌতমের শরণাগত হলাম, ধর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ নিলাম। আজ থেকে আমাকে যাবজ্জীবন শরণাগত উপাসক বলে মনে করুন।

নয়

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যা নীবরণে বা অবিদ্যাচ্ছন্ন হওয়ায় তৃষ্ণা যুক্ত হওয়ায় মূঢ় ব্যক্তির কায় (দেহ মন) উৎপন্ন হয় জনুগ্রহণ হয়। তার (সচেতন) কায় ও বাইরের নামরূপ (দেহমন)- এ দুইটির কারণে স্পর্শ ও ষড়ায়তন যে স্পর্শে বা ষড়ায়তনে মূঢ় ব্যক্তি সুখদুঃখ অনুভব করে। (অনুরূপ ভাবে) অবিদ্যানীবরণযুক্ত ও তৃষ্ণাযুক্ত হওয়ায় পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তির কায় (দেহমন) উৎপন্ন হয় বা জনুগ্রহণ হয়। তার (সচেতন) কায় ও বাইরের নামরূপ (দেহমন) উৎপন্ন হয়- এই দুইটির কারণে স্পর্শ ও ষড়ায়তন যে স্পর্শে বা ষড়ায়তনে সুখদুঃখ অনুভব করে।

হে ভিক্ষুগণ! তথায় মূর্খের চেয়ে পণ্ডিতের বিশেষত্ব কি শ্রেষ্ঠত্ব কি পার্থক্য কি? [অর্থাৎ মূর্খ পণ্ডিতের জন্মের ইতিবৃত্ত একই, তা হলে মূর্খের চেয়ে পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠত্ব কারণ কি?] ভিক্ষুগণ- ভদন্ত! ধর্ম ভগবৎ মূলক ভগবৎনেতৃক ভগবৎশরণ। এ ভাষিতের অর্থ ভগবানই বলুন। ভিক্ষুরা ভগবানের মুখে শুনে

ধারণ করবেন। ভগবান- তবে তোমরা শোন, সুন্দররূপে মনোনিবেশ কর, বলব।

ভিক্ষুগণ- হাঁ ভদন্ত।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ! যে অবিদ্যা দ্বারা আবৃত যে তৃষ্ণায় যুক্ত হওয়ায় মূর্খ ব্যক্তির এ কায় উৎপন্ন, সে অবিদ্যা সে তৃষ্ণা মূর্খ অগ্রহী বা অপরিত্যক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত নয়। কারণ, মূর্খ ব্যক্তি সম্যকভাবে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করেনি (অধম সাধনায় সিদ্ধ হয়নি)। তাই মূর্খ দেহভঙ্গে বা মৃত্যুর পর দেহোপগত হয় বা জন্ম পরিগ্রহ করে। তাতে সে জাতি জরা মরণ শোক বিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য ক্ষোভ থেকে মুক্ত হয় না, দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পায় না বলে বলি। মূর্খের চেয়ে পণ্ডিতের বিশেষত্ব শ্রেষ্ঠত্ব পার্থক্য এ ব্রহ্মচর্য বাসই (অধমসিদ্ধিই)।

দশ

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের নিকট প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং প্রতীত্য সমুৎপন্ন ধর্মসমূহ দেশনা করব। তোমরা শোন সুষ্ঠুভাবে মনোনিবেশ কর, বলব। ভিক্ষুগণ ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ কি? জাতি প্রত্যয়ে জরামরণ বা জন্মের কারণে জরামৃত্যু- তথাগতের আবির্ভাব হোক বা না-ই হোক, সে ধাতু বা স্বাভাবিক নিয়ম ধর্মস্থিততা বা প্রাকৃতিক পদ্ধতি ধর্মনিয়মতা বা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ইদপ্রত্যয়তা (এর কারণে এই) বিদ্যমান থাকে চলতে থাকে। তা তথাগত সম্বোধিতে উপলব্ধি করে অভিজ্ঞাত হয়ে ব্যক্ত করেন দেশনা করেন জানান প্রবর্তন করেন বিবৃত করেন বিশ্লেষণ করেন প্রকাশ করেন দেখতে আহ্বান করেন। ভবের

প্রত্যয়ে জাতি উপাদান প্রত্যয়ে ভব তৃষ্ণা প্রত্যয়ে
উপাদান বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা
.... ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন
.... বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নামরূপ সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান
অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার- তথাগতদের আবির্ভাব হোক আর না-
ই হোক, যে ধাতু ধর্মস্থিততা ধর্মনিয়ামতা ইদপ্রত্যয়তা
বিদ্যমান থাকে চলতে থাকে। তা তথাগত সম্বোধিতে উপলব্ধি
করে অভিজ্ঞাত হয়ে ব্যক্ত করেন দেশনা করেন জানান প্রবর্তন
করেন বিবৃত করেন বিশ্লেষণ করেন প্রকাশ করেন দেখতে
আহ্বান করেন। ‘অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার’ এতে যে যথার্থতা
সত্যতা অনন্যথা ইদপ্রত্যয়তা, ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদ বলে
উক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্ম কি? জরামৃত্যু অনিত্য,
সংস্কৃত (প্রত্যয় সমূহের দ্বারা কৃত রচিত) প্রতীত্য সমুৎপন্ন
(প্রত্যয়াবলম্বনে উৎপন্ন) ক্ষয়িষু ব্যয়ধর্মী বিরাগপর
নিরোধধর্মী। জাতি ভব উপাদান তৃষ্ণা বেদনা
.... স্পর্শ ষড়ায়তন নামরূপ বিজ্ঞান সংস্কার
.... অবিদ্যা অনিত্য সংস্কৃত প্রতীত্যসমুৎপন্ন ব্যয়ধর্মী বিরাগপর
নিরোধধর্মী। এগুলোকে বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্ম।

যেহেতু এ প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মসমূহ
যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে আর্ঘ্য শ্রাবকের সুদৃষ্ট হয়, তিনি
‘আমি কি অতীত কালে ছিলাম অথবা ছিলাম না, অতীতকালে
আমি কি ছিলাম, কিরূপে ছিলাম, কি হয়ে কি ছিলাম’ এভাবে
পূর্বাস্ত বা অতীত অনুধাবন করবেন অথবা তিনি ‘আমি কি
অনাগত কালে থাকব অথবা থাকব না, অনাগতকালে কি হব,
কিরূপে হব, কি হয়ে কি হব’ এভাবে অপরাস্ত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে

অনুধাবন করবেন অথবা তিনি ‘আমি কি বিদ্যমান অথবা অবিদ্যমান, কিরূপে আছি, এ সত্ত্ব (প্রাণময় জীব) কোথেকে এসেছে, কোথায় যাবে’ এভাবে বর্তমান কাল নিয়ে অসংশয়ী হবেন তার কোন সম্ভাবনা নেই। তার কারণ, এ প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মসমূহ যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে আর্য়শ্রাবকের সুদৃষ্ট।

দশবল বর্গ- ৩

এক

শ্রাবস্তী- ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ!

দশবল সমন্বিত^১ চার বৈশারদ্য যুক্ত^২ তথাগত শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন, পরিষদসমূহে সিংহনাদে ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন “এই রূপ, এভাবে রূপের সমুদয় বা উৎপত্তি, এভাবে রূপের অন্তগমন বা বিলয়, এ বেদনা, এভাবে বেদনার সমুদয়, এভাবে বেদনায় বিলয়; এ সংজ্ঞা সংস্কার এ বিজ্ঞান,

^১ তথাগতের দশবল, যথা-কারণ ও অকারণ সম্পর্কে জ্ঞান, সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদনের বিপাক বা ফল সম্পর্কে জ্ঞান, সর্বত্রগামিনী প্রতিপদা সম্পর্কে জ্ঞান, নানাভববিষয়ক জ্ঞান, সত্ত্বগণের রূপচিৎসম্বন্ধ জ্ঞান, তাদের ইন্দ্রিয়বৈচিত্র্য জ্ঞান, ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি সমাপত্তির উৎকর্ষাপকর্ষাদি জ্ঞান, জাতিস্মর জ্ঞান, চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান এবং আস্রব ক্ষয় জ্ঞান।

^২ চার বৈশারদ্য- চারপ্রকার বীরত্বব্যঞ্জক নির্ভীকতা। এমন কেউ নেই যে বলতে পারে বুদ্ধের সম্বোধি অসম্পূর্ণ, ক্ষীণাস্রবতা যথার্থ নয়, তিনি যে বিষয়গুলোকে বিপজ্জনক বলেছেন সেগুলো বিপজ্জনক নয় এবং তিনি যে মোক্ষলাভের পন্থা নির্দেশ করেছেন তাতে মোক্ষলাভ হয় না। তাই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভে নির্ভীকভাবে সর্বত্র সিংহনাদ করেন।

এভাবে বিজ্ঞানের সমুদয়, এভাবে বিজ্ঞানের বিলয়, এ থাকলে এ হয়, এর উৎপত্তিতে এ উৎপন্ন হয়- এ না থাকলে এ হয় না, এর নিরোধে এ নিরুদ্ধ হয়, যথা- অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান এভাবে সমস্ত দুঃখরাশির সমুদয় হয়; অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ এভাবে সমগ্র দুঃখরাশির নিরোধ হয়।”

দুই

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ। দশবল সমন্বিত চার বৈশারদ্যযুক্ত তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন, পরিষদ সমূহে সিংহনাদে ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন “এই রূপ, এভাবে রূপের সমুদয় দুঃখ রাশির নিরোধ হয়।” এভাবে ধর্ম আমা কর্তৃক সুব্যখ্যাত উদ্বোধিত বিবৃত প্রকাশিত প্রকাটিত।

এ সুব্যখ্যাত সুপ্রকাশিত ধর্মে শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত কুলপুত্রের বীর্য বা প্রচেষ্টা আরম্ভ করা একান্ত কর্তব্য- শরীরে শুধু তৃক্লায়ু অস্থি অবশিষ্ট থাক, রক্ত মাংস শুকিয়ে যাক, পুরুষশক্তিতে পুরুষবীর্যে পুরুষপরাক্রমে যা প্রাপ্ত হওয়া যায় তা না পেয়ে বীর্যের বিরাম হবে না।

হে ভিক্ষুগণ! অকুশল পাপধর্ম জড়িত অলস ব্যক্তি দুঃখে বাস করে এবং মহৎ সদর্থ থেকে বঞ্চিত হয়, কিন্তু অকুশল পাপধর্মে অসম্পৃক্ত আরদ্ধবীর্য ব্যক্তি সুখে থাকে এবং মহৎ সদর্থ পরিপূর্ণ করে।

হে ভিক্ষুগণ! হীন পন্থা অবলম্বনে শ্রেষ্ঠবস্তু লাভ হয় না, শ্রেষ্ঠ পন্থা অবলম্বনেই শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ হয়। শাস্তা সম্মুখে, এ ব্রহ্মচর্য অমৃতপান সদৃশ। তাই তোমরা অপ্রাপ্ত (মোক্ষ) প্রাপ্তির জন্য অনধিগত (নির্বাণের) অধিগমের জন্য অপ্রত্যক্ষীভূত

(নির্বাণ) প্রত্যক্ষীকরণের জন্য বীর্য আরম্ভ কর। “এভাবে আমাদের প্রব্রজ্যা অবস্থ্যা সফল্য ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্না হবে, আমরা যাদের চীবর পিণ্ডপাত (কায়ায়বস্তু ও ভিক্ষান্ন) শয্যাসন রুগ্ন-পথ্য ভৈষজ্য দ্রব্য পরিভোগ করি, তাদের সে সেবা মহাফলপ্রসূ মহাপুণ্যপ্রদ হবে।” এভাবে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অর্থার্থে বা নিজ পারমার্থিক কল্যাণের জন্য অপ্রমত্ত ভাবে করণীয় সম্পাদন করা উচিত অথবা পরার্থে পরের কল্যাণে অপ্রমত্ত হয়ে করণীয় সম্পাদন করা উচিত অথবা উভয়ের হিতার্থে অপ্রমত্তভাবে কর্তব্যরত হওয়া উচিত।

তিন

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ। আমি বলি “জেনে দেখে আশ্রবসমূহের^১ ক্ষয় হয়, না জেনে না দেখে নয়।”

হে ভিক্ষুগণ! কি জানলে কি দেখলে আশ্রব সমূহের ক্ষয় হয়? এ রূপের সমুদয়, এ রূপের বিষয় এ বিজ্ঞান, এ বিজ্ঞানের সমুদয়, এ বিজ্ঞানের বিলয়। এভাবে জানলে দেখলে আশ্রব^২ সমূহের ক্ষয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ! তার যে ক্ষয়ে জ্ঞান তাকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। ক্ষয়ে জ্ঞানের হেতু কি? বিমুক্তি বলে বচনীয়। বিমুক্তিকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। বিমুক্তির হেতু কি? বিরাগ বলে বচনীয়। বিরাগকেও আমি সহেতুক বলি, অহিতুক নয়। বিরাগের হেতু কি? নির্বেদ বলে বচনীয়। নির্বেদকে আমি সহেতুক বলি, অহিতুক নয়।

নির্বোধের হেতু কি? যথাভূত বা যথাযথ জ্ঞানদর্শন বলে বচনীয়। যথাভূত জ্ঞানদর্শনকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। যথাভূত জ্ঞানদর্শনের হেতু কি! সমাধি বলে বচনীয় সমাধিকেও সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। সমাধির হেতু কি? সুখ বা আনন্দ বলে বচনীয়। সুখকেও সহেতুক বলে বলি, অহেতুক নয়। সুখের হেতু কি? প্রশান্তি বলে বচনীয়। প্রশান্তিকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। প্রশান্তির হেতু কি? প্রীতি বলে বচনীয়। প্রীতিকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। প্রীতির হেতু কি? প্রমোদ বলে বচনীয়। প্রমোদকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। প্রমোদের হেতু কি? শ্রদ্ধা বলে বচনীয়। শ্রদ্ধাকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। শ্রদ্ধার হেতু কি? দুঃখ বলে বচনীয়। দুঃখকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। দুঃখের হেতু কি? জাতি বা জন্ম বলে বচনীয়। জাতিকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। জাতির হেতু কি? ভব বলে বচনীয়। ভবকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। ভবের হেতু কি? উপাদান বলে বচনীয়। উপাদানকেও আমি সহেতুক বলি; অহেতুক নয়। উপাদানের হেতু কি? তৃষ্ণা বলে বচনীয়। তৃষ্ণাকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। তৃষ্ণার হেতু কি? বেদনা বলে বচনীয়। বেদনাকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। বেদনার হেতু কি? স্পর্শ বলে বচনীয়। স্পর্শকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। স্পর্শের হেতু কি? ষড়ায়তন বলে বচনীয়। ষড়ায়তনকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। ষড়ায়তনের হেতু কি? নামরূপ বলে বচনীয়। নামরূপকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। নামরূপের হেতু কি? বিজ্ঞান বলে বচনীয়। বিজ্ঞানকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। বিজ্ঞানের হেতু কি? সংস্কার বলে বচনীয়।

সংস্কারকেও আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। সংস্কারের হেতু কি? অবিদ্যা বলে বচনীয়। এভাবে অবিদ্যাহেতুক সংস্কার, সংস্কারহেতুক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানহেতুক নামরূপ, নামরূপহেতুক ষড়ায়তন, ষড়ায়তনহেতুক স্পর্শ, স্পর্শহেতুক বেদনা, বেদনাহেতুক তৃষ্ণা, তৃষ্ণাহেতুক উপাদান, উপাদানহেতুক ভব, ভবহেতুক জাতি, জাতিহেতুক দুঃখ, দুঃখহেতুক শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাহেতুক প্রমোদ, প্রমোদহেতুক প্রীতি, প্রীতিহেতুক প্রশান্তি, প্রশান্তিহেতুক সুখ, সুখহেতুক সমাধি, সমাধিহেতুক যথাভূত জ্ঞানদর্শন, যথাভূত জ্ঞানদর্শনহেতুক নির্বেদ, নির্বেদহেতুক বিরাগ, বিরাগহেতুক বিমুক্তি, বিমুক্তিহেতুক ক্ষয়ে জ্ঞান।

হে ভিক্ষুগণ! যেমন পর্বতোপরি প্রবল বর্ষণে নিগামী জল পর্বতকন্দর গহ্বর খাত ছাপিয়ে ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয় নদনদী প্লাবিত করে মহাসমুদ্রকে পরিপূর্ণ করে, তেমনি অবিদ্যাহেতুক সংস্কার, সংস্কারহেতুক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানহেতুক নামরূপ বিমুক্তিহেতুক ক্ষয়ে জ্ঞান।

চার

রাজগৃহ-

একদা আয়ুপ্পান শারীপুত্র পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করলেন। তাঁর মনে হল- ভিক্ষান্ন সংগ্রহের এখনও যথেষ্ট সময় রয়েছে, অতএব এখন অন্যতৈরিক বা অন্যধর্মাবলম্বী পরিব্রাজকদের আশ্রমে যাওয়া যায়। অনন্তর তিনি তাঁদের আশ্রমে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয় আলাপ সমাপ্ত করে একান্তে আসন গ্রহণ করলেন। সে পরিব্রাজকগণ তাঁকে বললেন- বন্ধু শারীপুত্র, কর্মবাদী শ্রমণ

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেউ বলেন ‘দুঃখ স্বকৃত’, কেউ বলেন ‘দুঃখ পরকৃত’ কেউ বলেন ‘দুঃখ স্বকৃত ও পরকৃত’, আবার কেউ বলেন ‘দুঃখ অস্বকৃত ও অনন্যকৃত আকস্মিক।’ এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতমের বক্তব্য কি মতবাদ কি? কিভাবে বললে তাঁর উক্ত কথাই বলব, তাঁর অপপ্রচার করব না, ধর্মত বলায় নিন্দার কারণ থাকবে না।

তদুত্তরে আয়ুষ্মান শারীপুত্র বললেন “ভগবানের উক্তি অনুসারে দুঃখ প্রতীত্য সমুৎপন্ন বা কারণোৎপন্ন, কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে।” ইহা বললে ভগবানের উক্ত কথাই বলা হবে, তাঁর উক্তির অপপ্রচার হবে না, ধর্মত নিন্দার কোন কারণ থাকবে না। বন্ধুগণ! তন্মধ্যে যে কর্মবাদী শ্রমণব্রাহ্মণগণ দুঃখকে স্বকৃত বলে বলেন, তা স্পর্শের কারণে। যাঁরা পরকৃত বলেন, তাও স্পর্শের কারণে, যাঁরা অস্বকৃত অনন্যকৃত আকস্মিক বলেন, তাও স্পর্শের কারণে। স্পর্শব্যতীত দুঃখভোগ হতে পারে না, তা অসম্ভব।

আয়ুষ্মান আনন্দ অন্যতৈরিক পরিব্রাজকদের সঙ্গে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এ বাক্যালাপ শুনেছিলেন। তিনি রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহ করে আহারের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন পূর্বক আয়ুষ্মান শারীপুত্রের সে বাক্যালাপ আদ্যোপান্ত ভগবানকে জানালেন।

ভগবান বললেন- হে আনন্দ! সাধু সাধু শারীপুত্র সম্যকভাবে তা ব্যক্ত করেছে। আমি দুঃখ সম্বন্ধে বলেছি, তা কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে। ইহা বললে আমার উক্ত কথাই বলা হবে। আমার উক্তির অপপ্রচার হবে না, ধর্মত নিন্দার কোন কারণ থাকবে না। হে আনন্দ! যে কর্মবাদী শ্রমণব্রাহ্মণগণ দুঃখকে স্বকৃত বলে বলেন, তাও স্পর্শের কারণে

.... দুঃখকে অস্বকৃত ও অনন্যকৃত আকস্মিক বলে বলেন, তাও স্পর্শের কারণে। স্পর্শব্যতীত দুঃখভোগ হতে পারে না, তা অসম্ভব।

হে আনন্দ! এক সময় আমি এ রাজগৃহে কলন্দক কুঞ্জে বাস করছিলাম, তখন পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে রাজগৃহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করেছিলাম। ভিক্ষার সময় আছে দেখে আমি অন্যতৈরিক পরিব্রাজকদের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সন্ধ্যার পর পরিব্রাজকগণ আমাকে বললেন- বন্ধু গৌতম! কেউ বলেন ‘দুঃখ স্বকৃত’ কেউ বলেন ‘দুঃখ পরকৃত’ এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য? স্পর্শ ব্যতীত দুঃখভোগ হতে পারেনা, তা অসম্ভব।

ভগবানের উক্তি শুনে আয়ুস্মান আনন্দ আবেগে বলে উঠলেন- ভদন্ত, আশ্চর্য! অদ্ভুত! মাত্র একটি পদে সমগ্র বিষয় ব্যক্ত (কথিত), তা বিশদভাবে বর্ণনা করলে গভীর উজ্জ্বল হবে না কি? ভগবান বললেন- হে আনন্দ! তবে তা তোমায় প্রতিভাত হোক অর্থাৎ তুমিই বল।

আনন্দ- ভদন্ত! যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় ‘জরামৃত্যু কিসের কারণে কিসের সমুদয়ে কিসের উদ্ভবে?’

আমি বলব- জরামৃত্যু জন্মের কারণে জন্মের সমুদয়ে জন্মের উদ্ভবে। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় ‘জন্ম কিসের কারণে কিসের সমুদয়ে কিসের উদ্ভবে?’

আমি বলব- জন্ম ভবের কারণে ভবের সমুদয়ে ভবের উদ্ভবে।

যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়। ‘ভব কিসের কারণে কিসের সমুদয়ে কিসের উদ্ভবে?’

আমি বলব- ভব উপাদানের কারণে উপাদানের সমুদয়ে উপাদানের উদ্ভব।

যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় ‘উপাদান তৃষ্ণা বেদনা স্পর্শ কিসের সমুদায় কিসের উদ্ভবে?’

আমি বলব- স্পর্শ ষড়ায়তনের কারণে ষড়ায়তনের সমুদয়ে ষড়ায়তনের উদ্ভবে। ছয় স্পর্শায়তনেরই অশেষ বিরাগনিরোধে স্পর্শনিরোধে স্পর্শনিরোধে বেদনানিরোধে বেদনা নিরোধে তৃষ্ণানিরোধে তৃষ্ণানিরোধে উপাদাননিরোধে উপাদান নিরোধে ভবনিরোধে ভবনিরোধে জাতিনিরোধে জাতিনিরোধে জরামৃত্যু শোক বিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য ক্ষোভ নিরুদ্ধ হয়। এভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে এভাবে ব্যক্ত করব।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

একদা আয়ুষ্মান ভূমিজ সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান থেকে উঠে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে সম্ভাষণান্তে তাঁকে বললেন- বন্ধু শারীপুত্র, কর্মবাদী শ্রমণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেউ সুখ-দুঃখকে স্বকৃত বলে নির্দেশ করেন, কেউ সুখদুঃখকে পরকৃত বলে নির্দেশ করেন, কেউ সুখদুঃখকে স্বকৃত ও পরকৃত বলে নির্দেশ করেন আবার কেউ সুখদুঃখকে অস্বকৃত ও অনন্যকৃত আকস্মিক বলে নির্দেশ করেন। এক্ষেত্রে ভগবানের বক্তব্য কি মত কি? কিভাবে বললে তাঁর উক্ত কথাই বলব নিন্দার কারণ থাকবেনা।

তদুত্তরে আয়ুষ্মান শারীপুত্র বললেন “ভগবানের উক্তি অনুসারে সুখদুঃখ প্রতীত্যসমুৎপন্ন বা কারণোৎপন্ন, কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে।” ইহা বললে ভগবানের উক্তকথাই বলা হবে নিন্দার কারণ থাকবেনা। বন্ধু, তন্মধ্যে যে

কর্মবাদী শ্রমণব্রাহ্মণগণ সুখদুঃখকে স্বকৃত বলে নির্দেশ করেন, তা স্পর্শের কারণে। যারা পরকৃত বলে নির্দেশ করেন, তাও স্পর্শের কারণে। স্পর্শ ব্যতীত সুখদুঃখভোগ হতে পারেনা, তা অসম্ভব।

আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান ভূমিজের সঙ্গে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এ বাক্যালাপ শুনেছিলেন। তিনি তাঁদের সে বাক্যালাপ আদ্যেপান্ত ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন- হে আনন্দ, সাধু! সাধু! শারীপুত্র সম্যকভাবে তা ব্যক্ত করেছে। আমি সুখদুঃখ সম্বন্ধে বলেছি, তা কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে। স্পর্শ ব্যতীত সুখদুঃখভোগ হতে পারে না, তা অসম্ভব।

হে আনন্দ, কায় বা শরীর থাকলে কায়চেতনা (কায়দ্বার সংল্লিষ্ট চেতনা) হেতু অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। বাক্য থাকলে বাক্চেতনা (বাক্দ্বার সংল্লিষ্ট চেতনা) হেতু অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। মন থাকলে মনোচেতনা হেতু অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা প্রত্যয়ে বা অবিদ্যার কারণে স্বয়ং (স্বতস্কূর্ত ভাবে) কায় সংস্কার (কায়কর্ম) সম্পাদন করে যাব হেতুতে বা কারণে তার অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় অথবা পরের প্ররোচনায় কায়সংস্কার (কায়কর্ম) সম্পাদন করে যার কারণে তার অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। সজ্ঞানে কায় সংস্কার সম্পাদন করে যার কারণে তার অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় অথবা পরের প্ররোচনায় কায়সংস্কার সম্পাদন করে যার কারণে তার অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। স্বয়ং (স্বতস্কূর্তভাবে) বাক্ সংস্কার (বাক্ কর্ম) সম্পাদন করে যার কারণে তার অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় অথবা পরের প্ররোচনায় বাক্ সংস্কার সম্পাদন করে যার কারণে তার অট্টকি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। সজ্ঞানে

বাক্‌সংস্কার সম্পাদন করে যার কারণে তার অষ্টক সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় অথবা অজ্ঞানত বাক্‌ সংস্কার সম্পাদন করে যার কারণে তার অষ্টক সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় স্বয়ং স্বতস্কৃত ভাবে মনোসংস্কার সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। হে আনন্দ, এ ধর্মসমূহে অবিদ্যা অনুপতিত অর্থাৎ উক্ত বিষয়গুলো অবিদ্যাভিধি।

হে আনন্দ, অবিদ্যারই অশেষবিরাগনিরোধে সে কায় হয় না যার কারণে অষ্টক সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়, সে বাক্য হয় না যার কারণে অষ্টক সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়, সে মন হয় না যার কারণে অষ্টক সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়; সে ক্ষেত্র হয় না সে বাস্তু হয় না সে আয়তন হয় না সে অধিকরণ হয় না যার প্রত্যয়ে অষ্টক সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়।

ছয়

শ্রাবস্তী-

একদা আয়ুষ্মান উপবাণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক বললেন- কোন কোন কর্মবাদী শ্রমণব্রাহ্মণগণ আছেন, যাঁরা দুঃখকে স্বকৃত বলে বলেন স্পর্শ ব্যতীত দুঃখভোগ হতে পারেনা, তা অসম্ভব।

সাত

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার সমস্ত দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, জরামৃত্যু কি? যে যে সত্ত্বগণের (প্রাণীদের) যে যে সত্ত্বনিকায় (সত্ত্ববাসে) যে জরা জীর্ণতা খণ্ডদন্ততা পলিতকেশশৃঙ্গতা লোলচর্মতা আয়ুক্ষয় ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্বতা তাকে বলা হয় জরা। যে যে সত্ত্বনিকায় থেকে যে চ্যুতি অন্তর্ধান মৃত্যু মরণ কালক্রিয়া স্কন্ধ সমূহের ভাঙন

কলেবর নিষ্ক্ষেপ বা দেহত্যাগ তাকে বলে মৃত্যু। এ জরা এবং মৃত্যুকেই বলা হয় জরামৃত্যু। জন্মের উদয়ে জরা মৃত্যুর উদয় জন্মনিরোধে জরামৃত্যুর নিরোধ। জরামৃত্যুনিরোধ গামিনী প্রতিপদা বা জরামৃত্যুনিরোধের পন্থা হচ্ছে অষ্টাঙ্গ সমন্বিত আর্যমার্গ, যথা- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ, জাতি বা জন্ম কি? যে যে সত্ত্বগণের যে যে সত্ত্বনিকায়ে জাতি সংজাতি অবক্রান্তি উৎপত্তি স্কন্ধসমূহের প্রাদুর্ভাব ঘড়ায়তনের প্রাপ্তি, একে বলা হয় জাতি। ভবের উদয়ে জাতির উদয়, ভবনিরোধে জাতিনিরোধ। জাতি নিরোধ গামিনী প্রতিপদা বা জাতিনিরোধের পন্থা হচ্ছে অষ্টাঙ্গ সমন্বিত আর্য মার্গ, যথা- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ ভব কি? হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার কি? সংস্কার তিনটি- কায় সংস্কার, বাকসংস্কার, চিত্ত সংস্কার; এগুলোকে বলা হয় সংস্কার। অবিদ্যা সমুদয়ে সংস্কার সমুদয়, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ। সংস্কার নিরোধ গামিনী প্রতিপদা বা সংস্কার নিরোধের পন্থা হচ্ছে অষ্টাঙ্গ সমন্বিত আর্যমার্গ সম্যক সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক এভাবে প্রত্যয় বা কারণ অবগত হয়, প্রত্যয়-সমুদয় বা কারণের উৎপত্তি অবগত হয়, প্রত্যয়নিরোধ অবগত হয় এবং প্রত্যয় নিরোধের প্রতিপদা বা পন্থা অবগত হয়, এ আর্যশ্রাবককে বলা হয় দৃষ্টিসম্পন্ন সদ্ধর্মগত। এ আর্যশ্রাবক সদ্ধর্মদ্রষ্টা শৈক্ষ্য-জ্ঞানসম্পন্ন শৈক্ষ্যবিদ্যা সমন্বিত ধর্মশ্রোত প্রাপ্ত আর্যতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট এবং অমৃতদ্বার সংলগ্ন বা নির্বাণদ্বারে উপনীত।

আট

শ্রাবস্তী-

.... ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু জরামৃত্যু জানে, জরামৃত্যু সমুদয় জানে, জরামৃত্যু নিরোধ জানে, জরামৃত্যু নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে, জন্ম জানে ভব জানে উপাদান জানে সংস্কার নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে ।

হে ভিক্ষুগণ, জরামৃত্যু কি? অমৃতদ্বার সংলগ্ন ।

নয়

শ্রাবস্তী-

..... হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জরামৃত্যু জানে না, জরামৃত্যুর উদয় জানে না, জরামৃত্যুর নিরোধ জানে না, জরামৃত্যু নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে না সংস্কার নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে না, সে শ্রমণব্রাহ্মণগণ শ্রমণব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ্য নয় । সে আয়ুস্মানগণ শ্রামণ্যার্থ ব্রাহ্মণ্যার্থ ইহ জীবনে স্বয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রাপ্ত হয়ে বাস করে না ।

হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জরামৃত্যু জানে সংস্কার নিরোধ গামিনী পস্থা জানে, সে শ্রমণব্রাহ্মণগণ শ্রমণব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ্য । সে আয়ুস্মানগণ শ্রামণ্যার্থ ব্রাহ্মণ্যার্থ ইহ জীবনে স্বয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রাপ্ত হয়ে বাস করে ।

দশ

শ্রাবস্তী-

..... হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জরা মৃত্যু জানেনা, তারা জরামৃত্যু অতিক্রম করে থাকবে- ইহা অসম্ভব । জন্ম

.... সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে না, তারা সংস্কার অতিক্রম করে থাকবে- ইহা অসম্ভব।

হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জরামৃত্যু জানে সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদা জানে, তারা সংস্কার অতিক্রম করবে- ইহা সম্ভব।

কলারক্ষত্রিয় বর্গ- ৪

এক

শ্রাবস্তী-

ভগবান আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে সম্বোধন করে বললেন- হে শারীপুত্র, পারায়ণে অজিতের প্রশ্নে উক্ত হয়েছে-

“যে ধর্মজ্ঞগণ আছেন এবং যে বিভিন্ন শৈক্ষ্যগণ (বিশিষ্ট শীল সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষায় নিবিষ্ট নির্বাণমার্গের যাত্রীরা) আছেন, তাঁদের চর্যা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ব্যক্ত করুন।”

এ সংক্ষিপ্ত ভাষিতের বিস্তৃত অর্থ কিভাবে দেখতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে আয়ুষ্মান শারীপুত্র নীরব রইলেন। দ্বিতীয়বার ভগবান বললেন শারীপুত্র নীরব রইলেন। তৃতীয়বার ভগবান বললেন শারীপুত্র নীরব রইলেন। ভগবান- হে শারীপুত্র, ভূত (উৎপন্ন রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধকে) দেখ কি?

শারীপুত্র- ভদন্ত, এ ভূত বা জাত পঞ্চস্কন্ধকে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করে তার প্রতি নির্বেদের জন্য বিরাগের জন্য এবং তার নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন বা অনুসরণ করেন। তা (পঞ্চস্কন্ধ) আহারোৎপন্ন আহার পুষ্ট বলে যথাযথ ভাবে সম্যকজ্ঞানে দর্শন করে তার প্রতিনির্বেদের জন্য বিরাগের জন্য নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন। আহারনিরোধে তা নিরোধশীল যথাযথভাবে সম্যকজ্ঞানে দর্শন করে তার প্রতি

নির্বোদের জন্য বিরাগের জন্য নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন।
ভদন্ত, এভাবে শৈক্ষ্য বা নির্বাণ পথযাত্রী হন।

ভদন্ত কিভাবে ধর্মজ্ঞ হন? এ ভূত বা জাত পঞ্চস্কন্ধকে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করে তার প্রতি নির্বোদে বিরাগে এবং তার নিরোধে অনাসক্তভাবে বিমুক্ত হন। তা আহারোৎপন্ন আহারপুষ্ট বলে যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করে তার প্রতি নির্বোদে বিরাগে এবং তার নিরোধে অনাসক্তভাবে বিমুক্ত হন। আহার নিরোধে পঞ্চস্কন্ধকে নিরোধশীল যথাযথভাবে সম্যকজ্ঞানে দর্শন করে তার প্রতি নির্বোদে বিমুক্ত হন। ভদন্ত এভাবে ধর্মজ্ঞ হন। পারায়ণে অজিত প্রশ্নে উক্ত সংক্ষিপ্ত বাণীর বিস্তৃত অর্থ এই জানি।

ভগবান বললেন- হে শারীপুত্র, সাধু! সাধু! এ ভূত বা জাত পঞ্চস্কন্ধকে এভাবে ধর্মজ্ঞ হয়। পারায়ণে অজিত প্রশ্নে উক্ত সংক্ষিপ্ত বাণীর বিস্তৃত অর্থ এভাবে দেখা উচিত।

দুই

শ্রাবস্তী-

একদিন ভিক্ষু কলারক্ষত্রিয় আয়ুত্মান শারীপুত্রের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন- বন্ধু শারীপুত্র, মৌলিয় ফাল্লুন ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

শারীপুত্র- সে আয়ুত্মান এ ধর্মবিনয়ে নিশ্চয়ই আশ্বাস লাভ করেননি।

কলারক্ষত্রিয়- আয়ুত্মান শারীপুত্র এ ধর্মবিনয়ে আশ্বাস প্রাপ্ত হয়েছেন?

শারীপুত্র- বন্ধু, আমি সংশয় করিনা, সন্দেহ করি না।

কলারক্ষত্রিয়- বন্ধু, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে?

শারীপুত্র- বন্ধু, তাতেও আমার সন্দেহ নেই।

অতঃপর ভিক্ষু কলারক্ষত্রিয় আসন ত্যাগ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একান্তে বসে ভগবানকে বললেন- ভদন্ত, আয়ুস্মান শারীপুত্র উপলব্ধি বা অর্হত্ত্বলাভের কথা ব্যক্ত করেছেন ‘জন্ম ক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্যবাস সমাপ্ত হয়েছে, করণীয় করা হয়েছে, এজন্য অন্য করণীয় কিছুই নেই।’ তখন ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে ডেকে বললেন- হে ভিক্ষু, তুমি আমার বাক্যে শারীপুত্রকে ডেকে নিয়ে এসো। সে ভিক্ষু ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে সায দিয়ে শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- বন্ধু শারীপুত্র, শাস্তা আপনাকে ডেকেছেন।- আয়ুস্মান শারীপুত্র ‘হাঁ, বন্ধু’ বলে সায দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসলেন। ভগবান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- শারীপুত্র, সত্যই কি তুমি (নিজের) উপলব্ধি বা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করেছ “জন্ম ক্ষয় হয়েছে অন্য করণীয় কিছুই নেই।” উত্তরে শারীপুত্র বললেন- ভদন্ত, এ পদসমূহে এ ব্যঞ্জনে অর্থ উক্ত হয়নি।

ভগবান- শারীপুত্র, যে কোন রকমে কুলপুত্র উপলব্ধি ব্যক্ত করুক না কেন, তা ব্যক্ত বলেই ধরে নেওয়া উচিত। যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে “বন্ধু, কি ভাবে জেনে দর্শন করে উপলব্ধি ব্যক্ত কর যে জন্মক্ষয় হয়েছে অন্য করণীয় কিছুই নেই” তাহলে তুমি কি উত্তর দেবে?

শারীপুত্র- ভদন্ত, এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব “বন্ধু, যে নিদানে বা কারণে জন্ম হয়, (জন্মের) সে নিদান বা কারণের ক্ষয়ে (ধ্বংস সাধনে) যা (যে জন্ম) ক্ষয়প্রাপ্ত তা ক্ষয়প্রাপ্ত বলে জানি। তা জেনে দর্শন করে বলি- জন্ম ক্ষয় হয়েছে করণীয় কিছুই নেই।”

ভগবান- হে শারীপুত্র, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে “বন্ধু, জন্ম কিসের নিদানে কিসের কারণে কিসের সমুদয়ে কিসের উৎপত্তিতে?” এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি কি বলবে?

শারীপুত্র- ভদন্ত, এর উত্তরে আমি বলব “বন্ধু, জন্ম ভবের নিদানে ভবের কারণে ভবের সমুদয়ে ভবের উৎপত্তিতে।”

ভগবান ভব কিসের নিদানে ...

শারীপুত্র ভব উপাদানের নিদানে উপাদানের উৎপত্তিতে।

ভগবান উপাদান কিসের নিদানে ...

শারীপুত্র উপাদান তৃষ্ণার নিদানে ...

ভগবান তৃষ্ণা কিসের নিদানে ...

শারীপুত্র তৃষ্ণা বেদনার নিদানে ...

ভগবান বেদনা কিসের নিদানে ...

শারীপুত্র- বেদনা স্পর্শের নিদানে ...

ভগবান হে শারীপুত্র, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে “বন্ধু, কিভাবে জেনে কিভাবে দর্শন করে বেদনা বা অনুভূতি সমূহে যে অনুরাগ হয়, তা তোমার হয় না?” এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে?

শারীপুত্র- ভদন্ত, এর উত্তরে আমি বলব “বন্ধু, বেদনা তিন প্রকার, যথা- সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বা উপেক্ষা। এ তিন প্রকার বেদনা অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী। যা অনিত্য তাকে দুঃখ বলে জেনেছি; তাতে বেদনা সমূহের প্রতি যে অনুরাগ, তা (আমার মনে) জাগেনি।

ভগবান- হে শারীপুত্র, সাধু! সাধু! এ বিষয়ে সংক্ষেপে উত্তর দানের এটিও পর্যায়- যে কোন বেদনা বা অনুভূতি হয়, তা দুঃখের মধ্যেই (অর্থাৎ দুঃখে পর্যবসিত হয়)।

হে শারীপুত্র, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে “বন্ধু, কোন প্রকার বিমোক্ষে উপলব্ধি ব্যক্ত কর যে জন্মক্ষয় হয়েছে করণীয় কিছুই জানিনা?”

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে?

শারীপুত্র- ভদন্ত, এর উত্তরে আমি বলব “বন্ধু, অধস্ত্র বিমোক্ষে (কামনাদি) সকল প্রকার উপাদানের ক্ষয়ে আমি স্মৃতিযুক্ত হয়ে সে ভাবে বাস করি যাতে আস্রব সমূহ স্রবিত বা ক্ষরিত হয় না এবং নিজেকে অবজ্ঞা করা হয় না।

ভগবান- হে শারীপুত্র, সাধু! সাধু! এ বিষয়ে সংক্ষেপে উত্তর দানের এটিও পর্যায়- যে আস্রব সমূহের কথা উক্ত হয়েছে, যে সমূহের প্রতি আমার সন্দেহ নেই এবং সে সমূহ যে আমার পরিত্যক্ত তাতে কোন সংশয় নেই।

ভগবান সুগত একথা বলে আসন ত্যাগ করে বিহারে প্রবেশ করলেন।

ভগবানের অচির প্রস্থানের পর আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- যখন ভগবান আমাকে পূর্বে অবিদিত প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলাম। যখন তিনি তা অনুমোদন করলেন, আমার মনে হয় “যদি ভগবান সারাদির এ বিষয়ে অন্যান্য পদে অন্যান্য পর্যায়ে আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি সারাদিন ভগবানের নিকট এ বিষয় অন্যান্য পর্যায়ে ব্যক্ত করতে পারি। যদি ভগবান সারারাত্রি, দিবস রাত্রি দুই দিবস রাত্রি তিন দিবস রাত্রি চার দিবস রাত্রি পাঁচ দিবস রাত্রি ছয় দিবস রাত্রি সাত দিবস রাত্রি ব্যক্ত করতে পারি।”

অতঃপর ভিক্ষু কুলারক্ষত্রিয় আসন ত্যাগ করে ভগবানের নিকট গেলেন এবং তাঁকে অভিবাদন পূর্বক বললেন- ভদন্ত,

আয়ুস্মান শারীপুত্র আজ সিংহনাদে ঘোষণা করেছেন “যখন ভগবান আমাকে পূর্বে অবিদিত প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলাম। যখন তিনি তা অনুমোদন করলেন আমার মনে হল- যদি ভগবান সারাদিন এ বিষয়ে নানাপদে নানাপর্যায় আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি সারাদিন ভগবানের নিকট এ বিষয় নানপদে নানা পর্যায় ব্যক্ত করতে পারি। সারারাত্রি দিবসরাত্রি সাত দিবস রাত্রি ব্যক্ত করতে পারি।”

ভগবান শুনে মন্তব্য করলেন-

হে ভিক্ষু, শারীপুত্রের সে ধর্মধাতু সুবিদিত যা সুবিদিত হওয়ায় সারাদিন যদি আমি তাকে এ বিষয় নানাপদে নানা পর্যায় জিজ্ঞেস করি, সারাদিন সে আমার নিকট এ বিষয় নানাপদে নানা পর্যায় ব্যক্ত করতে পারে। যদি আমি সারারাত্রি দিবস রাত্রি সাত দিবসরাত্রি ব্যক্ত করতে পারে।

তিন

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, চুয়াল্লিশ প্রকার জ্ঞান বিষয় তোমাদের দেশনা করব। সেগুলো শোন চুয়াল্লিশ প্রকার জ্ঞান বিষয় কি? জরামৃত্যুতে জ্ঞান, জরামৃত্যু সমুদয়ে জ্ঞান, জরামৃত্যু নিরোধে জ্ঞান, জরামৃত্যু নিরোধামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান, জন্মে জ্ঞান, জন্মসমুদয়ে জ্ঞান, জন্মনিরোধে জ্ঞান, জন্মনিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান, ভবে জ্ঞান উপাদানে জ্ঞান তৃষণায় জ্ঞান সংস্কারে জ্ঞান, সংস্কার সমুদয়ে জ্ঞান, সংস্কার নিরোধে জ্ঞান, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদায় জ্ঞান। এগুলোই চুয়াল্লিশ প্রকার জ্ঞান বিষয়।

হে ভিক্ষুগণ, জরামৃত্যু কি? সে সে সত্ত্বনিকারে সে সে সত্ত্বগণের জরা জীর্ণতা একে বলা হয় জরামৃত্যু ।

জন্মসমুদয়ে জরামৃত্যুর সমুদয়, জন্মনিরোধে জরামৃত্যু নিরোধ । জরামৃত্যুনিরোধ, গামিনী প্রতিপদা হচ্ছে অষ্টাঙ্গ আর্যমার্গ, যথা- সম্যক দৃষ্টি সম্যক সমাধি ।

হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবক এভাবে জরামৃত্যুকে জানে, জরামৃত্যু সমুদয়কে জানে, জরামৃত্যু নিরোধকে জানে, জরামৃত্যু নিরোধগামিনী প্রতিপদাকে জানে, তা হয় তার ধর্মে জ্ঞান । সে এ অকালিক ধর্ম দর্শন করে বিদিত হয়ে প্রাপ্ত হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অতীত অনাগতের প্রসঙ্গে এ রীতি অনুসরণে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়- অতীতে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ জরামৃত্যুকে অভিজ্ঞাত হয়েছিলেন, জরামৃত্যুসমুদয়কে জরামৃত্যুনিরোধগামিনী প্রতিপদাকে হয়েছিলেন, তাঁরা সকলে এভাবেই অভিজ্ঞাত হয়েছিলেন, যথা এখন আমি অভিজ্ঞাত হয়েছি । অনাগত কালে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ জরামৃত্যুকে অভিজ্ঞাত হবেন, জরামৃত্যু সমুদয়কে জরামৃত্যু নিরোধগামিনী প্রতিপদাকে অভিজ্ঞাত হবেন, তাঁরা সকলে এভাবেই অভিজ্ঞাত হবেন, যথা এখন আমি (অভিজ্ঞাত হয়েছি) । ইহা সমন্বয়ে জ্ঞান ।

হে ভিক্ষুগণ, ধর্মে জ্ঞান ও সমন্বয়ে জ্ঞান- এ দুই প্রকার জ্ঞান যখন আর্যশ্রাবকের সুনির্মল সুপরিপূর্ণ হয়, তখন তাঁকে বলা হয় দৃষ্টিসম্পন্ন দর্শনসম্পন্ন সদ্ধর্মাগত সদ্ধর্মদ্রষ্টা শৈক্ষ্যজ্ঞান সমন্বিত শৈক্ষ্যবিদ্যাসমন্বিত ধর্মস্রোত প্রাপ্ত আর্যতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাবান এবং অমৃতদ্বার সংলগ্ন বা নির্বাণদ্বারে উপনীত ।

হে ভিক্ষুগণ, জন্ম কি? যেহেতু আর্যশ্রাবক এভাবে সংস্কারকে জানে, সংস্কার সমুদয়কে জানে, সংস্কার নিরোধকে

জানে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদাকে জানে, তা হয় তার ধর্মে জ্ঞান। সে অকালিক ধর্ম দর্শন করে বিদিত হয়ে প্রাপ্ত হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অতীত অনাগতের প্রসঙ্গে এ রীতি অনুসরণে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়- অতীতে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ যথা এখন আমি ইহা সমন্বয়ে জ্ঞান।

হে ভিক্ষুগণ, ধর্মে জ্ঞান ও সমন্বয়ে জ্ঞান এ দুই প্রকার জ্ঞান যখন আর্যশ্রাবকের সুনির্মল সুপরিশুদ্ধ হয়, তখন তাঁকে বলা হয় দৃষ্টি সম্পন্ন নির্বাণদ্বারে উপনীত।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সাতাত্তর প্রকার জ্ঞানবিষয় তোমাদের নিকট দেশনা করব। সাতাত্তর প্রকার জ্ঞান বিষয় কি? ‘জন্মের কারণে জরামৃত্যু’ এ বিষয়ে জ্ঞান, ‘জন্ম না থাকলে জরামৃত্যু নেই’ এ বিষয়ে জ্ঞান, অতীত কালেও ‘জন্মের কারণে জরামৃত্যু’ এ বিষয়ে জ্ঞান, ‘জন্ম না থাকলে জরামৃত্যু নেই’ এ বিষয়ে জ্ঞান, অনাগতকালে ‘জন্মের কারণে জরামৃত্যু’ এ বিষয়ে জ্ঞান, ‘জন্ম না থাকলে জরামৃত্যু নেই’ এ বিষয়ে জ্ঞান, ‘যে ধর্মস্থিতি বা কার্যকারণে জ্ঞান, তা ক্ষয়িষ্ণু বিলয়প্রবণ বিরাগপ্রবণ ও নিরোধ ধর্মী’ এ বিষয়ে জ্ঞান। ‘ভবের কারণে জন্ম’ এ বিষয়ে জ্ঞান, ‘ভব না থাকলে জন্ম নেই’ এ বিষয়ে জ্ঞান ‘অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার’ এ বিষয়ে জ্ঞান, ‘অবিদ্যা না থাকলে সংস্কার নেই’ এ বিষয়ে জ্ঞান, ‘যে ধর্মস্থিতি বা কার্যকারণে জ্ঞান, তা ক্ষয়িষ্ণু বিলয়প্রবণ বিরাগপ্রবণ ও নিরোধধর্মী’ এ বিষয়ে জ্ঞান। এগুলোকে সাতাত্তর প্রকার জ্ঞান বিষয় বলা হয়।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সমগ্র দুঃখরাশির সমুদয় হয়। ইহা বললে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভদন্ত, জরামৃত্যু কি এবং জরামৃত্যু কার?

ভগবান- প্রশ্ন অসঙ্গত, ঠিক হয়নি। হে ভিক্ষু, যে বলে “জরামৃত্যু কি এবং এ জরামৃত্যু কার? কিংবা যে বলে জরামৃত্যু অন্য এবং অন্যের এ জরামৃত্যু।” এ দুইটিরই অর্থ এক, শুধু ব্যঞ্জনাই বিভিন্ন। ‘সেই জীব বা দেহধারী অর্থাৎ সেই শরীর’ এ দৃষ্টি বা ধারণা থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না, অথবা ‘অন্য জীব অন্য শরীর’ এ দৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। হে ভিক্ষু, এ উভয় অন্ত উপগত না হয়ে বা বর্জন করে তথাগত মধ্যম পন্থা অনুসরণে ধর্ম দেশনা করেন- জনের প্রত্যয়ে জরামৃত্যু।

ভিক্ষু- ভদন্ত, জন্ম কি এবং এ জন্ম কার?

ভগবান- প্রশ্ন অসংগত, ঠিক হয়নি। হে ভিক্ষু, যে বলে ‘জন্ম কি এবং জন্ম কার?’ কিংবা যে বলে ‘জন্ম অন্য এবং অন্যের এ জন্ম।’ এ দুইটির অর্থ এক শুধু ব্যঞ্জনাই বিভিন্ন। ‘সেই জীব বা দেহধারী অর্থাৎ সেই শরীর’ এ দৃষ্টি বা ধারণা থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না, অথবা ‘অন্য জীব অন্য শরীর’ এ দৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। হে ভিক্ষু এ উভয় অন্ত উপগত না হয় বা বর্জন করে তথাগত মধ্যম পন্থা অনুসরণে ধর্ম দেশনা করেন- ভবের প্রত্যয়ে জন্ম।

ভিক্ষু- ভব কি এবং ভব কার? উপাদানের প্রত্যয়ে ভব।

.... অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার। অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে তার যে ভ্রান্ত দৃষ্টি বোধ, দৃষ্টি বৈকল্যের স্পন্দন বা প্রকম্প- জরামৃত্যু কি জরামৃত্যু কার অথবা জরামৃত্যু অন্য এবং অন্যের এ জরামৃত্যু অথবা সে জীব সে শরীর বা অন্য জীব অন্য শরীর, সে সমস্ত ভ্রান্ত দৃষ্টির বোধ দৃষ্টি বৈকল্যের স্পন্দন বা প্রকম্প দূরীভূত হয় উন্মূলিত হয় ছিন্নশীর্ষ নিশ্চিহ্ন হয় পুনরুৎপত্তিশূন্য হয়।

অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ নিরোধে তার যে ভ্রান্তদৃষ্টির বোধ দৃষ্টি বৈকল্যের স্পন্দন বা প্রকম্প জন্ম কি জন্ম কার পুনরুৎপত্তিশূন্য হয়। ...

অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার কি সংস্কার কার দৃষ্টি বৈকল্যের চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় পুনরুৎপত্তিশূন্য হয়।

ছয়

পঞ্চম সূত্র দ্রষ্টব্য।

সাত

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, এ কায় বা শরীর তোমাদের নয় অন্যদেরও নয়। ইহা পুরাতন কর্মের অনুষ্ঠান চেতনার অভিব্যক্তি বেদনার প্রক্রিয়া বলে দ্রষ্টব্য। তাতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সুন্দর ভাবে সজ্ঞানে যথাযথরূপে প্রতীত্য সমুৎপাদকেই নিবিষ্ট মনে চিন্তা করেন- এ থাকলে এ হয়, এর উৎপত্তিতে এর উৎপত্তি হয়; এ না থাকলে এ হয় না, এর নিরোধে এ নিরুদ্ধ হয়, যথা- অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সমগ্র দুঃখরাশির সমুদয় হয়, অবিদ্যারই

অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

আট

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যা চেতনায় প্রবর্তিত করে কল্পনায় প্রকল্পিত হয় যা অনুশয় রূপে প্রবর্তিত হয়, তা বিজ্ঞানস্থিতির বা কর্মবিজ্ঞানের অবস্থিতির আলম্বন বা প্রত্যয় হয়। প্রত্যয় বিদ্যমান হলে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। সে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধিত হলে ভবিষ্যৎ পুনর্ভবের উৎপত্তি হয়। ভবিষ্যৎ পুনর্ভবের উৎপত্তিতে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরামৃত্যু শোক বিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য ক্ষোভ সম্ভব হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যা চেতনায় প্রবর্তিত করে না কল্পনায় প্রকল্পিত হয় না, অথচ অনুশয় রূপে প্রবর্তিত হয়, তা বিজ্ঞানস্থিতির বা কর্মবিজ্ঞানের অবস্থিতির আলম্বন বা প্রত্যয় হয়। প্রত্যয় বিদ্যমান হলে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। সে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধিত হলে ভবিষ্যৎ পুনর্ভবের উৎপত্তি হয়। ভবিষ্যৎ পুনর্ভবের উৎপত্তিতে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা মৃত্যু দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যা যেহেতু চেতনায় প্রবর্তিত করে না কল্পনায় প্রকল্পিত হয় না অনুশয়রূপে প্রবর্তিত হয় না, তা বিজ্ঞানস্থিতির আলম্বন হয় না। আলম্বন না হলে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। সে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হলে বর্ধিত না হলে ভবিষ্যৎ পুনর্ভবোৎপত্তি হয় না। ভবিষ্যৎ পুনর্ভবোৎপত্তি না থাকলে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা দৌর্মনস্য ক্ষোভ নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমগ্র দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

নয়

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, যা চেতনায় প্রবর্তিত করে কল্পনায় প্রকল্পিত হয় যা অনুশয়রূপে হয়, তা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। সে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধিত হলে নামরূপের সঞ্চারণ হয়। নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন সমস্ত দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু যা চেতনায় প্রবর্তিত করে না অনুশয়রূপে প্রবর্তিত হয় না, তা বিজ্ঞানস্থিতির আলম্বন হয় না। সে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হলে বর্ধিত না হলে নামরূপের সঞ্চারণ হয় না সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

দশ

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, যা চেতনায় প্রবর্তিত করে কল্পনায় প্রকল্পিত হয় যা অনুশয়রূপে প্রবর্তিত হয়, তা বিজ্ঞানস্থিতির আলম্বন হয় সে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধিত হলে নতি (তৃষণায় নমন) হয়। নতি হলে আগতি গতি হয়, আগতি গতি হলে চ্যুতি উৎপত্তি হয়। চ্যুতি উৎপত্তি থাকলে ভবিষ্য জন্ম জরা দৌর্মনস্য ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। এভাবে সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু যা চেতনায় প্রবর্তিত করে না অনুশয়রূপে প্রবর্তিত হয় না, তা বিজ্ঞানস্থিতির আলম্বন হয় না। সে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হলে বর্ধিত না হলে গতি হয় না গতি না হলে আগতি গতি হয় না সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

গৃহপতি বর্গ- ৫

এক

শ্রাবস্তী-

গৃহপতি অনাথপিণ্ড ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসলেন। ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডকে বললেন- হে গৃহপতি, যখন আর্যশ্রাবকের পাঁচ প্রকার ভয়বৈর চেতনা উপশান্ত হয়, চার স্রোতাপত্তি অঙ্গের দ্বারা আর্যশ্রাবক সমন্বিত হয় এবং আর্য ধর্মনিয়ম তার প্রজ্ঞানে সুদৃষ্ট হয় উপলব্ধ হয়, তখন সে স্বেচ্ছায় নিজেই নিজের সম্পর্কে ব্যক্ত করতে পারে বা বলতে পারে “আমি ক্ষীণ নিরয় (নরক মুক্ত) ক্ষীণ তির্যক যোনি (মনুষ্যেতর প্রাণি-জন্ম থেকে মুক্ত) ক্ষীণপ্রেত জন্ম অপায় দুর্গতি নিপতন মুক্ত অবিনিপাত ধর্মী হয়েছি এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বা নির্বাণোপলব্ধি প্রবণ হয়ে বাস করি।”

কোন পাঁচ প্রকার ভয়বৈর চেতনা উপশান্ত হয়? হে গৃহপতি প্রাণিহত্যাকারী বা প্রাণঘাতী প্রাণিহত্যার জন্য যে ঐহিক ভয়বৈরভাব সৃষ্টি করে পারলৌকিক ভয়বৈরতা উৎপাদন করে এবং দুখ দৌর্মনস্য অনুভব করে, প্রাণিহত্যাবিরত ব্যক্তির সে ভয়বৈর চেতনা উপশান্ত হয়। অদগ্ধদ্রব্য গ্রহণকারী বা অপহরণকারী অপহরণের জন্য দুঃখদৌর্মনস্য অনুভব করে, অপহরণ বিরত ব্যক্তির সে ভয়বৈরচেতনা উপশান্ত হয়। ব্যভিচারী ব্যভিচারের জন্য মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদের জন্য সুরামৈরেয় মদ্যপ্রমাদ রত ব্যক্তি দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে ভয়বৈরচেতনা উপশান্ত হয়।

কোন চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গের দ্বারা সমন্বিত হয়? হে গৃহপতি, এখানে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়- সে ভগবান বুদ্ধ অর্হৎ (যিনি কামক্রোধাদি সমস্ত অরি বা রিপু হনন করেছেন) সম্যক সম্বুদ্ধ (যিনি স্বয়ং সম্যক ভাবে সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করেছেন) বিদ্যাচার সম্পন্ন (যোগ বিভূতি সমন্বিত ও শ্রদ্ধাচার সম্পন্ন) সুগত (যিনি পরম সত্যের পথে সুষ্ঠুভাবে গত) লোকবিদ অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠতম পুরুষবিনায়ক এবং দেবমানবের শাস্তা বা অনুশাসক আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি অচল শ্রদ্ধাযুক্ত হয়- ধর্ম ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে আখ্যাত যা স্বয়ং দ্রষ্টব্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অকালিক (অনুশীলনে যার কাল বিচার নেই) এসে দেখে যাও বলার মত (অর্থাৎ অন্ধভাবে গ্রহণের বিষয় নয়) বিজ্ঞদের প্রত্যক্ষবেদ্য (জ্ঞানীদের উপলব্ধি গম্য), আর্যশ্রাবক সঙ্ঘের প্রতি অচল শ্রদ্ধাযুক্ত হয়- ভগবান বুদ্ধের শিষ্যসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন বা সুপথগামী ঋজু বা অকুটিল পথযাত্রী পরাজ্ঞানপর সমীচীন ভাবাপন্ন (উপলব্ধির স্তর ভেদে) চার প্রকার ব্যক্তিবিশিষ্ট ভগবানের শিষ্যসঙ্ঘ অভ্যর্থনাই সম্মানাই দক্ষিণাই প্রণম্য এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, আর্যশ্রাবক আর্যকান্ত অখণ্ড নিশ্চিদ্র নির্মল নিক্রাম বিজ্ঞ প্রশংসিত অনবদ্য সমাধিপ্রদ শীলসমূহের দ্বারা সুসংযত হয়। এভাবে এ চার স্রোতাপত্তি অঙ্গ সমন্বিত হয়। কোন আর্য ধর্মনিয়ম তার প্রজ্ঞানে সুদৃষ্ট হয় উপলব্ধ হয়? হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদকে সুন্দরভাবে জ্ঞানত মনন করে- এ থাকলে এ হয়, এ না থাকলে এ হয় না, এর নিরোধে এ নিরুদ্ধ হয়- যথা, অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়। অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ

নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয় সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়। এ আর্য ধর্মনিয়ম তার প্রজ্ঞানে সৃদৃষ্ট হয় উপলব্ধ হয়।

হে গৃহপতি, যখন আর্যশ্রাবকের পাঁচপ্রকার ভয়বৈরচেতনা উপশান্ত হয়, চার স্রোতাপত্তি অঙ্গের দ্বারা আর্যশ্রাবক সমন্বিত হয় এবং আর্য ধর্মনিয়ম তার প্রজ্ঞানে সুদৃষ্ট হয় উপলব্ধ হয়, তখন সে স্বেচ্ছায় নির্বাণোপলব্ধিপ্রবণ হয়ে বাস করে।

দুই

শ্রাবস্তী-

একদা একদল ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসলেন। ভগবান তাঁদের বললেন- হে ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবকের পাঁচ প্রকার ভয়বৈরচেতনা উপশান্ত হয়, চার স্রোতাপত্তি অঙ্গের দ্বারা আর্যশ্রাবক সমন্বিত হয় এবং আর্য ধর্মনিয়ম তার প্রজ্ঞানে সুদৃষ্ট হয় উপলব্ধ হয়, তখন সে স্বেচ্ছায় সম্বোধিপরায়ণ হয়।

তিন

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের সমুদয় ও বিলয় দেশনা করব, তা শোন হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের সমুদয় কি? চক্ষু এবং রূপকে অবলম্বন করে চক্ষুবিজ্ঞান^১ উৎপন্ন হয়। এ তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ। স্পর্শের প্রত্যয় বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা- ইহাই দুঃখের সমুদয়। শ্রোত্র এবং শব্দকে অবলম্বন করে শ্রোত্রবিজ্ঞান ঘ্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এবং গন্ধকে অবলম্বন করে

^১ চক্ষুবিজ্ঞান বলতে বোঝায় চক্ষু ইন্দ্রিয় ও দৃশ্যমান রূপের সংযোগে উৎপন্ন চিত্ত। তেমনি শ্রোত্র বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রেও যথাযোগ্য সংযোগ জ্ঞাতব্য।

ঘ্রাণবিজ্ঞান জিহ্বা এবং রসকে অবলম্বন করে জিহ্বাবিজ্ঞান
কায় এবং স্পর্শকে অবলম্বন করে কায়বিজ্ঞান মন এবং
মনোগোচর বিষয়কে অবলম্বন করে উৎপন্ন হয় মনোবিজ্ঞান ।
এ তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ । স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার
প্রত্যয়ে তৃষ্ণা- ইহাই দুঃখের সমুদয় ।

হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের বিলয় কি? চক্ষু এবং রূপকে অবলম্বন
করে উৎপন্ন হয় চক্ষুবিজ্ঞান । তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ, স্পর্শের
প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা । সেই তৃষ্ণার অশেষ
বিরাগ নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভবনিরোধ
.... সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয় । একেই বলা হয় দুঃখের
বিলয় । শ্রোত্র এবং শব্দকে অবলম্বন করে মনোবিজ্ঞান,
তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে
তৃষ্ণা । তৃষ্ণারই অশেষ বিরাগ নিরোধে সকল দুঃখরাশির
নিরোধ হয়- ইহাই দুঃখের বিলয় ।

চার

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, জগতের সমুদয় এবং বিলয়
দেশনা করব, তা শোন জগতের সমুদয় কি? চক্ষু এবং রূপ
অবলম্বনে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় । এ তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ ।
স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে
উপাদান, উপাদান প্রত্যয়ে ভব, ভব প্রত্যয়ে জাতি, জাতি
প্রত্যয়ে জরামৃত্যু দুঃখ দৌর্মনস্য ক্ষোভ উৎপন্ন হয় । ইহাই
জগতের সমুদয় । শ্রোত্র এবং শব্দ অবলম্বনে মনোবিজ্ঞান
উৎপন্ন হয় । এ তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ । স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা
.... দৌর্মনস্য ক্ষোভ উৎপন্ন হয় । ইহাই জগতের সমুদয় ।

হে ভিক্ষুগণ, জগতের বিলয় কি? চক্ষু এবং রূপ অবলম্বনে চক্ষুবিজ্ঞান হয়। এ তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণারই অশেষ বিরাগ নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়। ইহাই জগতের বিলয়।

পাঁচ

এক সময় ভগবান জ্ঞাতিক নামক স্থানে ইষ্টক নির্মিত ভবনে বাস করছিলেন। তখন ভগবান নির্জনে অত্রস্থ হয়ে এ ধর্মপর্যায় উচ্চারণ করছিলেন- চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়। শোত্র এবং শব্দ অবলম্বনে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এ তিনটির সঙ্গতি স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়। সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

এ সময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানের আবৃত্তির শ্রবণসীমার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। ভগবান তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- হে ভিক্ষু, তুমি কি এ ধর্মপর্যায় শুনেছিলে?

ভিক্ষু- হ্যাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- হে ভিক্ষু, তুমি এ ধর্মপর্যায় গ্রহণ কর, কঠিন কর, ধারণ কর। এ ধর্ম পর্যায় অর্থসংযুক্ত এবং আদিব্রহ্মচর্যসূচক।

ছয়

শ্রাবস্তী-

জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয় আলাপ শেষ করে একান্তে উপবেশনপূর্বক ভগবানকে জিজ্ঞেস করলে- ভবৎ গৌতম, যে করে সে ফল ভোগ করে কি?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, যে করে এবং যে ফল ভোগ করে,
ইহা একটি অন্ত ।

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতম, অন্য করে অন্য ফল ভোগ করে কি?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, অন্য করে অন্য ফল ভোগ করে, ইহা
আর একটি অন্ত ।

এ উভয় অন্ত অনুপগত হয়ে বর্জন করে মধ্য-পস্থানুসরণে
তথাগত ধর্মদেশনা করেন- অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার সকল
দুঃখরাশির নিরোধ হয় ।

ভগবানের উক্তি শুনে সে ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন- ভবৎ
গৌতম, সুন্দর! অতি সুন্দর । আমকে শরণাগত উপাসক
বলে জানুন ।

সাত

শ্রাবস্তী-

একদিন ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে
.... ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভবৎ গৌতম, সকল আছে
কি?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, সকল আছে- ইহা একটি অন্ত ।

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতম, সকল কি অবিদ্যমান বা নাই?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, সকল নাই- ইহা দ্বিতীয় অন্ত । এ দুই
অন্ত বর্জন করে তথাগত মধ্যপস্থা অনুসরণে ধর্মদেশনা করেন-
অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয় ।

ইহা বললে ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি ভগবানকে বললেন- ভবৎ
গৌতম, সুন্দর অতি সুন্দর শরণাগত উপাসক বলে জানুন ।

আট

শ্রাবস্তী-

..... ব্রাহ্মণ লোকায়তিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে
.... ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভবৎ গৌতম, সকল আছে
কি?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, সকল আছে- ইহা জ্যেষ্ঠ বা প্রথম
লোকায়ত।

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতম, সকল কি নেই?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, সকল নেই- ইহা দ্বিতীয় লোকায়ত।

ব্রাহ্মণ- ভবৎ গৌতম, সকলই কি একত্র বা অভিন্ন?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, সকলই একত্র- ইহা তৃতীয় লোকায়ত।

ব্রাহ্মণ-ভবৎ গৌতম, সকলই কি পৃথগ্ধ বা ভিন্ন?

ভগবান- হে ব্রাহ্মণ, সকলই প্রথগ্ধ- ইহা চতুর্থ লোকায়ত।

এ উভয় অন্ত বর্জন করে তথাগত মধ্যপন্থা অনুসরণে
ধর্মদেশনা করেন- অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার সকল
দুঃখরাশির সমুদয় হয়। অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ নিরোধে
সংস্কার নিরোধ সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

ইহা বললে ব্রাহ্মণ লোকায়তিক ভগবানকে বললেন- ভবৎ
গৌতম, সুন্দর শরণাগত উপাসক বলে জানুন।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতিবান আর্যশ্রাবকের মনে এমন চিন্তার
উদয় হয় না- কি থাকলে কি হয়, কিসের উৎপাদনে কিসের
উৎপত্তি হয় (কি থাকলে সংস্কার হয়, কি থাকলে বিজ্ঞান হয়
.... কি থাকলে জরামৃত্যু হয়।) কিন্তু এ বিষয়ে শ্রুতিবান
আর্যশ্রাবকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে- এ থাকলে এ হয়, এর
উৎপত্তিতে এর উৎপত্তি হয়, (অর্থাৎ অবিদ্যা থাকলে সংস্কার

হয়, সংস্কার থাকলে বিজ্ঞান হয় জন্ম থাকলে জরামৃত্যু হয়), এভাবে জগতের প্রবর্তন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতিবান আর্যশ্রাবকের মনে এমন চিন্তার উদয় হয় না- কি না থাকলে কি হয় না, কিসের নিরোধে কি নিরুদ্ধ হয় (কি না থাকলে সংস্কার হয় না, কি না থাকলে জরামৃত্যু হয় না) কিন্তু এ বিষয়ে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে- এ না থাকলে এ হয় না, এর নিরোধে এ নিরুদ্ধ হয় (অবিদ্যা না থাকলে সংস্কার হয় না জন্ম না থাকলে জরামৃত্যু হয় না)। এ ভাবে জগতের নিরোধ হয় যেহেতু আর্যশ্রাবক এভাবে জগতের সমুদয় ও বিলয় যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে বলা হয় দৃষ্টিসম্পন্ন অমৃতদ্বার সংলগ্ন।

দশ

শ্রাবস্তী-

নবম সূত্র দ্রষ্টব্য।

দুঃখবর্গ- ৬

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সর্বতোভাবে সম্যক্ প্রকারে দুঃখক্ষয়ের জন্য ভিক্ষু সমীক্ষণরত হয়ে কতদূর সমীক্ষণ করে? ভিক্ষুগণ বললেন- ভদন্ত, ধর্ম ভগবৎমূলক ভগবৎ-প্রবণ ভগবৎশরণ। এ ভাষিতের অর্থ ভগবানেরই প্রতিভাত হোক। ভগবানের মুখে শুনে ভিক্ষুরা ধারণ করবেন।

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তবে শোন, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ কর, বলব। ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে ভিক্ষুগণ ভগবানের

কথায় সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু সমীক্ষণ রত হয়ে সমীক্ষণ করে- জগতে যে বহুবিধ নানাপ্রকার জরামৃত্যু দুঃখ উৎপন্ন হয়, সে দুঃখ কিসের কারণে কিসের সমুদয়ে কিসের উৎপত্তিতে কিসের প্রভাবে, কি থাকলে জরামৃত্যু হয়, কি না থাকলে জরামৃত্যু হয় না। সে সমীক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করে- এ দুঃখ জন্মের কারণে জন্মের উৎপত্তিতে জন্মের প্রভাবে, জন্ম থাকলে জরামৃত্যু হয়, জন্ম না থাকলে জরামৃত্যু হয় না। যে জরামৃত্যুকে জানে, জরামৃত্যুসমুদয় জানে, জরামৃত্যু নিরোধ জানে, জরামৃত্যু নিরোধের অনুকূল যে প্রতিপদা বা পস্থা আছে, তাও জানে এবং সে পস্থা বলম্বনে অনুধর্মচারী বা ধর্মচর্যারত হয়। এ ভিক্ষুকে সর্বপ্রকারে সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়ের জন্য জরামৃত্যু নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন বলে বলা হয়।

অতঃপর সে সমীক্ষণরত হয়ে সমীক্ষণ করে- ভব কিসের কারণে উপাদান কিসের কারণে তৃষ্ণা বেদনা স্পর্শ ষড়ায়তন নামরূপ বিজ্ঞান সংস্কার নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন। হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাগত বা অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তি যদি পুণ্যসংস্কার সম্পাদন করে বিজ্ঞান পুণ্যোপগত হয়, যদি অপুণ্যসংস্কার সম্পাদন করে বিজ্ঞান অপুণ্যোপগত হয়, আনেঞ্জ বা অচল (পুণ্যপাপশূন্য) সংস্কার সম্পাদন করে বিজ্ঞান আনেঞ্জোপনত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা উৎপন্ন হয়, সে অবিদ্যা বিরাগে বিদ্যার উৎপত্তিতে পুণ্য সংস্কার সম্পাদন করে না অপুণ্য সংস্কার সম্পাদন করে না, আনেঞ্জ (অচল) সংস্কার সম্পাদন করে না। সংস্কার সম্পাদন না করে চেতনাবিরত হয়ে জগতে কিছুই গ্রহণ করে না। গ্রহণের

অভাবে পরিব্রজ্ত হয় না, অপরিব্রজ্ত হয়ে আপনাতে নিবৃত্ত হয়, জন্মক্ষয় হয়, ব্রাহ্মচর্যপালন সমাপ্ত হয়, করণীয় সম্পন্ন হয় এবং এজন্য অন্য কিছুই অবশেষ থাকে না। সে যদি সুখবেদনা অনুভব করে, সে একে অনিত্য বলে জানে, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অনভিভূত অনভিনন্দিত বলে জানে। সে যদি দুঃখবেদনা অনুভব করে, সে একে অনিত্য বলে জানে, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অনভিভূত অনভিনন্দিত বলে জানে। সে যদি অদুঃখ-অসুখ বা সুখদুঃখহীন বেদনা অনুভব করে, সে একে অনিত্য বলে জানে, (তৃষ্ণাদি দ্বারা) অনভিভূত অনভিনন্দিত বলে জানে। যদি সে সুখবেদনা অনুভব করে, সে সে বেদনাকে বিসংযুক্ত (কামরাগাদি সংযোজন থেকে মুক্ত) হয়ে অনুভব করে। সে যদি দুঃখ বেদনা অনুভব করে, সে সে বেদনাকে বিসংযুক্তভাবে অনুভব করে, সে যদি অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করে, সে সে বেদনাকে বিসংযুক্তভাবে অনুভব করে, সে কায়ান্তিক (শরীরে সীমাবদ্ধ) বেদনা অনুভব করত কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে জানে, সে জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করত জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে জানে। সে জানে যে দেহভঙ্গে জীবনক্ষয়ের পর এখানেই অনভিনন্দিত সকল বেদনা শান্ত হয়ে যাবে এবং দেহই অবশিষ্ট থাকবে।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন লোক কুম্ভকার পাক থেকে উষ্ণ কুম্ভ তুলে সমতল স্থানে স্থাপন করে, তথায় যে উষ্ণত্ব থাকে তা সেখানেই উপশান্ত হয়ে যায় এবং ভাজনগুলি অবশিষ্ট থাকে, তেমনি ভিক্ষু কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করত জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে জানে, শরীর ভঙ্গে জীবন ক্ষয়ের পর এখানেই অনভিনন্দিত সকল বেদনা শান্ত হয়ে যাবে এবং দেহই অবশিষ্ট থাকবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু কি পুণ্যসংস্কার বা অপুণ্যসংস্কার অথবা আনেজ্জ সংস্কার সম্পাদন করতে পারে?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে সংস্কার অবিদ্যমান হলে সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে বিজ্ঞান অবিদ্যমান হলে বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে নামরূপ অবিদ্যমান হলে নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে ষড়ায়তন অবিদ্যমান হলে ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে স্পর্শ অবিদ্যমান হলে স্পর্শ নিরোধে বেদনা কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে বেদনা অবিদ্যমান হলে বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে তৃষ্ণা অবিদ্যমান হলে তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে উপাদান অবিদ্যমান হলে উপাদান নিরোধে ভব কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে ভব অবিদ্যমান হলে ভব নিরোধে জন্ম কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- সর্বতোভাবে জন্ম অবিদ্যমান হলে জন্ম নিরোধে জরামৃত্যু কি দেখা যায়?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা হতে পারে না।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, সাধু! সাধু! এভাবেই একে বিশ্বাস কর, অন্যথা নয়। সংশয়শূন্য হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হও। ইহা দুঃখের অন্ত বলে এর প্রতি বিচিকিৎসা বা সন্দেহ বিনোদন কর।

দুই

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, (কামাদি) উপাদানের গোচরীভূত ধর্মসমূহের (বিষয়সমূহের প্রতি) আশ্বাদানুদর্শী বা স্বাদগ্রাহী হয়ে করলে তৃষ্ণা বর্ধিত হতে থাকে। তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদান প্রত্যয়ে ভব, ভবপ্রত্যয়ে জন্ম, জন্মপ্রত্যয়ে জরামৃত্যু শোকবিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। এভাবে সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন দশবাহ (পরিমাণের) কাষ্ঠের বা বিশবাহ কাষ্ঠের বা ত্রিশবাহ কাষ্ঠের অথবা চল্লিশবাহ কাষ্ঠের প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, সেখানে লোক সময় সময় শুষ্ক তৃণ নিক্ষেপ করে, শুষ্কগোময় নিক্ষেপ করে এবং শুষ্ককাষ্ঠ নিক্ষেপ করে। তাহলে সে প্রকাণ্ড অগ্নি সে আহার পেয়ে সে উপাদান

পেয়ে চিরকাল জ্বলতে থাকে, তেমনি উপাদানের গোচরীভূত বিষয়সমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা বর্ধিত হতে থাকে। তৃষ্ণাপ্রত্যয়ে উপাদান সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, উপাদানের গোচরীভূত ধর্ম সমূহের প্রতি বা বিষয়সমূহের প্রতি দোষদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা নিরোধে সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন দশবাহ চল্লিশবাহ কাষ্ঠের প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, সেখানে লোক সময় সময় শুষ্ক তৃণ নিক্ষেপ করে না, শুষ্ক গোময় নিক্ষেপ করে না এবং শুষ্ক কাষ্ঠ নিক্ষেপ করে না। তাহলে সে প্রকাণ্ড অগ্নি পূর্ব উপাদানের ক্ষয়ে অন্য নূতন উপাদানের অভাবে অনাহারে নির্বাপিত হয়, তেমনি উপাদানের গোচরীভূত ধর্মসমূহের প্রতি দোষদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

তিন

শ্রাবস্তী-

“হে ভিক্ষুগণ, (কামাদি) সংযোজনসমূহের গোচরীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা বর্ধিত হতে থাকে। তৃষ্ণাপ্রত্যয়ে উপাদান সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, যেমন তৈল ও সলিতা অবলম্বনে তৈলপ্রদীপ জ্বলে, তাতে লোক সময় সময় তৈল সিঞ্চন করে এবং সলিতা টেনে দেয়, তাহলে সে তৈল প্রদীপ সে আহার পেয়ে সে উপাদান লাভ করে চিরকাল জ্বলতে থাকে, তেমনি সংযোজন সমূহের গোচরীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়। যেমন

তৈল ও সলিতা অবলম্বনে জ্বলমান তৈল প্রদীপে লোক সময় সময় তৈলসিঞ্চন না করে এবং সলিতা টেনে না দেয়, তাহলে সে তৈলপ্রদীপ সে আহার না পেয়ে সে উপাদান লাভ না করে অনাহারে নির্বাপিত হয়, তেমনি সংযোজন সমূহের গোচরীভূত ধর্মসমূহের প্রতি দোষদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয় সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

চার

তৃতীয় সূত্র দ্রষ্টব্য।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, উপাদানের গোচরীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা বর্ধিত হয় সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষ তার যে মূলসমূহ অধোগামী তির্যকগামী, সে সমস্তই উর্ধ্ব দিকে ওজঃ বা রস অভিহরণ করে তাতে সে বৃক্ষ সে আহার পেয়ে উপাদান লাভ করে দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে, তেমনি উপাদানের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা বর্ধিত হতে থাকে। তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান সকল দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ উপাদানের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতিদোষদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয় সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়। যেমন মহাবৃক্ষ- লোক কোদাল ও বুড়ি নিয়ে আসে এবং সে বৃক্ষকে মূলে ছেদন পূর্বক খনন করে সূক্ষ্ম মূলগুলি তুলে ফেলে, অতঃপর সে বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে রৌদ্র বাতাসে শুকিয়ে অগ্নিতে ভস্মীভূত করে এবং সে ভস্ম প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দেয় অথবা খরস্রোতা নদীতে ভাসিয়ে

দেয়, তাহলে সে ছিন্নমূল মহাবৃক্ষ মস্তকহীন তালবৃক্ষের মত বিনষ্ট ও পুনরুৎপত্তিরহিত হয়। তেমনি উপাদানের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহে দোষদর্শী হয়ে বাস করলে সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

ছয়

পঞ্চম সূত্র দ্রষ্টব্য

সাত

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সংযোজন সমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা প্রবর্ধিত হয় দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন তরুণ বৃক্ষ- লোক সময় সময় তার মূলগুলি শোধন করে, তথায় মাটি ছড়ায় এবং জল দেয়। এভাবে সে বৃক্ষ সে আহার পেয়ে সে উপাদান লাভ করে বর্ধিত হয় বিপুলাকার হয়। তেমনি সংযোজনসমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা বর্ধিত হতে থাকে। তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, সংযোজন সমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি দোষদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয় সকল দুঃখরাশির নিরোধ হয়। যেমন তরুণ বৃক্ষ- লোক আসে কোদাল ঝুড়ি নিয়ে এবং সে বৃক্ষকে মূল ছেদন পূর্বক বিনষ্ট ও পুনরুৎপত্তি রহিত হয়, তেমনি সংযোজনসমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি দোষদর্শী হয়ে বাস করলে দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

আট

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনসমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে নামরূপের সঞ্চারণ হয়। নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন দুঃখরাশির সমুদয় হয়। যেমন মহাবৃক্ষ- তার যে মূলসমূহ অধোগামী দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে, তেমনি সংযোজনসমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী তৃষ্ণা বর্ধিত হতে থাকে দুঃখরাশির সমুদয় হয়।

সংযোজনসমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি দোষদর্শী হয়ে বাস করলে নামরূপের সঞ্চারণ হয় না। নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ দুঃখরাশির নিরোধ হয়। যেমন মহাবৃক্ষ- লোক কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে আসে এবং সে বৃক্ষকে মূলে ছেদন পূর্বক পুনরুৎপত্তিরহিত হয়, তেমনি সংযোজন সমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি দোষদর্শী হয়ে বাস করলে নামরূপের সঞ্চারণ হয় না দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সংযোজন সমূহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে বিজ্ঞানের সঞ্চারণ হয়। বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নামরূপ যেমন মহাবৃক্ষ দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

দশ

এক সময় ভগবান কুরুরাজ্যে কম্মাস্‌সদম্ম নামক কুরু নিগমে বাস করছিলেন। তখন আয়ুজ্জান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসে বললেন- ভদন্ত, আশ্চর্য! পরমাশ্চর্য! প্রতীত্যসমুৎপাদ কত

গম্ভীর ও গাম্ভীর্যময়ভাবে সমুজ্জ্বল, অথচ আমার কাছে স্পষ্ট স্পষ্ট বলেই প্রতীয়মান হয়। ভগবান বললেন- হে আনন্দ, এমন বলো না, এমন বলো না, প্রতীত্যসমুৎপাদ গম্ভীর ও গাম্ভীর্যময়ভাবে সমুজ্জ্বল। ভগবান বলতে লাগলেন- হে আনন্দ, এ বিষয়ে অজ্ঞান অননুবোধ অনুপলব্ধির জন্য (ত্রিলোকবাসী) জনতা আত্যন্তিকভাবে জড়ানো তন্ত্রের মত গ্রন্থিল সূত্র সমূহের মত ‘মুঞ্জ’ ও ‘বব্বজ’ তৃণের জটের মত (তৃষ্ণাদি দ্বারা) জড়িত বিজড়িত হয়ে অপায় দুর্গতি বিনিপাত সংসার অতিক্রম করতে পারে না। হে আনন্দ, উপাদান সমূহের গোচরীভূত ধর্মসমূহের প্রতি আশ্বাদানুদর্শী হয়ে বাস করলে তৃষ্ণা বর্ধিত হয় দুঃখরাশির সমুদয় হয়। যেমন মহাবৃক্ষ দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

মহাবর্গ- ৭

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতিহীন পৃথগ্জন বা প্রাকৃতজন (ক্ষিত্যপতেজবায়ু) এ চার মহাভূতোৎপন্ন দেহের প্রতি নির্বেদযুক্ত হতে পারে, বিরাগযুক্ত হতে পারে এবং এজন্য মুমুক্ষু হতে পারে। তার হেতু বা কারণ কি? এ চাতুর্মহাভৌতিক দেহে দেখা যায় আচয় বা বৃদ্ধি, অপচয় বা ক্ষয়, গ্রহণ ও নিক্ষেপ বা ত্যাগ। সে কারণে শ্রুতিহীন পৃথগ্জনের তাতে নির্বেদ বিরাগ ও মুমুক্ষা হতে পারে। যাকে বলা হয় ‘বিজ্ঞান’ ‘চিত্ত’ বা ‘মন’, তার প্রতি শ্রুতিহীন পৃথগ্জন নির্বেদযুক্ত বিরাগযুক্ত হতে সমর্থ হয় না এবং সে জন্য মুমুক্ষু হতে পারে না। তার হেতু বা কারণ কি? ইহা (বিজ্ঞান চিত্ত বা মন)

চিরকাল তৃষ্ণাগ্রস্ত মমায়িত মিথ্যাদৃষ্টি মথিত ‘আমি’ ‘আমার’ ও ‘আমার আত্মা’ বলে পরিকল্পিত। সে কারণে শ্রুতিহীন পৃথগ্জন তার প্রতি নির্বেদযুক্ত বিরাগযুক্ত ও মুমুক্ষু হতে সমর্থ হয় না। বরং শ্রুতিহীন পৃথগ্জন এ চাতুর্মহাভৌতিক দেহকে নিজের বলে ধারণা করে, কিন্তু চিত্তকে নয়। তার হেতু কি? এ চাতুর্মহাভৌতিক দেহকে এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর তিন বৎসর চার বৎসর একশত বৎসর অথবা তদধিককাল অবস্থিত থাকতে দেখা যায়, কিন্তু যাকে বলা হয় ‘বিজ্ঞান’ ‘চিত্ত’ বা ‘মন’ তা দিবসে এবং রাত্রিতে অন্যটি উৎপন্ন হয় অন্যটি নিরুদ্ধ হয়। যেমন অরণ্যে উপবনে মর্কট বিচরণ করত শাখা ধরে, তা ছেড়ে অন্যটি ধরে, তা ছেড়ে আর একটি শাখা ধরে, তেমন ‘বিজ্ঞান’ ‘চিত্ত’ বা ‘মন’ দিবসে এবং রাত্রিতে অন্যটি উৎপন্ন হয় অন্যটি নিরুদ্ধ হয়।

তথায় শ্রুতিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদকেই সুন্দরভাবে জ্ঞানত মনস্কার করে- এ থাকলে এ হয়, এর উৎপত্তিতে এ উৎপন্ন হয়, এ অবিদ্যমান হলে এ হয় না, এর নিরোধে এ নিরুদ্ধ হয়, যথা- অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার দুঃখরাশির সমুদয় হয়। অবিদ্যারই অশেষ বিরাগ নিরোধে দুঃখরাশির নিরোধ হয়। এ ভাবে দর্শন করত শ্রুতিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক রূপের প্রতিও নির্বিগ্ন হয়, বেদনার প্রতিও নির্বিগ্ন হয়, সংজ্ঞার প্রতিও নির্বিগ্ন হয়, সংস্কারের প্রতিও নির্বিগ্ন হয়, বিজ্ঞানের প্রতিও নির্বিগ্ন হয় এবং নির্বিগ্ন হয়ে বিরক্ত হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত হলে বিমুক্ত বলে জ্ঞান জন্মে। জন্ম স্কীণ, ব্রহ্মচর্যবাস সমাপ্ত, করণীয় কৃত। এজন্য অবশেষ কিছুই নেই বলে জানে।

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতিহীন পৃথগ্জন এ চাতুর্মহাভৌতিক দেহের প্রতি নির্বিণ্ন মুমুক্ষু হতে পারে। যাকে বলা হয় ‘বিজ্ঞান’ ‘চিন্তা’ বা ‘মন’ অন্যটি উৎপন্ন হয় অন্যটি নিরুদ্ধ হয়।

তথায় শ্রুতিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদকেই মনস্কার করে ইহা নিরুদ্ধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, সুখবেদ্য বা সুখানুভূতিযুক্ত স্পর্শ অবলম্বনে সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সে সুখবেদ্য স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যে বেদনা- সুখবেদ্য স্পর্শে উৎপন্ন সুখ বেদনা, তা নিরুদ্ধ হয় উপশমিত হয়। দুঃখবেদ্য বা দুঃখানুভূতিযুক্ত স্পর্শ অবলম্বনে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। সে দুঃখবেদ্য স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যে বেদনা- দুঃখবেদ্য স্পর্শে উৎপন্ন দুঃখবেদনা, তা নিরুদ্ধ হয়, উপশমিত হয়। অদুঃখাসুখ অনুভূতিযুক্ত স্পর্শ অবলম্বনে অদুঃখাসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়। সে অদুঃখাসুখ অনুভূতি যুক্ত স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যে বেদনা- অদুঃখাসুখবেদ্য স্পর্শে উৎপন্ন অদুঃখাসুখ বেদনা, তা নিরুদ্ধ হয় উপশমিত হয়। যেমন দুইটি কাষ্ঠের সংঘর্ষে উদ্ভা উৎপন্ন হয় তেজ সৃষ্ট হয়, সে কাষ্ঠ দুইটির পৃথক করণে বিনিক্ষেপে তৎজনিত যে উদ্ভা, তা নিরুদ্ধ হয় উপশমিত হয়, তেমনি সুখবেদ্য স্পর্শ হেতু সুখবেদনা উৎপন্ন হয়, সে সুখবেদ্য স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত সে বেদনা- সুখবেদ্য স্পর্শে উৎপন্ন সুখবেদনা, তা নিরুদ্ধ হয় উপশমিত হয়। দুঃখবেদ্য স্পর্শ হেতু অদুঃখাসুখবেদ্য স্পর্শ হেতু উপশমিত হয়। এভাবে দর্শন করত শ্রুতিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক স্পর্শের প্রতি নির্বিণ্ন হয়, বেদনার প্রতি নির্বিণ্ন হয় সংজ্ঞার প্রতি নির্বিণ্ন হয়, সংস্কারের প্রতি নির্বিণ্ন হয়, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বিণ্ন হয় এবং নির্বিণ্ন হয়ে

বিরক্ত হয় বিরাগে বিমুক্ত হয় অবশেষ কিছুই নেই বলে জানে।

তিন

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, জাত বা উৎপন্ন প্রাণীদের স্থিতির জন্য অথবা জায়মান বা উৎপাদ্যমান সত্ত্বদের অনুগ্রহের জন্য চার প্রকার আহার, যথা- কবল বা গ্রাস (আহার্য বস্তু) স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, স্পর্শ (বেদনা বা অনুভূতির আহার) দ্বিতীয়, মনোচেতনা (কর্মাহার) তৃতীয়, বিজ্ঞান (বিপাক চিন্তের আহার) চতুর্থ। জাত প্রাণীদের স্থিতির জন্য অথবা জায়মান সত্ত্বদের অনুগ্রহের জন্য এ চারটি আহার।

হে ভিক্ষুগণ, কবল বা গ্রাস আহারকে কিভাবে দেখা উচিত? যেমন দম্পতি বা পতিপত্নী সামান্য সম্বল নিয়ে কান্তার পথগামী হয় এবং সঙ্গে থাকে একমাত্র প্রিয়পুত্র। চলতে চলতে তাদের সামান্য সম্বল ফুরিয়ে যায়, অথচ অনতিক্রান্ত কান্তার পথ অবশিষ্ট থাকে। তখন তাদের মনে চিন্তার উদয় হয় ‘আমাদের যে সামান্য সম্বল ছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু অবশিষ্ট রয়েছে অনতিক্রান্ত কান্তার পথ, (অনাহারে তিনজনে প্রাণত্যাগ না করে) এখন আমরা উভয়ে একমাত্র প্রিয়পুত্রকে বধ করে পুত্রমাংস খেয়ে কান্তারাবশেষ উত্তীর্ণ হব- এক সঙ্গে তিন জন বিনষ্ট হব না।’ অনন্তর তারা উভয়ে সে একমাত্র প্রিয়পুত্রকে বধ করে পুত্রমাংস খেয়ে কান্তারাবশেষ অতিক্রম করতে থাকে। (প্রাণরক্ষার জন্য) তারা পুত্রমাংস খেতে খেতে বুক চাপড়ে বলে- কোথায় আমাদের একমাত্র পুত্র! কোথায় আমাদের একমাত্র পুত্র! হে ভিক্ষুগণ, তারা কি খেয়াল খুশিতে

তা আহার করে, মাদকতার জন্য কি তা আহার করে, মণ্ডনের জন্য তা কি আহার করে, বিলাসের জন্য তা কি আহার করে?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, না, তা নয়?

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তারা কি কান্তার মার্গ অতিক্রম করার জন্য তা আহার করে না?

ভিক্ষুগণ- হাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, এ ভাবেই (কান্তারে পুত্রমাংস ভক্ষণে জীবন ধারণের মত) কবল বা গ্রাস আহারকে দেখা উচিত বলে বলি। গ্রাসাহার (বিদর্শন জ্ঞানে এর যথার্থ স্বরূপ) পরিজ্ঞাত হলে পঞ্চকামানুরাগ পরিজ্ঞাত হয়। পঞ্চ কামানুরাগ পরিজ্ঞাত হলে এমন সংযোজন বা বন্ধন থাকে না যাতে আবদ্ধ হয়ে আর্য শ্রাবক পুনরায় এ জগতে আসতে পারে।

হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে স্পর্শাহারকে দেখা উচিত? যেমন চর্মহীন গাভী- সে যখন প্রাচীর আশ্রয় করে দাঁড়ায়, তখন প্রাচীরান্বিত প্রাণিসমূহ তাকে দংশন করতে থাকে, যখন বৃক্ষ আশ্রয় করে দাঁড়ায় বৃক্ষান্বিত প্রাণিসমূহ তাকে দংশন করতে থাকে, যখন জলে দাঁড়ায় জলের প্রাণীরা তাকে দংশন করে, যখন শূন্যস্থানে দাঁড়ায় শূন্যস্থিত প্রাণীরা তাকে দংশন করে, সে যা যা অবলম্বন করে দাঁড়ায় সর্বত্র প্রাণিসমূহ তাকে দংশন করতে থাকে; হে ভিক্ষুগণ, তেমনিভাবে অর্থাৎ নিরন্তর কীটদষ্ট চর্মহীন গাভীর মত স্পর্শাহারকে (কামক্রোধাদি রিপুরূপ কীটসমূহের দ্বারা দষ্ট) দেখা উচিত বলে আমি বলি। স্পর্শাহার পরিজ্ঞাত হলে তিন প্রকার বেদনা পরিজ্ঞাত হয়। তিনপ্রকার বেদনা (যথাযথভাবে) পরিজ্ঞাত হলে আর্যশ্রাবকের অধিক করণীয় কিছু থাকে না বলে আমি বলি।

হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে মনোচেতনা আহারকে দেখা উচিত? যেমন বীতধূম শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ গভীর অঙ্গারকূপ-সেখানে আসে জীবনকামী মরতে অনিচ্ছুক সুখাভিলাষী দুঃখপ্রতিকূল বা দুঃখবিরোধী লোক এবং বলশালী পুরুষগণ তার বাহু ধরে তাকে সে অঙ্গারকূপের দিকে টানতে থাকে, তখন সে ব্যক্তির চেতনা প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষা সে অঙ্গারকূপ থেকে বহুদূরে পড়ে থাকে (অর্থাৎ সে অঙ্গারকূপ এড়াবার জন্য প্রাণ ঝুঁকু পাঁকু করে)। তার কারণ কি? সে ব্যক্তির মনে ধারণা হয় ‘যদি আমি এ অঙ্গারকূপে পতিত হই, তাহলে আমি মরে যাব অথবা মৃত্যুসম দুঃখ লাভ করব।’ হে ভিক্ষুগণ, তেমনিভাবে (অর্থাৎ পাপ পুণ্য কর্ম জনিত সংসারকে জ্বলন্ত অঙ্গারকূপের মত জেনে) মনোচেতনাহার বা কর্মাহারকে দেখা উচিত বলে বলি। মনোচেতনাহার পরিজ্ঞাত হলে তিন প্রকার তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়। তিন প্রকার তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হলে আর্যশ্রাবকের অধিক করণীয় কিছুই থাকে না বলে বলি।

হে ভিক্ষুগণ, কি ভাবে বিজ্ঞানহারকে দেখা উচিত? যেমন অপরাধী চোরকে ধরে রাজাকে দেখায় ‘মহারাজ, এ ব্যক্তি অপরাধী চোর। একে যথেষ্ট দণ্ড বিধান করুন।’ রাজা (তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করে) বলেন ‘যাও এ ব্যক্তিকে পূর্বাহ্ন সময়ে একশত শেলাঘাতে বধ কর।’ পূর্বাহ্ন সময়ে তাকে একশত শেলাঘাত করা হয়। মধ্যাহ্ন কালে রাজা জিজ্ঞেস করেন ‘ওহে, সে ব্যক্তিটি এখন কেমন আছে?’ ‘মহারাজ, সে ব্যক্তি এখনও সেভাবে জীবিত।’ রাজা বলেন ‘যাও, একে মধ্যাহ্নে একশত শেলাঘাতে বধ কর।’ মধ্যাহ্ন সময়ে তাকে একশত শেলাঘাত করা হয়। সন্ধ্যাকালে রাজা জিজ্ঞেস করেন ‘ওহে, সে ব্যক্তিটির এখন কি অবস্থা?’ ‘মহারাজ, সে সেভাবে এখনও জীবিত।’

অতঃপর রাজা বলেন, ‘যাও, তাকে সন্ধ্যাকালে আরও একশত শেলাঘাত কর।’ সন্ধ্যাকালে তাকে একশত শেলাঘাত করা হয়। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কি হয়- সে ব্যক্তি কি একদিনে তিন শত শেলের আঘাতে তজ্জনিত দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে না?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, একটি শেলের আঘাতে লোক তজ্জনিত দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে, তিনশত শেলাঘাতের কথাই বা কি?

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তেমনিভাবে (ত্রিশত শেলের মত) বিজ্ঞানাহারকে (দুঃখোৎপাদক রূপে) দেখা উচিত বলে বলি। বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হলে নামরূপ পরিজ্ঞাত হয়। নামরূপ পরিজ্ঞাত হলে আর্যশ্রাবকের অধিক করণীয় কিছু নেই বলে বলি।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, জাত প্রাণীদের স্থিতির জন্য এ চারটি আহার।

হে ভিক্ষুগণ, কবল বা গ্রাস আহারের প্রতি যদি অনুরাগ থাকে নন্দি (তুষ্টভাব) থাকে তৃষ্ণা থাকে, তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সেখানে নামরূপের সঞ্চর আছে। যেখানে নামরূপের সঞ্চর আছে, সেখানে আছে সংস্কার সমূহের বৃদ্ধি। যেখানে সংস্কার সমূহের বৃদ্ধি আছে, সেখানে আছে ভবিষ্য পুনর্ভাবের উৎপত্তি। যেখানে ভবিষ্য পুনর্ভাবের উৎপত্তি আছে, সেখানে আছে ভবিষ্য জন্ম জরা ও মৃত্যু। যেখানে আছে ভবিষ্য জন্ম ও মৃত্যু, হে ভিক্ষুগণ, তাকে আমি শোকযুক্ত রজোময় ক্ষোভযুক্ত বলে বলি।

হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শাহারের প্রতি মনোচেতনাহারের প্রতি বিজ্ঞানাহারের প্রতি যদি অনুরাগ থাকে নন্দি (তুষ্টভাব) থাকে তৃষ্ণা থাকে, তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সেখানে নামরূপের সঞ্চর আছে । শোকযুক্ত রজোময় ক্ষোভযুক্ত বলে বলি ।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন রঞ্জক বা চিত্রকর লাক্ষায় বা হরিদ্রায় বা নীলে বা মঞ্জিষ্ঠায় রং করতে হলে সুমার্জিত ফলকে বা ভিত্তিতে বস্ত্রপটে সর্বাঙ্গ প্রত্যয় সমন্বিত নারীমূর্তি বা পুরুষমূর্তি অঙ্কিত করে, তেমনি কবলাহারের প্রতি যদি অনুরাগ থাকে নন্দি তাকে তৃষ্ণা থাকে, তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় । যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সেখানে নামরূপের সঞ্চর আছে ক্ষোভযুক্ত বলে বলি । স্পর্শাহারের প্রতি মনোচেতনাহারের প্রতি বিজ্ঞানাহারের প্রতি যদি অনুরাগ থাকে ক্ষোভযুক্ত বলে বলি ।

হে ভিক্ষুগণ, কবলাহারের প্রতি যদি অনুরাগ না থাকে, তথায় বিজ্ঞান অপ্রতিষ্ঠিত অবৃদ্ধিপ্রাপ্ত । যেখানে বিজ্ঞান অপ্রতিষ্ঠিত অবৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সেখানে নামরূপের সঞ্চর নেই । যেখানে নামরূপের সঞ্চর নেই, সেখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি নেই । যেখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি নেই, সেখানে ভবিষ্য পুনর্ভবের উৎপত্তি নেই । যেখানে ভবিষ্য পুনর্ভবের উৎপত্তি নেই, সেখানে ভবিষ্য জন্ম-জরা মৃত্যু নেই । যেখানে জন্ম-জরা-মৃত্যু নেই, হে ভিক্ষুগণ, তাকে আমি শোকশূন্য রজোহীন ক্ষোভমুক্ত বলে বলি ।

হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শাহারের প্রতি মনোচেতনাহারের প্রতি বিজ্ঞানাহারের প্রতি যদি অনুরাগ না থাকে শোকশূন্য রজোহীন ক্ষোভমুক্ত বলে বলি ।

হে ভিক্ষুগণ, ধর, কূটাগার বা কূটাগারশালা। উত্তরে দক্ষিণে কিংবা পূর্বে বাতায়ন পথে উদীয়মান সূর্যের রশ্মি প্রবেশ করলে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, পশ্চিমের দেয়ালে।

ভগবান- যদি পশ্চিমের দেয়াল না থাকে, কোথায় তা প্রতিষ্ঠিত হবে?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, মাটিতে।

ভগবান- যদি মাটি না থাকে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, জলে।

ভগবান- যদি জল না থাকে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, অস্থিত থাকবে।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তেমনিভাবে কবলাহারের প্রতি যদি অনুরাগ না থাকে স্পর্শাহারের প্রতি মনোচেতনাহারের প্রতি বিজ্ঞানাহারের প্রতি যদি অনুরাগ না থাকে নন্দি না থাকে তৃষ্ণা না থাকে বিজ্ঞান অস্থিত ও অবর্ধিত। সেখানে নামরূপের সঞ্চর নেই শোকশূন্য রজোহীন ক্ষোভমুক্ত বলে বলি।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধিলাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার মনে এ চিন্তার উদয় হয়েছিল- এ জগৎ একান্তই দুর্দশাগ্রস্ত, জন্ম হচ্ছে, জরাপ্রাপ্তি হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, চ্যুত হচ্ছে, উৎপন্ন হচ্ছে, অথচ এ জরামৃত্যু দুঃখ থেকে নিঃসরণ জানা নেই, কবে এ জরামৃত্যু দুঃখের নিঃসরণ দেখা যাবে? তখন আমার মনে জাগে- কি থাকলে জরামৃত্যু হয় কিসের কারণে জরামৃত্যু? যথাযথ মনস্কারে এ জ্ঞানের উদয়

হয়- জন্ম থাকলে জরামৃত্যু হয়, জন্মের কারণে জরামৃত্যু ।
আমার মনে চিন্তার উদয় হয়- কি থাকলে জন্ম হয় ভব হয়
.... উপাদান হয়- তৃষ্ণা হয় বেদনা হয় স্পর্শ হয়
ষড়ায়তন হয় নামরূপ হয় । আমার যথাযথ মনস্কারে
জ্ঞানের উদয় হয়- বিজ্ঞান থাকলে নামরূপ হয় বিজ্ঞান প্রত্যয়ে
নামরূপ, কি থাকলে বিজ্ঞান হয় কিসের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ।
আমার যথাযথ মনস্কারে জ্ঞানের উদয় হয়- নামরূপ থাকলে
বিজ্ঞান হয় নামরূপ প্রত্যয়ে বিজ্ঞান । আমার মনে প্রতিভাত
হয়- নামরূপ থেকে এ বিজ্ঞান প্রত্যাবৃত্ত হয়- এ পর্যন্ত জন্ম হয়,
জীর্ণ হয়, মৃত হয়, চ্যুত হয়, উৎপন্ন হয়, যথা নামরূপ প্রত্যয়ে
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন,
ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ এভাবে সমস্ত দুঃখ রাশির সমুদয়
হয়- হে ভিক্ষুগণ, সমুদয় সমুদয় বলে আমার পূর্বে অননুশ্রুত
ধর্মে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল প্রজ্ঞা উৎপন্ন
হয়েছিল বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছিল আলোক উৎপন্ন হয়েছিল ।
তখন আমার মনে হয়েছিল- কি না থাকলে জরামৃত্যু হয় না,
কারণ নিরোধে জরামৃত্যু নিরোধ হয়? আমার যথাযথ মনস্কারে
প্রজ্ঞানোদয় হয়- জন্ম না থাকলে জরামৃত্যু হয় না, জন্ম
নিরোধে জরামৃত্যু নিরোধ । তখন আমার মনে হয়েছিল কি না
থাকলে জন্ম হয় না? ভব হয় না উপাদান হয় না
তৃষ্ণা হয় না বেদনা হয় না স্পর্শ হয় না নামরূপ
হয় না কিসের নিরোধে নামরূপ নিরোধ? আমার যথাযথ
মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হয়- বিজ্ঞান না থাকলে নামরূপ হয়
না, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ । আমার মনে হয়েছিল-
কি না থাকলে বিজ্ঞান হয় না কিসের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ ।

আমার যথাযথ মনস্কারে প্রজ্ঞানের উদয় হয়- নামরূপ না থাকলে বিজ্ঞান হয় না, নামরূপ নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ।

তখন আমার মনে চিন্তার উদয় হয়- উপলব্ধিতে এ মার্গ আমার অধিগত, যথা- নামরূপের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ সকল দুঃখ রাশির নিরোধ হয়। ‘নিরোধ’ ‘নিরোধ’ বলতে বলতে পূর্বে অননুশ্রুত ধর্মসমূহে আমার চক্ষু উৎপন্ন হল, জ্ঞান উৎপন্ন হল, প্রজ্ঞান জন্মিল, আলোক জাগল। যেমন অরণ্যে উপবনে লোক বিচরণ করতে করতে দেখে পুরাতন পথ পূর্বকালের লোকদের ব্যবহৃত, সে সেপথ ধরে চলতে চলতে দেখতে পায় প্রাচীনকালের লোকদের অধ্যুষিত উদ্যান-বন-পুষ্করিণী সমন্বিত পরিখা প্রাচীরবেষ্টিত রমণীয় পুরাতন নগর পুরাতন রাজধানী, সে রাজাকে অথবা রাজমহামাত্যকে বলে- প্রভু, আমি অরণ্যে উপবনে বিচরণ করতে করতে পূর্বকালের লোকদের ব্যবহৃত পুরাতন পথ দেখেছি এবং সে পথ দেখেছি এবং সে পথ ধরে চলতে চলতে দেখেছি প্রাচীন কালের লোকদের অধ্যুষিত উদ্যান-বন-পুষ্করিণী সমন্বিত পরিখা প্রাচীরবেষ্টিত রমণীয় পুরাতন নগর পুরাতন রাজধানী, প্রভু সে নগর সংস্কার করুন। অতঃপর সে রাজা অথবা রাজমহামাত্য সে নগরকে নির্মাণ করে, অপর সময়ে সে নগর সমৃদ্ধ স্ফীত জনবহুল জনাকীর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিপুলাকার হয়ে ওঠে, তেমনি আমি দেখেছি পুরাতন পথ পুরাতন মার্গ যা পূর্ববর্তী সম্যক সম্মুদগণের অবলম্বিত।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্ববর্তী সম্যক সম্মুদগণের অবলম্বিত পুরাতন মার্গ পুরাতন পথ কি? এ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা- সম্যক দৃষ্টি সম্যক সমাধি। এটিই পূর্ববর্তী সম্যক সম্মুদগণের

অবলম্বিত পুরাতন মার্গ পুরাতন পথ। আমি তা অনুসরণ করেছি। তার অনুসরণে জরামৃত্যু অবগত হয়েছি, জরামৃত্যু সমুদয় অবগত হয়েছি, জরামৃত্যু নিরোধ অবগত হয়েছি এবং জরামৃত্যু নিরোধগামী প্রতিপদা অবগত হয়েছি। ভব অবগত হয়েছি উপাদান সংস্কার নিরোধগামী প্রতিপদা অবগত হয়েছি। তা অবগত হয় ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকাকে জানিয়েছি। হে ভিক্ষুগণ, এ সে ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ স্ফীত বিস্তারিত বহুজনজ্ঞেয় দেবমনুষ্যদের মধ্যে সুপ্রকাশিত।

ছয়

কুরু-

.... হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পুজ্ঞানুপুজ্ঞ প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ কর? এর উত্তরে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন- হাঁ, ভদন্ত, আমি পুজ্ঞানুপুজ্ঞ প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ করি। ভগবান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কিভাবে পুজ্ঞানুপুজ্ঞ প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ কর? অনন্তর সে ভিক্ষু তাঁর প্রত্যবেক্ষণ বর্ণনা করলেন। কিন্তু তাঁর উক্তি ভগবানের মনঃপূত হল না।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন- ভগবন সুগত, প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ সম্পর্কে বলার উপযুক্ত সময় সমাগত। ভগবানের কাছে শুনে ভিক্ষুরা ধারণ করবেন। ভগবান বললেন- হে আনন্দ, তবে তোমরা শোন, সুন্দররূপে মনোনিবেশ কর, বলব। সে ভিক্ষুগণ ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন ভিক্ষুর প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে এমন চিন্তার উদয় হয় এ বহুবিধ নানাপ্রকার জরামৃত্যু দুঃখ যে জগতে উৎপন্ন হয়, সে দুঃখের নিদান কি হেতু কি উৎস কি? কি থাকলে জরামৃত্যু হয়? কি না থাকলে জরামৃত্যু হয় না।’ সে প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে

জানে যে এ বহুবিধ নানাপ্রকার জরামৃত্যু দুঃখ জগতে উৎপন্ন হয়, সে দুঃখের মূল হেতু উৎস হচ্ছে ‘উপধি’ বলে কথিত পঞ্চস্কন্ধ, উপধি থাকলে জরামৃত্যু হয় এবং উপধি না থাকলে জরামৃত্যু হয় না। সে জরামৃত্যুকে জানে, জরামৃত্যু সমুদয়কে জানে, জরামৃত্যু নিরোধকে জানে, জরামৃত্যু নিরোধগামী প্রতিপদকে জানে এবং সে প্রতিপদা অবলম্বন করে ধর্মচারী হয়। হে ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষুকে সর্বপ্রকারে সম্যকভাবে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য জরামৃত্যু নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন বলে বলা হয়। অতঃপর আরও প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে তার মনে চিন্তার উদয় হয় উপধি বা পঞ্চস্কন্ধের নিদান কি হেতু কি উৎস কি? কি থাকলে উপধি হয় এবং কি না থাকলে উপধি হয় না? সে প্রত্যক্ষণ করতে করতে জানে তৃষ্ণাই উপধির মূল হেতু বা উৎস, তৃষ্ণা থাকলে উপধি হয় এবং তৃষ্ণা না থাকলে উপধি হয় না। সে উপধিকে জানে, উপধি সমুদয়কে জানে, উপধি নিরোধকে জানে, উপধি নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানে এবং সে প্রতিপদাকে অবলম্বন করে ধর্মচারী হয়। হে ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষুকে সর্বপ্রকারে সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়ের জন্য উপধি নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন বলা হয়। আরও প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে তার মনে প্রশ্ন জাগে ‘এ তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন হয় এবং কোথায় নিবিষ্ট হয়?’ সে প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে জানে- ‘জগতে যা প্রিয়ধর্মী মধুময় মধুরস্বভাবী, তাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, নিবিষ্ট হয়।’ হে ভিক্ষুগণ, জগতে প্রিয়ধর্মী মধুরস্বভাবী কি? চক্ষু জগতে প্রিয়ধর্মী মধুরস্বভাবী, এখানেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় নিবিষ্ট হয় শ্রোত্র জিহ্বা কায় মন জগতে প্রিয়ধর্মী মধুরস্বভাবী, এখানেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় নিবিষ্ট হয়।

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা জগতে যা প্রিয়ধর্মী মধুরস্বভাবী তাকে নিত্য বলে দেখেছেন সুখময় বলে দেখেছেন আদ্ররূপে দেখেছেন আরোগ্যরূপে দেখেছেন, তাঁরা তৃষ্ণাকে বর্ধিত করেছেন। যাঁরা তৃষ্ণাকে বর্ধিত করেছেন, তাঁরা উপধিকে বর্ধিত করেছেন। যাঁরা উপধিকে বর্ধিত করেছেন তাঁরা দুঃখকে বর্ধিত করেছেন। যাঁরা দুঃখকে বর্ধিত করেছেন, তাঁরা জন্ম জরা মৃত্যু শোক বিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য ক্ষোভ থেকে মুক্ত হননি, দুঃখ থেকে মুক্ত হননি বলেই বলছি। হে ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা যা প্রিয়ধর্মী তাকে নিত্যবলে দেখবেন সুখময় বলে দেখবেন আদ্ররূপে দেখবেন আরোগ্যরূপে দেখবেন এবং নির্ভয় বলে দেখবেন, তাঁরা তৃষ্ণাকে বর্ধিত করবেন। যাঁরা তৃষ্ণাকে বর্ধিত করবেন, তাঁরা উপধিকে বর্ধিত করবেন। যাঁরা উপধিকে বর্ধিত করবেন, তাঁরা দুঃখকে বর্ধিত করবেন। যাঁরা দুঃখকে বর্ধিত করবেন, তাঁরা জন্ম জরা মৃত্যু শোক বিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য ও ক্ষোভ থেকে মুক্তি লাভ করবেন না বলে বলছি। হে ভিক্ষুগণ, এখন যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী মধুরধর্মী, তাকে নিত্য বলে দেখেন সুখময় বলে দেখেন তাঁরা তৃষ্ণাকে বর্ধিত করেন দুঃখ থেকে মুক্ত হন না বলে বলি।

হে ভিক্ষুগণ, যথা একটি সুরাপাত্রের রক্ষিত রসাল সুরা অথচ তা বিষমিশ্রিত। তখন কোন ব্যক্তি ঘর্মতপ্ত ঘর্মাক্ত তৃষ্ণার্ত পিপাসিত ক্লান্ত হয়ে আসে এবং তাকে বলা হয়- ওহে এ বর্ণ বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত রসাল বিষমিশ্রিত সুরা তোমার জন্য, যদি ইচ্ছা হয় পান করতে পার, বর্ণগন্ধরসে পান করতে ভাল লাগবে, কিন্তু পান করলে মৃত্যু হবে অথবা মৃত্যুসম দুঃখ পাবে। সে হঠাৎ নির্বিচারে সেই সুরাপাত্র নিয়ে পান করে, পরিত্যাগ করে

না। সে সে কারণে মৃত্যুগ্রস্ত হয় অথবা মৃত্যুসম দুঃখ লাভ করে। ঠিক এভাবে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী মধুরধর্মী, তাকে নিত্য বলে দেখেছেন সুখময় বলে দেখেছেন অম্লরূপে দেখেছেন আরোগ্যরূপে দেখেছেন, তাঁরা তৃষ্ণাকে বর্ধিত করেছেন দুঃখ থেকে মুক্ত হননি বলে বলি। অনাগতে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ এখন যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী মধুরধর্মী তাকে নিত্য বলে দেখেন তাঁরা তৃষ্ণাকে বর্ধিত করেন দুঃখ থেকে মুক্ত হন না বলে বলি।

হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী মধুরধর্মী তাকে অনিত্য বলে দেখেছেন দুঃখময় বলে দেখেছেন অম্লরূপে দেখেছেন রোগরূপে দেখেছেন ভীতিরূপে দেখেছেন, তাঁরা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছেন। যাঁরা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছেন, তাঁরা উপধি পরিত্যাগ করেছেন। যাঁরা উপধি পরিত্যাগ করেছেন, তাঁরা দুঃখ পরিত্যাগ করেছেন। যাঁরা দুঃখ পরিত্যাগ করেছেন, তাঁরা জন্ম জরা ক্লোভ থেকে মুক্ত হয়েছেন দুঃখ থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে বলি। হে ভিক্ষুগণ, অনাগতে যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ এখন যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী মধুরধর্মী, তাকে অনিত্য বলে দেখেন তাঁরা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেন দুঃখ থেকে মুক্ত বলে বলি।

হে ভিক্ষুগণ, যথা একটি সুরাপাত্রের রক্ষিত বর্ণসম্পন্ন গন্ধযুক্ত রসাল সুরা, অথচ তা বিষমিশ্রিত। তখন কোন ব্যক্তি ঘর্মতপ্ত ঘর্মাক্ত থাকে বলা হয়- ওহে এ বর্ণ বিশিষ্ট সুরা তোমায় জন্য মৃত্যুসম দুঃখলাভ করবে। ইহা শুনে তার মনে এ চিন্তার উদয় হয়- আমার এ সুরাপিপাসা পানীয়ের দ্বারা

বিনোদন করা যাবে কিংবা দধিমণ্ডের দ্বারা বিনোদন করা যাবে অথচ ছাতুর গুঁড়ামিশ্রিত লবণযুক্ত জলে বিনোদন করা যাবে অথবা শস্যফলাদির রসযুক্ত লবণ মিশ্রিত পানীয়ের দ্বারা বিনোদন করা যাবে, আমি এ বিষাক্ত সুরা পান করব না যা আমার চিরকালের জন্য দুঃখাবহ অনর্থাবহ হবে। সে ভেবে চিন্তে সে সুরা পান করে না বর্জন করে। সে সেজন্য মৃত্যুগ্রস্ত হয় না অথবা মৃত্যুসম দুঃখ লাভ করে না। ঠিক এভাবে যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী মধুরধর্মী, তাকে অনিত্য বলে দেখেছেন দুঃখময় বলে দেখেছেন ভীতিরূপে দেখেছেন, তাঁরা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছেন দুঃখ থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে বলি। অনাগতে যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী তাকে অনিত্য বলে দেখেছেন এখন যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী তাকে অনিত্য বলে দেখেন তাঁরা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেন দুঃখ থেকে মুক্ত হন বলে বলি।

সাত

এক সময় আয়ুষ্মান শারীপুত্র এবং আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিত বারাগসীর ঋষিপুত্রনে মৃগদাবে বাস করতেন। একদিন সন্ধ্যায় আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিত ধ্যানসন থেকে উঠে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সন্তোষ জনক স্মরণীয় বাক্যালাপ শেষ করে একান্তে উপবেশন পূর্বক বললেন- ‘বন্ধু’ জরামৃত্যু কি স্বকৃত না পরকৃত অথবা অস্বকৃত অপরকৃত অকারণোৎপন্ন বা আকস্মিক?’ শারীপুত্র বললেন- ‘বন্ধু কোট্ঠিত, জরামৃত্যু স্বকৃত নয়, পরকৃতও নয়, অস্বকৃত অপরকৃত আকস্মিকও নয়, জাতি বা জন্মের কারণেই জরামৃত্যু।’

‘বন্ধু শারীপুত্র, জন্ম কি স্বকৃত না পরকৃত অথবা অস্বকৃত
অপরকৃত অকারণোৎপন্ন?’

‘বন্ধু কোট্ঠিত, জন্ম স্বকৃত নয়, পরকৃতও নয়, অস্বকৃত
অপরকৃত অকারণোৎপন্নও নয়। ভবের কারণে জন্ম।’

‘বন্ধু শারীপুত্র, ভব কি স্বকৃত উপাদান তৃষণা
নামরূপ প্রত্যয়ে বিজ্ঞান।’

‘এখনই আমরা আয়ুস্মান শারীপুত্রের বাক্য এরূপে জানি-
নামরূপ স্বকৃত নয়, পরকৃতও নয় বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নামরূপ।
এখনই আবার আয়ুস্মান শারীপুত্রের বাক্যে জানছি- বিজ্ঞান
স্বকৃত নয় পরকৃতও নয় নামরূপ প্রত্যয়ে বিজ্ঞান। বন্ধু
শারীপুত্র এ ভাষণের অর্থ কিরূপে দেখা উচিত?’

তবে বন্ধু, আপনাকে একটি উপমার সাহায্যে বলছি।
কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপমা দ্বারা বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম
করতে পারেন। যেমন দুই নলগুচ্ছ পরস্পরকে অবলম্বন করে
দাঁড়ায়, তেমনি নামরূপ প্রত্যয়ে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান প্রত্যয়ে
নাম রূপ, নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ
.... এভাবে দুঃখরাশির সমুদয় হয়। বন্ধু, যে নলগুচ্ছ সমূহের
একটিকে যদি অপসৃত করা হয়, একটি পড়ে যায়, অপরটি যদি
অপসৃত করা হয়, অপরটি পড়ে যায়। বন্ধু, এভাবে নামরূপ
নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ এবং নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন
নিরোধ দুঃখরাশির নিরোধ হয়।’

“বন্ধু শারীপুত্র, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ইহা আয়ুস্মান শারীপুত্র
কর্তৃক সুকথিত। একে আমরা এ ছত্রিশ বস্তু দ্বারা অনুমোদন
করছি- যদি ভিক্ষু জরামৃত্যুর প্রতি নির্বেদের জন্য বিরাগের
জন্য নিরোধের জন্য প্রতিপদা অবলম্বন করেন, তিনি
ধর্মানুধর্মচারী ভিক্ষু বলে আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত, যদি ভিক্ষু

জরামৃত্যুর প্রতি প্রতি নির্বেদে বিরাগে নিরোধে অনাসক্ত বিমুক্ত হন, তিনি ইহজীবনে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু বলে আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত। বন্ধু, যদি ভিক্ষু জন্মের প্রতি ভবের প্রতি উপাদানের প্রতি তৃষ্ণার প্রতি বেদনার প্রতি স্পর্শের প্রতি ষড়ায়তনের প্রতি নামরূপের প্রতি বিজ্ঞানের প্রতি সংস্কারে প্রতি অবিদ্যার প্রতি নির্বেদের জন্য বিরাগের জন্য নিরোধের জন্য প্রতিপদা অবলম্বন করেন, তিনি ধর্মানুধর্মচারী ভিক্ষু বলে আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত; যদি ভিক্ষু অবিদ্যার প্রতি নির্বেদে বিরাগে নিরোধে অনাসক্ত বিমুক্ত হন, তিনি ইহজীবনে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু বলে আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত।

আট

এক সময় আয়ুষ্মান মুষিল, আয়ুষ্মান শবিষ্ঠ, আয়ুষ্মান নারদ এবং আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীতে ঘোষিতারামে বাস করতেন। অনন্তর আয়ুষ্মান শবিষ্ঠ আয়ুষ্মান মুষিলকে জিজ্ঞেস করলেন- বন্ধু মুষিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত রুচি ব্যতীত শ্রুতিব্যতীত তর্কযুক্তি ব্যতীত চিন্তাপ্রসূত ব্যতীতি ব্যতীত আয়ুষ্মান মুষিলের ‘জন্ম প্রত্যয়ে জরামৃত্যু’ এ জ্ঞান কি আপনাপনি হয়?

‘বন্ধু শবিষ্ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত আমি জানি, আমি দেখি- জন্মের কারণে জরামৃত্যু।’

‘বন্ধু মুষিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত ‘ভব প্রত্যয়ে জন্ম’ এ জ্ঞান কি আয়ুষ্মান মুষিলের আপনাপনি জন্মে?’

‘বন্ধু শবিষ্ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত চিন্তাপ্রসূত আমি জানি, আমি দেখি- ভবের কারণে জন্ম।’

.... উপাদান প্রত্যয়ে ভব তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান
বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা ষড়ায়তন
প্রত্যয়ে স্পর্শ নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন
বিজ্ঞানপ্রত্যয়ে নামরূপ সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান অবিদ্যা
প্রত্যয়ে সংস্কার শ্রদ্ধা ব্যতীত রুচি ব্যতীত আমি জানি,
আমি দেখি- অবিদ্যার কারণে সংস্কার ।

বন্ধু মুষিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত রুচি ব্যতীত চিন্তা প্রসূত
প্রতীতি ব্যতীত ‘জন্মনিরোধে জন্মমৃত্যু নিরোধ’ এজ্ঞান কি
আয়ুত্মান মুষিলের আপনাআপনি হয়?

“বন্ধু শবিষ্ঠ, শ্রদ্ধাব্যতীত চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত
আমি জানি, আমি দেখি- জন্মনিরোধে জন্মমৃত্যুনিরোধ ।
ভবনিরোধে জন্মনিরোধ উপাদান নিরোধে ভবনিরোধ
তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ বেদনা নিরোধে
তৃষ্ণানিরোধ স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ ষড়ায়তন
নিরোধে স্পর্শ নিরোধ নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ
.... বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ সংস্কার নিরোধে
বিজ্ঞান নিরোধ অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ
শ্রদ্ধাব্যতীত রুচিব্যতীত শ্রুতিব্যতীত তর্কযুক্তি ব্যতীত
চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত আমি জানি, আমি দেখি- অবিদ্যা
নিরোধে সংস্কার নিরোধ ।

“বন্ধু মুষিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত
ভবনিরোধই নির্বাণ এই জ্ঞান কি আয়ুত্মান মুষিলের
আপনাআপনি জন্মে?”

“বন্ধু শবিষ্ঠ, শ্রদ্ধাব্যতীত চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত
আমি জানি, আমি দেখি- ভবনিরোধই নির্বাণ ।” (অতঃপর

শবিষ্ঠ বললেন-) তাহলে আয়ুস্মান মুষিল তো ক্ষীণাস্রব অর্হৎ ।
ইহা বললে আয়ুস্মান মুষিল নীরব রইলেন ।

অনন্তর আয়ুস্মান নারদ আয়ুস্মান শবিষ্ঠকে বললেন- বন্ধু,
সাধু! আমি এ প্রশ্ন লাভ করি বা জিজ্ঞাসিত হই, আমাকে এ
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন, আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেব ।

“আয়ুস্মান নারদ এ প্রশ্ন লাভ করুন, আয়ুস্মান নারদকে এ
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি এবং আয়ুস্মান নারদ এ প্রশ্নের উত্তর দিন ।
বন্ধু নারদ, শ্রদ্ধা ব্যতীত চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত ‘জন্ম
প্রত্যয়ে জরামৃত্যু’ এ জ্ঞান কি আয়ুস্মান নারদের আপনা আপনি
জন্মে?

“বন্ধু শবিষ্ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত
আমি জানি, আমি দেখি- জন্মের কারণে জরামৃত্যু ।

“ভবপ্রত্যয়ে জন্ম’ এ জ্ঞান কি আয়ুস্মান নারদের
আপনাআপনি হয়?”

“বন্ধু শবিষ্ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত আমি দেখি- ভবের কারণে
জন্ম ।’ চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি ব্যতীত- চিন্তাপ্রসূত প্রতীতি
ব্যতীত আমি জানি, আমি দেখি- ভব নিরোধই নির্বাণ ।”

“তাহলে আয়ুস্মান নারদ তো ক্ষীণাস্রব অর্হৎ ।”

“বন্ধু, ‘ভবনিরোধই নির্বাণ’ ইহা সম্যক প্রজ্ঞায় যথাযথ
ভাবে আমার সুদৃষ্ট । আমি ক্ষীণাস্রব অর্হৎ নই । বন্ধু, যেমন
কান্তায় পথে গভীর জলকুপ যেখানে রজ্জু নেই জল পাত্র নেই,
তথায় কোন ব্যক্তি ঘর্মান্ত ঘর্মাভিভূত ক্লান্ত তৃষিত হয়ে আসে
এবং তা অবলোকন করতে থাকে, তার জল বলে প্রতীতি হয়
বটে, কিন্তু তা শরীর দিয়ে স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি
‘ভবনিরোধই নির্বাণ’ সম্যক প্রজ্ঞায় যথাযথভাবে আমার সুদৃষ্ট,
তবে আমি ক্ষীণাস্রব অর্হৎ নই ।

ইহা বললে আয়ুজ্ঞান শবিষ্ঠকে বললেন- বন্ধু শবিষ্ঠ, এতদ্ভাষী (যিনি এরকম বলেন) আয়ুজ্ঞান নারদের আপনি কি বলেন?

“বন্ধু আনন্দ, এতদ্ভাষী আয়ুজ্ঞান নারদকে আমি কল্যাণ ছাড়া কুশল ছাড়া কিছুই বলি না।”

নয়

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, যেমন জল বৃদ্ধিতে মহাসমুদ্র স্ফীত হলে মহানদীগুলিকে পূর্ণ করে, মহানদী পূর্ণ হলে বড় ডোবাগুলিকে পূর্ণ করে এবং বড় ডোবাগুলি পূর্ণ হলে ছোট ডোবাগুলিকে পূর্ণ করে, তেমন অবিদ্যা বর্ধিত হলে সংস্কারকে বর্ধিত করে, সংস্কার বর্ধিত হলে বিজ্ঞানকে বর্ধিত করে, নামরূপ বর্ধিত হলে ষড়ায়তনকে বর্ধিত করে, ষড়ায়তন বর্ধিত হলে স্পর্শকে বর্ধিত করে, স্পর্শ বর্ধিত হলে বেদনাকে বর্ধিত করে, বেদনা বর্ধিত হলে তৃষ্ণাকে বর্ধিত করে, তৃষ্ণা বর্ধিত হলে উপাদানকে বর্ধিত করে, ভবকে বর্ধিত করে, ভব বর্ধিত হলে জন্মকে বর্ধিত করে এবং জন্ম বর্ধিত হলে জরামৃত্যুকে বর্ধিত করে।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র হ্রাস প্রাপ্ত হলে মহানদীগুলি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, মহানদী গুলি হ্রাস প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্রনদীগুলি হ্রাস প্রাপ্ত হয়- তেমন অবিদ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হলে সংস্কার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সংস্কার হ্রাস প্রাপ্ত হলে বিজ্ঞান হ্রাস প্রাপ্ত হয়- জন্ম হ্রাস প্রাপ্ত হলে জরামৃত্যু হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

দশ

রাজগৃহ-

সে সময়ে ভগবান জনগণ কর্তৃক সেবিত সম্মানিত পূজিত অর্চিত হন এবং চীবর পিণ্ড-শয়নাসন গ্লান প্রত্যয় (রোগীর

পথ্য) ভৈষজ্য দ্রব্যসমূহ লাভ করতে থাকেন। অন্যতৈর্থিক বা ভিন্নমতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ অসেবিত অমানিত অপূজিত অনর্চিত থাকেন এবং চীবর পিণ্ড শয়নাসনগ্ধান প্রত্যয় ভৈষজ্য দ্রব্য লাভ করতে অসমর্থ হন। তখন পরিব্রাজক সুসীম বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদ সহ রাজগৃহে বাস করতেন। অনন্তর একদিন পরিব্রাজক সুসীমের পরিষদ তাঁকে বললেন ‘আচার্য, আসুন শ্রমণ গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করুন এবং ধর্ম আয়ত্ত করে আমাদের শিক্ষা দিন। আমরা সে ধর্ম আয়ত্ত করে গৃহস্থগণকে বলব এবং আমরাও এভাবে সেবিত সম্মানিত পূজিত অর্চিত হব ও চীবর-পিণ্ড-শয়নাসন-গ্ধানপ্রত্যয় ভৈষজ্য দ্রব্যসমূহ লাভ করব।’ পরিব্রাজক সুসীম নিজের পরিষদের কথায় সম্মত হয়ে আয়ুশ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ পূর্বক সন্তোষজনক স্মরণীয় কথা শেষ করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট পরিব্রাজক সুসীম আয়ুশ্মান আনন্দকে বললেন “বন্ধু আনন্দ, আমি এ ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে ইচ্ছা করেছি।”

অথ আয়ুশ্মান আনন্দ পরিব্রাজক সুসীমকে নিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসলেন। একান্তে বসে আয়ুশ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন ‘ভদন্ত, এ সুসীম পরিব্রাজক এ ধর্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে ইচ্ছুক হয়েছেন।’ ভগবান আদেশ দিলেন ‘আনন্দ, তবে সুসীমকে প্রব্রজ্যা দান কর। পরিব্রাজক সুসীম ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন।

সে সময়ে বহু ভিক্ষু ভগবানের নিকট নিজের নিজের উপলব্ধি ব্যক্ত করেন- জন্মক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্যবাস সমাপ্ত বা সফল, করণীয় সমাপ্ত এবং অস্তিত্বের জন্য অন্য কর্তব্য কিছুই

নেই। আয়ুত্মান সুসীম ইহা শুনে সে ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাদের সঙ্গে সম্ভাষণ পূর্বক সে ভিক্ষুদের বললেন- বন্ধুগণ, সত্যই কি আপনারা ভগবানের নিকট উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন- জন্মান্বয় হয়েছে কর্তব্য কিছুই নেই? ভিক্ষুগণ উত্তরে বললেন- হাঁ, বন্ধু।

সুসীম- বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে দেখে অনেক প্রকার ঋদ্ধি আয়ত্ত করেছেন, যথা- এক হয়ে বহু হন, বহু হয়ে এক হন, আবির্ভূত হয়ে অন্তর্হিত হন, প্রাকার প্রাচীর পর্বতগাত্র দিয়ে অলগ্নভাবে যাতায়াত করেন যেন শূন্যস্থানে, মাটিতে ডুব দিয়ে ওঠেন যেন জলে, জলের ওপর দিয়ে হাঁটেন যেন মাটিতে, আকাশে বা শূন্য মার্গে আসনবদ্ধ হয়ে পক্ষীদের মত গমন করেন, এমন মহাঋদ্ধি সম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী চন্দ্রসূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন মার্জন করেন ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সশরীরে গমনাগমন করেন?

ভিক্ষুগণ- বন্ধু, না।

সুসীম- বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে দেখে অতিমানবিক বিশুদ্ধ দিব্য কর্ণে দূরস্থ সমীপস্থ দিব্যমনুষ্য উভয়শব্দ শ্রবণ করেন?

ভিক্ষুগণ- বন্ধু, না।

সুসীম- বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে দেখে অন্য সত্ত্বদের অন্য ব্যক্তিদের চিত্ত বা মনকে স্থায়ী চিত্তের দ্বারা বুঝতে পারেন- সরাগ বা রাগযুক্ত চিত্তকে সরাগ চিত্ত বলে জানেন, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত বলে জানেন, দ্বেষদিগ্ধ চিত্তকে দ্বেষদিগ্ধ চিত্ত বলে জানেন, বীতদ্বেষ চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত বলে জানেন, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত বলে জানেন, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলে জানেন, মহদগত চিত্তকে মহদগত

চিত্ত বলে জানেন, অমহদগত চিত্তকে অমহদগত চিত্ত বলে জানেন, অননুত্তর চিত্তকে অননুত্তর চিত্ত বলে জানেন, অনুত্তর চিত্তকে জানেন, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলে জানেন, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলে জানেন, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলে জানেন?

ভিক্ষুগণ- বন্ধু, না।

সুসীম- বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে দেখে অনেকপ্রকার পূর্বনিবাস বা পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন, যথা- এক জন্ম, দুই জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, একশত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র জন্ম, শতসহস্র জন্ম, অনেক সংবর্ত কল্প, অনেক বিবর্ত কল্প ‘অমুক স্থানে ছিলাম এ নাম এ গোত্র এ বর্ণ এ আহার এ সুখ দুঃখের ভাগী এ আয়ুর্বাশিষ্ট, সে স্থান থেকে চ্যুত হয়ে অমুক স্থানে জন্মেছিলাম এ নাম এ আয়ুর্বাশিষ্ট, তথা হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম গ্রহণ করেছি- এভাবে আকার ও বর্ণনা সহ বহু প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন?

সুসীম- বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে দেখে অতি মানবিক বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু প্রাণীদের চ্যুত হতে জন্ম গ্রহণ করতে দেখতে পান এবং হীন উত্তম সুবর্ণ দুর্বর্ণ সুগত দুর্গত যথাকর্তমানুগ প্রাণীদের জানেন “এ সত্ত্বগণ কায়িক বাচনিক অথবা মানসিক দুষ্কর্ম সমন্বিত আর্যোপবাদকারী বা সজ্জন নিন্দুক মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মিথ্যাদৃষ্টি কলুষিত কর্মকারী- এরা শরীর ভঙ্গে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়োৎপন্ন এ সত্ত্বগণ কায়িক বাচনিক মানসিক সুকর্ম সমন্বিত আর্যনিন্দুক সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন সম্যকদৃষ্টি যুক্ত কর্মকারী- এরা শরীর ভঙ্গে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন এভাবে অতিমানবিক

বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু প্রাণীদের চ্যুত হতে ও জন্মগ্রহণ করতে দেখতে পান এবং হীন উত্তম সুবর্ণ দুবর্ণ সুগত দুর্গত যথাকর্মানুগ প্রাণীদের জানেন?

ভিক্ষুগণ- বন্ধু, না।

সুসীম- বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে দেখে রূপাতিক্রমে যে শান্ত অরূপ বিমোক্ষ আছে, সেগুলো প্রত্যক্ষ করে বাস করেন?

ভিক্ষুগণ- বন্ধু, না।

সুসীম- বন্ধুগণ, এখানে এখন উপলব্ধি ব্যক্ত করলেন, অথচ (খাদি, দিব্যচক্ষু, দিব্য কর্ম জাতিস্মর জ্ঞান ইত্যাদি) এ ধর্মসমূহ আপনাদের আয়ত্ত হয় নাই। ইহা কিরূপে হয়?

ভিক্ষুগণ- বন্ধু সুসীম, আমরা প্রজ্ঞাবিমুক্ত।

সুসীম- বন্ধুগণ, আমি আপনাদের এ সংক্ষিপ্ত উক্তির বিশদ অর্থ জানি না। আপনারা যে ভাবে বলুন, যাতে আমি জানতে পারি।

ভিক্ষুগণ- বন্ধু সুসীম, আপনি জানুন আর নাই জানুন, কিন্তু আমরা প্রজ্ঞা বিমুক্ত।

অতঃপর আয়ুষ্মান সুসীম আসন থেকে উঠে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসে সে ভিক্ষুদের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ আদ্যোপান্ত ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন- সুসীম, আগে ‘ধর্মস্থিতি জ্ঞান বা বিদর্শন জ্ঞান পরে নির্বাণে জ্ঞান বা নির্বাণোপলব্ধি’।

সুসীম- ভদন্ত, আমি ভগবানের এ সংক্ষিপ্ত উক্তির মর্ম বিশদ ভাবে জানি না। সাধু! ভদন্ত ভগবান আমাকে সে ভাবে বলুন, যাতে ভগবানের সংক্ষিপ্ত উক্তির মর্ম বিশদ ভাবে জানতে পারি।

ভগবান- সুসীম, তুমি জান আর নাই জান, আগে ‘ধর্মস্থিতি’ জ্ঞান পরে ‘নির্বাণে জ্ঞান’। সুসীম, কোথায় তোমার কি মনে হয়- রূপ নিত্য অথবা অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী?

সুসীম- ভদন্ত, রূপ অনিত্য।

ভগবান- যা অনিত্য, তা কি দুঃখময় অথবা সুখময়?

সুসীম- ভদন্ত, তা দুঃখময়।

ভগবান- যা অনিত্য দুঃখপূর্ণ বিপরীণামী বা পরিবর্তনশীল তা (সে রূপকে) ‘ইহা আমার, ইহা আমি এবং ইহা আমার আত্মা’ বলে দেখা বা ভাবা উচিত কি?

সুসীম- ভদন্ত, না।

ভগবান- বেদনা বা অনুভূতি কি নিত্য অথবা অনিত্য?

সুসীম- ভদন্ত, বেদনা অনিত্য।

ভগবান- যা অনিত্য তা কি দুঃখময় অথবা সুখময়?

সুসীম- ভদন্ত, তা দুঃখময়।

ভগবান- যা অনিত্য দুঃখপূর্ণ বিপরীণামী, তাকে ‘আমায়’ ‘আমি’ ও ‘আমায় আত্মা’ বলে দেখা উচিত কি?

সুসীম- ভদন্ত, না। সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান....।

ভগবান- সুসীম, তাই যে কোন অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক বৃহৎ বা সূক্ষ্ম হীন বা উত্তম দূরবর্তী বা নিকটবর্তী রূপ সে সকল রূপকে যথাযথ ভাবে সম্যক জানে দেখা উচিত- ‘এ রূপ আমার নয় আমি নই এবং আমায় আত্মা নয়।’ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান আমার আত্মা নয়। এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্য শ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞানের প্রতিও নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদে বিরাগী হয় বিরাগে বিমুক্ত হয়।

বিমুক্তিতে ‘বিমুক্ত’ বলে তার জ্ঞান জন্মে, জন্ম ক্ষয় হয়, ব্রহ্মচর্যবাস সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং করণীয় শেষ হয়। এ অস্তিত্বের জন্য করণীয় কিছুই নেই বলে সে জানে।

ভগবান- সুসীম, জন্মের কারণে জরামৃত্যু দেখ কি?

সুসীম- হাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- সুসীম ভবের কারণে জন্ম দেখ কি?

সুসীম- হাঁ, ভদন্ত।

.... অবিদ্যার কারণে সংস্কার দেখ কি?

সুসীম- হাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- সুসীম, জন্ম নিরোধে জরামৃত্যু নিরোধ দেখ কি?

সুসীম- হাঁ, ভদন্ত।

.... অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ দেখ কি?

সুসীম- হাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- সুসীম, এমন জেনে এমন দেখে তুমি কি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অনুভব কর- যথা, এক হয়ে বহু, বহু হয়ে এক ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সশরীরে গমনাগমন কর?

ভগবান- সুসীম তুমি কি এভাবে জেনে দেখে অতিমানবিক বিশুদ্ধ দিব্য কর্ণে দূরস্থ নিকটস্থ দিব্য মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ কর?

সুসীম- না, ভদন্ত।

ভগবান- সুসীম, তুমি কি এভাবে জেনে দেখে অন্য সত্ত্বদের অন্য ব্যক্তিদের চিত্ত স্বীয় চিত্তের দ্বারা বুঝতে পার বিমুক্ত চিত্ত বলে জান?

সুসীম- না, ভদন্ত।

ভগবান- সুসীম, তুমি কি এভাবে জেনে দেখে অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুসরণ কর, যথা-

এক জন্ম, দুই জন্ম, পূর্বনিবাস অনুসরণ কর কি?

সুসীম- না, ভদন্ত ।

ভগবান- সুসীম, তুমি কি এভাবে জেনে দেখে
অতিমানবিক বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষে যথকর্মানুগ প্রাণীদের জান?

সুসীম- না, ভদন্ত ।

ভগবান- সুসীম, তুমি কি এভাবে জেনে অরূপ
বিমোক্ষ প্রত্যক্ষ করে থাকো?

সুসীম- না, ভদন্ত ।

ভগবান- সুসীম, এখানে এখন উপলব্ধি স্বীকার করলে,
অথচ এ ধর্মগুলো আয়ত্ত হয়নি । তা কি করে হয়?

অতঃপর আয়ুজ্ঞান সুসীম ভগবানের পদতলে মস্তক
অবলুষ্ঠিত করে বললেন- ভদন্ত, মূঢ়তাবশত অজ্ঞানবশত
অবিচক্ষণতাবশত আমার অপরাধ হয়েছে আমি যে এমন
সুপ্রকাশিত ধর্মবিনয়ে ধর্মস্তেন বা ধর্মচোর হয়ে প্রব্রজিত
হয়েছি, ভগবন! আমার এ অপরাধ মার্জনা করুন ভবিষ্যতে
সংযমের জন্য । ভগবান বললেন- সুসীম একান্তই মূঢ়তাবশত
.... তোমার অপরাধ হয়েছে তুমি যে এমন সুব্যখাত ধর্মবিনয়ে
ধর্মস্তেন হয়ে প্রব্রজিত হয়েছে; সুসীম যেমন অপরাধী চোরকে
রাজার সম্মুখে উপস্থিত করে বলে “মহারাজ, এ অপরাধী চোর
একে যথেষ্ট দণ্ডদান করুন ।” তখন রাজা বলেন- দৃঢ় রজ্জু
দ্বারা পশ্চাতে হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে এ ব্যক্তিকে ক্ষুরমুণ্ডিত
করে খর প্রণব সহ রাস্তা থেকে রাস্তার মোড় থেকে মোড়ে নিয়ে
নিয়ে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণে মস্তক ছেদন
কর । রাজকর্মচারীরা রাজার আদেশ যথাযথ পালন করে ।
সুসীম, তুমি কি মনে কর সে ব্যক্তি কি সে কারণে দুঃখ
দৌর্মনস্য ভোগ করে না? সুসীম উত্তর করলেন- হাঁ, ভদন্ত ।

ভগবান বলতে লাগলেন- যে ব্যক্তি সে কারণে যে দুঃখ ভোগ করে, তার চেয়েও কটুতর ঘোরতর দুঃখ হয় তার যে এ সুব্যাখাত ধর্মবিনয়ে ধর্মচোর হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। তা নিপাতের কারণ হয়। যেহেতু তুমি অপরাধকে অপরাধ রূপে দেখে যথা ধর্ম প্রতিকার করছ, তোমার অপরাধ মার্জনা করছি। সুসীম, ইহা উন্নতি আর্য বিনয়ে যে অপরাধকে অপরাধরূপে দেখে যথা ধর্ম প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতে সংযত হয়।

শ্রমণ ব্রাহ্মণ বর্গ- ৮

এক

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ জরা মৃত্যু জানে না, জরা মৃত্যু নিরোধ জানে না এবং জরা মৃত্যু নিরোধের পস্থা জানে না, সে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রমণ ব্রাহ্মণবাচ্য নয়, তারা শ্রামণ্যার্থ ব্রাহ্মণ্যার্থের ফল ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে বাস করে না। যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ জরা মৃত্যু জানেন, জরা মৃত্যু সমুদয় জানেন, জরা মৃত্যু নিরোধ জানেন এবং জরা মৃত্যু নিরোধের পস্থা জানেন, সে শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রমণ ব্রাহ্মণবাচ্য। তারা শ্রামণ্যার্থ ব্রাহ্মণগণের ফল স্বয়ং অভিজ্ঞানে ইহ জীবনে প্রত্যক্ষ করে বাস করেন।

দুই

..... জন্ম প্রত্যক্ষ বাস করে।

তিন

..... ভব ।

চার

..... উপাদান ।

পাঁচ

..... তৃষ্ণা ।

ছয়

..... বেদনা ।

সাত

..... স্পর্শ ।

আট

..... ষড়ায়তন ।

নয়

..... নামরূপ ।

দশ

..... বিজ্ঞান ।

এগার

..... সংস্কার ।

চাতুসতিক

এক

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, যথাযথ ভাবে জরা মৃত্যুকে যে জানে না দেখে না, তার শাস্তা বা গুরু অন্বেষণ করা উচিত যথাযথ ভাবে জরা মৃত্যু সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য। যথাযথভাবে জরা মৃত্যুর উদয় যে জানে না দেখে না, তার শাস্তা সন্ধান করা উচিত জরা মৃত্যুর উদয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য। যথাযথভাবে জরা মৃত্যু নিরোধ যে জানে না দেখে না, তার শাস্তা সন্ধান করা উচিত জরা মৃত্যু নিরোধ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের

জন্য । যথাযথভাবে জরা মৃত্যু নিরোধের পস্থা সম্বন্ধে যে জানে
না তার শাস্তা সন্ধান করা উচিত জরা মৃত্যু নিরোধের পস্থা
সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য ।

দুই

..... জন্ম ।

তিন

..... ভব ।

চার

..... উপাদান ।

পাঁচ

..... তৃষ্ণা ।

ছয়

..... বেদনা ।

সাত

..... স্পর্শ ।

আট

..... ষড়ায়তন ।

নয়

..... নামরূপ ।

দশ

..... বিজ্ঞান ।

এগার

..... সংস্কার ।

অন্তপেয়াল

হে ভিক্ষুগণ, যথাযথভাবে জরা মৃত্যুকে যে জানে না দেখে
না, তার যথাযথ ভাবে জরা মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য
শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

....

....

.... চেষ্টা করা উচিত ।

.... ইচ্ছা করা উচিত ।

.... উৎসাহিত হওয়া উচিত ।

.... অনিবৃত্ত হওয়া উচিত ।

.... উদ্যমশীল হওয়া উচিত ।

.... বীর্যবান হওয়া উচিত ।

.... সতত তৎপর হওয়া উচিত ।

.... স্মৃতিমান হওয়া উচিত ।

.... সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হওয়া উচিত ।

.... অপ্রমত্ত হওয়া উচিত ।

অভিসময় সংযুক্ত

এক

শ্রাবস্তী-

ভগবান নখশিখায় সামান্য ধূলিকণা স্থাপন করে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ তোমাদের কি মনে হয় ‘নখ শিখায় আরোপিত ধূলিকণা বেশী না এ মহাপৃথিবী বেশী?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, এ মহাপৃথিবীই বেশী, ভগবানের নখ শিখায় আরোপিত ধূলিকণা সামান্যমাত্র, তা এ মহাপৃথিবীর শত কণার এক কণাও হয় না বা শতাংশের একাংশও হয় না, সহস্র কণার এক কণাও হয় না, শত সহস্র কণার এক কণাও হয় না।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি সত্যদ্রষ্টা দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবকের যে দুঃখ ক্ষয় হয়েছে নিঃশেষিত হয়েছে, তা বহুতর এবং অল্পমাত্রই অবশিষ্ট। ক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখরাশির তুলনায় অবশিষ্ট দুঃখ শতাংশের একাংশও নয় সহস্রাংশের একাংশও নয় শত সহস্রাংশের একাংশও নয় যেহেতু (সত্যোপলব্ধির প্রথম স্তরে অবস্থিত হলেও) জন্মগ্রহণ সাতবারের বেশী নয়। হে ভিক্ষুগণ, ধর্মোপলব্ধি এমন মহার্থাবহ বা মহাহিতকর, ধর্মচক্ষুলাভ তেমন মহার্থাবহ।

দুই

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ যোজন এবং গভীরতায় পঞ্চাশ যোজন পুষ্করিণী কাকনেয় কানায় কানায় ভর্তি। লোক তা থেকে কুশাগ্রে জল তোলে। তোমাদের কি

মনে হয় কোন জল বেশী কুশাগ্ৰে উদ্ধৃত জল অথবা পুষ্করিণীর জল?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, পুষ্করিণীর জলই বেশী, কুশাগ্ৰে উদ্ধৃত জল সামান্য মাত্র, যা পুষ্করিণীর জলের শতাংশের একাংশও নয়, সহস্রাংশের একাংশও নয়।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি সত্য দ্রষ্টা দৃষ্টি সম্পন্ন আর্যশ্রাবকের যে দুঃখ ক্ষয় হয়েছে ধর্মচক্ষুলাভ এমন মহার্থাবহ।

তিন

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো গঙ্গা যমুনা অচিরাবতী সরভূ মহী এ মহানদী প্রভৃতি যেখানে মিলিত হয় সমিত হয়, তথা হতে লোক দুই তিন বিন্দু জল তোলে। তোমাদের কি মনে হয় কোন জল বেশী- উদ্ধৃত দুই তিন বিন্দু জল অথবা সে নদীসঙ্গমের জল?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, নদীসঙ্গমের জলই বেশী, উদ্ধৃত দুই তিন বিন্দু জল সামান্য মাত্র যা নদী সঙ্গমের জলের শতাংশের একাংশও নয় শত সহস্রাংশের একাংশও নয়।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি সত্যদ্রষ্টা ধর্মচক্ষুলাভ মহার্থাবহ।

চার

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো গঙ্গা যমুনা অচিরাবতী সরভূ মহী ও মহানদী প্রভৃতি যেখানে মিলিত হয় সমিত হয়, সেখানকার জল ক্ষীণ হয়ে যায় শুকিয়ে যায় এবং দুই তিন বিন্দু জল অবশিষ্ট থাকে। তোমাদের কি মনে হয় ‘কোন জল বেশী-

নদী সঙ্গমের যে জল ক্ষয় হয়েছে শুকিয়েছে অথবা অবশিষ্ট দুই তিন বিন্দু জল?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, নদীসঙ্গমের যে জল ক্ষয় হয়েছে শুকিয়েছে, সে জলই বেশী, অবশিষ্ট দুই তিন বিন্দু জল সামান্য মাত্র যা নদীসঙ্গমের ক্ষীণ নিঃশেষিত জলের শতসহস্রাংশের একাংশও নয়।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি সত্য দ্রষ্টা ধর্মচক্ষুলাভ মহার্থাবহ।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো লোক মহাপৃথিবীর ওপর কুলবীজের সমান সাতটি মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করে। তোমাদের কি মনে হয় কোনটি বেশী- নিক্ষিপ্ত সাতটি মৃৎপিণ্ড অথবা এ মহাপৃথিবী।

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, এ মহাপৃথিবীই বেশী, নিক্ষিপ্ত সাতটি মৃৎপিণ্ড সামান্য মাত্র শতসহস্রাংশের একাংশও নয়।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি ধর্মচক্ষুলাভ মহার্থাবহ।

ছয়

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো কুলবীজপ্রমাণ সাত মৃৎপিণ্ড অবশিষ্ট রেখে মহাপৃথিবী ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, নিঃশেষিত হয়। তোমাদের কি মনে হয় কোনটি বেশী- ক্ষয়প্রাপ্ত নিঃশেষিত পৃথিবী অথবা অবশিষ্ট সাতটি কুলবীজ প্রমাণ মৃৎপিণ্ড?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, মহাপৃথিবীই বেশী, অবশিষ্ট সাতটি কুলবীজপ্রমাণ মৃৎপিণ্ড সামান্য মাত্র একাংশও নয়।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি ধর্মচক্ষুলাভ
মহার্থাবহ ।

সাত

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো লোক মহাসমুদ্র থেকে দুই
তিন বিন্দু জল তোলে । তোমাদের কি মনে হয় কোনটি বেশী-
উদ্ধৃত দুই তিন বিন্দু জল অথবা মহাসমুদ্রের জল?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, মহাসমুদ্রের জলই বেশী, উদ্ধৃত দুই তিন
বিন্দু জল সামান্য মাত্র একাংশও নয় ।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি ধর্মচক্ষুলাভ
মহার্থাবহ ।

আট

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো মহাসমুদ্র দুই তিন বিন্দু জল
অবশেষ রেখে ক্ষীণতা লাভ করে নিঃশেষিত হয় । তোমাদের
কি মনে হয়- কোনটি বেশী- মহাসমুদ্রের ক্ষীণ নিঃশেষিত জল
অথবা অবশিষ্ট দুই তিন বিন্দু জল?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, মহাসমুদ্রের ক্ষয়প্রাপ্ত নিঃশেষিত জলই
বেশী, অবশিষ্ট দুই তিন বিন্দু জল সামান্য মাত্র একাংশও
নয় ।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি ধর্মচক্ষুলাভ
মহার্থাবহ ।

নয়

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো হিমালয় পর্বতের ওপর লোক
সাতটি সর্ষপ্রমাণ পাষণ শর্করা নিক্ষেপ করে । তোমাদের কি

মনে হয় ‘কোনটি বেশী- সাতটি সর্ষপ্রমাণ পাষণ শর্করা অথবা পর্বতরাজ হিমালয়?’

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, পর্বতরাজ হিমালয়ই বেশী, নিক্ষিপ্ত সাতটি সর্ষপ্রমাণ শর্করা সামান্য মাত্র একাংশও হয় না।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি ধর্মচক্ষুলাভ মহার্থাবহ।

দশ

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো পর্বতরাজ হিমালয় সাতটি সর্ষপ্রমাণ পাষণ শর্করা অবশেষ রেখে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নিঃশেষিত হয়। তোমাদের কি মনে হয় ‘কোনটি বেশী- ক্ষয়প্রাপ্ত নিঃশেষিত হিমালয় অথবা অবশিষ্ট সাতটি সর্ষপ্রমাণ পাষণ শর্করা।

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত নিঃশেষিত হিমালয়ই বেশী, অবশিষ্ট সাতটি সর্ষপ্রমাণ পাষণ শর্করা সামান্য মাত্র একাংশও নয়।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি ধর্মচক্ষুলাভ মহার্থাবহ।

এগার

শ্রাবস্তী-

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ধরো পর্বতরাজ সুমেরু ওপর লোক সাতটি মূলপ্রমাণ পাষণ শর্করা নিক্ষেপ করে। তোমাদের কি মনে হয় ‘কোনটি বেশী- সাতটি সর্ষপ্রমাণ পাষণ শর্করা অথবা পর্বতরাজ সুমেরু?’

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, পর্বতরাজ, সুমেরুই বেশী, নিক্ষিপ্ত সাতটি একাংশও হয় না।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবকের উপলব্ধির তুলনায় অন্যতৈরিক শ্রমণব্রাহ্মণগণের উপলব্ধি একাংশও হয় না। দৃষ্টিসম্পন্ন পুদাল এমন মহাউপলব্ধি বিশিষ্ট এবং মহাভিজ্ঞ।

ধাতু সংযুক্ত

নাম ও বর্গ- ১

এক

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের নিকট ধাতুর^১ অনেকত্ব দেশনা করব। তা শোন, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ কর, বলব। ‘হ্যাঁ, ভদন্ত’ বলে সে ভিক্ষুগণ সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব কি? চক্ষুধাতু, রূপধাতু, চক্ষুবিজ্ঞান ধাতু, শ্রোত্র ধাতু, শব্দ ধাতু, শ্রোত্রবিজ্ঞান ধাতু, ঘ্রাণ ধাতু, গন্ধ ধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞান ধাতু, জিহ্বা ধাতু, রস ধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞান ধাতু, কায় ধাতু, স্পৃশ্য ধাতু, কায়বিজ্ঞান ধাতু, মনো ধাতু, ধর্ম ধাতু? মনোবিজ্ঞান ধাতু- এগুলোকে বলা হয় ধাতুর অনেকত্ব।

^১ ধাতু শব্দের অর্থ এখানে স্বভাব। পুদাল বা ব্যক্তির অসিদ্ধত্বের অভাবে ধাতু বা স্বভাব মাত্রই বিদ্যমান। চক্ষু ইত্যাদিকে বিভিন্ন ধাতুরূপে দেখানো হয়েছে। চক্ষু যেমন একটি ধাতু, চক্ষুর গোচরীভূত ‘রূপ’ ও একটি ধাতু এবং চক্ষু ও রূপের মিলনে ‘চক্ষু বিজ্ঞান’ বলে কথিত যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাও একটি ধাতু।

২। ধর্ম এখানে মনের গোচরীভূত বিষয় বা আলম্বন। এটিও চক্ষু ইত্যাদির মত একটি ধাতু। মন ও ধর্মের সংযোগে মনোবিজ্ঞান বলে কথিত চিত্তের উৎপত্তি হয়। একেই মনোবিজ্ঞান ধাতু বলে।

দুই

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব বা বিভিন্নতা অবলম্বনে স্পর্শের বিভিন্নতা হয়। ধাতুর অনেকত্ব কি? চক্ষুধাতু, শ্রোত্র ধাতু, ঘ্রাণধাতু, জিহ্বা ধাতু, কায় ধাতু, মনো ধাতু, এগুলোকে বলা হয় ধাতুর অনেকত্ব। ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে উৎপন্ন স্পর্শের অনেকত্ব কি? চক্ষু ধাতুর অবলম্বনে চক্ষু সংস্পর্শ হয় মনোধাতুর অবলম্বনে মনোসংস্পর্শ হয়। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ধাতুর অনেকত্বের জন্য স্পর্শের অনেকত্ব হয়।

তিন

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, কিন্তু স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে ধাতুর অনেকত্ব হয় না। ধাতুর অনেকত্ব কি? চক্ষুধাতু মনো ধাতু এগুলোকে বলা হয় ধাতুর অনেকত্ব। ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে উৎপন্ন স্পর্শের অনেকত্ব কি? চক্ষুধাতুর অবলম্বনে চক্ষু সংস্পর্শ হয় মনো সংস্পর্শ হয়। এভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, কিন্তু স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে ধাতুর অনেকত্ব হয় না।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে বেদনা বা অনুভূতির অনেকত্ব হয়। হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে বেদনার

অনেকত্ব হয়? চক্ষুধাতু অবলম্বনে চক্ষু সংস্পর্শ হয়, চক্ষু সংস্পর্শ অবলম্বনে চক্ষু সংস্পর্শজ বা চক্ষু সংস্পর্শোৎপন্ন বেদনা হয় মনোসংস্পর্শজ বেদনা হয়। এভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে বেদনার অনেকত্ব হয়।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, স্পর্শের অবলম্বনে বেদনার অনেকত্ব হয়, কিন্তু বেদনার অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয় না, স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে ধাতুর অনেকত্ব হয় না। হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব কি? একে বলা হয় ধাতুর অনেকত্ব!

কিভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয়, স্পর্শের অনেকত্ব অবলম্বনে বেদনার অনেকত্ব হয়, কিন্তু বেদনার অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয় না ধাতুর অনেকত্ব হয় না? চক্ষু ধাতু অবলম্বনে চক্ষু সংস্পর্শ হয়, চক্ষু সংস্পর্শ অবলম্বনে চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা হয়, কিন্তু চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা অবলম্বনে চক্ষু সংস্পর্শ হয় না এবং চক্ষু সংস্পর্শ অবলম্বনে চক্ষু ধাতু হয় না মনোধাতু অবলম্বনে মনো সংস্পর্শ হয়, মনো সংস্পর্শ অবলম্বনে মনো সংস্পর্শজ বেদনা হয়, কিন্তু মনো সংস্পর্শজ বেদনা অবলম্বনে মনো সংস্পর্শ হয় না এবং মনো সংস্পর্শ অবলম্বনে মনো ধাতু হয় না। এভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে স্পর্শের অনেকত্ব হয় ধাতুর অনেকত্ব হয় না।

ছয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের নিকট ধাতুর অনেকত্ব দেশনা করব। ধাতুর অনেকত্ব কি? রূপ ধাতু, শব্দ ধাতু, গন্ধ ধাতু, রস ধাতু, স্পৃশ্য ধাতু, ধর্ম ধাতু এগুলোকে বলা হয় ধাতুর অনেকত্ব।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার অনেকত্ব হয়, সংকল্পের অনেকত্ব অবলম্বনে বাসনার অনেকত্ব হয়, বাসনার অনেকত্ব অবলম্বনে দহনের অনেকত্ব হয়, দহনের অনেকত্ব অবলম্বনে অশ্বেষণের অনেকত্ব হয়। হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব কি? রূপধাতু ধর্ম ধাতু একে বলা হয় ধাতুর অনেকত্ব।

হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার অনেকত্ব হয়, সংজ্ঞার অনেকত্ব অবলম্বনে সংকল্পের অনেকত্ব হয় অশ্বেষণের অনেকত্ব হয়? হে ভিক্ষুগণ, রূপ ধাতুর অবলম্বনে রূপ সংজ্ঞার^১ উৎপত্তি হয়, রূপ সংজ্ঞা অবলম্বনে রূপ সংকল্পের উৎপত্তি হয়। রূপ সংকল্প অবলম্বনে রূপ বাসনার উৎপত্তি হয়, রূপ বাসনা অবলম্বনে রূপদাহের উৎপত্তি হয়, রূপদাহ অবলম্বনে রূপাশ্বেষণ হয়। শব্দধাতু অবলম্বনে শব্দ সংজ্ঞার গন্ধধাতু অবলম্বনে গন্ধ সংজ্ঞার ধর্মাস্বেষণ

^১ রূপশব্দাদি আলম্বন চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পথে যেভাবে প্রতিভাত হয়, সেই প্রতীতিই সে আলম্বন সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা। রূপের প্রতীতি রূপসংজ্ঞা।

হয়। এ ভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার অনেকত্ব হয়
.... অশেষণের অনেকত্ব হয়।

আট

শ্রাবস্তী-

.... ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার অনেকত্ব হয়, কিন্তু
অশেষণের অনেকত্ব অবলম্বনে দহনের অনেকত্ব হয় না,
দহনের অনেকত্ব অবলম্বনে বাসনার অনেকত্ব হয় না, বাসনার
অনেকত্ব অবলম্বনে সংকল্পের অনেকত্ব হয় না, সংকল্পের
অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার অনেকত্ব হয় না, সংজ্ঞার অনেকত্ব
অবলম্বনে ধাতুর অনেকত্ব হয় না। হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর
অনেকত্ব কি? রূপ ধাতু ধাতুর অনেকত্ব।

হে ভিক্ষুগণ, কি ভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে
সংজ্ঞার অনেকত্ব অবলম্বনে ধাতুর অনেকত্ব হয় না? হে
ভিক্ষুগণ, রূপ ধাতু অবলম্বনে রূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়
রূপাশেষণ হয়, কিন্তু রূপাশেষণ অবলম্বনে রূপদাহ হয় না,
রূপদাহ অবলম্বনে রূপবাসনার উৎপত্তি হয় না, রূপবাসনা
অবলম্বনে রূপ সংকল্পের উৎপত্তি হয় না, রূপ সংকল্প অবলম্বনে
রূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় না, রূপসংজ্ঞা অবলম্বনে রূপধাতুর
উৎপত্তি হয় না। শব্দ ধাতু অবলম্বনে শব্দ সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়
.... গন্ধ ধাতু ধর্মাশেষণ হয়, কিন্তু ধর্মাশেষণ অবলম্বনে
ধর্মদাহ হয় না, ধর্মদাহ অবলম্বনে ধর্মবাসনার উৎপত্তি হয় না।
এভাবে ধাতুর অনেকত্ব সংজ্ঞার অনেকত্ব হয় সংজ্ঞার
অনেকত্ব অবলম্বনে ধাতুর অনেকত্ব হয় না।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার অনেকত্ব হয়
অশ্বেষণের অনেকত্ব হয়, অশ্বেষণের অনেকত্ব অবলম্বনে
লাভের অনেকত্ব হয়। হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব কি? রূপ
ধাতু ধর্ম ধাতু একে বলা হয় ধাতুর অনেকত্ব। কি ভাবে
ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার লাভের অনেকত্ব হয়?
হে ভিক্ষুগণ, রূপধাতু অবলম্বনে রূপাশ্বেষণ হয়,
রূপাশ্বেষণ অবলম্বনে রূপ লাভ হয় ধর্ম লাভ হয়। এভাবে
ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার অনেকত্ব লাভের
অনেকত্ব হয়।

দশ

শ্রাবস্তী-

.... ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার অনেকত্ব
লাভের অনেকত্ব হয়, কিন্তু লাভের অনেকত্ব অবলম্বনে
অশ্বেষণের অনেকত্ব হয় না, অশ্বেষণের অনেকত্ব অবলম্বনে
.... ধাতুর অনেকত্ব হয় না। হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর অনেকত্ব কি?
রূপ রূপধাতু ধর্মধাতু একে বলা হয় ধাতুর অনেকত্ব।
কিভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে সংজ্ঞার লাভের
অনেকত্ব হয়, কিন্তু লাভের অনেকত্ব অবলম্বনে ধাতুর
অনেকত্ব হয় না? হে ভিক্ষুগণ, রূপধাতু অবলম্বনে
রূপাশ্বেষণ হয়, রূপাশ্বেষণ অবলম্বনে রূপদাহের উৎপত্তি হয়
না, রূপদাহের অবলম্বনে রূপবাসনার উৎপত্তি হয় না,
রূপবাসনা অবলম্বনে রূপসংস্পর্শজ বেদনা হয় বা,
রূপসংস্পর্শজ বেদনা অবলম্বনে রূপ সংকল্প হয় না, রূপসংকল্প
অবলম্বনে রূপসংজ্ঞার উৎপত্তি হয় না, রূপসংজ্ঞা অবলম্বনে

রূপধাতুর উৎপত্তি হয় না। শব্দ ধাতু ধর্ম সংজ্ঞা অবলম্বনে
ধর্ম ধাতুর উৎপত্তি হয় না। এভাবে ধাতুর অনেকত্ব অবলম্বনে
.... লাভের অনেকত্ব হয়, কিন্তু লাভের অনেকত্ব অবলম্বনে
অশ্বেষণের অনেকত্ব হয় না ধাতুর অনেকত্ব হয় না।

দ্বিতীয় বর্গ- ২

এক

শ্রাবস্তী-

ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, এ সাতটি ধাতু। কোন
সাতটি? আভা ধাতু^১ শুভা ধাতু^২ আকাশানন্তায়তন ধাতু^৩
বিজ্ঞানানন্তায়তন ধাতু^৪ অকিঞ্চনায়তন ধাতু^৫
নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ধাতু^৬ সংজ্ঞাবেদনা-নিরোধ ধাতু^৭।

^১ আভা শব্দের অর্থ আলো। আলোকে ধ্যানের বিষয় করে লব্ধ ধ্যানস্ফুর
ও তার আনন্দানুভূতিকে আভা ধাতু বলা হয়।

^২ শুভ নিমিত্তকে ধ্যানের বিষয় করে লব্ধ ধ্যান ও তার আলম্বনকে শুভা
ধাতু বলে।

^৩ অনন্ড আকাশ বা অসীম শূন্যের বিস্তারকে ধ্যানের বিষয় করে লব্ধ
ধ্যানস্ফুরকে আকাশ-অনন্ড-আয়তন ধাতু বলা হয়।

^৪ বিজ্ঞান বা চিন্তের অনন্ডতার বা অসীমতার অনুভূতিকে ধ্যানের বিষয়
করে লব্ধ আকাশানন্ডায়তন অপেক্ষা উন্নততর ধ্যানস্ফুরকে বলা হয়
বিজ্ঞান-অনন্ড-আয়তন ধাতু।

^৫ ‘বিজ্ঞানানন্ডায়তন’ ধ্যানস্ফুর লাভের পর সাধক যখন আরও অগ্রসর
হতে থাকেন, তখন অনন্ড বিজ্ঞান বা অনন্ড চিত্ত ও কিছু নয় বা
অবিদ্যমান বলে প্রতীতি জাগে। এ অবস্থায় ধ্যানী যে ধ্যানস্ফুরে উন্নত
হন, তাকে বলা হয় অকিঞ্চনায়তন। এটিই অকিঞ্চনায়তন ধাতু।

^৬ ‘অকিঞ্চনায়তন’ লাভের পর ধ্যানারূঢ় চিন্তের অবস্থাকে যখন সংজ্ঞাও
নয় অসংজ্ঞা নয় বলে প্রতীতি হয়, তখন এ অবস্থায় অবলম্বনে

ইহা বললে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন-
ভদন্ত, যে আভা ধাতু শুভা ধাতু আকাশানন্তায়তন ধাতু
বিজ্ঞানানন্তায়তন ধাতু আকিঞ্চনায়তন ধাতু
নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ধাতু এবং সংজ্ঞাবেদনা-নিরোধ ধাতু
আছে, সে ধাতু সমূহ কিসের জন্য প্রকট হয়? উত্তরে ভগবান
বললেন- হে ভিক্ষু, যা আভাধাতু, তা অন্ধকারের জন্য প্রকট
হয়; যা শুভ ধাতু তা অশুভের জন্য প্রকট হয়; যা
আকাশানন্তায়তন ধাতু, তা রূপের জন্য প্রকট হয়; যা
বিজ্ঞানানন্তায়তন ধাতু, তা আকাশানন্তায়তনের জন্য প্রকট হয়;
যা আকিঞ্চনায়তন ধাতু, তা বিজ্ঞানানন্তায়তনের জন্য প্রকট
হয়; যা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ধাতু, তা অকিঞ্চনায়তনের
জন্য প্রকট হয়; যা সংজ্ঞাবেদনানিরোধ ধাতু, তা নিরোধের
জন্য প্রকট হয়।

“ভদন্ত, যে আভা ধাতু সংজ্ঞাবেদনানিরোধ ধাতু
আছে, সে ধাতুসমূহ কোন প্রকার সমাপত্তিরূপে প্রাপ্ত হওয়া
যায়?”

“হে ভিক্ষু, যে আভা ধাতু শুভা ধাতু আকাশানন্তায়তন
ধাতু আছে, সে ধাতুসমূহ (সংজ্ঞার বিদ্যমানতার জন্য) সংজ্ঞা
সমাপত্তিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন
ধাতু, তা (সূক্ষ্ম সংস্কারের অবশিষ্টতার জন্য) সংস্কারাবশেষ
সমাপত্তিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যা সংজ্ঞাবেদনানিরোধ ধাতু,

‘নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন’ ধ্যানসঙ্গ লাভ হয়। একেই
‘নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন’ ধাতু বলা হয়।

‘চিন্তবৃত্তির নিরোধে যে নিরোধ সমাধিলাভ হয়, তাকে
সংজ্ঞাবেদনানিরোধ ধাতু বলে।

তা (চিহ্নবৃত্তি নিরোধের জন্য) নিরোধ সমাপত্তিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দুই

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সনিদান বা সপ্রত্যয় কামবিতর্ক উৎপন্ন হয়- অনিদান বা অকারণ নয়, সনিদান ব্যাপাদবিতর্ক (বৈরচিত্তা) উৎপন্ন হয়- অনিদান নয়, সনিদান বিহিংসা বিতর্ক (বধ প্রহারাদির চিত্তা) উৎপন্ন হয়- অনিদান নয়। কিভাবে সনিদান কামবিতর্ক উৎপন্ন হয়- অনিদান নয় বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়- অনিদান নয়? হে ভিক্ষুগণ, কামধাতু অবলম্বনে কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, কামসংজ্ঞা অবলম্বনে কামসংকল্প উৎপন্ন হয়, কামসংকল্প অবলম্বনে কামবাসনার উৎপত্তি হয়, কামবাসনা অবলম্বনে কামদাহের উৎপত্তি হয়, কামদাহ অবলম্বনে কামান্বেষণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, কামান্বেষণরত অশ্রুতবান বা অজ্ঞ প্রাকৃতজন কায়মনোবাক্যে তিন ভাবে বিপথগামী হয়। ব্যাপাদ ধাতু অবলম্বনে ব্যাপাদসংজ্ঞা বা বৈর সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ব্যাপাদসংজ্ঞা অবলম্বনে ব্যাপাদ সংকল্প বা বৈর সংকল্প উৎপন্ন হয় ব্যাপাদান্বেষণ বা বৈরান্বেষণ হয়। বৈরান্বেষণরত অশ্রুতবান প্রাকৃতজন কায়মনোবাক্যে তিনভাবে বিপথগামী হয়। বিহিংসা ধাতু অবলম্বনে বিহিংসা সংজ্ঞা বিহিংসা রত অশ্রুতবান প্রাকৃতজন বিপথগাম্যমী হয়। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর- কোন ব্যক্তি শুষ্ক তৃণ দহনে জ্বলন্ত তৃণ মশাল নিক্ষেপ করে এবং হস্তপদদ্বারা তাড়াতাড়ি তা নির্বাপিত না করে, তাহলে তৃণকাষ্ঠাশ্রিত যে প্রাণীরা থাকে, তারা ক্ষয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ঠিক যেভাবে যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ উৎপন্ন বিষম

অকুশল বা অপুণ্য সংজ্ঞাকে তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করে না বিনোদন করে না নিশ্চিহ্ন করে না নিঃশেষ করে না, সে ইহলোকে ব্যথাক্ষোভ দাহের সাথে দুঃখে বাস করে এবং দেহভঙ্গে মৃত্যুর পর দুর্গতি তার অনিবার্য।

হে ভিক্ষুগণ, সনিদান নৈষ্কম্য বিতর্ক বা বৈরাগ্য চিন্তা উৎপন্ন হয়- অনিদান হয়, সনিদান অব্যাপাদ বিতর্ক বা অবৈর চিন্তা উৎপন্ন হয়- অনিদান নয়, কিভাবে সনিদান নৈষ্কম্য বিতর্ক উৎপন্ন হয় অবিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়- অনিদান হয়? হে ভিক্ষুগণ, নৈষ্কম্য ধাতু অবলম্বনে নৈষ্কম্য সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, নৈষ্কম্য সংজ্ঞা অবলম্বনে নৈষ্কম্য সংকল্প উৎপন্ন হয়, নৈষ্কম্য সংকল্প অবলম্বনে নৈষ্কম্য বাসনার উৎপত্তি হয়, নৈষ্কম্য বাসনা অবলম্বনে নৈষ্কম্য দাহের উৎপত্তি হয়, নৈষ্কম্যদাহ অবলম্বনে নৈষ্কম্যাস্থেষণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, নৈষ্কম্যাস্থেষণরত শ্রুতবান বা বিজ্ঞ আর্যশ্রাবক কায়মনোবাক্যে তিনভাবে সম্যক প্রতিপদ্য অবলম্বন করেন বা সৎপথগামী হন। অব্যাপাদ ধাতু অবলম্বনে অব্যাপাদ সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় ...

অব্যাপাদ অস্থেষণরত শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সম্যক প্রতিপদ্য অবলম্বন করেন। অবিহিংসা ধাতু অবলম্বনে অবিহিংসা সংজ্ঞা সম্যক প্রতিপদ্য অবলম্বন করেন। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর- কোন ব্যক্তি শুদ্ধ তৃণগহণে জ্বলন্ত তৃণমশাল নিষ্ক্ষেপ করে এবং হস্তপদ দ্বারা শীঘ্রই তা নির্বাসিত করে, তা হলে তৃণাকার্ষিত যে প্রাণীগণ থাকে। তারা ক্ষয় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ঠিক তেমনি যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ উৎপন্ন বিষম অকুশল সংজ্ঞাকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন, বিনোদন করেন, নিশ্চিহ্ন করেন, তিনি ইহলোকে ব্যথাহীন

ক্ষোভহীন দাহহীন হয়ে সুখে বাস করেন এবং দেহভঙ্গে মৃত্যুর পর সুগতি তাঁর সুনিশ্চিত।

তিন

এক সময় ভগবান জ্ঞাতিক নামক স্থানে একটি অট্টালিকায় বাস করতেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলে সম্বোধন করলেন। ভিক্ষুগণ ‘ভদন্ত’ বলে সাড়া দিলেন। ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, ধাতু বা স্বভাব অবলম্বনে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বিতর্ক উৎপন্ন হয়।

ইহা বললে আয়ুস্মান শুদ্ধ কাত্যায়ন ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভদন্ত, অসম্যক সমুদ্রদের ‘সম্যক সমুদ্র’ বলে যে দৃষ্টি বা ধারণা জন্মে, সে ধারণা কিসের জন্য হয়?

ভগবান- হে কাত্যায়ন, যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান ধাতু তা অতি প্রকাণ্ড। হীনধাতু অবলম্বনে হীনসংজ্ঞা, হীনদৃষ্টি, হীনবিতর্ক, হীনচেতনা, হীনপ্রার্থনা, হীনপ্রণিধি হয়, ব্যক্তি হীন হয়ে যায়। তার বাক্যও হীন হয় সে হীন কথাই বলে, হীন বিষয় দেশনা করে প্রচার করে প্রস্থাপন করে বিবৃত করে বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করে। তার উৎপত্তি হীন বলেই বলি। হে কাত্যায়ন মধ্যম ধাতু অবলম্বনে মধ্যমসংজ্ঞা, মধ্যমদৃষ্টি, মধ্যমবিতর্ক, মধ্যমচেতনা, মধ্যমপ্রার্থনা, মধ্যম প্রণিধান হয়, ব্যক্তি মধ্যম হয়ে যায়, তার বাক্যও মধ্যম হয়। সে মধ্যম কথাই বলে, মধ্যম বিষয় দেশনা করে প্রচার করে প্রস্থাপন করে বিবৃত করে বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করে। তার উৎপত্তি মধ্যম বলেই বলি। হে কাত্যায়ন, উত্তম ধাতু অবলম্বনে উত্তম সংজ্ঞা উত্তম দৃষ্টি উত্তম বিতর্ক উত্তম চেতনা উত্তম প্রার্থনা উত্তম প্রণিধি হয়, ব্যক্তি উত্তম হয়ে যায়। তার বাক্যও উত্তম হয়। সে উত্তম কথাই বলে, উত্তম বিষয় দেশনা করে প্রচার করে প্রস্থাপন করে

বিবৃত করে বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করে। তার উৎপত্তি উত্তম বলে বলি।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ বা প্রাণিগণ ধাতুগতভাবে বা ধাতু বশে মিলিত হয় সমাগত হয়। হীন স্বভাবসম্পন্ন সত্ত্বগণ হীনস্বভাব সম্পন্ন সত্ত্বগণের সঙ্গে মিলিত হয় সম্মিলিত হয়, কল্যাণাভিপ্রায় সম্পন্ন সত্ত্বগণ কল্যাণাভিপ্রায়সম্পন্ন সত্ত্বগণের সঙ্গে মিলিত হয় সম্মিলিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, অতীতকালেও সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত সম্মিলিত হয়েছিল- হীনস্বভাব সম্পন্নরা হীনস্বভাব সম্পন্নদের সঙ্গে কল্যাণস্বভাব সম্পন্নরা কল্যাণস্বভাব সম্পন্নদের সঙ্গে। অনাগতকালেও সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত সম্মিলিত হবে হীন স্বভাবসম্পন্ন বা হীনস্বভাবসম্পন্নদের সঙ্গে কল্যাণস্বভাবসম্পন্নরা কল্যাণস্বভাবসম্পন্নদের সঙ্গে। এখনও বর্তমানকালে সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত সম্মিলিত হয়- হীনস্বভাব সম্পন্নরা হীনস্বভাবসম্পন্নদের সঙ্গে কল্যাণস্বভাব সম্পন্নরা কল্যাণস্বভাব সম্পন্নদের সঙ্গে।

পাঁচ

রাজগৃহ-

একদা আয়ুষ্মান শারীপুত্র, আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ, আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ, আয়ুষ্মান পূর্ণ, আয়ুষ্মান উপালি, আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান দেবদত্ত- এঁরা প্রত্যেকেই কতিপয় ভিক্ষুর সঙ্গে ভগবানের অনতিদূরে পায়চারি করছিলেন।

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন
“হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কতিপয় ভিক্ষুর সঙ্গে পদচারণারত
শারীপুত্রকে দেখছ? ভিক্ষুগণ ‘হ্যাঁ, ভদন্ত’ বলে উত্তর দিলেন।

ভগবান- এরা সকলেই মহাপ্রাজ্ঞ বা মহাজ্ঞানী।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কতিপয় ভিক্ষুর সঙ্গে
চংক্রমণরত মহামৌদাল্যায়নকে দেখছ?

ভিক্ষুগণ- হ্যাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- এরা সবাই মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকাশ্যপকে
দেখছ?

ভিক্ষুগণ- হ্যাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- এরা সবাই ধুতাপ্ত্রত সম্পন্ন।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি অনিরুদ্ধকে দেখছ?

ভিক্ষুগণ- হ্যাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- এরা সবাই দিব্যচক্ষুসম্পন্ন।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মন্ত্রাণীপুত্র পূর্ণকে
দেখছ?

ভিক্ষুগণ- হ্যাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- এরা সকলেই ধর্মভাষী।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি উপালিকে দেখছ?

ভিক্ষুগণ- হ্যাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- এরা সকলেই বিনয়ধর।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আনন্দকে দেখছ?

ভিক্ষুগণ- হ্যাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- এরা সকলেই বহুশ্রুত।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি দেবদত্তকে দেখছ?

ভিক্ষুগণ- হ্যাঁ, ভদন্ত ।

ভগবান- এরা সকলেই পানেচ্ছু বা পানাশয় । হে ভিক্ষুগণ, প্রাণীরা ধাতুগত ভাবে মিলিত হয় সম্মিলিত হয় । হীনস্বভাব সম্পন্ন সত্ত্বগণ হীনস্বভাবসম্পন্ন সত্ত্বগণের সঙ্গে মিলিত হয় সম্মিলিত হয়, কল্যাণস্বভাব সম্পন্ন সত্ত্বগণ কল্যাণস্বভাব সম্পন্ন সত্ত্বগণের সঙ্গে মিলিত হয় সম্মিলিত হয় । হে ভিক্ষুগণ অতীতকালেও সত্ত্বগণ এখন বর্তমান কালেও কল্যাণস্বভাব সম্পন্নদের সঙ্গে ।

ছয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে সম্মিলিত হয় ।

হে ভিক্ষুগণ, যেমন বিষ্ঠা বিষ্ঠার সঙ্গে মিশে যায় সমতাপ্রাপ্ত হয়, একাকার হয়, সূত্র সূত্রের সঙ্গে মিশে যায় সমতাপ্রাপ্ত হয়, নিষ্ঠীবন নিষ্ঠীবনের সঙ্গে মিশে যায় সমতাপ্রাপ্ত হয়, পূজ পূজের সঙ্গে রক্ত রক্তের সঙ্গে মিশে যায় সমতাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয় সম্মিলিত হয় । হীনস্বভাব সম্পন্ন সম্মিলিত হয় ।

..... হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে সম্মিলিত হয় । যেমন ক্ষীর ক্ষীরের সঙ্গে মিশে যায় সমতাপ্রাপ্ত হয়, তৈল তৈলের সঙ্গে ঘৃত ঘৃতের সঙ্গে মধু মধুর সঙ্গে গুড় গুড়ের সঙ্গে সমতাপ্রাপ্ত হয় । তেমনি সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয় সম্মিলিত হয় । কল্যাণস্বভাবসম্পন্ন সত্ত্বগণ কল্যাণস্বভাবসম্পন্ন সত্ত্বগণের সম্মিলিত হয় । ইহা বলার পর সুগত পুনরায় (গাথায়) বললেন-

সংসর্গ থেকে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তা অসংসর্গে ছিন্ন হয়ে যায় । ক্ষুদ্র কাষ্ঠ আরোহণ করে বা আশ্রয় লোক যেমন

মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, তেমনি সৎ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিও হীনবীর্য ব্যক্তির সংসর্গে নিমজ্জিত হয়। তাই অলস হীনবীর্য ব্যক্তিকে ত্যাগ করবে এবং বিবিক্ত বা নির্জনচারী প্রেষিত্রা ধ্যান পরায়ণ বিজ্ঞ আরক্ধবীর্য আর্যগণের বা পরিত্রাদাদের সঙ্গে সর্বদা বাস করবে।

সাত

শ্রাবস্তী-

.. হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয় সম্মিলিত হয়- শ্রদ্ধাহীনরা শ্রদ্ধাহীনদের সঙ্গে মিলিত হয় সম্মিলিত হয়, নিলজ্জগণ নিলজ্জদের সঙ্গে অপান ভীরুগণ অপানভীরুদের সঙ্গে অল্পশ্রুতগণ অল্পশ্রুতদের সঙ্গে দুর্বুদ্ধিপরায়ণরা দুর্বুদ্ধিপরায়ণদের সঙ্গে .. এখনও বর্তমানকালে সম্মিলিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবানেরা শ্রদ্ধাবানগণের সঙ্গে মিলিত হয় সম্মিলিত হয়, লজ্জাশীলরা লজ্জাশীলগণের সঙ্গে পাপভীরুরা পাপভীরুদের সঙ্গে বহুশ্রুতগণ বহুশ্রুতদের সঙ্গে আরক্ধবীর্যরা আরক্ধবীর্যদের সঙ্গে স্মৃতিসম্পন্নরা স্মৃতিসম্পন্নদের সঙ্গে প্রজ্ঞাবানরা প্রজ্ঞাবানদের সঙ্গে এখনও বর্তমানকালে সম্মিলিত হয়।

৮- ১২

শ্রাবস্তী-

৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য।

কর্মপথ বর্গ

তিন

এক

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয় সম্মিলিত হয়। অশ্রদ্ধগণ অশ্রদ্ধগণের সঙ্গে নির্লজ্জগণ নির্লজ্জগণের সঙ্গে অপাপভীরুগণ অপাপভীরুদের সঙ্গে অসমাহিতেরা অসমাহিতদের সঙ্গে দুর্বুদ্ধিপরায়ণগণ দুর্বুদ্ধিপরায়ণদের সঙ্গে শ্রদ্ধবানগণ শ্রদ্ধাবানগণের সঙ্গে লজ্জাশীলগণ লজ্জাশীলগণের সঙ্গে পাপভীরুগণ পাপভীরুগণের সঙ্গে সমাহিতরা সমাহিতদের সঙ্গে প্রজ্ঞাবানগণ প্রজ্ঞাবানদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

(বিস্তৃতিভাবে পঠিতব্য)

দুই

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত সম্মিলিত হয়। অশ্রদ্ধগণ অপাপ ভীরুগণ দুঃশীলগণ দুঃশীলদের সঙ্গে শ্রদ্ধবানগণ পাপভীরুগণ শীলবানগণ শীলবানদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

তিন

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, ধাতুগতভাবে সম্মিলিত হয়। প্রাণঘাতীরা প্রাণঘাতীদের সঙ্গে চোর চোরদের সঙ্গে ব্যভিচারীরা ব্যভিচারীদের সঙ্গে মিথ্যাবাদীরা মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে সুরামাদকদ্রব্যসেবীরা সুরামাদকদ্রব্যসেবীদের সঙ্গে

সম্মিলিত হয়। প্রাণীহত্যাবিরত ব্যক্তিগণ প্রাণীহত্যাবিরত ব্যক্তিদের সঙ্গে অদত্ত দ্রব্যগ্রহণ বা অপহরণ থেকে বিরত ব্যক্তিগণ অদত্ত দ্রব্যগ্রহণ বিরতদের সঙ্গে ব্যভিচার বিরত ব্যক্তিগণ ব্যভিচারবিরতদের সঙ্গে অসত্য ভাষণ বিরতগণ বা সত্যবাদীরা অসত্য ভাষণ বিরতদের সঙ্গে সুরামাদক দ্রব্যসেবন বিরতগণ সুরামাদকদ্রব্য সেবন বিরতদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

(বিস্তৃতভাবে পঠিতব্য)

চার

শ্রাবস্তী-

.... প্রাণঘাতীরা প্রাণঘাতীদের সঙ্গে মিথ্যাবাদীরা মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে পিশুনভাষীরা পিশুনভাষীদের সঙ্গে পরুষভাষীরা পরুষভাষীদের সঙ্গে বহুভাষীরা বহুভাষীদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। প্রাণীহত্যাবিরত ব্যক্তিগণ প্রাণীহত্যাবিরত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সত্যবাদীরা সত্যবাদীদের সঙ্গে পিশুনবাক্য বিরতগণ পিশুনবাক্য বিরতের সঙ্গে পরুষবাক্য বিরতগণ মিতভাষীরা মিতভাষীদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

.... বহুভাষীরা বহুভাষীদের সঙ্গে লোলুপগণ লোলুপগণের সঙ্গে বিদ্বিষ্টচিন্তগণ বিদ্বিষ্টচিন্তগণের সঙ্গে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নরা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। অবাচালগণ অবাচালদের সঙ্গে অলোলুপগণ অলোলুপদের সঙ্গে অবিদ্বিষ্টচিন্তগণ অবিদ্বিষ্টচিন্তদের সঙ্গে

সম্যকদৃষ্টিসম্পন্নরা সম্যকদৃষ্টিসম্পন্নদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

ছয়

শ্রাবস্তী-

..... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নরা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নদের সঙ্গে
মিথ্যাসংকল্পীরা মিথ্যাসংকল্পীদের সঙ্গে মিথ্যাবাক্যরতরা
মিথ্যাবাক্যরতদের সঙ্গে মিথ্যাকর্মরতরা মিথ্যাকর্মরতদের
সঙ্গে মিথ্যাজীবীগণ মিথ্যাজীবীদের সঙ্গে
মিথ্যাউদ্যমপরায়ণগণ মিথ্যাউদ্যমপরায়ণদের সঙ্গে
মিথ্যাস্মৃতিসম্পন্নরা মিথ্যাস্মৃতিসম্পন্নদের সঙ্গে
মিথ্যাসমাধিসম্পন্নরা মিথ্যাসমাধিসম্পন্নদের সঙ্গে মিলিত
হয় সম্মিলিত হয়। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্নদের সঙ্গে সম্যক
সংকল্পীরা সম্যক বাক্যরতগণ সম্যক কর্মরতগণ
সম্যক জীবিকায়ুক্তগণ সম্যক উদ্যম পরায়ণগণ
সম্যকস্মৃতিসম্পন্নরা সম্যক সমাধিসম্পন্নরা সম্মিলিত
হয়।

সাত

শ্রাবস্তী-

..... মিথ্যা সমাধিসম্পন্নগণ মিথ্যাসমাধিসম্পন্নদের সঙ্গে
..... মিথ্যাজ্ঞানীরা মিথ্যা বিমুক্তিরতরা সম্মিলিত হয়।
সম্যকজ্ঞানীরা সম্যকজ্ঞানীদের সঙ্গে সম্যক বিমুক্তিরতগণ
সম্যক বিমুক্তিরতদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

চতুর্থা বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, ধাতু চারটি। কোন চারটি? পৃথিবীধাতু, অপ্ ধাতু, তেজঃ ধাতু এবং বায়ু ধাতু- এ চারটি ধাতু।

দুই

হে ভিক্ষুগণ, আমার সম্বোধির পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল- পৃথিবী ধাতুর আস্বাদ কি দোষ কি নিঃসরণ বা নির্গমন কি? অপ্ ধাতুর আস্বাদ কি দোষ কি নিঃসরণ কি? তেজ ধাতুর আস্বাদ কি দোষ কি নিঃসরণ কি? বায়ু ধাতুর আস্বাদ কি দোষ কি নিঃসরণ কি? তখন আমার মনে হয়েছিল- পৃথিবী ধাতু অবলম্বনে সে সুখ সৌমনস্যের উদয় হয়, তা পৃথিবী ধাতুর আস্বাদ, পৃথিবী ধাতু যে অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী দুঃখময় এবং পরিবর্তনশীল, তা পৃথিবী ধাতুর দোষ। পৃথিবী ধাতুর প্রতি যে আশ্রয় অনুরাগ তার বিনোদন ত্যাগ, তা পৃথিবী ধাতুর নিঃসরণ।

অপ্ ধাতু অবলম্বনে ...

তেজঃ ধাতু অবলম্বনে ...

বায়ুধাতু অবলম্বনে ...

বায়ুধাতুর নিঃসরণ।

হে ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি এভাবে এ চার ধাতুর আস্বাদনকে আস্বাদনরূপে দোষকে দোষরূপে নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথ জানিনি, তাবৎ আমি সর্বে সমার সর্বক্ষ জগতে সশ্রমণব্রাহ্মণ মনুষ্য জনতার মধ্যে অন্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হইনি। যখন আমি এ চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে দোষকে দোষরূপে নিঃসরণকে

নিঃসরণরূপে যথাযথভাবে জেনেছিলাম তখনই আমি সদেব সমার সর্বক্ষ জগতে সশ্রমণব্রাহ্মণ মনুষ্য জনতার মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলাম এবং আমার জ্ঞান দৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল- আমার চিত্ত বিমুক্তি অক্ষয়া, এটি আমার অন্তিম জন্ম এবং এখন পুনর্জন্ম নেই।

তিন

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, আমি পৃথিবী ধাতুর আস্বাদ অন্বেষণ করেছিলাম, পৃথিবী ধাতুতে যে আস্বাদ আছে তা উপলব্ধি করেছি, পৃথিবী ধাতুতে যতখানি আস্বাদ আছে, তা প্রজ্ঞানে আমার দুদৃষ্ট অর্থাৎ আমি জ্ঞানচক্ষুতে সুষ্ঠুভাবে দেখেছি। হে ভিক্ষুগণ, আমি পৃথিবী ধাতুর দোষ অন্বেষণ করেছিলাম, পৃথিবী ধাতুতে যে দোষ আছে, তা উপলব্ধি করেছি, পৃথিবীধাতুতে যতখানি দোষ আছে তা প্রজ্ঞানে আমার সুদৃষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, আমি পৃথিবীরধাতুর নিঃসরণ অন্বেষণ করেছিলাম, পৃথিবী ধাতুতে যে নিঃসরণ আছে তা উপলব্ধি করেছি, পৃথিবী ধাতুতে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞানে আমার সুদৃষ্ট। অপ ধাতুর তেজ ধাতুর বায়ু ধাতুতে যতখানি নিঃসরণ আছে, তা প্রজ্ঞানে আমার সুদৃষ্ট।

হে ভিক্ষুগণ, যাবৎ আমি এ চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে দোষকে দোষরূপে নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাযথ জানিনি, তাবৎ আমি সদেব সমার সর্বক্ষ জগতে সশ্রমণব্রাহ্মণ মনুষ্য জনতার মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হইনি। যখন আমি এ চার ধাতুর আস্বাদকে যথাযথভাবে জেনেছিলাম, তখনই আমি সদেব সমার মনুষ্য জনতার মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ

করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলাম এবং আমার জ্ঞানদৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল- আমার চিত্তবিমুক্তি অক্ষরা, এটি আমার অস্তিম জন্ম এবং এখন পুনর্জন্ম নেই।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যদি পৃথিবী ধাতুতে আস্বাদ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ পৃথিবী ধাতুর প্রতি অনুরক্ত হত না। যেহেতু পৃথিবী ধাতুতে আস্বাদ আছে, তাই সত্ত্বগণ পৃথিবী ধাতুতে অনুরক্ত হয়। যদি পৃথিবী ধাতুতে দোষ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ পৃথিবী ধাতুর প্রতি নির্বিন্ন হত না। যেহেতু পৃথিবী ধাতুতে দোষ আছে, তাই সত্ত্বগণ পৃথিবী ধাতুর প্রতি নির্বিন্ন হয়। যদি পৃথিবী ধাতুতে নিঃসরণ না থাকত, তবে সত্ত্বগণ পৃথিবী ধাতু থেকে নিঃসরণ নির্গমন করত না। যেহেতু পৃথিবী ধাতুতে নিঃসরণ আছে, তাই সত্ত্বগণ পৃথিবী ধাতু থেকে নিঃসরণ করে। অপধাতুতে তেজধাতুতে বায়ুধাতুতে তাই সত্ত্বগণ বায়ুধাতু থেকে নিঃসরণ করে।

হে ভিক্ষুগণ, যাবৎসত্ত্বগণ এ চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে দোষকে দোষরূপে নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে জানেনি, তাবৎ এ সত্ত্বগণ সদেব সর্বক্ষ জগৎ থেকে সশ্রমণব্রাহ্মণ মনুষ্য জনতা থেকে নিঃসৃত হয়নি বিসংযুক্ত হয়নি বিমুক্ত হয়নি এবং সীমাতিক্রান্ত চিন্তে বিহরণ করেনি। যখন সত্ত্বগণ এ চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে দোষকে নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে জেনেছিল, তখন সত্ত্বগণ এ চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে দোষকে নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে জেনেছিল, তখন সত্ত্বগণ সদেব সমার

মনুষ্যজনতা থেকে নিঃসৃত হয়েছিল বিসংযুক্ত হয়েছিল বিমুক্ত হয়েছিল এবং সীমাতিক্রান্ত চিন্তে বিহরণ করেছিল।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যদি পৃথিবী ধাতু একান্ত দুঃখপূর্ণ দুঃখানুপতিত দুঃখাবক্রান্ত সুখশূন্য হত, তবে সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি অনুরক্ত হত না। যেহেতু পৃথিবীধাতু সুখপূর্ণ সুখানুপতিত সুখাবক্রান্ত, তাই সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি অনুরক্ত হয়। যদি অপ্ধাতু তেজধাতু বায়ুধাতু অনুরক্ত হয়।

যদি পৃথিবীধাতু একান্ত সুখপূর্ণ সুখানুপতিত সুখাবক্রান্ত দুঃখানবক্রান্ত হত, তবে সত্ত্বগণ পৃথিবী ধাতুর প্রতি নির্বিন্ন হত না। যেহেতু পৃথিবীধাতু দুঃখপূর্ণ দুঃখানুপতিত দুঃখাবক্রান্ত সুখানুবক্রান্ত, তাই সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি নির্বিন্ন হয়। যদি অপ্ধাতু তেজধাতু বায়ুধাতু নির্বিন্ন হয়।

ছয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যে পৃথিবীধাতুকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, দুঃখ থেকে তার মুক্তি নেই বলে বলি। যে অপ্ধাতুকে তেজধাতুকে বায়ুধাতুকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, দুঃখ থেকে তার মুক্তি নেই বলে বলি। যে পৃথিবীধাতুকে অভিনন্দন করে না, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে না। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে না, দুঃখ থেকে সে মুক্ত বা তার মুক্তি সুনিশ্চিত বলে বলি।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যা পৃথিবীধাতুর উৎপত্তি স্থিতি জন্ম প্রাদুর্ভাব, তা দুঃখের উৎপত্তি রোগের স্থিতি জরামৃত্যুর জন্ম বা প্রাদুর্ভাব। যা অপ্ধাতুর তেজধাতুর বায়ুধাতুর উৎপত্তি স্থিতি জন্ম প্রাদুর্ভাব, তা দুঃখের উৎপত্তি রোগের স্থিতি জরামৃত্যুর জন্ম বা প্রাদুর্ভাব।

যে পৃথিবীধাতুর নিরোধ উপশম অন্তগমন, তা দুঃখের নিরোধ রোগের উপশম জরামৃত্যুর অন্তগমন।

আট

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যে কোন শ্রমণব্রাহ্মণগণ এ চার ধাতুর আস্বাদ দোষ এবং নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না, তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য নয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য নয়। সে আয়ুষ্মানগণ ইহজীবনে শ্রামণ্যার্থ অথবা ব্রাহ্মণ্যার্থ নিজে অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করেন।

হে ভিক্ষুগণ, যে কোন শ্রমণব্রাহ্মণগণ এ চার ধাতুর আস্বাদ দোষ এবং নিঃসরণ যথাযথভাবে জানেন, তাঁরা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য। সে আয়ুষ্মানগণ ইহজীবনে শ্রামণ্যার্থ এবং ব্রাহ্মণ্যার্থ নিজে অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করেন।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... যে কোন শ্রমণব্রাহ্মণগণ এ চার ধাতুর উদয়, অন্তগমন, আস্বাদ, দোষ, ও নিঃসরণ যথাযথভাবে জানেনা অধিগত হয়ে অবস্থান করেন।

দশ

শ্রাবস্তী-

যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ পৃথিবী ধাতুকে জানে না, পৃথিবীধাতুর উৎপত্তি জানে না পৃথিবীধাতুর নিরোধগামী মার্গ জানে না অপ্ধাতুকে তেজধাতুকে বায়ুধাতুকে বায়ুধাতুর নিরোধগামী মার্গ জানে না, তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য নয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য নয়। সে আয়ুস্মান্গণ ইহজীবনে অধিগত হয়ে অবস্থান করে না।

হে ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণব্রাহ্মণগণ পৃথিবী ধাতুকে জানেন, পৃথিবীধাতুর উৎপত্তি জানেন, পৃথিবীধাতুর নিরোধ জানেন, পৃথিবীধাতুর নিরোধগামী মার্গ জানেন বায়ুধাতুর নিরোধগামী মার্গ জানেন, তাঁরা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য। সে আয়ুস্মান্গণ ইহজীবনে শ্রামণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যার্থ স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করেন।

অনমতগ্ন সংযুক্ত

প্রথম বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এ সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যাচ্ছন্ন তৃষ্ণাপাশবদ্ধ (সংসারাবর্তে) ধাবমান সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। মনে কর যদি কোন ব্যক্তি এ জন্মদ্বীপে যত তৃণকাষ্ঠ শাখাপল্লব রয়েছে, সে সমস্ত কেটে চার আঙ্গুল টুকরো করে ‘এ আমার মাতা, আমার সে মাতার এ জননী’ বলে এক একটি টুকরো বা কুটি ফেলতে থাকে, তাহলে

এ জন্মদীপের সে তৃণকাষ্ঠ শাখা পল্লব রাশি ফুরিয়ে যাবে,
তবুও সে ব্যক্তির মাতা ও মাতার জননীর সংখ্যা ফুরাবে না।
তার কারণ এ সংসারের আদি জানা যায় না, অবিদ্যাচ্ছন্ন তৃষ্ণা
পাশবদ্ধ ধাবমান সংসরণ সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না।
এভাবে সুদীর্ঘকাল তীব্র দুঃখ ও ঘোর ধ্বংসলীলা তোমরা
অনুভব করেছ এবং শ্মশান বর্ধিত করেছ। তাই সর্বসংস্কারের
প্রতি সৃষ্টির প্রতি নির্বিন্ন হওয়া উচিত বীতস্পৃহ হওয়া উচিত
এবং বিমুক্তিলাভ করা একান্ত কর্তব্য।

দুই

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এ সংসারের আদি অবিদিত পূর্বান্ত
দেখা যায় না। মনে কর- যদি কোন ব্যক্তি এ পৃথিবীর মাটিকে
কুলবীজ প্রমাণ বড়ি করে ‘এ আমার পিতা, আমার সে পিতার
এ জনক’ বলে এক একটি বড়ি ফেলতে থাকে, তাহলে এ
পৃথিবীর মাটি ফুরিয়ে যাবে, তবুও সে ব্যক্তির পিতা ও পিতার
জনকের সংখ্যা ফুরাবে না। তার কারণ এ সংসারের আদি জানা
যায় না বিমুক্তিলাভ করা একান্ত কর্তব্য।

তিন

.... হে ভিক্ষুগণ, এ সংসারের আদি অবিদিত পূর্বান্ত
দেখা যায় না। হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল (সংসার ভ্রমণের) দুঃখ
তোমাদের অনুভূত। তোমরা কি মনে কর- এ সুদীর্ঘকাল
(সংসারাবর্তে ধাবনে সংসরণে) অপ্রিয়সংযোগে প্রিয়বিরোগে
ক্রন্দনজনিত রোদনজনিত অশ্রুপাত অথবা চার মহাসমুদ্রের
জল কোনটি অধিকতর?

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, ভগবৎ দেশিত ধর্মদেশনানুসারে আমরা
জানি- সংসারাবর্তে ধাবনে সংসরণে এ দীর্ঘকালের মধ্যে অপ্রিয়

সংযোগে প্রিয়ব্রিয়োগে ক্রন্দনজনিত রোদনজনিত যে অশ্রুপাত তা অধিকতর, চার মহাসমুদ্রের জল নয়।

ভগবান- সাধু! সাধু!! হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল মাতৃমৃত্যু তোমাদের অনুভূত তা অনুভব করে অপ্রিয়সংযোগে প্রিয়ব্রিয়োগে ক্রন্দনজনিত রোদনজনিত যে অশ্রুপাত তা অধিকতর চার মহাসমুদ্রের জল নয়। হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল পিতৃমৃত্যু তোমাদের অনুভূত ভ্রাতৃমৃত্যু ভগ্নীমৃত্যু পুত্রমৃত্যু কন্যামৃত্যু জাতিবিনাশ সম্পদক্ষয় রোগজনিত ক্ষতি অনুভূত তাই সকল সংস্কারের প্রতি নির্বিন্ণ হওয়া উচিত বীতস্পৃহ হওয়া উচিত এবং বিমুক্ত হওয়া উচিত।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এ সংসারের আদি অব্যবহিত পূর্বান্ত দেখা যায় না। তোমরা কি মনে কর- সংসারাবর্তে ধাবমান হয়ে সংসরণ করে সুদীর্ঘকাল তোমরা যে মাতৃস্তন্য পান করেছ, তা অথবা চার মহাসমুদ্রের জল কোনটি অধিকতর? ভিক্ষুগণ উত্তরে বললেন- ভদন্ত, ভগবৎদেশিত ধর্মানুসারে আমরা জানি সংসারাবর্তে ধাবমান হয়ে সংসরণ করে সুদীর্ঘকাল আমরা যে মাতৃস্তন্য পান করেছি, তা অধিকতর, চার মহাসমুদ্রের জল নয়। বিমুক্ত হওয়া উচিত।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

একদা জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলেন- ভদন্ত, কল্প কত দীর্ঘ? উত্তরে

ভগবান বললেন- কল্প দীর্ঘ, তা এত বৎসর এত শত বৎসর এত শত সহস্র বৎসর বলে গণনা করা সহজ নয়।

ভিক্ষু- ভদন্ত, উপমা দেওয়া সম্ভব কি?

ভগবান- হ্যাঁ, সম্ভব। ধর, দৈর্ঘ্যে একযোজন প্রস্থে একযোজন উচ্চতায় একযোজন একটি শৈলময় নিশ্চিদ্র ঘনসন্নিবিষ্ট পর্বত, সে পর্বতকে যদি কোন ব্যক্তি শতবর্ষান্তর কাশীবস্ত্রে একবার পরিমার্জিত করে, তাহলে সে শৈলময় পর্বত এ উপক্রমে শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হবে নিশ্চিহ্ন হবে, তবুও কল্প শেষ হবে না- কল্প এত দীর্ঘ। এমন দীর্ঘ কল্প সমূহের এক কল্প সংসরণ করা হয়নি, একশত কল্প সংসরণ করা হয়নি, এক সহস্র কল্প সংসরণ করা হয়নি, একশত সহস্র কল্প সংসরণ করা হয়নি (অর্থাৎ অনন্ত কল্প সংসরণ করা হয়েছে।) তার কারণ, এ সংসারের আদি জানা যায় না বিমুক্ত হওয়া উচিত।

ছয়

শ্রাবস্তী-

জনৈক ভিক্ষু জিজ্ঞেস করলেন- ভদন্ত, কল্প কত দীর্ঘ?

ভগবান- হে ভিক্ষু, কল্প কত দীর্ঘ তা ‘এক বৎসর ...’ গণনা করা সহজ নয়।

ভিক্ষু- ভদন্ত, উপমা দেওয়া সম্ভব কি?

ভগবান- হ্যাঁ, সম্ভব। ধর, দৈর্ঘ্যে এক যোজন প্রস্থে এক যোজন উচ্চতায় এক যোজন একটি সর্ষপপূর্ণ লৌহনগর, তা থেকে যদি কোন ব্যক্তি শত বর্ষান্তর একটি সর্ষ তুলে নেয়, তাহলে সে সর্ষপরাশি এতে শীঘ্রতর ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু কল্প ফুরাবে না- কল্প এত দীর্ঘ। এমন দীর্ঘ কল্প সমূহের বিমুক্ত হওয়া উচিত।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... কতিপয় ভিক্ষু- ভদন্ত, কত বহু কল্প অতীত হয়েছে, অতিক্রম করা হয়েছে?

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, বহু বহু কল্প অতীত হয়েছে অতিক্রম করা হয়েছে। সেগুলো ‘এত কল্প এত শত কল্প এত শত সহস্র কল্প’ বলে গণনা করা সহজ নয়।

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, উপমা দেওয়া সম্ভব কি?

ভগবান- হ্যাঁ, সম্ভব। যদি এখানে বর্ষশতায়ু বর্ষশতজীবী চারজন শ্রাবক থাকে যারা প্রতিদিন শত সহস্র কল্প শত সহস্র কল্প (জাতিস্মর জ্ঞানে) অনুস্মরণ করে তবুও কল্প অনুস্মরণ শেষ হবে না, অথচ সে চারজন বর্ষশতায়ু বর্ষশতজীবী শ্রাবক শতবর্ষ পরে দেহত্যাগ করে যাবে। এত বহু কল্প অতীত হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়েছে বিমুক্ত হওয়া উচিত।

আট

রাজগৃহ-

.... জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভবৎ গৌতম, কত বহুকল্প অতীত হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়েছে? উত্তরে ভগবান বললেন- হে ব্রাহ্মণ, বহু বহু কল্প অতীত হয়েছে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেগুলো গণনা করা সহজ নয়।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন- উপমা দেওয়া সম্ভব কি?

ভগবান বললেন- হ্যাঁ, সম্ভব। হে ব্রাহ্মণ, যেখানে গঙ্গানদীর উৎস এবং যেখানে গঙ্গানদী সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সে উভয় স্থানের ব্যবধানের মধ্যে যত বালুকণা আছে, সে বালুরাশি যেমন ‘এত বালুকণা এত শত বালুকণা এত সহস্র বালুকণা এত শত সহস্র বালুকণা’ বলে গণনা করা সহজ নয়,

তেমনি তা থেকেও অধিকতর (অগণনীয়) কল্প অতীত হয়েছে
অতিক্রান্ত হয়েছে। বিমুক্ত হওয়া উচিত।

তা শুনে সে ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন- ভবৎ গৌতম,
সুন্দর! শরণগত উপাসক বলে মনে করুন।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ এ সংসারের আদি অবিদিত পূর্বান্ত
দেখা যায় না। যেমন আকাশে উৎক্ষিপ্ত দণ্ড কখনও মূলে
কখনও অগ্রভাগে কখনও মধ্যভাগে স্থিত হয়ে নিপতিত হয়,
তেমনি অবিদ্যাচ্ছন্ন তৃষ্ণাপাশবদ্ধ (সংসারাবর্তে) ধাবমান
সংসরণকারী সত্ত্বগণ কখনও ইহলোক থেকে পরলোকে গমন
করে কখনও পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে। তার
কারণ এ সংসারের আদি জানা যায় না বিমুক্ত হওয়া
উচিত।

দশ

রাজগৃহ-

হে ভিক্ষুগণ, এ সংসারের আদি অবিদিত পূর্বান্ত দেখা
যায় না। হে ভিক্ষুগণ, সংসারাবর্তে ধাবমান সংসরণকারী এক
ব্যক্তির কল্পকালের অস্থিকঙ্কাল অস্থিপুঞ্জ যদি সংগ্রহ করা হত
এবং সংগৃহীত অস্থি বিনষ্ট না হত, তাহলে সে অস্থিরাশি এ
বৈপুল্য পর্বতের মত প্রকাণ্ড হত। তার কারণ, সংসারের আদি
জানা যায় না। বিমুক্ত হওয়া উচিত। ইহা বলে ভগবান
আবার গাথায় বললেন-

মহর্ষির উক্তি অনুসারে যদি এক কল্পে এক ব্যক্তির অস্থি
সঞ্চয় করা হত, তাহলে সে অস্থিরাশি পর্বতের সমান হত। সে
পর্বত বলতে মগধ দেশের গিরিব্রজে বা পর্বতবেষ্টনীর অন্তর্গত

গৃধ্রকূট পর্বতের উত্তরে অবস্থিত বিশাল বৈপুল্য পর্বতকেই বলা হয় (অর্থাৎ অস্থিরাশি বৈপুল্য পর্বতের সমান হত)। যে ব্যক্তি দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখাতিক্রম এবং দুঃখোপশমগামী আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ এ আর্যসত্য সমূহ সম্যক জ্ঞানে দর্শন করেন, তখন তিনি সাতবার মাত্র সংসার ভ্রমণ করে সকল সংযোজন বা বন্ধনের ক্ষয়ে দুঃখের অবসান করেন।

দ্বিতীয় বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, সংসারের আদি অবিদিত পূর্বান্ত দেখা যায় না। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যে দুঃস্থ দগর্তকে দেখ, তখন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে- এ দীর্ঘকালের মধ্যে তখন অবস্থা আমাদেরও অনুভূত। তার কারণ, সংসারের আদি জানা যায় না। বিমুক্ত হওয়া উচিত।

দুই

শ্রাবস্তী-

.... পূর্বান্ত দেখা যায় না। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যে সুখিত সজ্জিতকে দেখ, তখন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে- এ দীর্ঘকালের মধ্যে এমন অবস্থা আমাদেরও অনুভূত। বিমুক্ত হওয়া উচিত।

তিন

রাজগৃহ-

ত্রিশজন আরণ্যক পিণ্ডচারী বা ভিক্ষাব্রতী পাংশুকূল^১ বসনধারী ত্রিচীবরধারী সবন্ধন^২ পাবাবাসী ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন- পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। তখন ভগবান মনে মনে ভাবলেন- এ ত্রিশজন পাবাবাসী ভিক্ষু সকলেই আরণ্যক সকলেই পিণ্ডচারী সকলেই সবন্ধন। বেশ আমি তাদের ধর্মদেশনা করব যাতে এ আসনেই তাদের চিত্ত নিরূপাদান বা উপাদানহীন আস্রবমুক্ত হয়।

অতঃপর ভগবান তাঁদের ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলে সম্বোধন করলেন। তাঁরা ভদন্ত বলে সাড়া দিলেন। ভগবান বললেন- এ সংসারের আদি অব্যবহিত হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর ‘কোনটি’ অধিকতর সংসারাবর্তে ধাবনে সংসরণে দীর্ঘকালের মধ্যে তোমাদের শিরশ্ছেদে রক্তপাত অথবা চার মহাসমুদ্রের জল? ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন- ভগবদ্দেশিত ধর্মানুসারে আমরা জানি সংসারাবর্তে ধাবনে সংসরণে দীর্ঘকালের মধ্যে শিরশ্ছেদে যে রক্তপাত, অধিকতর চার মহাসমুদ্রের জল নয়। ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল গো-যোনিতে জন্মগ্রহণ করায় গরু হওয়ায় তোমাদের শিরশ্ছেদে রক্তপাতই অধিকতর, চার মহাসমুদ্রের জল নয়, দীর্ঘকাল মহিষযোনিতে জন্মগ্রহণ করায় মহিষ হওয়ায় ছাগযোনিতে জন্মগ্রহণ করায় ছাগ হওয়ায় মেষযোনিতে

^১ ধূলাবালি থেকে কুড়ানো কাপড়ে সেলাই করা ভিক্ষুদের চীবর।

^২ অন্ড্রের ক্রেশ বন্ধন যাঁদের ছিন্ন হয় নাই, তাঁরা সবন্ধন।

জন্মগ্রহণ করায় মেঘ হওয়ায় মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ করায়
মৃগ হওয়ায় শূকরযোনিতে জন্মগ্রহণ করায় শূকর হওয়ায়
.... কুক্কটযোনিতে জন্মগ্রহণ করায় কুক্কট হওয়ায় গ্রাম
ঘাতী চোর বলে ধৃত হয়ে তোমাদের শিরশ্ছেদে রক্তপাতই
অধিকতর, চার মহাসমুদ্রের জল নয়, দীর্ঘকাল লুণ্ঠনকারী দস্যু
বলে পরদার লঙ্ঘনকারী বলে ধৃত হয়ে তোমাদের
শিরশ্ছেদে রক্তপাতই অধিকতর, চার মহাসমুদ্রের জল নয়।
তার কারণ, এ সংসারের আদি জানা যায় না বিমুক্ত হওয়া
উচিত।

ভিক্ষুগণ প্রসন্নমনে ভগবানের উক্তি অনুমোদন করলেন।
এ ব্যাখ্যান ভাষিত হলে ত্রিশজন পাবাবাসী ভিক্ষুর চিত্ত
উপাদানহীন হয়ে আশ্রব থেকে বিমুক্ত হল।

চার

শ্রাবস্তী-

.... এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে
তোমাদের মাতা হয়নি। তার কারণ সংস্কারের আদি অবিদিত।
.... বিমুক্ত হওয়া উচিত।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

.... এ দীর্ঘকালের সময়ের মধ্যে এমন প্রাণী সুলভ নয়,
যে পূর্বে তোমাদের পিতা হয়নি। তার কারণ সংস্কারের আদি
অবিদিত। বিমুক্ত হওয়া উচিত।

ছয়

শ্রাবস্তী-

.... এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে ভ্রাতা হয়নি
বিমুক্ত হওয়া উচিত।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে ভগ্নী হয়নি বিমুক্ত হওয়া উচিত ।

আট

শ্রাবস্তী-

.... এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে পুত্র হয়নি বিমুক্ত হওয়া উচিত ।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে কন্যা হয়নি বিমুক্ত হওয়া উচিত ।

দশ

রাজগৃহ-

.... হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে এ বৈপুল্য পর্বতের নাম ছিল ‘প্রাচীন বংশ’ । সে সময়ে এ অঞ্চলের মানুষদের ‘ত্রিবর’ বলে আখ্যা ছিল । ত্রিবরগণের আয়ুষ্কাল ছিল চল্লিশ সহস্র বৎসর । তারা চারদিনে প্রাচীন বংশ পর্বত আরোহণ করত এবং চার দিনে তা হতে অবতরণ করত । সে সময়ে ভগবান অর্হৎ সম্যক সমুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন । ভগবান ক্রকুচ্ছন্দের বিধুর ও সঞ্জীব নামক অগ্রশ্রাবক যুগল ছিলেন । হে ভিক্ষুগণ, দেখ এ পর্বতের সে নাম অন্তর্হিত, সে মনুষ্যগণ মৃত এবং সে ভগবান পরিনির্বৃত । সংস্কারসমূহ এমন অনিত্য অপ্রব এবং অবিশ্বাস্য । তাই সকল সংস্কারের প্রতি নির্বিন্ হওয়া উচিত, বিরক্ত হওয়া উচিত এবং বিমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে বৈপুল্য পর্বতের ‘বন্ধক’ বলেও নাম ছিল। সে সময়ে এ অঞ্চলের মানুষদের ‘রোহিতাশ্ব’ বলে আখ্যা ছিল। রোহিতাশ্বদের আয়ুষ্কাল ছিল ত্রিশ সহস্র বৎসর। তারা তিন দিনে ‘বন্ধক’ পর্বত আরোহণ করত এবং তিন দিনে অবরোহণ করত। সে সময়ে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কোণাগমণ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান কোণাগমণের ভিষ্যো ও সুত্তর নামক অগ্রশ্রাবক যুগল ছিলেন। হে ভিক্ষুগণ, দেখ এ পর্বতের সে নামও অন্তর্হিত, সে মনুষ্যগণও মৃত এবং সে ভগবানও পরিনির্বৃত। সংস্কার সমূহ এমন অনিত্য বিমুক্ত হওয়া উচিত।

হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে এ বৈপুল্য পর্বতের ‘সুপার্শ্ব’ বলেও নাম ছিল। সে সময়ে এ অঞ্চলের মানুষদের ‘সুপ্রিয়’ বলে আখ্যা ছিল। সুপ্রিয়গণের আয়ুষ্কাল বিশ সহস্র বৎসর। তারা দুই দিনে সুপার্শ্ব পর্বত আরোহণ করত এবং দুই দিনে অবরোহণ করত। সে সময়ে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাব হয়েছিল। ভগবান কাশ্যপের তিষ্য ও ভরদ্বাজ নামক অগ্রশ্রাবকদ্বয় ছিলেন। হে ভিক্ষুগণ, দেখ বিমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হে ভিক্ষুগণ, এখন এ বৈপুল্য পর্বতের বৈপুল্য বলে নাম হয়েছে। বর্তমান কালে এ অঞ্চলের লোকদের ‘মগধ’ বলে আখ্যা হয়েছে। এখন মগধবাসীদের আয়ুষ্কাল অল্প, সামান্য মাত্র- যে দীর্ঘকাল বাঁচে, তার আয়ুষ্কাল একশত বৎসর অথবা কিছু কম বেশী। এরা মুহূর্তে বৈপুল্য আরোহণ করে মুহূর্তে অবরোহণ করে। সম্প্রতি আমি জগতে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ। শারীপুত্র ও মৌদাল্যায়নই আমার অগ্রশ্রাবকদ্বয়। হে ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসিবে যখন এ পর্বতের এ নামও লুপ্ত হবে, এ

মানুষেরাও মরে যাবে এবং আমিও পরিনির্বৃত্ত হব। সংস্কার সমূহ এমন অনিত্য অধ্বংস ও অবিশ্বাস্য; তাই সকল সংস্কারের প্রতি নির্বিন্ন হওয়া উচিত বিরক্ত হওয়া উচিত এবং বিমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা বলে ভগবান সুগত পুনশ্চ উচ্চারণ করলেন-

(অনাদি সংসারে পরিবর্তনের স্রোতে এ একই পর্বত)
ত্রিবারদের সময়ে ‘প্রাচীন বংশ’ রোহিতাশ্বদের ‘বন্ধক’
সুপ্রিয়দের ‘সুপার্শ্ব’ ছিল এবং এখন মগধদের বৈপুল্য হয়েছে।
সংস্কার সমূহ একান্তই অনিত্য ক্ষণস্থায়ী উৎপাদব্যয়ধর্মী। তারা
উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়। তাদের উপশমই সুখ।

অনমতগ্ন সংযুক্ত সমাপ্ত

কাশ্যপ সংযুক্ত

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এ মহাকাশ্যপ যে কোন চীবরলাভে তুষ্ট,
যথালব্ধ চীবর তুষ্টির প্রশংসক এবং অশোভন অসঙ্গত
চীবরান্বেষণ থেকে বিরত। চীবরলাভে অসমর্থ হলে তার
পরিতাপ হয় না, লাভ করেও অনাসক্ত অমূর্ছিত অনর্ভিভূত
দোষদর্শী নিঃসরণপ্রজ্ঞ^১ হয়ে তা পরিভোগ করে ব্যবহার করে।
হে ভিক্ষুগণ, এ কাশ্যপ যে কোন ভিক্ষালব্ধ আহাৰ্যে তুষ্ট
যথালব্ধ আহাৰ্য তুষ্টির প্রশংসক এবং অশোভন অন্যায়

^১ শরীর পালনের জন্যই অনুবস্ত্রাদি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে যাঁর মনে তজ্জন্য ভোগ বিলাসের চিন্তা উদয় হয় না, তিনিই নিঃসরণ-প্রজ্ঞ।

আহারান্বেষণ থেকে বিরত। আহারলাভে অসমর্থ হলে তার পরিতাপ হয় না, লাভ করেও অনাসক্ত অমুর্ছিত দোষদর্শী নিঃসরণপ্রজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে। যে কোন শয়নাসন লাভে তুষ্ট পরিভোগ করে। যে কোন গ্লানপ্রত্যয় বা রোগীর পথ্য ভৈষজ্য-উপকরণ লাভে তুষ্ট পরিভোগ করে।

হে ভিক্ষুগণ, তাই এভাবে শিক্ষা করা উচিত- যে কোন চীবরলাভে তুষ্ট হব, যথালব্ধ চীবর তুষ্টির প্রশংসাবাদী থাকব এবং অশোভন অন্যায় চীবরান্বেষণে রত হব না। চীবরলাভে অসমর্থ হলে অনুতপ্ত হব না, চীবরলাভ করেও অনাসক্ত অমুর্ছিত অনভিভূত দোষদর্শী নিঃসরণপ্রজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করব। যে কোন ভিক্ষালব্ধ আহাৰ্যে তুষ্ট হব যে কোন শয়নাসনলাভে তুষ্ট হব যে কোন গ্লানপ্রত্যয় বা রোগীর পথ্য ভৈষজ্যোপকরণ লাভে তুষ্ট হব নিঃসরণপ্রজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করব। এভাবে তোমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। কাশ্যপকে অথবা কাশ্যপতুল্য ব্যক্তিকে আদর্শরূপে দেখিয়ে তোমাদের উপদেশ প্রদান করব। উপদিষ্ট হয়ে তোমাদের সে আদর্শ অনুসরণ করা বিধেয়।

দুই

এক সময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এবং আয়ুষ্মান শারীপুত্র বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদাবে বাস করতেন। তখন এক সন্ধ্যায় আয়ুষ্মান শারপুত্র ধ্যান থেকে উঠে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হলেন একান্তে উপবেশন পূর্বক মহা কাশ্যপকে জিজ্ঞেস করলেন- বন্ধু কাশ্যপ, ইহা বলা হয় যে অবীর্যবান অপাপভীরু সম্বোধি লাভের অযোগ্য নির্বাণলাভের অযোগ্য অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের অযোগ্য, বীর্যবান পাপ-ভীরুই সম্বোধিলাভের যোগ্য নির্বাণলাভের যোগ্য

অনুত্তর যোগক্ষেম আয়ত্তের যোগ্য- কিভাবে তা হয়? উত্তরে আয়ুস্মান কাশ্যপ বললেন- বন্ধু, এখানে ভিক্ষু ‘অনুৎপন্ন (লোভদ্বৈষাদি) পাপ অকুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন হয়ে আমায় অনর্থ সাধন করতে পারে’ এ চিন্তায় তার অনুৎপত্তির জন্য সচেষ্টি হয় না, ‘উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মগুলো নিরুদ্ধ বা বিগত না হলে আমায় অনর্থ সাধন করবে’ এ চিন্তা করে তা বিনোদনের জন্য সচেষ্টি হয় না, ‘অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ বা পবিত্রতাব সমূহ উৎপন্ন না হলে আমার অনর্থ হতে পারে’ এ চিন্তায় তার উৎপত্তির জন্য সচেষ্টি হয় না এবং ‘উৎপন্ন কুশলধর্ম সমূহ নিরুদ্ধ হয়ে আমার অনর্থ সাধিত হবে’ এ চিন্তা করে তার রক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সচেষ্টি হয় না- এভাবেই অবীর্যবান হয়।

বন্ধু, কিভাবে অপাপ-ভীরু হয়? এখানে ভিক্ষু ‘অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়ে আমায় ক্ষতি সাধন করতে পারে’ এ ভেবে আতঙ্কিত হয় না, ‘উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ নিরুদ্ধ বা বিগত না হলে আমার অনর্থ সাধিত হবে’ ভেবে আতঙ্কিত হয় না’ ‘অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন না হলে ‘উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ নিরুদ্ধ হলে আমার অনর্থ সাধিত হবে’ ভেবে আতঙ্কিত হয় না। এ ভাবে অপাপভীরু হয়। বন্ধু, অবীর্যবান ও অপাপভীরু সম্বোধিলাভের অযোগ্য নির্বাণলাভের অযোগ্য অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের অযোগ্য।

বন্ধু, কিভাবে বীর্যবান হয়? এখানে ভিক্ষু ‘অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়ে আমার ক্ষতি সাধন করতে পারে’ এ চিন্তায় তার অনুৎপত্তির জন্য সচেষ্টি হয়, ‘উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ নিরুদ্ধ না হলে আমার অনর্থ সাধন করবে’ ভেবে তা বিনোদনের জন্য সচেষ্টি হয়, ‘অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ

উৎপন্ন না হলে উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহ নিরুদ্ধ হলে আমার অনর্থ সাধিত হবে’ ভেবে তার রক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। এভাবেই বীর্যবান হয়।

বন্ধু কিভাবে পাপভীরু হয়? এখানে ভিক্ষু ‘অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়ে আমার ক্ষতি সাধন করতে পারে’ এ ভেবে আতঙ্কিত হয়, ‘উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ নিরুদ্ধ না হলে আমার অনর্থ সাধন করবে’ ভেবে আতঙ্কিত হয়, ‘অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্ন না হলে উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ নিরুদ্ধ হলে আমার ক্ষতি সাধিত হবে’ ভেবে আতঙ্কিত হয়। এভাবে পাপভীরু হয়। বন্ধু, বীর্যবান ও পাপভীরু সম্বোধিলাভের যোগ্য যোগক্ষেম অধিগমের যোগ্য।

তিন

শ্রাবস্তী-

.... ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, চন্দ্রের মত (অর্থাৎ চন্দ্র যেমন কোথাও লগ্ন না হয়ে নির্লিপ্তভাবে সকলকে আলো বিতরণ করে চলে, তেমনি নির্লিপ্তভাবে জ্ঞানের আলো বিতরণ করতে করতে) দেহমন বিবিজ্ঞ রেখে নিত্যনূতন হয়ে অপ্রগল্ভভাবে লোকগৃহে উপস্থিত হবে। কাশ্যপ চন্দ্রোপম হয়ে দেহমন নির্লিপ্ত রেখে নিত্যনূতন গয়ে অপ্রগল্ভভাবে লোকগৃহে উপস্থিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কি মনে হয়- কীদৃশ ভিক্ষু লোকগৃহে উপস্থিত হবার উপযুক্ত? ভিক্ষুগণ, বললেন- ভদন্ত, ধর্ম ভগবৎমূলক ভগবৎকর্তৃক ভগবৎপ্রপন্ন, সাধু ইহা ভগবানেরই প্রতিভাত হোক, ভগবানের মুখে শুনে ভিক্ষুগণ এ ভাষিতের অর্থ ধারণ করবেন। অনন্তর ভগবান শূন্যে হস্ত

চালনা করলেন এবং বললেন- হে ভিক্ষুগণ, যেমন এ হস্ত শূন্যে লগ্ন হয় না গৃহীত হয় না বদ্ধ হয় না, তেমনি লোকগৃহে গমন করলে যে ভিক্ষুর চিত্ত ‘লাভকামীরা লাভ করুক, পুণ্যকামীরা পুণ্যার্জন করুক’ বলে লোকগৃহে লগ্ন হয় না গৃহীত হয় না বদ্ধ হয় না এবং যেমন স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট প্রফুল্ল হয়, তেমনি পরের লাভেও সন্তুষ্ট হয়, সে ভিক্ষু লোকগৃহে উপস্থিত হবার উপযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ, লোকগৃহে গমন করলে কাশ্যপের চিত্ত বদ্ধ হয় না এবং স্বীয়লাভে যেমন সন্তুষ্ট প্রফুল্ল হয়, তেমনি পরের লাভেও সন্তুষ্ট প্রফুল্ল হয়।

হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কি মনে হয়- কীদৃশ ভিক্ষুর ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ হয় এবং কীদৃশ ভিক্ষুর ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ হয় না? ভিক্ষুগণ বললেন- ভদন্ত, ধর্ম ভগবৎ মূলক ভিক্ষুগণ এ ভাষিতের অর্থ ধারণ করবেন। ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তবে শোন, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ কর, বলব। ভগবান বলতে লাগলেন- যে ভিক্ষু ‘আহা, লোক আমার ধর্ম শ্রবণ করুক, ধর্ম শুনে প্রসন্ন হোক এবং প্রসন্ন হয়ে (উপহার দানে) প্রসন্নভাব প্রদর্শন করুক’ মনে এরকম সংকল্প পোষণ করে ধর্মদেশনা করে, সে ভিক্ষুর ধর্মদেশনা অপরিশুদ্ধ হয়। যে ভিক্ষু ‘ধর্ম ভগবৎ কর্তৃক সুপ্রকাশিত, তা স্বয়ং দ্রষ্টব্য অকালিক এস দেখ বলে সকলকে আহ্বানের যোগ্য বিজ্ঞগণের অবেদ্য, আহা লোক আমার ধর্মদেশনা শ্রবণ করুক ধর্মশুনে বুঝুক এবং বুঝে তা অনুসরণ করুক’ এ সংকল্প নিয়ে ধর্ম সুধর্মতার নিমিত্ত পরকে ধর্মদেশনা করে করুণায় দয়ায় অনুকম্পায় পরকে ধর্মদেশনা করে, এতাদৃশ ভিক্ষুর ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ ‘ধর্ম ভগবৎ কর্তৃক সুপ্রকাশিত দয়ায় অনুকম্পায় পরকে ধর্ম দেশনা করে।’ হে ভিক্ষুগণ,

কাশ্যপকে অথবা কাশ্যপের মত ব্যক্তি আদর্শ করে তোমাদের উপদেশ প্রদান করব। উপদিষ্ট হয়ে তোমাদের সে আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।

চার

শ্রাবস্তী-

.... ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কি মনে হয়, কীদৃশ ভিক্ষু কুলোপগত বা গৃহোপগত হবার উপযুক্ত এবং কীদৃশ ভিক্ষু গৃহোপগত হবার অনুপযুক্ত। ভিক্ষুগণ বললেন- ভদন্ত, ধর্ম ভগবৎমূলক ভবিষ্যতের অর্থ ধারণ করবেন। ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু গৃহোপগত হয়ে মনে মনে ভাবে ‘আমাকেই দান করুক- দানে বঞ্চিত না করুক, আমাকে বেশী দান করুক- অল্প নয়, উত্তম বস্তুই দান করুক- নিকৃষ্ট নয়, শীঘ্রই আমাকে দান করুক- বিলম্বে নয়, সুন্দরভাবে বা নিখুঁত ভাবে আমাকে দান করুক- অসুন্দর ভাবে নয়।’ এতাদৃশ মন নিয়ে লোকগৃহে উপস্থিত সে ভিক্ষুকে যদি লোক দান না দেয়, তাহলে সে বিড়ম্বিত হয় এবং সে কারণে দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে। যদি তাকে বেশী না দিয়ে অল্প দেওয়া হয়, তাহলে সে বিড়ম্বিত হয় এবং সে কারণে দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে। যদি তাকে উত্তম না দিয়ে মন্দ বস্তু দেওয়া হয়, তাহলে সে ...। তাকে যদি শীঘ্র না দিয়ে বিলম্বে দেওয়া হয়, তাহলে সে ...। তাকে যদি সুন্দরভাবে না দিয়ে অসুন্দরভাবে দেওয়া হয়, তাহলে সে বিড়ম্বিত হয় এবং সে কারণে দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে। এতাদৃশ ভিক্ষু কুলগৃহে উপস্থিত হবার অনুপযুক্ত।

হে ভিক্ষুগণ, সে ভিক্ষু গৃহোপগত হয়ে মনে মনে ভাবে না ‘আমাকেই দান করুক অসুন্দর ভাবে নয়।’ বরং ভাবে ‘তা

পরের গৃহে কি করে সম্ভব?’ এতাদৃশ মন নিয়ে লোকগৃহে উপস্থিত সে ভিক্ষুকে যদি লোকেরা দান না দেয়, তাহলে সে ভিক্ষু বিড়ম্বিত হয় না এবং সে কারণে দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে না তাকে যদি অসুন্দরভাবে দেওয়া হয়- সুন্দররূপে নয়, তাহলে সে বিড়ম্বিত হয় না এবং সে কারণে দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে না। এতাদৃশ ভিক্ষু কুলগৃহে উপস্থিত হবার উপযুক্ত।

হে ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ এতাদৃশ মন নিয়ে কুলগৃহে উপস্থিত হয় দুঃখ দৌর্মনস্য অনুভব করে না। হে ভিক্ষুগণ, কাশ্যপকে অথবা কাশ্যপের মত ব্যক্তিকে আদর্শ করে উপদিষ্ট হয়ে তোমাদের সে আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।

পাঁচ

রাজগৃহ-

একদিন আয়ুত্থান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসলেন। ভগবান তাঁকে বললেন- হে কাশ্যপ, তুমি এখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, আমার ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত এ পাংশুকুল (পথের ধুলি থেকে সংগৃহীত) শণবস্ত্র তোমার পক্ষে ভারী। তাই তুমি গৃহপতি দত্ত বা দানলব্ধ চীবর পরিধান কর, (ভিক্ষান্ন ত্যাগ করে) নিমন্ত্রণে ভোজন কর এবং আমার কাছে থাক।

কাশ্যপ- ভদন্ত, আমি চিরকাল আরণ্যক এবং আরণ্যবাসের গুণকীর্তনকারী, ভিক্ষাজীবী এবং ভিক্ষাজীবিতার প্রশংসাবাদী, পাংশুকুলব্রতী এবং ত্রিচীবরধারণের প্রশংসাবাদী, অল্লেচ্ছু বা নির্লোভ এবং অল্লেচ্ছুতার প্রশংসক, সন্তুষ্ট (যথালোভে তুষ্ট) এবং সন্তুষ্টকায় প্রশংসক, প্রবিবিক্ত বা

নির্জনচারী এবং প্রবিবেকের প্রশংসক, অসংশ্লিষ্ট এবং অসংশ্লিষ্টতার প্রশংসক, আরদ্ধবীর্য এবং বীর্যারম্ভের প্রশংসক।

ভগবান- হে কাশ্যপ, কি কারণে তুমি চিরকাল আরণ্যক এবং অরণ্যবাসের গুণকীর্তনকারী আরদ্ধবীর্য এবং বীর্যারম্ভের প্রশংসক?

কাশ্যপ- ভদন্ত, আমি দুই কারণে চিরকাল আরণ্যক এবং অরণ্যবাসের গুণকীর্তনকারী আরদ্ধবীর্য এবং বীর্যারম্ভের প্রশংসক- নিজের বর্তমান সুখবিহার বা স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরবর্তী জনতার প্রতি অনুকম্পায় যেন তারা এ আদর্শ অনুসরণ করে। যারা বুদ্ধানুবুদ্ধ ছিলেন, তাঁরা চিরকাল ছিলেন আরণ্যক এবং অরণ্যবাসের গুণকীর্তনকারী বীর্যারম্ভের প্রশংসক। পরবর্তী জনতা সে আদর্শ অনুসরণ করবে। তা তাদের হবে হিতায় সুখায়। এ দুই কারণে আমি আরণ্যক বীর্যারম্ভের প্রশংসক।

ভগবান- হে কাশ্যপ সাধু! সাধু! তুমি একান্তই বহুজনের হিতার্থে বহুজনের সুখের নিমিত্ত লোকানুকম্পায় দেবমনুষ্যদের রক্ষণার্থে সুখের নিমিত্ত অগ্রসর হয়েছ। তাই তুমি আমার ব্যবহৃত পরিত্যক্ত পাংশুকূল শণবসন ধারণ কর, ভিক্ষাজীবী হও এবং অরণ্যচারী হয়ে থাক।

ছয়

রাজগৃহ-

.... ভগবান আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে বললেন- হে কাশ্যপ, ভিক্ষুদের উপদেশ দাও, তাঁদের ধর্মকথা শোনাও। হে কাশ্যপ, আমি ভিক্ষুদের উপদেশ দিই অথবা তুমি তাদের উপদেশ দাও, আমি তাদের ধর্মকথা শোনাই অথবা তুমি শোনাও। আয়ুষ্মান কাশ্যপ উক্তি করলেন- এখন ভিক্ষুরা দুর্বচ দুর্বচতা সমন্বিত,

অসহিষ্ণু এবং অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না। এখানে আমি আনন্দের শিষ্য ভিক্ষু ভগ্নকে এবং অনিরুদ্ধের শিষ্য অভিজ্ঞিককে শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করতে দেখেছি ‘এসো ভিক্ষু, কে (আমাদের মধ্যে) অধিকতর বলতে পারে, সুন্দরতর বলতে পারে এবং দীর্ঘতর বলতে পারে?’

অনন্তর ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে সম্বোধন করে বললেন-
হে ভিক্ষু, তুমি যাও আমার কথায় ভিক্ষু ভগ্ন ও ভিক্ষু অভিজ্ঞিককে সম্বোধন করে বল যে আমি তাদের ডাকছি। সে ভিক্ষু ‘হ্যাঁ, ভদন্ত’ বলে সায় দিয়ে সে ভিক্ষুদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের বললেন- শাস্তা তোমাদের ডাকছেন। সে ভিক্ষুদ্বয় ‘হ্যাঁ, বন্ধু’ বলে তাঁর কথায় সায় দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসলেন। ভগবান তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন- ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সত্যই শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান কর এসো ভিক্ষু, কে অধিকতর বলতে পারে দীর্ঘতর বলতে পারে?’ ভিক্ষুদ্বয় ‘হ্যাঁ, ভদন্ত’ বলে স্বীকারোক্তি করলেন। ভগবান তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি আমার কাছে এমন উপদেশ পেয়েছ “এসো, তোমরা পরস্পরকে শ্রুত বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতায় আহ্বান কর কে দীর্ঘতর বলতে পারে।” ভিক্ষুগণ উত্তর করলেন- না, ভদন্ত। ভগবান জিজ্ঞেস করলেন- যদি এমন উপদেশ না পেয়ে থাক, তবে তোমরা তুচ্ছ ব্যক্তিদ্বয় কি জেনে কি দেখে এতাদৃশ সুপ্রকাশিত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে কেন তা কর? সে ভিক্ষুদ্বয় ভগবানের চরণে মস্তক লুপ্তিত করে বললেন- “ভদন্ত, মূঢ়তা বশত অজ্ঞতা বশত অনৈপুণ্য হেতু আমাদের অপরাধ হয়েছে যে আমরা এমন

সুপ্রকাশিত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে পরস্পরকে শ্রুত বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছি কে দীর্ঘতর বলতে পারে?” ভগবান আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন ভবিষ্যৎ সংঘমের জন্য। ভগবান বললেন- তোমাদের একান্তই অপরাধ হয়েছে। যেহেতু তোমরা অপরাধকে অপরাধ বলে দেখে যথাধর্ম প্রতিকার করছ, তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করছি। হে ভিক্ষুগণ, যে অপরাধকে অপরাধরূপে ভেবে যথাধর্ম প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতে সংযত হয়, তা আর্যবিনয়ে উন্নতি বলে মানা হয়।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... ভগবান মহাকাশ্যপকে বললেন- হে কাশ্যপ ভিক্ষুদের উপদেশ দাও, তাদের ধর্মকথা শোনাও। হে কাশ্যপ, আমি ভিক্ষুদের উপদেশ দিই অথবা তুমি উপদেশ দাও, আমি তাদের ধর্মকথা শোনাই অথবা তুমি শোনাও। কাশ্যপ বললেন- ভদন্ত, এখন ভিক্ষুরা দুর্বচ দুর্বচতা সম্বন্ধিত, অসহিষ্ণু এবং অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না। ভদন্ত, কুশল ধর্মের প্রতি বা পুণ্য ভাবের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই, কুশল ধর্মে যার হ্রী নেই, কুশল ধর্মে যার অপত্রপা বা ভয় নেই, কুশল ধর্মে যার বীর্য নেই, কুশল ধর্মে যার প্রজ্ঞা নেই, তার দিবারাত্র কুশল ধর্মের হানিই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। যেমন কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র দিবারাত্র বর্ণে মণ্ডলে আভায় আকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে, তেমনি যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই তার দিবারাত্র কুশল ধর্মের ক্ষয়ই প্রত্যাশিত, শ্রীবৃদ্ধি নয়। ভদন্ত, অশ্রদ্ধ ব্যক্তি বলতে পরিহানিই বা সঙ্ঘের অবনতিই, হ্রী-হীন বা নির্লজ্জ ব্যক্তি বলতে পরিহানিই, অপাপ-ভীরু ব্যক্তি বলতে পরিহানিই, অলস

ব্যক্তি বলতে পরিহানিই, দুঃপ্রজ্ঞ বা দুর্বুদ্ধি পরায়ণ, ক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তি বলতে পরিহানিই, বৈরভাবাপন্ন ব্যক্তি বলতে পরিহানিই, ‘উপদেষ্টা ভিক্ষু নেই’ মিথ্যা ধারণা পরিহানিই।

ভদন্ত, কুশল ধর্মের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে, কুশল ধর্মে যার হ্রী আছে, কুশল ধর্মে যার অপত্রপা আছে, কুশল ধর্মে যার বীর্য আছে, কুশল ধর্মে যার প্রজ্ঞা আছে, তার দিবারাত্রি কুশল ধর্মের বৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, হানি নয়। যেমন গুরু পক্ষে চন্দ্র দিবারাত্রি বর্ণে মণ্ডলে আভায় আকারে বর্ধিত হতে থাকে, তেমনি যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে তার দিবারাত্রি কুশল ধর্মের বৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, হানি নয়। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি বলতে অপরিহানি বা সজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধি, হ্রীসম্পন্ন বলতে অপরিহানিই, পাপভীরু বলতে অপরিহানিই, আরন্ধবীর্য ব্যক্তি বলতে অপরিহানিই, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলতে অপরিহানিই, অক্রোধী ব্যক্তি বলতে অপরিহানিই, অবৈরী ব্যক্তি বলতে অপরিহানিই, ‘উপদেষ্টা ভিক্ষু আছে বলে ধারণা অপরিহানিই’।

হে কাশ্যপ, সাধু! সাধু! কুশল ধর্মের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ‘উপদেষ্টা ভিক্ষু আছে’ ধারণা অপরিহানিই।

আট

শ্রাবস্তী-

.... ভগবান মহাকাশ্যপকে বললেন- হে কাশ্যপ, ভিক্ষুদের উপদেশ দাও তুমি শোনাও। কাশ্যপ বললেন- ভদন্ত, ভিক্ষুরা এখন দুর্বচ অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না। ভগবান বললেন- হে কাশ্যপ তাই তো পূর্বে স্থবির ভিক্ষুগণ ছিলেন আরণ্যক এবং আরণ্যকতার প্রশংসাবাদী, ভিক্ষাজীবী এবং ভিক্ষাজীবিতার প্রশংসাবাদী, পাংশুকূলব্রতী এবং

পাংশুকূলব্রতের প্রশংসাকারী, ত্রিচীবরধারী এবং ত্রিচীবরধারণে প্রশংসাবাদী, অল্লেখ্য এবং অল্লেখ্যতায় প্রশংসাবাদী, সম্ভ্রষ্ট এবং সম্ভ্রষ্টতার প্রশংসাবাদী, প্রবিবিক্ত এবং প্রবিবেকের প্রশংসাবাদী, অসংশ্লিষ্ট এবং অসংশ্লিষ্টতার প্রশংসাবাদী, আরন্ধবীর্য এবং বীর্যারম্ভের প্রশংসাবাদী। সেখানে যে ভিক্ষু হত আরণ্যক এবং আরণ্যকতার প্রশংসাবাদী বীর্যারম্ভের প্রশংসাবাদী, তাকে স্থবির ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণে আহ্বান করত- এসো ভিক্ষু, এ ভিক্ষুর নাম কি, এ ভিক্ষু ভদ্র শিক্ষাকামী, এসো এ আসনে উপবেশন কর তা থেকে তথাকার নবীন ভিক্ষুদের এমন চিন্তার উদয় হত ‘যে ভিক্ষু হয় আরণ্যক এবং আরণ্যকতার প্রশংসাবাদী বীর্যারম্ভের প্রশংসাবাদী, তাকে স্থবির ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণে আহ্বান করেন- এসো ভিক্ষু উপবেশন কর’। অতঃপর তারা তাদৃশ হবার জন্য সে আদর্শ অনুসরণ করত। তা হত তাদের চিরকালের জন্য হিতাবহ এবং সুখাবহ। হে কাশ্যপ, এখন স্থবির ভিক্ষুগণ, নয় আরণ্যক নয় বীর্যারম্ভের প্রশংসাবাদী। সেখানে যে ভিক্ষু হয় প্রখ্যাত যশস্বী চীবর-পিঞ্জান প্রত্যয় ভৈষ্যোপকরণের লাভী, তাকে স্থবির ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণে আহ্বান করে- এসো ভিক্ষু, এ ভিক্ষুর নাম কি, এ ভিক্ষু ভদ্র সব্রক্ষচারীকামী, এসো এ আসনে উপবেশন কর। তা দেখে তথাকার নবীন ভিক্ষুদের মনে এমন চিন্তার উদয় হয় ‘যে ভিক্ষু হয় প্রখ্যাত যশস্বী তাকে স্থবির ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণে আহ্বান করে- এসো ভিক্ষু উপবেশন কর।’ অতঃপর তারা তাদৃশ হবার জন্য পথ অবলম্বন করে। তা হয় তাদের চিরকালের জন্য অহিতাবহ এবং দুঃখাবহ। হে কাশ্যপ, যাকে সম্যকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়- ব্রক্ষচারী ব্রক্ষচারোপদ্রব বা চীবরাদির প্রতি লোভে

উপদ্রুত, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী- অভিভবন বা ব্রহ্মচারীর চিত্তমহনকারী যশাকাজ্জা দ্বারা অভিভূত, তাকে তা'ই বলা হবে।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, কামবিবিক্ত অকুশলধর্মবিবিক্ত অর্থাৎ কামনাবর্জিত কুপ্রবৃত্তিবর্জিত^১ বিতর্কবিচারযুক্ত বিবিক্তভাবজনিত প্রীতিসুখপূর্ণ প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। কাশ্যপ ও যতক্ষণ ইচ্ছা করে, কামবিবিক্ত অকুশল ধর্মবিবিক্ত বিতর্কবিচার যুক্ত বিবিক্তভাবজনিত প্রীতিসুখপূর্ণ প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, বিতর্ক বিচারের উপশমে বা নিবৃত্তিতে অধ্রুপ্রসন্নতা^২ একাগ্রতায়ুক্ত বিতর্কবিচারহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখপূর্ণ দ্বিতীয় ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে বাস করি। কাশ্যপও যতক্ষণ দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, প্রীতির বিরাগে উপেক্ষক হয়ে বা মধ্যস্থ ভাবালম্বনে বাস করি এবং স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে^৩ কায়ে সুখ অনুভব করি, যাকে আর্যগণ 'উপেক্ষক স্মৃতিমান সুখবিহারী' বলে নির্দেশ করেন তা অর্থাৎ তৃতীয় ধ্যান

^১ ধ্যেয় বিষয়ে যে চিত্তবৃত্তি চিত্তকে আরোপিত করে, তা অভিধর্মের পরিভাষায় বিতর্ক বলে কথিত হয়। বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা প্রত্যেকটি ধ্যানাঙ্গ নামে অভিহিত।

^২ এখানে কায় বলতে স্থূল দেহ নয়, নাম কায়কে বোঝায়।

^৩ এখানে কায় বলতে স্থূল দেহ নয়, নাম কায়কে বোঝায়।

প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। কাশ্যপও তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, সুখ পরিত্যাগে দুঃখ পরিত্যাগে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অন্তগমনে সুখদুঃখের অতীত উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধিযুক্ত চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। কাশ্যপও যতক্ষণ চতুর্থধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, সর্বতোভাবে রূপ সংজ্ঞার অতিক্রমে প্রতিঘ সংজ্ঞার বিলয়ে অনন্ত আকাশকে ধ্যানের বিষয় করে ‘আকাশানন্তায়তন’ ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। কাশ্যপও যতক্ষণ আকাশানন্তায়তন ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, সর্বতোভাবে আকাশানন্তায়তন অতিক্রম করে অনন্ত বিজ্ঞানকে ধ্যানের বিষয় করে বিজ্ঞানানন্তায়তন ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হয়ে বাস করি, কাশ্যপও যতক্ষণ বিজ্ঞানানন্তায়তন ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, সর্বতোভাবে বিজ্ঞানানন্তায়তন অতিক্রম করে কিছুতেই এ ধারণাকে ধ্যানের বিষয় করে আকিঞ্চনায়তন ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। কাশ্যপও যতক্ষণ আকিঞ্চনায়তন ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, সর্বতোভাবে ‘আকিঞ্চনায়তন’ অতিক্রম করে ‘নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন’ ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। কাশ্যপও যতক্ষণ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ, অনেক প্রকার ঋদ্ধি অনুভব করি, যথা- এক হয়ে বহু হই, বহু হয়েও এক হই, আবির্ভূত অন্তর্হিত হই, প্রাকার প্রাচীর পর্বতমাত্র অনন্যভাবে গমন করি যেন আকাশে বা শূন্যস্থানে, মাটিতে নিমগ্ন হয়ে উত্থান করি যেন জলে, জলের ওপর দিয়ে হাঁটি যেন মাটিতে, আকাশে আসনবদ্ধ হয়ে পাখীদের মত গমন করি, এমন মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী চন্দ্রসূর্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করি মার্জন করি, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত শরীরায়ত্ত করি। কাশ্যপও যতক্ষণ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত শরীরায়ত্ত করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, অতি মানবীয় বিশুদ্ধ দিব্য কর্ণে দূরস্থ সমীপস্থ উভয় দিব্যমনুষ্য শব্দ শ্রবণ করি। কাশ্যপও যতক্ষণ শ্রবণ করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি অন্য সত্ত্বদের অন্য ব্যক্তিদের চিত্ত স্বীয় চিত্তের দ্বারা বুঝতে পারি- সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত বলে জানি, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত বলে জানি, দ্বেষ্যুক্ত চিত্তকে দ্বেষ্যুক্ত চিত্ত বলে জানি, বীতদ্বেষ চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত বলে জানি, সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত বলে জানি, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত বলে জানি, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত বলে জানি, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলে জানি, মহদাত চিত্তকে মহদাত চিত্ত বলে জানি, অমহদাত চিত্তকে অমহদাত চিত্ত বলে জানি, অননুত্তর চিত্তকে অননুত্তর চিত্ত বলে জানি, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত বলে জানি, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলে জানি, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত বলে জানি, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলে জানি, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলে জানি। কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে বিমুক্ত চিত্ত বলে জানে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, অনেক প্রকার পূর্ব নিবাস বা পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করি, যথা- এক জন্ম দুই জন্ম তিন জন্ম চার জন্ম পাঁচ জন্ম দশ জন্ম বিশ জন্ম ত্রিশ জন্ম চল্লিশ জন্ম পঞ্চাশ জন্ম একশ জন্ম সহস্র জন্ম অনেক সংবর্ত কল্প অনেক বিবর্ত কল্প ‘অমুক স্থানে ছিলাম এ নাম এ গোত্র এ বর্ণ এ আহার এ সুখদুঃখানুভবী এ আয়ুর্বিশিষ্ট সেস্থান থেকে চ্যুত হয়ে অমুক স্থানে উৎপন্ন হয়েছিলাম এ নাম গোত্র এ আয়ুর্বিশিষ্ট তথা থেকে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি।’ এভাবে আকার ও বর্ণনা সহ অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করি। কাশ্যপও যতক্ষণ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি, অতিমানবীয় বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষে প্রাণীদের চ্যুত হতে ও জন্মগ্রহণ করতে দেখতে পাই এবং হীন উত্তম সুবর্ণ দুবর্ণ সুগত দুর্গত যথাকর্তমানুগ প্রাণীদের জানি ‘এ সত্ত্বগণ কায়িক দুষ্কর্ম সমন্বিত বাচনিক দুষ্কর্ম সমন্বিত মানসিক দুষ্কর্ম সমন্বিত আর্যোপবাদক বা নিষ্পাপী নিন্দুক মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত কর্মকারী- এরা দেহ ভঙ্গে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন’ এভাবে অতিমানবীয় বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষে প্রাণীদের চ্যুত হতে এ জন্মগ্রহণ করতে দেখতে পাই এবং হীন উত্তম সুবর্ণ দুবর্ণ সুগত দুর্গত যথাকর্তমানুগ প্রাণীদের জানি। কাশ্যপও যতক্ষণ যথাকর্তমানুগ প্রাণীদের জানে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি আস্রব সমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞাবিমুক্তি ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। কাশ্যপও অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

একসময় আয়ুস্মান মহাকাশ্যপ শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করতেন। তখন আয়ুস্মান আনন্দ একদিন পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্র চীবর গ্রহণ করে, আয়ুস্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন- ভদন্ত কাশ্যপ, চলুন ভিক্ষুণীদের একটি আশ্রমে উপস্থিত হই। মহাকাশ্যপ বললেন- বন্ধু আনন্দ, তুমি যাও, তুমি কৃত্য বহুল করণীয় বহুল। দ্বিতীয়বার আনন্দ আহ্বান করলেন- ভদন্ত কাশ্যপ, চলুন ভিক্ষুণীদের একটি আশ্রমে উপস্থিত হই। মহাকাশ্যপ বললেন- বন্ধু আনন্দ, তুমি যাও, তুমি কৃত্য বহুল করণীয় বহুল। তৃতীয়বার আয়ুস্মান আনন্দ অনুরোধ করলেন- ভদন্ত কাশ্যপ, চলুন ভিক্ষুণীদের একটি আশ্রমে উপস্থিত হই।

অনন্তর আয়ুস্মান মহাকাশ্যপ পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে আয়ুস্মান আনন্দ সমভিব্যাহারে পূর্বাহ্নে ভিক্ষুণীদের একটি আশ্রমে উপনীত হয়ে পাতানো আসনে বসলেন। ভিক্ষুণীরা তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁদের ধর্মীয় কথায় ধর্মাচরণের সুফল দেখালেন, ধর্ম গ্রহণ করালেন, উৎসাহিত করলেন এবং পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত করলেন। তদনন্তর তিনি আসন ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর ভিক্ষুণী স্কুল তিষ্যা অসম্ভষ্ট হয়ে অসন্তোষ বাক্য উচ্চারণ করলেন- ভদন্ত মহাকাশ্যপ কি করে বিজ্ঞমুনি ভদন্ত আনন্দের সম্মুখে ধর্ম বলা উচিত মনে করলেন, সূচী বণিক যেমন সূচীকারের কাছে সূচী বিক্রয় মনে করে, তেমনি ভদন্ত মহাকাশ্যপ বিজ্ঞমুনি ভদন্ত আনন্দের সম্মুখে ধর্ম ভাষণ উচিত মনে করেন।

আয়ুস্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুণী স্কুল তিষ্যার এ উক্তি শুনে আয়ুস্মান আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন- বন্ধু আনন্দ, আমি সূচী

বণিক এবং তুমি সূচীকার কি অথবা আমি সূচীকার এবং তুমি সূচী বণিক কি?

আনন্দ বললেন- ভদন্ত, ক্ষমা করুন, মহিলা নির্বোধ।

মহাকাশ্যপ- বন্ধু আনন্দ থামো, ভিক্ষুসঙ্ঘ যেন তোমাকে অতি পরীক্ষণ না করে (অর্থাৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ যেন স্কুল তিষ্যার উক্তি শুনে না ভাবে তার প্রতি তোমার অনুরাগ আছে।) তুমি কি মনে কর যে ভগবানের নিজের মুখে ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থাপিত বা আদর্শরূপে স্থাপিত- “হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। আনন্দ ও যতক্ষণ ইচ্ছা করে প্রথম ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে বাস করে।”

আনন্দ- না ভদন্ত, তা নয়।

কাশ্যপ- বন্ধু আনন্দ, ভগবানের নিজের মুখে আমি ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থাপিত- ‘হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করি, কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ, আমি আশ্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞা বিমুক্তি ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে বাস করি, কাশ্যপও কাশ্যপও অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে বাস করে।” যে আমার^১ ছয় অভিজ্ঞাকে ঢেকে রাখতে চায়, সে যেন সাত হাত অথবা সাড়ে সাত হাত উচ্চ হাতিকে তাল পাতায় ঢাকতে চায়।

^১ অভিজ্ঞা বা ধ্যানলব্ধ শক্তি ছয়টি যথা- নানাবিধ ঋদ্ধি, দিব্য চক্ষু, দিব্যশ্রোত্র, পরচিন্ত্ত জ্ঞান, পূর্বজন্মানুস্মৃতি জ্ঞান এবং কামাদি আশ্রবক্ষয় জ্ঞান।

পরে ভিক্ষুণী স্থূল তিষ্যা ব্রহ্মচর্যচ্যুত হন অর্থাৎ ভিক্ষুণী জীবন ত্যাগ করেন।

এগার

এক সময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ রাজগৃহের বেনুবনে কলন্দক ক্ষেত্রে বাস করতেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে দক্ষিণাসিরিতে পরিভ্রমণ করছিলেন। সে সময় আয়ুষ্মান আনন্দের ত্রিশজন (অধিকাংশ তরুণ শিষ্য) ভিক্ষুধর্ম ত্যাগ করে গৃহীজীবন অবলম্বন করে।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ দক্ষিণাগিরিতে ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করে রাজগৃহে এসে বেনুবনে কলন্দক ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসলেন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- বন্ধু আনন্দ, কি কি কারণে ভগবান গৃহস্থদের গৃহে ভিক্ষুদের ‘ত্রিকভোজন বা তিন জনের ভোজন’ বিধি প্রবর্তন করেছেন?

আনন্দ- ভদন্ত কাশ্যপ, দুঃশীল ব্যক্তিদের নিগ্রহের জন্য শীলবান ভিক্ষুদের নিরাপত্তার জন্য, পাপেচ্ছ ব্যক্তিগণ যেন পক্ষাবলম্বনে সজ্ঞভেদ না করে এবং গৃহস্থগণের প্রতি অনুকম্পায়, এ তিন কারণে ভগবান গৃহস্থদের গৃহে ‘ত্রিকভোজন’ বিধি প্রবর্তন করেছেন।

কাশ্যপ- বন্ধু আনন্দ, তবে কেন তুমি এ অসংযতেন্দ্রিয় অমিতাহারী অজাগ্রত ভিক্ষুদের নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছ? তুমি যেন শস্য ধ্বংস করে চলছ, যেন কুল ধ্বংস করে চলছ। বন্ধু আনন্দ, তোমার পরিষদ বা দল নষ্ট হচ্ছে, প্রায় নবীন শিষ্যদল বিনষ্ট হচ্ছে। (আনন্দকে লক্ষ্য করে) এ কুমার মাত্রা জানল না।

আনন্দ- ভদন্ত কাশ্যপ, মস্তকে কেশ পঙ্ক হয়েছে, আজও আয়ুশ্মান মহাকাশ্যপের কুমারবাদ থেকে মুক্তি পাইনি অর্থাৎ আয়ুশ্মান মহাকাশ্যপ আমাকে ছেলেমানুষ বলতে ছাড়েন না।

কাশ্যপ- বন্ধু আনন্দ, তুমি যে এ অসংযতেন্দ্রিয় অমিতাহারী অজাগ্রত নবীন ভিক্ষুদের নিয়ে ভ্রমণে বের হও। তুমি যেন শস্য ধ্বংস করে চল, যেন কুল ধ্বংস করে চল। বন্ধু আনন্দ, তোমার পরিষদ নষ্ট হচ্ছে, প্রায় নবীন শিষ্যদল বিনষ্ট হচ্ছে। এ কুমার মাত্রা জানে না।

ভিক্ষুণী স্থলানন্দা শুনলেন যে ভদন্ত মহাকাশ্যপ বিজ্ঞমুনি ভদন্ত আনন্দকে ‘কুমার’ বলে ভর্ৎসনা করেছেন। তাতে ভিক্ষুণী স্থলানন্দা অসন্তুষ্ট হয়ে অসন্তোষ বাক্য উচ্চারণ করেন- যে ভদন্ত মহাকাশ্যপ পূর্বে অবৌদ্ধ পরিব্রাজক ছিলেন, তিনি কিরূপে বিজ্ঞমুনি ভদন্ত আনন্দকে কুমার বলে ভর্ৎসনা করতে সাহস করেন। আয়ুশ্মান মহাকাশ্যপ সে ভিক্ষুণীর উক্তি শুনে আয়ুশ্মান আনন্দকে বললেন- বন্ধু আনন্দ, ভিক্ষুণী স্থলানন্দা একান্তই বিবেচনা না করে সহসা বাক্য বলে ফেলেছে। যেদিন থেকে আমি কেশ শূশ্রু কামিয়ে কাষায়বস্ত্র পরে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়েছি সেদিন থেকে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কাকেও শাস্তা বা গুরু মেনেছি বলে জানি না; যখন আমি আগে গৃহী ছিলাম, তখন আমার মনে এ চিন্তার উদয় হয়েছিল ‘গৃহবাস বাধাসঙ্কুল মালিন্যের উৎস, প্রব্রজ্যা মুক্ত অবকাশ। গৃহে থেকে ঐকান্তিকভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ শঙ্খলেখার মত শুভ্র ব্রহ্মচর্য পালন করা সহজ নয়, বেশ আমি কেশ শূশ্রু কামিয়ে কাষায় বস্ত্র পরে গৃহত্যাগ করে গৃহহীন প্রব্রজিত হব।’ অতঃপর আমি অন্য সময়ে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সংঘাটি বা সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে অর্হৎগণের উদ্দেশে

কেশশূন্যহীন কাষায় পরিহিত প্রব্রজিত হলাম। প্রব্রজিত হয়ে দীর্ঘপথ ধরে চলতে চলতে রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বহুপুত্র নামক চৈত্রে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেলাম। তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল ‘আমি একান্তই শাস্তাকে দেখব, ভগবানকে দেখব, সুগতকে দেখব, ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধকে দেখব।’ আমি সেখানেই ভগবানের চরণতলে মস্তক লুপ্তি করে ভগবানকে বললাম ‘ভগবান আমার শাস্তা, আমি শ্রাবক বা শিষ্য।’ ইহা শুনে ভগবান আমাকে বললেন “কাশ্যপ, সর্বান্তঃকরণে প্রপন্ন শ্রাবককে যে না জেনে বলে ‘জানি’ না দেখে বলে ‘দেখি’ তার মস্তকও নিপাতিত বা স্কন্ধচ্যুত হতে পারে, কিন্তু আমি জেনেই বলি ‘জানি’ দেখেই বলি ‘দেখি’। কাশ্যপ, তাই তোমার এমন শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত- নবীন মধ্যম জীবির ভিক্ষুদের প্রতি আমার তীব্র সলজ্জতা সভয়তা বিদ্যমান থাকবে, কুশল সম্বন্ধীয় যে কোন ধর্মকথা শুনব, সে সমস্তই একাগ্রমনে মনোনিবেশ সহকারে সর্বান্তঃকরণে কর্ণপাত করে শুনব; আনন্দানুভবপূর্ণ কায়ানুস্মৃতি ধ্যান আমার পরিত্যক্ত হবে না।” ভগবান আমাকে এ উপদেশ দিয়ে আসন ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন। বন্ধু, আমি সপ্তাহকাল মাত্র বন্ধনযুক্ত (ক্লেশ বন্ধনে বদ্ধ) অবস্থায় লোকের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্ন ভোজন করেছিলাম, প্রব্রজ্যায় অষ্টম দিবসে নির্বাণোপলব্ধি হয়েছিল অর্থাৎ অর্হত্ব লাভ করেছিলাম। অতঃপর একদিন ভগবান পথ থেকে নেমে একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত হলেন। আমি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড যোগে প্রস্তুত সংঘাটি চার ভাঁজ করে পেতে দিয়ে ভগবানকে বললাম- ভগবন্, এখানে বসুন যা আমার চিরকালের জন্য হিতাবহ সুখাবহ হবে। ভগবান তথায় উপবেশন করে আমাকে বললেন- হে কাশ্যপ, তোমার ছিন্ন

বস্ত্রের সংঘাটি কোমল। আমি বললাম- ভদন্ত, আমার ছিন্ন বস্ত্রের সংঘাটি অনুকম্পা পূর্বক গ্রহণ করুন। ভগবান জিজ্ঞেস করলেন- হে কাশ্যপ তুমি কি আমার পরিত্যক্ত জীর্ণ পাংশুকুল শণবসন পরবে? আমি বললাম- হাঁ, ভদন্ত, ভগবানের পরিত্যক্ত জীর্ণ পাংশুকুল শণবসন আমি পরব। আমি সেই ছিন্ন বস্ত্রের সংঘাটি ভগবানকে দিলাম এবং ভগবানের পরিত্যক্ত জীর্ণ পাংশুকুল শণবসন পরলাম। ভগবানের সাথে এভাবে আমার বসন বিনিময় হয়েছিল। যাকে সম্যকরূপে বলতে গেলে বলতে পারা ভগবানের ঔরস মুখজ ধর্মজাত ধর্মগঠিত ধর্মোত্তরাধিকারী পাংশুকুল শণবসনগ্রাহী পুত্র, সে আমাকেই তা সম্যকভাবে বলতে পারা যায়। আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি প্রথম ধ্যান অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে বাস করি। যে আমার অভিজ্ঞানকে ঢেকে রাখতে চায়, সে যেন সাত হাত অথবা সাড়ে সাত হাত উচ্চ হাতিকে একটি তাল পাতায় ঢাকতে চায়।

অতঃপর ভিক্ষুণী স্কুলা তিস্যা ব্রহ্মচর্য থেকে চ্যুত হলেন অর্থাৎ ভিক্ষুণী জীবন ত্যাগ করলেন।

বার

এক সময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এবং আয়ুষ্মান শারীপুত্র বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদায়ে অবস্থান করতেন। একদিন সায়াহ্নে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ধ্যান থেকে উঠে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র মহাকাশ্যপকে জিজ্ঞেস করলেন- বন্ধু কাশ্যপ- তথাগত বা সত্ত্ব কি মৃত্যুর পর হয় বা থাকে?

কাশ্যপ- ইহা ভগবান বলেননি।

শারীপুত্র- সত্ত্ব কি মৃত্যুর পর থাকে না?

কাশ্যপ- ইহাও ভগবান বলেননি।

শারীপুত্র- সত্ত্ব কি মৃত্যুর পর থাকে এবং থাকেনা?

কাশ্যপ- ইহাও ভগবান বলেনি।

শারীপুত্র- সত্ত্ব কি মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকে না এবং অবিদ্যমানও থাকে না?

কাশ্যপ- ইহাও ভগবান বলেননি।

শারীপুত্র- বন্ধু, ভগবান ইহা বলেননি কেন?

কাশ্যপ- বন্ধু, ইহা অর্থসংযুক্ত নয় বা অর্থহীন। আদি ব্রহ্মচার্যের অনুকূল নয় এবং ইহা নির্বেদের জন্য বৈরাগ্যের জন্য উপশমের জন্য অভিজ্ঞানের জন্য সম্বোধির জন্য নির্বাণের জন্য বর্তিত হয় না। তাই ভগবান ইহা বলেননি।

শারীপুত্র- তবে ভগবান কি বলেছেন?

কাশ্যপ- ‘ইহা দুঃখ’ বলে ভগবান বলেছেন, ‘ইহা দুঃখের উৎপত্তি’ বলে বলেছেন, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’ বলে ভগবান বলেছেন, ‘ইহা দুঃখ নিরোধগামী মার্গ’ বলে ভগবান বলেছেন। ইহা অর্থসংযুক্ত, আদি ব্রহ্মচার্যের অনুকূল এবং ইহা নির্বেদের জন্য বৈরাগ্যের জন্য নিরোধের জন্য উপশমের জন্য

অভিজ্ঞানের জন্য সম্বোধি জন্য নির্বাণের জন্য বর্তি, হয়। তাই ভগবান ইহা বলেছেন।

তের

শ্রাবস্তী-

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞেস করলেন- ভদন্ত, পূর্বে শিক্ষাপদ ছিল অল্প, কিন্তু বহুতর ভিক্ষু নির্বাণোপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হতেন এবং এখন শিক্ষাপদ বহুতর, কিন্তু অল্প সংখ্যক ভিক্ষুই নির্বাণোপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়- এর কারণ কি? ভগবান বললেন- হে কাশ্যপ, একথা ঠিক, লোকদের অবনতি হলে সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হতে থাকলে শিক্ষাপদ বহুতর হয় এবং অল্পসংখ্যক ভিক্ষু উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যতদিন পর্যন্ত সদ্ধর্মের প্রতিলিপি জগতে না আসে, ততদিন পর্যন্ত সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয় না; যখন জগতে সদ্ধর্মের প্রতিলিপি উৎপন্ন হয়- যেমন স্বর্ণের নকল বের না হওয়া পর্যন্ত স্বর্ণের অন্তর্ধান হয় না এবং স্বর্ণের নকল বের হলে স্বর্ণ অন্তর্ধান করে, তেমনি সদ্ধর্মের প্রতিলিপি উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত সদ্ধর্মের আন্তর্ধান হয় না এবং সদ্ধর্মের প্রতিলিপি উৎপন্ন হলেই সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয়।

হে কাশ্যপ, পৃথিবী ধাতু সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায় না, অপধাতু সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায় না, তেজধাতু সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায় না, বায়ুধাতু সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায় না, কিন্তু এখানেই সে তুচ্ছ ব্যক্তিগণ উৎপন্ন হয় যারা সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায়। নৌকা যেমন ভারগ্রহণ করে নিমজ্জিত হয়, তেমনভাবে সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয় না।

হে কাশ্যপ, সদ্ধর্মের বিস্মৃতির জন্য এ পাঁচটি অবনতির কারণ বর্তিত হয়- এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকা

শাস্তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনত হয়ে বাস করে,
ধর্মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনত হয়ে বাস করে,
সজ্জের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনত হয়ে বাস করে,
শিক্ষার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনত হয়ে বাস করে। হে
কাশ্যপ, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য অবিস্মৃতির জন্য অনন্তর্ধানের
জন্য এ পাঁচটি বিষয় বর্তিত হয়- এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী
উপাসক-উপাসিকা শাস্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনত হয়ে
বাস করে, ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনত হয়ে বাস
করে, সজ্জের প্রতি শিক্ষার প্রতি সমাধির প্রতি সম্মান
প্রদর্শন করে বিনত হয়ে বাস করে। এ পাঁচটি বিষয় সদ্ধর্মের
স্থিতির জন্য অবিস্মৃতির জন্য অনন্তর্ধানের জন্য বর্তিত হয়।

লাভ সংকার সংযুক্ত

প্রথম বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ-যশ-সম্মান যোগক্ষেম অধিগত
হওয়া বা নির্বাণোপলব্ধির লক্ষ্যে দারুণ কটু কঠোর এবং
অন্তরায়কর। তাই তোমাদের শিক্ষালাভ করা উচিত- উৎপন্ন
লাভ-যশ-সম্মান পরিত্যাগ করব এবং যশাদি নিশ্চয়ই আমাদের
চিত্ত অভিভূত করে থাকবে না।

দুই

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ-যশ-সম্মান অনুত্তর যোগক্ষেম (নির্বান) উপলব্ধির পক্ষে দারুণ কটু কঠোর এবং অন্তরায়কর। হে ভিক্ষুগণ, ধর- একজন মৎস্যশিকারী আমিষযুক্ত বড়শী হ্রদের গভীর জলে ফেলে এবং কোন লোলুপ মৎস্য তা গলাধঃকরণ করে। তাহলে সে মৎস্য বড়শী নিলে দুঃখপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয় এবং মৎস্যশিকারীর যথেষ্ট করণীয় বা বশগত হয়। হে ভিক্ষুগণ, (এখানে) ‘মৎস্যশিকারী’ হচ্ছে পাপীমার, বড়শী হচ্ছে লাভ-যশ-সম্মানের অধিবচন বা নামান্তর। যে কোন ভিক্ষু লাভ-যশ-সম্মান আশ্বাদন করে, সে বড়শী নিলে দুঃখপ্রাপ্ত বিনাশপ্রাপ্ত এবং পাপী মারের যথেষ্ট করণীয় বা বশগত হয়। হে ভিক্ষুগণ, লাভ-যশ-সম্মান অনুত্তর যোগক্ষেম উপলব্ধির পক্ষে এরকম দারুণ কটু কঠোর এবং অন্তরায়কর। তাই তোমাদের এ রকম শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত- উৎপন্ন লাভ-যশ-সম্মান পরিত্যাগ করব এবং তা আমাদের চিত্ত অভিভূত করে থাকবে না।

তিন

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ-যশ-সম্মান অন্তরায়কর। হে ভিক্ষুগণ, অতীতকালে কোন বিস্তীর্ণ জলাশয়ে কচ্ছপের ঝাঁক স্থায়ীভাবে বাস করত। একদিন এক কচ্ছপ অন্য এক কচ্ছপকে (সতর্ক করে) বলল- বৎস, তুমি ঐ স্থানে যেয়ো না। কিন্তু কচ্ছপটি সে স্থানে গিয়ে উপস্থিত হল। ব্যাধ সে কচ্ছপটিকে রজ্জুবদ্ধ লৌহকন্টকে বিদ্ধ করে ফেলল। কচ্ছপটি তার (উপদেষ্টা) কচ্ছপের কাছে দৌড়িয়ে গেল। তাকে দূর

থেকে আসতে দেখেই সে কচ্ছপ জিজ্ঞেস করল- বৎস, তুমি সে স্থানে যাও নাই তো? কচ্ছপটি বলল- হাঁ, সে স্থানে আমি গিয়েছিলাম। সে কচ্ছপ আবার জিজ্ঞেস করল- বৎস, কেমন অক্ষত অনাহত ভাবে ফিরে এসেছ তো? উত্তরে কচ্ছপটি বলল- হাঁ, আমি অক্ষত অনাহত, কিন্তু আমার পৃষ্ঠে এ সূত্র অনুবদ্ধ হয়ে আছে। সে কচ্ছপ বলল- বৎস, তুমি একান্তই ক্ষত আহত হয়ে আছ, এ ব্যাধের হাতে তোমার পিতা পিতামহগণও দুঃখ পেয়েছে, বিনষ্ট হয়েছে। তুমি এখন যাও, তুমি এখন আমাদের নও।

হে ভিক্ষুগণ, ব্যাধি পাপী মারেরই নাম, ‘বদ্ধ লৌহকন্টক’ লাভ-যশ-সম্মানের অধিবচন বা নামান্তর এবং ‘সূত্র’ আলয়ানুরাগের অধিবচন। যে কোন ভিক্ষু উৎপন্ন লাভ-যশ-সম্মান আশ্বাদন করে, তাকে বলা হয় রজ্জুবদ্ধ লৌহকন্টকবিদ্ধ দুঃখপ্রাপ্ত বিনষ্ট এবং পাপী মারের বশগত। হে ভিক্ষুগণ, লাভ-যশ-সম্মান অভিভূত করে থাকবে না।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘলোমা মেঘী যেমন কন্টক গহনে প্রবেশ করলে লগ্ন হয়, বদ্ধ হয়, দুর্দশাগ্রস্ত বিনষ্ট হয়, তেমনি এখানে লাভ-যশ-সম্মানলব্ধ বিহ্বলচিত্ত কোন ভিক্ষু পূর্বাঙ্কে পরিহিত হয়ে পাত্র চীবর নিয়ে গ্রামে নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করে, তত্র তত্র লগ্ন হয়, বদ্ধ হয় এবং দুঃখবিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, লাভ-যশ-সম্মান অভিভূত করে থাকবে না।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, বিষ্ঠা ভক্ষণকারী বিষ্ঠার কৃমি যেমন সম্মুখে বিষ্ঠারশি নিয়ে তাদৃশ অন্য কৃমিকে অবজ্ঞা করে বলে, ‘আমি বিষ্ঠার কৃমি বিষ্ঠা ভক্ষণকারী এবং আমার সম্মুখে বিরাট বিষ্ঠারশি’, তেমনি এখানে লাভ-যশ-সম্মানাভিভূত বিহ্বলচিত্ত কোন ভিক্ষু পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে গ্রামে নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করে তথায় প্রচুর ভাবে ভুক্ত হয়, কল্যের জন্য নিমগ্নিত হয় এবং আহাৰ্যে পাত্র ভর্তি করে বিহারে এসে ভিক্ষুগণের মধ্যে গলা ফাটিয়ে বলে ‘আমি প্রচুর ভোজন করেছি, কল্যের জন্য নিমগ্নিত হয়েছি, আমার পাত্র আহাৰ্যে ভর্তি এবং আমি চীবর-পিণ্ডপাত রোগীর পথ্য ভৈষজ্যোপকরণলাভী, কিন্তু এ অন্য ভিক্ষুরা সৌভাগ্যহীন অপ্রতিষ্ঠ এবং চীবর-পিণ্ড রোগীর পথ্য ভৈষজ্যোপকরণলাভী নয়।’ সে সেই লাভ-যশ-সম্মানাভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে অন্য শীলবান ভিক্ষুদের অবজ্ঞা করে। হে ভিক্ষুগণ, তা সে অপদার্থ ব্যক্তির পক্ষে চির অহিতকর দুঃখাবহ হয়। হে ভিক্ষুগণ, লাভ-যশ-সম্মান অভিভূত করে থাকবে না।

ছয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, অশনিচক্র কাকে ধ্বংস করে? সে অপ্রাপ্তমানস বা অর্হত্ব লাভে বঞ্চিত। শৈক্ষ্যকে লাভ-যশ-সম্মান (অশনিচক্র হয়ে) প্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, অশনিচক্র লাভ-যশ-সম্মানেরই অধিবচন বা নামান্তর। অভিভূত করে থাকবে না।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, বিষদিক্ধ শৈল্য দ্বারা কে বিদ্ধ হয়? সে অপ্রাপ্তমানস বা অহঁতুলাভে বঞ্চিত শৈক্ষ্যকে লাভ-যশ-সম্মান (বিষপীত শৈল্যের মত) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিদ্ধ করে। হে ভিক্ষুগণ, বিষবিদ্ধ শল্য লাভ-যশ-সম্মানেরই অধিবচন বা নামান্তর। অভিভূত করে থাকবে না।

আট

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি প্রতুষে জরাজীর্ণ শৃগালের ডাক শুনেছ। ভিক্ষুগণ উত্তর করলেন- হাঁ, ভদন্ত। ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ, এ জরাজীর্ণ শৃগাল ‘উৎকন্টক’ নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে গর্তেও আরাম বোধ করেনা, বৃক্ষমূলে গিয়েও আরাম বোধ করে না, উন্মুক্ত স্থানে গিয়েও আরাম পায় না, যেখানে যায় সেখানে দাঁড়ায় সেখানে বসে সেখানে শয়ন করে সর্বত্রই দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে, ঠিক তেমনি এখানে কোন ভিক্ষু লাভ-সম্মান-যশে অভিভূত বিহ্বল চিত্ত হয়ে শূন্যাগারে গিয়ে রমিত হয় না, বৃক্ষমূলে গিয়ে রমিত হয় না, উন্মুক্ত স্থানে গিয়েও রমিত হয় না, যেখানে যায় সেখানে দাঁড়ায় সেখানে বসে সেখানে শয়ন করে, সর্বত্রই (মানসিক চাঞ্চল্য বশত) দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। অভিভূত করে থাকবে না।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, ওপরের আকাশে ‘বেরম্ব’ বলে কথিত ঝঞ্ঝা বায়ু বয়। সেখানে যে পক্ষী যায়, সে ঝঞ্ঝা বায়ু তাকে নাস্তানাবুদ করে। তাতে কোনদিকে যায় তার পদদ্বয় কোনদিকে

যায় পক্ষ কোন দিকে যায় মস্তক এবং কোন দিকে পড়ে যায় দেহ, ঠিক তেমনি এখানে কোন ভিক্ষু লাভ-যশ-সম্মানে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্র চীবর নিয়ে অরক্ষিত বা অসংযত কার্যে অসংযত বাক্যে অসংযত চিন্তে স্মৃতিহীন হয়ে অসংবৃত ইন্দ্রিয়ে গ্রামে বা নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করে। সে সেখানে দেখে অসংবৃতবসনা অসংবৃতোত্তরীয়া নারীকে। তাতে কামনা তার চিত্তকে মথিত করে। সে তাদৃশ চিন্তে শ্রমণ শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীনভাবে আবর্তিত হয়। তখন কেউ তার চীবর হরণ করে কেউ পাত্র হরণ করে কেউ আসন হরণ করে এবং কেউ সূচীকরুণ হরণ করে বেরম্ব বায়ুবিল্বস্ত পক্ষীর দেহাংশের মত। অভিভূত করে থাকবে না।

দশ

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এখানে আমি কোন সম্মানে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত ব্যক্তিকে দেহবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন দেখি, এখানে আমি কোন অসম্মানে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত ব্যক্তিকে দেহবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন দেখি, এখানে আমি কোন সম্মানাসম্মানে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত ব্যক্তিকে দেহবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন দেখি। অভিভূত করে থাকবে না।

সম্মান ও অসম্মান লাভে যে অপ্রমাদবিহারীর সমাধি বিকম্পিত হয় না, সে সদা জাগ্রত সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন বিদর্শক উপাদানক্ষয় রত ধ্যানীকে সৎপুরুষ বলা হয়।

দ্বিতীয় বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এখানে আমি চিত্তের দ্বারা (পরের) চিত্ত অবগত হয়ে জানি- এ আয়ুস্মান রৌপ্য চূর্ণ পূর্ণ স্বর্ণপাত্রের জন্যও মিথ্যা বলতে পারে না। অপর সময়ে লাভ-যশ-সম্মানাভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে তাকেই সজ্ঞানে মিথ্যা বলতে দেখি। অভিভূত করে থাকবে না।

দুই

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, এখানে আমি চিত্তের দ্বারা চিত্ত অবগত হয়ে জানি- এ আয়ুস্মান স্বর্ণ চূর্ণ পূর্ণ রৌপ্যপাত্রের জন্যও সজ্ঞানে মিথ্যা বলে না। অপর সময়ে মিথ্যা বলতে দেখি। অভিভূত করে থাকবে না।

তিন

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এখানে আমি চিত্তের দ্বারা চিত্ত অবগত হয়ে জানি- এ আয়ুস্মান কষিত কাঞ্চনের জন্যও সজ্ঞানে মিথ্যা বলে না কষিত কাঞ্চন শতের জন্যও কষিত ‘সিধি’ কাঞ্চনের জন্যও স্বর্ণরৌপ্যপূর্ণ পৃথিবীর জন্যও কোন দ্রব্যের জন্যও জীবনের জন্যও জনপদকল্যাণীলাভের জন্যও মিথ্যা বলে না। অপর সময়ে মিথ্যা বললে দেখি। অভিভূত করে থাকবে না।

দ্বিতীয় বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ যশ সম্মান যার চিত্তকে অভিভূত করে, নির্জনে যেন নারী তার চিত্তকে অভিভূত করে। অভিভূত করে থাকবে না।

দুই

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ যশ সম্মান যার চিত্তকে অভিভূত করে, নির্জনে যেন জনপদ কল্যাণী বা জনপদের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তার চিত্তকে অভিভূত করে। অভিভূত করে থাকবে না।

তিন

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা নিজের প্রিয় আদরণীয় একমাত্র পুত্রকে সম্যকভাবে আশীর্বাদ করতে গিয়ে আশীর্বাদ করতে পারে ‘বৎস, তুমি তেমন হও, যেমন গৃহপতি চিত্ত এবং আলবির উপাসক হস্তক হয়েছেন।’ হে ভিক্ষুগণ, এরা উভয়ে আমার শ্রাবক উপাসকগণের মধ্যে গৃহীশিষ্যদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় শীর্ষস্থানীয়। (পুনশ্চ শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা পুত্রের প্রতি আশীর্বাদ প্রসঙ্গে বলেন) ‘বৎস, যদি তুমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হও, তাহলে তুমি তেমন হও, যেমন শারীপুত্র ও মৌদাল্যায়ন হয়েছেন।’ হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুগণের মধ্যে শারীপুত্র মৌদাল্যায়ন শীর্ষস্থানীয়। (সঙ্গে সঙ্গে সে জননীর অন্তরে আশীর্বাদ উদ্ভিত হয়।) বৎস, তোমার অর্হত্বপ্রাপ্তির পূর্বে শৈক্ষ্য অবস্থায় লাভ যশ সম্মান যেন না আসে। যদি অর্হত্বলাভের আগে শৈক্ষ্য অবস্থায় যে ভিক্ষুর লাভ

যশ সম্মান আসে, তা তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অভিভূত করে থাকবে না।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা নিজের প্রিয়া আদরণীয়া একমাত্র কন্যাকে সম্যকভাবে আশীর্বাদ করতে গিয়ে আশীর্বাদ করতে পারে ‘বৎসে, তুমি তেমন হও, যেমন উপাসিকা খুজ্জুওরা এবং নন্দমাতা বেলুকণ্ডকিয়া হয়েছেন।’ হে ভিক্ষুগণ, এরা উভয়ে আমার শ্রাবিকা উপাসিকাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয়া শীর্ষস্থানীয়া। (পুনশ্চ উপাসিকা কন্যার প্রতি আশীর্বাদ প্রসঙ্গে বলেন) বৎসে, যদি তুমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিতা হও, তাহলে তুমি তেমন হও, যেমন ভিক্ষুণীক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা হয়েছেন।’ হে ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা ভিক্ষুণীদের মধ্যে ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা শীর্ষস্থানীয়া। (সঙ্গে সঙ্গে সে জননীর অন্তরে আশীর্বাদ উত্থিত হয়) বৎসে, তোমার অর্হত্ব প্রাপ্তির পূর্বে শৈক্ষ্য অবস্থায় লাভ যশ সম্মান যেন না আসে। যদি অর্হত্ব লাভের পূর্বে শৈক্ষ্য অবস্থায় সে ভিক্ষুণীর লাভ যশ সম্মান আসে, তা তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অভিভূত করে থাকবে না।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যে কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ লাভযশ সম্মানের আশ্বাদ দোষ এবং নিঃসরণ যথাযথভাবে জানে না, তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ গণ্য নয় এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ্য নয়। সে আয়ুস্মানগণ ইহ জীবনে শ্রামণ্যার্থ এবং ব্রাহ্মণ্যার্থ নিজে অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে বাস

করে না। হে ভিক্ষুগণ, যে কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ লাভ যশ
সম্মানের আশ্বাদ দোষ এবং নিঃসরণ যথাযথভাবে জানেন,
তঁারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণগণ্য এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে
ব্রাহ্মণগণ্য। সে আয়ুস্মানগণ ইহজীবনে শ্রামণ্যার্থ এবং
ব্রাহ্মণ্যার্থ নিজে অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে থাকেন।

ছয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যে কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ লাভ যশ
সম্মানের উদয়, অন্তগমন আশ্বাদ, দোষ নিঃসরণ যথাযথভাবে
জানে না অধিগত হয়ে থাকেন।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... যে কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ লাভ যশ সম্মানকে জানে না,
লাভ যশ সম্মানের উৎপত্তি জানে না লাভ যশ সম্মানের নিরোধ
জানে না, লাভ যশ সম্মানের নিরোধগামী মার্গ জানে না
অধিগত হয়ে থাকেন।

আট

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ যশ সম্মান দারুণ, তা ওপরের ত্বক
ছেদন করে, ওপরের ত্বক ছেদন করে মাংস ছেদনের পরল্লায়ু
ছেদন করে, ল্লায়ু ছেদনের পর অস্থি ছেদন করে, অস্থি ছেদনের
পর অস্থি মজ্জা আহত করে থাকে। অভিভূত করে থাকবে
না।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ যশ সন্মান দারুণ, তা ওপরের ত্বক ছেদন করে অস্থি মজ্জা আহত করে থাকে ।

হে ভিক্ষুগণ, বলবান পুরুষ দৃঢ় রোমরজ্জু দ্বারা জঙ্ঘা বেষ্টন করে ঘর্ষণ করলে তা যেমন ওপরের ত্বক ছেদন করে, ওপরের চর্ম ছেদন করে, চর্ম ছেদনের পর মাংস ছেদন করে, মাংস ছেদনের পর ঝালু ছেদন করে, ঝালু ছেদনের পর অস্থি ছেদন করে, অস্থি ছেদনের পর অস্থিমজ্জা আহত করে থাকে, তেমনি লাভ যশ সন্মান ও ওপরের ত্বক ছেদন করে অস্থি মজ্জা আহত করে থাকে । অভিভূত করে থাকবে না ।

দশ

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ক্ষীণাস্রব অর্হৎ হয়েছে, তার পক্ষেও লাভ যশ সন্মান অন্তরায়ের নিমিত্ত বলে বলি । একথা বললে আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন- ভদন্ত, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর লাভ যশ সন্মান কিসের জন্য অন্তরায় কর? ভগবান বললেন- হে আনন্দ, তার যে অক্ষর চিত্ত বিমুক্তি তার পক্ষে লাভ যশ সন্মান অন্তরায় কর নয়, কিন্তু বীর্যবান প্রেষিত্ত অপ্রমত্তবিহারী সে ক্ষীণাস্রবের ঐহিক সুখ বিহার বলে কথিত যে ফল সমাপত্তির আনন্দলাভ বা ধ্যানাবাস হয় । তার পক্ষে লাভ যশ সন্মান অন্তরায়কর । (সর্বদা ভক্তজন পরিবৃত থাকায় ধ্যানরত হবার অবকাশ থাকে না ।) হে ভিক্ষুগণ, লাভ যশ সন্মান অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের পক্ষে এমন দারুণ কটু কঠোর এবং অন্তরায় কর । তাই তোমাদের এমন শিক্ষাগ্রহণ

করা উচিত- উৎপন্ন লাভ যশ সম্মান পরিত্যাগ করব এবং তা আমাদের চিত্ত অভিভূত থাকবে না।

চতুর্থ বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত লাভ যশ সম্মানে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে সজ্ঞভেদ করেছে। অভিভূত করে থাকবে না।

দুই

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ যশ সম্মানে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হওয়ায় অলোভাদি কুশলমূল বা পুণ্য চेतনার মূল সমুচ্ছিন্ন হয়েছে। অভিভূত করে থাকবে না।

তিন

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ যশ সম্মানে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হওয়ায় দেবদত্তের কুশল ধর্ম সমুচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েছে। অভিভূত করে থাকবে না।

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, লাভ যশ সম্মানে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হওয়ায় শুরু বা শুভ্র ধর্ম সমুচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েছে। অভিভূত করে থাকবে না।

পাঁচ

দেবদত্তের প্রস্থানের অব্যবহিত পরে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে বাস করছিলেন। তথায় ভগবান দেবদত্তকে

উপলক্ষ্য করে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের অধ্বোষের জন্য লাভ যশ সম্মান উৎপন্ন হয়েছিল, দেবদত্তের পরাভবের জন্য লাভ যশ সম্মান উৎপন্ন হয়েছিল।

হে ভিক্ষুগণ, কদলী বৃক্ষ যেমন অধ্ব বিনাশের জন্য ফল দান করে, পরাভবের জন্য ফল দান করে, তেমনি দেবদত্তের অধ্ব বিনাশের জন্য পরাভবের জন্য লাভ যশ সম্মান উৎপন্ন হয়েছিল।

হে ভিক্ষুগণ, বেণু যেমন অধ্ব বিনাশের জন্য পরাভবের জন্য ফল দান করে, তেমনি দেবদত্তের ...।

হে ভিক্ষুগণ, নল যেমন ...।

হে ভিক্ষুগণ, অশ্বতরী যেমন অধ্ব বিনাশের জন্য পরাভবের জন্য গর্ভবতী হয়, তেমনি দেবদত্তের অভিভূত করে থাকবে না। ইহা বলে ভগবান সুগত গাথায় পুনশ্চ বললেন-

ফল যেমন কদলী বৃক্ষকে হনন করে বা ধ্বংস করে, ফল যেমন বেণু ও নলকে ধ্বংস করে এবং গর্ভ সঞ্চারণ যেমন অশ্বতরীকে ধ্বংস করে, তেমনি সৎকার (যশ সম্মান সৌভাগ্য) কুলোককে বা দুর্জনকে ধ্বংস করে।

হয়

রাজগৃহ-

সে সময়ে যুবরাজ অজাতশত্রু প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচ শত রথে দেবদত্তের সেবা শুশ্রূষার জন্য দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হতেন। পাঁচশত থালায় আহার্য সামগ্রী তাঁর উদ্দেশে নীত হত। তখন কয়েকজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক এ বৃত্তান্ত জানালেন। তা শুনে ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের লাভ যশ সম্মান কামনা করো না, চেয়ো না, যতই যুবরাজ অজাতশত্রু প্রাতে ও

সন্ধ্যায় তার সেবার জন্য তার কাছে যাক না কেন যতই তার জন্য আহাৰ্য সামগ্রী নীত হোক না কেন, কুশল ধৰ্মে বা পুণ্যের ক্ষেত্রে তার ক্ষতি বা অবনতিই অবশ্যম্ভাবী, শ্রীবৃদ্ধি নয়।

হে ভিক্ষুগণ, চণ্ড কুকুরের নাসাপুটে মৎস্যাদির পিত্ত প্রক্ষিপ্ত হলে চণ্ড কুকুর যেমন আরও অধিক তর চণ্ড হয়, ঠিক তেমনি যতই যুবরাজ অজাতশত্রু প্রাতে ও সন্ধ্যায় তার সেবার জন্য তার কাছে যাক না কেন যতই তার জন্য আহাৰ্য সামগ্রী নীত হোক না কেন, কুশল ধৰ্মে বা পুণ্যের ক্ষেত্রে তার ক্ষতি বা অবনতিই অবশ্যম্ভাবী, শ্রীবৃদ্ধি নয়। অভিভূত করে থাকবে না।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এখানে আমি স্বীয় চিত্তের দ্বারা চিত্ত অবগত হয়ে কোন ব্যক্তিকে জানি ‘এ আয়ুস্মান মাতার জন্যও সজ্ঞানে মিথ্যা বলে না।’ অপর সময়ে লাভ যশ সম্মানাভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে তাকে সজ্ঞানে মিথ্যা বলতে দেখি। অভিভূত করে থাকবে না।

আট-দশ

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এখানে আমি চিত্তের দ্বারা চিত্ত অবনত হয়ে কোন ব্যক্তিকে জানি ‘এ আয়ুস্মান পিতার জন্যও সজ্ঞানে মিথ্যা বলে না।’ অপর সময়ে লাভ যশ সম্মানাভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে তাকে সজ্ঞানে মিথ্যা বলতে দেখি। অভিভূত করে থাকবে না।

.... ভাতার জন্যও ভগ্নির জন্যও পুত্রের জন্যও
.... কন্যার জন্যও ভাৰ্যার জন্যও অনভিভূত করে
থাকবে না ।

রাহুল সংযুক্ত

প্রথম বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

একদিন আয়ুজ্ঞান রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে
ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসে ভগবানকে বললেন-
ভদন্ত ভগবান আমাকে সংক্ষেপে ধর্মদেশনা করুন, যা
ভগবানের মুখে শ্রবণ করে একাকী নির্জনরত অপ্রমত্ত বীর্যবান
প্রেমিষ্ঠ হয়ে বাস করতে পারি ।

ভগবান- হে রাহুল, তোমার কি মনে হয়- চক্ষু নিত্য অথবা
অনিত্য?

রাহুল- ভদন্ত, অনিত্য ।

ভগবান- যা অনিত্য, তা দুঃখ না সুখ?

রাহুল- ভদন্ত, দুঃখ ।

ভগবান- যা অনিত্য দুঃখময় ও পরিবর্তনশীল, তাকে ‘ইহা
আমার, ইহা আমি এবং আমার আত্মা’ বলে দেখা উচিত কি?

রাহুল- না ভদন্ত ।

.... শ্রোত্র নিত্য না অনিত্য ঘ্রাণ নিত্য না অনিত্য
জিহ্বা নিত্য না অনিত্য কায় নিত্য না অনিত্য মন
নিত্য না অনিত্য যা অনিত্য দুঃখময় ও পরিবর্তন শীল,
তাকে ‘ইহা আমার, ইহা আমি এবং আমার আত্মা বলে দেখা
উচিত কি?

রাহুল- না, ভদন্ত ।

ভগবান- হে রাহুল, এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক চক্ষুর প্রতি নির্বিণ্ন হয়, শ্রোত্রের প্রতিও নির্বিণ্ন হয়, ঘ্রাণের প্রতিও নির্বিণ্ন হয়, জিহ্বার প্রতিও নির্বিণ্ন হয়, কায়ের প্রতিও নির্বিণ্ন হয় । মনের প্রতিও নির্বিণ্ন হয়; সে নির্বিণ্ন হয়ে বিরক্ত হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয় । বিমুক্তি লাভে ‘বিমুক্ত’ বলে জ্ঞান জন্মে, জন্ম ক্ষয় হয় । ব্রহ্মচর্যবাস সমাপ্ত হয় । করণীয় কৃত হয় এবং এ অস্তিত্বের জন্য অন্য করণীয় নেই বলে প্রতীতি হয় ।

দুই

শ্রাবস্তী-

.. ভগবান বললেন- হে রাহুল, তোমার কি মনে হয়- রূপ নিত্য অথবা অনিত্য?

ভগবান- যা অনিত্য, তা দুঃখ না সুখ?

রাহুল- ভদন্ত, তা দুঃখ ।

ভগবান- যা অনিত্য দুঃখময় ও পরিবর্তনশীল, তাকে ‘ইহা আমার, ইহা আমি এবং আমার অট্টা’ বলে দেখা উচিত কি?

রাহুল- না, ভদন্ত ।

.... শব্দ গন্ধ রস স্পৃশ্য ধর্ম বা মনের গোচরীভূত বিষয় বা অনিত্য দুঃখময় ও পরিবর্তনশীল, তাকে ‘ইহা আমার, ইহা আমি এবং আমার অট্টা বলে দেখা উচিত কি?

রাহুল- না, ভদন্ত ।

ভগবান- হে রাহুল, এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বিণ্ন হয়, শব্দের প্রতি নির্বিণ্ন হয়, গন্ধের প্রতি নির্বিণ্ন হয়, রসের প্রতি নির্বিণ্ন হয়, স্পৃশ্যের প্রতি নির্বিণ্ন হয় ।

ধর্মের প্রতি নির্বিশেষ হয়। নির্বিশেষ হয়ে বিরক্ত হয়। বিরাগে বিমুক্ত হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

তিন

শ্রাবস্তী-

.... চক্ষুবিজ্ঞান নিত্য অথবা অনিত্য?

- ভদন্ত অনিত্য। ঘ্রাণ বিজ্ঞান জিহ্বা বিজ্ঞান কায়বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান যা অনিত্য দুঃখময় ও পরিবর্তনশীল, তাকে ‘ইহা আমার ইহা আমি এবং আমার অট্টা’ বলে দেখা উচিত কি?

- না, ভদন্ত।

- হে রাজল, এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক চক্ষুবিজ্ঞানের প্রতি .. মনোবিজ্ঞানের প্রতি নির্বিশেষ হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

চার

শ্রাবস্তী-

.... চক্ষু সংস্পর্শ নিত্য অথবা অনিত্য?

- ভদন্ত, অনিত্য। শ্রোত্র সংস্পর্শ ঘ্রাণ সংস্পর্শ জিহ্বা সংস্পর্শ কায় সংস্পর্শ মনো সংস্পর্শ এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক চক্ষুসংস্পর্শের প্রতি মনোসংস্পর্শের প্রতি নির্বিশেষ হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

.... চক্ষুসংস্পর্শ বেদনা বা অনুভূতি নিত্য অথবা অনিত্য?

- ভদন্ত, অনিত্য। শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা কায়

সংস্পর্শজ বেদনা মনো সংস্পর্শজ বেদনা এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক চক্ষুসংস্পর্শ বা বেদনায় প্রতি মনোসংস্পর্শজ বেদনায় প্রতি নির্বিণ্ন হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

ছয়

শ্রাবস্তী-

.... রূপসংজ্ঞা নিত্য অথবা অনিত্য?

- ভদন্ত, অনিত্য। শব্দসংজ্ঞা গন্ধ সংজ্ঞা রস সংজ্ঞা স্পৃহ্য সংজ্ঞা ধর্ম সংজ্ঞা এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক রূপসংজ্ঞার প্রতি ধর্মসংজ্ঞার প্রতি নির্বিণ্ন হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

সাত

শ্রাবস্তী-

রূপ সংচেতনা নিত্য অথবা অনিত্য?

- ভদন্ত, অনিত্য। শব্দসংচেতনা গন্ধসংচেতনা রসসংচেতনা স্পৃশ্যসংচেতনা ধর্মসংচেতনা এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক রূপসংচেতনার প্রতি ধর্মসংচেতনার প্রতি নির্বিণ্ন হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

আট

শ্রাবস্তী-

.... রূপতৃষ্ণা নিত্য অথবা অনিত্য?

- ভদন্ত, অনিত্য। শব্দতৃষ্ণা গন্ধতৃষ্ণা রসতৃষ্ণা স্পৃশ্যতৃষ্ণা ধর্মতৃষ্ণা এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক রূপতৃষ্ণার প্রতি ধর্মতৃষ্ণার প্রতি নির্বিণ্ন হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... পৃথিবীধাতু নিত্য অথবা অনিত্য?

- ভদন্ত, অনিত্য। অপধাতু তেজধাতু

বায়ুধাতু আকাশধাতু বিজ্ঞানধাতু এভাবে দেখে
শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক পৃথিবী ধাতুর প্রতি নির্বিশেষ হয় বিজ্ঞান
ধাতুর প্রতি নির্বিশেষ হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

দশ

শ্রাবস্তী-

.... রূপ নিত্য অথবা অনিত্য?

ভদন্ত, অনিত্য। বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার

বিজ্ঞান এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি
বিজ্ঞানের প্রতি নির্বিশেষ হয়। অন্য করণীয় নেই বলে জানে।

দ্বিতীয় বর্গ

এক

শ্রাবস্তী-

.... একদিন আয়ুত্মান রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত
হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। ভগবান
তাঁকে বললেন- হে রাহুল, তোমার কি মনে হয়- চক্ষু নিত্য
অথবা অনিত্য?

রাহুল- ভদন্ত অনিত্য। শ্রোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা

কায় মন এভাবে দেখে শ্রুতিবান আর্যশ্রাবক চক্ষু প্রতি
.... মনের প্রতি নির্বিশেষ হয়। অন্য করণীয় নেই বলে
জানে।

দুই-দশ

প্রথম বর্গের দুই থেকে দশ সূত্র দ্রষ্টব্য।

এগার

শ্রাবস্তী-

.... একদিন আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের অভিনন্দন করে একান্তে বসে তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন- ভদন্ত, কিভাবে জানলে কিভাবে দেখলে এ সবিজ্ঞান বা বিজ্ঞান যুক্ত কায়ে এবং বাইরের সকল নিমিত্তে অহঙ্কার মমঙ্কার (আমি আমার ধারণা) মানানুশয় বিগত হয়?

ভগবান- হে রাহুল, অতীত অনাগত বর্তমান আভ্যন্তরিক অথবা বাহ্যিক, বৃহৎ অথবা সূক্ষ, হীন অথবা উত্তম, দূরস্থ বা নিকটস্থ যে কোন রূপ থাকে, সে সমস্ত রূপকে ‘ইহা আমার নয়, ইহা আমি নই, এবং ইহা আমার অট্টা নয়’ বলে বীর ব্যক্তি যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দেখেন বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার যে বিজ্ঞান থাকে সে সমস্ত বিজ্ঞানকে ‘ইহা আমার নয়, ইহা আমি নই, এবং ইহা আমার অট্টা নয়’ বলে ধীর ব্যক্তি যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দেখেন। হে রাহুল এভাবে জানলে দেখলে এ সবিজ্ঞান কায়ে এবং বাইরের সকল নিমিত্তে অহঙ্কার মমঙ্কার মানানুশয় বিগত হয়।

বার

শ্রাবস্তী-

.... ভদন্ত, কিভাবে জানলে কিভাবে দেখলে এ সবিজ্ঞান কায়ে এবং বাইরের সকল নিমিত্তে অহঙ্কার-মমঙ্কার শূন্য নানাবিধ মানাতিক্রান্ত শান্ত বিমুক্তমানস হয়?

ভগবান- হে রাহুল, অতীত অনাগত রূপকে বেদনাকে সংজ্ঞাকে সংস্কারকে বিজ্ঞানকে

সম্যক জ্ঞানে দেখেন। অহঙ্কার মমঙ্কার শূন্য নানাবিধ
মানাতিব্রান্ত শান্ত বিমুক্তমানস হয়।

লক্ষ্মণ সংযুক্ত

প্রথম বর্গ

এক

রাজগৃহ-

তখন আয়ুষ্মান লক্ষ্মণ এবং আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন
গৃধ্রকূট পর্বতে বাস করছিলেন। একদিন আয়ুষ্মান
মহামৌদাল্যায়ন পূর্বাহ্নে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে
আয়ুষ্মান লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললেন-
বন্ধু লক্ষ্মণ, চলুন রাজগৃহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করি। ‘হ্যাঁ,
বন্ধু’ বলে আয়ুষ্মান সম্মতি জানালেন। অতঃপর আয়ুষ্মান
মহামৌদাল্যায়ন গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় একটি
জায়গায় ঈষৎ হাসলেন। তখন আয়ুষ্মান লক্ষ্মণ আয়ুষ্মান
মৌদাল্যায়নকে জিজ্ঞেস করলেন- বন্ধু, এ স্মিত হাসির হেতু
কি কারণ কি? আয়ুষ্মান মৌদাল্যায়ন বললেন- বন্ধু, এখন এ
প্রশ্নের উপযুক্ত সময় নয়, ভগবানের সমীপে আমাকে এ প্রশ্ন
জিজ্ঞেস করুন।

অতঃপর আয়ুষ্মান লক্ষ্মণ ও আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন
রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহ করে আহারাণ্ডে ভগবানের নিকট
উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসলেন।
আয়ুষ্মান লক্ষ্মণ আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়নকে জিজ্ঞেস করলেন
এখানে আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার
সময় এক জায়গায় ঈষৎ হেসেছিলেন, এ স্মিত হাসির হেতু কি
কারণ কি? আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন উত্তরে বললেন- বন্ধু,

গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একটি অস্থি কঙ্কালকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম। তাকে অনুধাবন করে শকুন কাক চিল দেহপঞ্জরের ইতস্তত (ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছিল, তাতে সে আর্তনাদ করছিল, তখন আমার মনে হল ‘আশ্চর্য! অদ্ভুত! এমন প্রাণীও আছে, এরকম যক্ষও আছে। এরকম দেহলাভও সম্ভব।’

ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ, শ্রাবকগণ একান্তই চক্ষুস্মান জ্ঞানাদার হয়ে বাস করছে, যেহেতু শ্রাবক এমন জ্ঞানে বা দেহে বা প্রত্যক্ষ করে; হে ভিক্ষুগণ, আমি পূর্বেই সে প্রাণীকে দেখেছি, কিন্তু প্রকাশ করিনি, কারণ ইহা প্রকাশ করলে যদি লোক বিশ্বাস না করে, তবে তা তাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অহিতাবহ দুঃখাবহ হবে, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই গোঘাতক ছিল এবং সে কর্মের ফলে বহুবর্ষ বহু শতবর্ষ বহু সহস্রবর্ষ বহু শতসহস্রবর্ষ নরকে পক্ষ হয়ে সে কর্মেরই ফলাবশেষরূপে এমন দেহধারণে দুঃখভোগ করছে।

দুই

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত হতে অবরোহণের সময় আমি একটি মাংসপেশীকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম, তাকে অনুধাবন করে শকুন কাক চিল ভক্ষণ করছিল ছিন্নভিন্ন করছিল, তাতে আর্তনাদ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই গোঘাতক ছিল।

তিন

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একটি মাংসপিণ্ডকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম, তাকে অনুধাবন

করে সে আত্ননাদ করছিল । হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই শাকুনিক বা পক্ষীঘাতক ব্যাধ ছিল ।

চার

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গুপ্তকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন চর্মহীন পুরুষকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম, তাকে অনুধাবন করে সে আত্ননাদ করছিল । হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই ছাগহত্যাকারী ছিল ।

পাঁচ

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, মুধুকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন আদিলোক পুরুষকে আকাশ পথে যেতে দেখেছিলাম, তার সে আদি সমূহ উত্থিত হয়ে তারই শরীরে পড়ছিল এবং সে আত্ননাদ করছিল । হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই শূকর ঘাতক ছিল ।

ছয়

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গুপ্তকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন শক্তিলোক বা শন্যলোম পুরুষকে আকাশ পথে যেতে দেখেছিলাম, তার সে শন্যগুলি উত্থিত হয়ে তারই শরীরে পড়ছিল এবং সে আত্ননাদ করছিল । হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই মৃগয়াজীবী ছিল ।

সাত

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গুপ্তকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন শরলোমক পুরুষকে আকাশ পথে যেতে দেখেছিলাম । তার সে

শরগুলি উত্থিত হয়ে তারই শরীরে পড়ছিল এবং সে আতর্নাদ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই জন্মাদ ছিল।

আট

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন সূচী লোম পুরুষকে দেখেছিলাম। তার সূচীসমূহ উত্থিত হয়ে তারই শরীরে পড়ছিল এবং সে আতর্নাদ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই গবাস্থ দমক ছিল।

নয়

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন সূচীলোম পুরুষকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম; তার সে সূচী সমূহ মস্তকে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল, মুখে প্রবেশ করে উদর দিয়ে বের হচ্ছিল, বক্ষে প্রবেশ করে উদর দিয়ে বের হচ্ছিল, উদরে প্রবেশ করে উরু দিয়ে বের হচ্ছিল, উরুতে প্রবেশ করে জঙ্ঘা দিয়ে বের হচ্ছিল, জঙ্ঘায় প্রবেশ করে পদদয় দিয়ে বের হচ্ছিল এবং সে আতর্নাদ করছিল।

হে ভিক্ষুগণ,- এ রাজগৃহেই এ প্রাণী সূচকরূপে লোকের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাত।

দশ

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন কুম্ভাণ্ড পুরুষকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম যে সময়কালে অণুকোষ স্কন্ধে বহন করে, উপবেশন কালে অন্যকোষের ওপর উপবেশন করে। তাকে অনুধাবন করে শকুন কাক চিল চঞ্চুর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করছিল এবং সে আতর্নাদ করছিল। হে

ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই (উৎকোচ গ্রহণকারী)
কূটবিচারক ছিল।

দ্বিতীয় বর্গ

এক

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন
আমন্তক বিষ্ঠাকূপে নিমগ্ন পুরুষকে দেখেছিলাম। হে ভিক্ষুগণ,
এ প্রাণী এ রাজগৃহেই পারদারিক বা পরদার লঙ্ঘনকারী ছিল।

দুই

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় আমি একজন
বিষ্ঠাকূপে নিমগ্ন পুরুষকে উভয় হস্তে বিষ্ঠা ভক্ষণ করতে
দেখেছিলাম। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই ভগবান
কাশ্যপ সমুদ্বের সময় একজন দুরন্ত ব্রাহ্মণ ছিল যে সেই
সম্যক সমুদ্বের শিক্ষাধীন ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে দ্রোণীসমূহ
বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ করে সময় জ্ঞাপনপূর্বক বলেছিল- ওকে,
তোমরা ইহা থেকে যথেষ্ট খাও এবং নিয়ে যাও।

তিন

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় এক চর্মহীনা
স্ত্রীলোককে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম, তাকে অনুধাবন
করে সে আত্ননাদ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ
রাজগৃহেই ব্যভিচারীণী ছিল।

চার

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় এক দুর্গন্ধযুক্তা বীভৎসা নারীকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম, তাকে অনুধাবন করে সে আত্ননাদ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই কপটচারিণী ছিল।

পাঁচ

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় এক দহ্যমানা ক্লিন্ণা তপ্তাঙ্গারাকীর্ণা নারীকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম এবং সে আত্ননাদ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী কলিঙ্গরাজের অগ্রমহিষী ছিল। সে ঈর্ষায় জ্ঞানশূন্য হয়ে সপত্নীর ওপর তপ্ত অঙ্গার পাত্র নিক্ষেপ করেছিল।

ছয়

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় এক মস্তকহীন কবন্ধকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম, তার বক্ষে চক্ষু ও মুখ রয়েছে। তাকে অনুধাবন করে সে আত্ননাদ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রাণী এ রাজগৃহেই হারিক নামক চোরঘাতী ছিল।

সাত

রাজগৃহ-

.... বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় এক ভিক্ষুকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম। তার সজ্জাটি বসন দীপ্ত প্রজ্বলিত শিখায়ুক্ত পাত্র ও কায়বন্ধন দীপ্ত প্রজ্বলিত শিখায়ুক্ত এবং শরীরও দীপ্ত প্রজ্বলিত শিখায়ুক্ত। সে আত্ননাদ করছিল।

হে ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু সম্যক সমুদ্র কাশ্যপের শাসনে পাপী ভিক্ষু ছিল।

আট

রাজগৃহ-

গৃধ্রকূট পর্বত থেকে নামার সময় এক ভিক্ষুনীকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম। পাপীয়সী ভিক্ষুনী ছিল।

নয়

রাজগৃহ-

.... এক শিক্ষামানাকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম। পাপীয়সী শিক্ষামানা ছিল।

দশ

রাজগৃহ-

.... এক শ্রামণেরীকে আকাশপথে যেতে দেখেছিলাম, তার সজ্জাটি বসন দীপ্ত প্রজ্বলিত শিখায়ুক্ত, পাত্র ও কায়বন্ধ দীপ্ত প্রজ্বলিত শিখায়ুক্ত, শরীরও দীপ্ত প্রজ্বলিত শিখায়ুক্ত এবং সে আর্তনাদ করছিল। হে ভিক্ষুগণ, এ শ্রামণেরী সম্যক সমুদ্র কাশ্যপের শাসনে পাপীয়সী শ্রামণেরী ছিল। সে কর্মের ফলে বহুবছর বহুশতবছর বহুসহস্র বছর নিরয়ে পক্ক হয়ে সে কর্মেরই ফলাবশেষরূপে এমন দেহধারণে দুঃখভোগ করছে।

ঔপম্য সংযুক্ত

এক

শ্রাবস্তী-

হে ভিক্ষুগণ, কূটাগার বা স্তম্ভগৃহের যে বরগাগুলি আছে, সে বরগাগুলি যেমন স্তম্ভাবলম্ব স্তম্ভনির্ভর এবং স্তম্ভ উৎপাটনে বা স্তম্ভ বিধ্বস্ত হলে সে সমস্তই ভেঙে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। তেমনি

যে কোন অকুশল ধর্ম বিদ্যমান, সে সমস্তই অবিদ্যাবলম্ব
অবিদ্যানির্ভর এবং অবিদ্যার উৎপাদনে উৎপাদিত হয়ে যায়।
তাই তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ‘অপ্রমত্ত হয়ে থাকব।’

দুই

শ্রাবস্তী-

.... ভগবান নখশিখায় সামান্য ধূলিকণা স্থাপন^১ করে
ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কি
মনে হয় ‘নখশিখায় আরোপিত ধূলিকণা বেশী না এ মহাপৃথিবী
বেশী?’

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, এ মহাপৃথিবীই বেশী। ভগবানের
নখশিখায় আরোপিত ধূলিকণা সামান্যমাত্র, তা এ মহাপৃথিবীর
তুলনায় সংখ্যায় আসে না, গণ্য হয় না কণাংশও হয় না।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি যে সত্ত্বগণ (মনুষ্যলোক
থেকে চ্যুত হয়ে) মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা
সামান্যমাত্র, কিন্তু যে সত্ত্বগণ মনুষ্যলোকের বাইরে
(প্রেতলোকে তির্যক যোনি ইত্যাদিতে) জন্ম লাভ করে, তাদের
সংখ্যাই অধিকতর। তাই তোমাদের এমন শিক্ষা গ্রহণ করা
উচিত ‘অপ্রমত্ত হয়ে থাকব।’

তিন

শ্রাবস্তী-

.... ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, যে পরিবারগুলিতে
পুরুষ অল্প এবং স্ত্রীলোক বেশী, সে পরিবারগুলিকে চোর
ডাকাত যেমন সহজে ধ্বংস করতে পারে, তেমনি যে ভিক্ষুর

^১ সোদোহগক্ষণমাত্র-পাঠান্ধুর।

মৈত্রী চিত্ত বিমুক্তি অভাবিত অবহলীকৃত, তথনি সে ভিক্ষু
অমনুষ্যগণ কর্তৃক সহজে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে।

হে ভিক্ষুগণ, যে পরিবারগুলিতে স্ত্রীলোক অল্প এবং পুরুষ
বেশী, সে পরিবারগুলিকে চোর-ডাকাত যেমন ধ্বংস করতে
পারে না, তেমনি যে ভিক্ষুর মৈত্রী চিত্ত বিমুক্তি ভাবিত
বহলীকৃত, সে ভিক্ষু অমনুষ্যগণ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। তাই
তোমাদের এমন শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত ‘আমাদের মৈত্রী চিত্ত
বিমুক্তি হবে ভাবিত বহলীকৃত সজ্জিত যান তুল্য বস্তুসদৃশ
পরিচিত এবং সু-আরদ্ধ।’

চার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, যে পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে
প্রতিবার একশত প্রকাণ্ড পাত্রে দান করে, আর যে পূর্বাহ্নে,
মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে অন্তত এক একবার গন্ধাঘ্রাণক্ষণমাত্র
মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করে, (এ দুই রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে) মৈত্রী
ভাবনাই অধিকতর ফলপ্রসূ। তাই সু-আরদ্ধ।

পাঁচ

.... হে ভিক্ষুগণ, ধর, একটি তীক্ষ্ণ ফলায়ুক্ত শেল এবং
জনৈক ব্যক্তি এসে বলে ‘আমি এ তীক্ষ্ণফলায়ুক্ত শেলটিকে হস্ত
দ্বারা বা মুষ্টি দ্বারা বক্র করতে কুট্রিত করতে প্রতিবর্তিত করতে
সক্ষম।’ তোমাদের কি মনে হয়- তা কি সে করতে পারবে?

ভিক্ষুগণ- না, ভদন্ত, তা সম্ভব নয়, কারণ তীক্ষ্ণ ফলায়ুক্ত
শেলটি হস্ত দ্বারা মুষ্টি দ্বারা বক্র করা কুট্রিত করা প্রতিবর্তিত
করা সহজ নয়, তাতে সে শুধু দুঃখকষ্টেরই ভাগী হবে।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি যে ভিক্ষুর মৈত্রী চিত্ত
বিমুক্তি ভাবিত বহলীকৃত তার চিত্তকে যদি অমনুষ্যগণ

ক্ষিপ্ত করতে চায়, তাহলে সে অমনুষ্য দুঃখ-কষ্টেরই ভাগী হবে। তাই সু-আরদ্ধ।

হয়

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, ধর, চারজন শিক্ষিত কৃতহস্ত অভিজ্ঞ দৃঢ়পরাক্রম ধনুর্ধর চারদিকে স্থিত থাকে। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে বলে- আমি এ চারজন শিক্ষিত কৃতহস্ত অভিজ্ঞ দৃঢ়পরাক্রম ধনুর্ধরের ক্ষিপ্ত শর ভূতলে পতিত হবার পূর্বেই আহরণ করব। তোমাদের কি মনে হয় ‘এ ব্যক্তি বেগবান পরম বেগ সমন্বিত বলে গণ্য হবার যোগ্য নয় কি?’

ভিক্ষুগণ- ভদন্ত, যদি সে একজন শিক্ষিত কৃতহস্ত অভিজ্ঞ দৃঢ়পরাক্রম ধনুর্ধরেরও ক্ষিপ্ত শর ভূতলে পতিত হবার আগে আহরণ করতে পারে, তাহলেও সে ব্যক্তি বেগবান পরমবেগ সমন্বিত বলে গণ্য হবার যোগ্য। চারজন এতাদৃশ ধনুর্ধরের শর আহরণের কথাই বা কি?

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, সে ব্যক্তির যে রকম বেগ, তার চেয়ে সূর্যের গতি শীঘ্রতর; সে ব্যক্তির ও চন্দ্র-সূর্যের যে রকম বেগ, তার চেয়ে চন্দ্র-সূর্যের পুরো ভাগে ধাবমান দেবতাদের গতি শীঘ্রতর। হে ভিক্ষুগণ, এদের সকলের যে গতিবেগ, তার চেয়ে শীঘ্রতর ক্ষয় হয় আয়ুসংস্কার। তাই সু-আরদ্ধ।

সাত

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে দশ ভ্রাতার ‘আণক’ নামক একটি মৃদঙ্গ ছিল (যার নিনাদে দিগন্ত মুখরিত হত)। তার ফলক ফেটে গেলে দশ ভ্রাতা অন্য ফলক যুক্ত করল। এমন সময় এল যখন আণক মৃদঙ্গের পুরাতন পদ্মফলক অন্তর্হিত

হল, শুধু ফলক সংঘট্টই অবশিষ্ট রইল অর্থাৎ সে দিগন্তপ্রসারী
নিাদ আর রইল না। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি অনাগত কালে
যে সূত্রগুলি তথাগত ভাষিত গম্ভীর গম্ভীরার্থ লোকোত্তর
শূন্যতাসংযুক্ত, সে সূত্রগুলির আবৃত্তিকালে ভিক্ষুগণ শ্রবণেচ্ছু
হবে না কর্ণপাত করবে না। উপলব্ধির জন্য মনোযোগী হবে না
এবং সে ধর্মসমূহকে গ্রহণীয় অধিগম্য বলে মনে করবে না,
কিন্তু যে সূত্রগুলি কবিকৃত কাব্যময় বিচিত্র ব্যঞ্জনাময় বাহ্যিক
শ্রাবক ভাষিত, সে সূত্রগুলির আবৃত্তি হলে ভিক্ষুগণ শ্রবণেচ্ছু
হবে কর্ণপাত করবে অর্থবোধের জন্য মনোযোগী হবে এবং সে
ধর্মগুলিকে গ্রহণীয় অধিগম্য মনে করবে। এভাবে এ তথাগত
ভাষিত গম্ভীর গম্ভীরার্থ লোকোত্তর শূন্যতাসংযুক্ত ধর্মসমূহের
অন্তর্ধান হবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, এমন শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত
'যে সূত্রগুলি তথাগত ভাষিত গম্ভীর গম্ভীরার্থ লোকোত্তর
শূন্যতাসংযুক্ত, সে সূত্রগুলির আবৃত্তিকালে শ্রবণেচ্ছু হব কর্ণপাত
করব উপলব্ধির জন্য মনোযোগী হব এবং সে ধর্মগুলিকে
গ্রহণীয় অধিগম্য মনে করব।'

আট

বৈশালী-

.... হে ভিক্ষুগণ, এখন লিচ্ছবির তুয়োপাধান ব্যবহার
করে সতর্ক অনলস পরাক্রমশালী হয়ে বাস করেন। মগধরাজ
বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু (তাদের পরাস্ত করবার) উপায় খুঁজে
পাচ্ছেন না সুযোগলাভ করছেন না। অনাগতে লিচ্ছবির হবেন
সুকুমার কোমলহস্তপাদ যারা কোমল শয্যায় তুলোপাধানাদিতে
সূর্যোদয় পর্যন্ত শয়ন করবেন। মগধরাজ বৈদেহীপুত্র
অজাতশত্রু (তাদের পরাস্ত করার) ছিদ্র খুঁজে পাবেন সুযোগ
লাভ করবেন।

হে ভিক্ষুগণ, এখন ভিক্ষুরা তুষোপাধান ব্যবহারে অপ্রমত্ত বীর্যবান তপস্যারত হয়ে বাস করে। পাপী মার তাদের (ধ্বংস করার) অবকাশ পাচ্ছে না। সুযোগ লাভ করছে না। অনাগতে ভিক্ষুরা হবে সুকুমার কোমল হস্তপদবিশিষ্ট যারা কোমল শয্যায় তুলোপাধানাদিতে সূর্যোদয় পর্যন্ত শয়ন করবে। পাপী মার তাদের (ধ্বংস করার) অবকাশ পাবে সুযোগ লাভ করবে। তাই হে ভিক্ষুগণ, এমন শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ‘তুষোপাধান ব্যবহারে অপ্রমত্ত বীর্যবান তপস্যারত হয়ে বাস করব।’

নয়

শ্রাবস্তী-

.... তখন জনৈক নবীন ভিক্ষু অনেকক্ষণ ধরে পরিবারগুলিতে বা লোকের গৃহে গৃহে উপস্থিত হত। ভিক্ষুরা তাকে বললেন- বন্ধু, অনেকক্ষণ গৃহে গৃহে ঘোরাফেরা করো না। তাতে সে ভিক্ষু (উদ্ধত ভাবে) বলল- এ স্থবির ভিক্ষুরা গৃহে গৃহে যাওয়া ঠিক মনে করেন, আমি কেন যাব না?

অতঃপর কয়েকজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসে জানালেন সে নবীন ভিক্ষুর ঘটনা। তা শুনে ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে অরণ্য ভূমিতে একটি প্রকাণ্ড সরোবর ছিল। হস্তীদল তাকে উপজীব্য করে বাস করত। তারা সে সরোবরে অবতরণ করে শুণ্ড দ্বারা মৃণালমূল উৎপাটন পূর্বক কর্দমহীন সুধৌত করে ভক্ষণ করত। তা তাদের বর্ণ ও বল বর্ধন করত এবং তজ্জন্য মৃত্যু কিংবা মৃত্যুসম দুঃখ হত না। তাদের অনুকরণে নব হস্তী শাবকেরা সরোবরে অবতরণ করে শুণ্ড দ্বারা মৃণালমূল উৎপাটন পূর্বক কর্দমহীন সুধৌত না করেই ভক্ষণ করত। তার ফলে তাদের বর্ণ বল বর্ধিত হবার কথা দূরে থাকুক, তারা মৃত্যুশ্রুত

হত অথবা মৃত্যুসম দুঃখভোগ করত। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি এখানে স্থবির ভিক্ষুরা পূর্বাঙ্কে পরিহিত হয়ে পাত্র চীবর নিয়ে গ্রামে কিংবা নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করে। তারা তথায় ধর্মকথা বলে। গৃহীরা তাদের প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন করে এবং তারা সে লব্ধ অন্ন দ্রব্যাদি অনাসক্ত অমূর্ছিত অনভিভূত দোষদর্শী নিঃসরণপ্রজ্ঞ হয়ে ভোগ করে। তা তাদের অষ্টকি বর্ণ বল বর্ধিত করে। তারা তজ্জন্য আধ্যাত্মিক মৃত্যুবরণ করে না কিংবা তাদৃশ দুঃখভোগ করে না। সে স্থবির ভিক্ষুদের অনুকরণে নবীন ভিক্ষুরা পূর্বাঙ্কে পরিহিত হয়ে পাত্রচীবর নিয়ে গ্রামে কিংবা নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করে। তারা তথায় ধর্মকথা বলে। গৃহীরা তাদের প্রসন্নভাব প্রদর্শন করে এবং তারা সে লব্ধ আহাৰাদি আসক্ত মূর্ছিত অভিভূত অদোষদর্শী অনিঃসরণপ্রজ্ঞ হয়ে ভোগ করে। তা তাদের গুণবর্ণ গুণবল বিধিত করে না। তজ্জন্য তারা আধ্যাত্মিক মৃত্যুবরণ করে এবং তাদৃশ দুঃখভোগ করে। তাই হে ভিক্ষুগণ, এমন শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত অনাসক্ত অমূর্ছিত অনভিভূত দোষদর্শী নিঃসরণপ্রজ্ঞ হয়ে লাভ ভোগ করব।’

দশ

শ্রাবস্তী-

.... তখন জনৈক ভিক্ষু অধিকক্ষণ ধরে লোকের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করত। ভিক্ষুরা তাকে বললেন- বন্ধু, অনেকক্ষণ গৃহে গৃহে ভ্রমণ করো না। তাতে সে ভিক্ষু বিরক্ত হন। অতঃপর কয়েকজন ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ...। ভগবান বললেন- হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে একটি বিড়াল গৃহসমূহের সংযোগ স্থলে মল ও আবর্জনাগুলো (কোমল ক্ষুদ্র মূষিক আহাৰ সন্ধানে বের হলে তাকে ধরে খাবার আশায়) দাঁড়িয়ে রইল।

যখনি ক্ষুদ্র কোমল মূষিক আহারান্বেষণে বেরিয়ে পড়ল সেখানে তখনি সে তাকে ধরে গিলে ফেলল। সে জীবন্ত মূষিক বিড়ালটির অল্প দংশন করল ক্ষুদ্রাল্প দংশন করল। তাতে বিড়াল দুঃখ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। ঠিক তেমনি এখানে কোন কোন ভিক্ষু পূর্বাঙ্কে পরিহিত হয়ে পাত্র চীবর নিয়ে গ্রামে কিংবা নিগমে অরক্ষিত কামে অরক্ষিত বাক্যে অরক্ষিত চিন্তে স্মৃতিভাবনাহীন অসংযতেন্দ্রিয় হয়ে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করে। সে সেখানে অসংবৃতবসনা অসংবৃতোত্তরীয়া নারীকে দেখে। তাতে কামনা তার চিত্তকে অভিভূত করে। সে কামনার নিপীড়নে শ্রমণ-শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীনভাবে আবর্তিত হয়- ইহাকে আর্য বিনয়ে বলা হয় মৃত্যু, অথবা কোন সংক্লিষ্ট ‘আপত্তি’ বা পাপক্রিয়ায় জড়িত হয় যা থেকে উত্থানের সম্ভাবনা দেখা যায়- ইহাই মৃত্যুসম দুঃখ। তাই হে ভিক্ষুগণ, এমন শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত রক্ষিত কায়ে রক্ষিত বাক্যে রক্ষিত চিন্তে স্মৃতিভাবনায়ুক্ত সংযতেন্দ্রিয় হয়ে গ্রামে নিগমে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করব।

এগার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, তোমরা রাত্রির অবসানে প্রত্যুষকালে শৃগালের ডাক শুনেছ কি?

ভিক্ষুগণ- হাঁ, ভদন্ত।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, এ জীর্ণ শৃগাল ‘উৎকর্ণক’ নামক রোগ বিশেষের দ্বারা আক্রান্ত। সে যেখানে সেখানে ইচ্ছা করে, সে যেখানে সেখানে যায়, যেখানে সেখানে দাঁড়ায়, যেখানে সেখানে বসে, যেখানে সেখানে শয়ন করে শীতল বায়ুর আশায়। এখানে এ শৃগালের মত কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা

যায় যে নিজেকে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ বলে পরিচয় দেয়। তাই এমন শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত ‘অপ্রমত্ত হয়ে থাকব।’

বার

শ্রাবস্তী-

.... হে ভিক্ষুগণ, তোমরা রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে শৃগালের ডাক শুনেছ কি?

ভিক্ষুগণ- হ্যাঁ, ভদত্ত।

ভগবান- হে ভিক্ষুগণ, সে জীর্ণ শৃগালেরও কৃতজ্ঞতা থাকতে পারে, কিন্তু এখানে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ বলে পরিচয় প্রদানকারী কোন কোন ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই। তাই তোমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত- কৃতজ্ঞ হব। সামান্য উপকারও বিস্মৃত হব না।

ভিক্ষু সংযুক্ত

এক

শ্রাবস্তী-

.... আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন ভিক্ষুদের ‘ভিক্ষু বন্ধুগণ’ বলে সম্বোধন করলেন। সে ভিক্ষুগণ ‘বন্ধু’ বলে সাড়া দিলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন বলতে লাগলেন- বন্ধুগণ, এখানে নিভৃতে নিবিষ্ট ভাবে মগ্ন আমার মনে এ চিন্তার উদয় হয়েছিল ‘আর্য তুষীম্ভাব বলে যে বলা হয়, তা কি?’ তখন আমার মনে হল ‘এখানে ভিক্ষু যে বিতর্ক বিচারের উপশমে আন্তর প্রসন্নতা ও চিন্তের একাগ্রতায়ুক্ত বিতর্ক বিচারহীন সমাধিজ প্রীতিসুখসম্পন্ন দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করেন, তাকে বলা হয় আর্য তুষীম্ভাব। বন্ধুগণ, আমি বিতর্ক বিচারের উপশমে আন্তর প্রসন্নতা ও চিন্তের একাগ্রতায়ুক্ত বিতর্ক বিচারহীন

সমাধিজ প্রীতি সুখ সম্পন্ন দ্বিতীয় ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে বাস করি। এ ধ্যানবিহাররত আমার বিতর্ক সহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে। তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ‘হে মৌদাল্যায়ন, হে ব্রাহ্মণ, প্রসাদ ত্যাগ কর আর্য তুষ্টীভাবে চিত্ত স্থির কর একাগ্র কর নিবিষ্ট হও।’ - বন্ধুগণ, অতঃপর আমি বিতর্ক বিচারের উপশমে আন্তর প্রসন্নতা ও চিত্তের একাগ্রতায়ুক্ত বিতর্ক বিচারহীন সমাধিজ প্রীতিসম্পন্ন দ্বিতীয় ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে বাস করেছিলাম।’ যাকে শাস্ত্রের অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞতা প্রাপ্ত শ্রাবক বলে বলতে গেলে বলা যায়, তা সম্যক ভাবে আমাকেই বলা হতে পারে।

দুই

শ্রাবস্তী-

.... আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের ‘ভিক্ষু বন্ধুগণ’ বলে সম্বোধন করলেন। সে ভিক্ষুগণ ‘বন্ধু’ বলে সাড়া দিলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র বলতে লাগলেন- বন্ধুগণ, এখানে নিভৃতে নিবিষ্টভাব মগ্ন আমার মনে এ চিন্তার উদয় হয়েছিল ‘জগতে এমন কিছু আছে কি যার বিপরীতগমে অন্যথাভাবে বা অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে শোকবিলাপ, দুঃখ দৌর্মনস্য ও ক্ষোভ উৎপন্ন হতে পারে? আমার তখন মনে হয়েছিল ‘জগতে এমন কিছু নেই যার বিপরীতগমে অন্যথাভাবে শোক বিলাপ দুঃখ দৌর্মনস্য ও ক্ষোভ উৎপন্ন হতে পারে।’

এ উক্তি শুনে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন ‘বন্ধু, শাস্ত্রেরও কি বিপরীতগমে অন্যথাভাবে আপনার শোক বিলাপ, দুঃখ দৌর্মনস্য ও ক্ষোভ উৎপন্ন হবে না?’ তবে আমার মনে হবে- মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহানুভাবসম্পন্ন মহাশক্তিমান সত্ত্ব অন্তর্হিত হলেন, যদি ভগবান দীর্ঘকাল

থাকতেন, তাহলে তা হত বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায় দেবমনুষ্যদের হিতার্থে সুখার্থে।’ এ উত্তর শুনে আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন- তবে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের অহঙ্কার মমঙ্কার মানানুশয় দীর্ঘকাল সমুচ্ছিন্ন হয়েছে, তাই শাস্তার ও বিপরিণামে অন্যথা ভাবে শোক বিলাপ, দুঃখ দৌর্মনস্য ও ক্ষোভ উৎপন্ন হবে না।

তিন

শ্রাবস্তী-

সে সময়ে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ও আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়ন রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দক ক্ষেত্রে একই বিহারে অবস্থান করছিলেন। একদিন আয়ুষ্মান শারীপুত্র সন্ধ্যাকালে ধ্যান থেকে উঠে আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন- ‘বন্ধু মৌদাল্যায়ন, আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, মুখবর্ণ উজ্জ্বল নির্মল দেখাচ্ছে, আয়ুষ্মান মৌদাল্যায়ন একান্তই শান্ত ধ্যানবিহারে মগ্ন ছিলেন।

মৌদাল্যায়ন- বন্ধু, আজ আমি উদার ধ্যান বিহারে ছিলাম, অথচ ধর্মালাপ হয়েছিল।

শারীপুত্র- কার সঙ্গে আয়ুষ্মান মৌদাল্যায়নের ধর্মালাপ হয়েছিল?

মৌদাল্যায়ন- বন্ধু, ভগবানের সঙ্গে হয়েছিল ধর্মালাপ।

শারীপুত্র- ভগবানের সঙ্গে আয়ুষ্মান মহামৌদাল্যায়নের কি ধর্মালাপ হয়েছিল?

মৌদাল্যায়ন- বন্ধু, আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভদন্ত, আরন্ধবীর্য বলে বলা হয়, কতদূর আরন্ধবীর্য? এর উত্তরে ভগবান বলেছিলেন এখানে ভিক্ষু আরন্ধ বীর্য হয়ে সংকল্প করে ‘ত্বক্লাম্বু, অস্তি অবশিষ্ট থাকুক, রক্ত মাংস শুকিয়ে যাক পুরুষ

শক্তিতে পুরুষ বীর্যে পুরুষ পরাক্রমে যা (যে নির্বাণ) প্রাপ্ত হওয়া যায় তা প্রাপ্ত না হয়ে বীর্য নিরস্ত হবে না।’ এভাবে আরন্ধবীর্য হয়। বন্ধু ভগবানের সঙ্গে এ ধর্মালাপ হয়েছিল।’

শারীপুত্র- বন্ধু, ক্ষুদ্র পাষণ শর্করা যেমন পর্বতরাজ হিমালয়ের সঙ্গে উপমা মাত্র, তেমন আমরাও আয়ুজ্ঞান মহামৌদাল্যায়নের সঙ্গে উপমা মাত্র, আয়ুজ্ঞান মহামৌদাল্যায়ন মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহানুভব সম্পন্ন এবং ইচ্ছা করলে কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারেন।

মৌদাল্যায়ন- বন্ধু, (চক্রবাল মুখে স্থাপিত) মহালবণ ঘটের সঙ্গে ক্ষুদ্রলবণ কণা যেমন উপমা মাত্র, তেমনি আমরা আয়ুজ্ঞান শারীপুত্রের সঙ্গে উপমা মাত্র। আয়ুজ্ঞান শারীপুত্র ভগবান কর্তৃক স্তুত বর্ণিত প্রশংসিত- প্রজ্ঞায় শীলে উপশমে শারীপুত্র শ্রেষ্ঠ যে ভিক্ষু পারগত, সেও এর অনুগামী।

এভাবে ঐ দুই মহানাগ বা মহাপুরুষ পরস্পরের সুভাষিত সুবচন অনুমোদন করলেন।

চার

শ্রাবস্তী-

সে সময়ে জনৈক নবীন ভিক্ষু আহারের পর বিহারে প্রবেশ করে নিরুদ্যান নিরুৎসুক নীরব হয়ে থাকতেন, চীবর সেলাই এর সময় ভিক্ষুদের সহায়তা করতেন না। তখন কতিপয় ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন- পূর্বক একান্তে বসে এ বিষয় জানালেন।

অতঃপর ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে সম্বোধন করে বললেন ‘এসো ভিক্ষু, আমার কথায় সে ভিক্ষুকে বল শাস্তা তাকে ডাকছেন।’ হাঁ, ভদন্ত বলে ভিক্ষুটি ভগবানের কথায় সার দিয়ে সে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন- বন্ধু, শাস্তা

আপনাকে ডাকছেন। অবিলম্বে তিনি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একান্তে বসলেন। ভগবান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- হে ভিক্ষু, সত্যই কি তুমি আহারের পর বিহারে প্রবেশ করে নিরুদ্যম নিরুৎসুক নীরব হয়ে থাক এবং চীবর নির্মাণ কালে ভিক্ষুদের সহায়তা কর না। সে ভিক্ষু উত্তরে বললেন- ভদন্ত, আমি নিজের কাজ করি। অতঃপর ভগবান নিজের চিত্ত দিয়ে সে ভিক্ষুর চিত্ত অবগত হয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এ ভিক্ষুর নিন্দা করো না, এ ভিক্ষু প্রত্যক্ষ সুখ বিহার প্রতিমানসিক চার ধ্যানেই অনায়াসলাভী অকৃচ্ছলাভী যথেষ্টলাভী, যে জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে গৃহত্যাগ করে গৃহহীন প্রব্রজিত হয়, সে ব্রহ্মচর্যের চরম অনুত্তর (উপলব্ধির স্তর) স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে বাস করছে। এ বলে ভগবান সুগত পুন গাথায় উচ্চারণ করলেন-

সকল গ্রস্থিপ্রমোচক নির্বাণ শিথিল পরাক্রমে
অল্প শক্তিতে (অনায়াসে) অধিগত
হওয়া যায় না। এ নবীন ভিক্ষু এ
শ্রেষ্ঠ পুরুষ সসৈন্য মারকে পরাভূত করে
অন্তিম দেহ ধারণ করছে।

পাঁচ

শ্রাবস্তী-

আয়ুষ্মান সুজাত ভগবানের নিকট উপস্থিত হবার সময়ে তাঁকে দূর থেকে দেখেই ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ, এ কুলপুত্র উভয়ত শোভা পাচ্ছে যেহেতু সে রূপবান বর্ণশোভাসম্পন্ন দর্শনীয় প্রসাদাবহ এবং যৈজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে গৃহত্যাগ করে গৃহহীন প্রব্রজিত হয়, সে

ব্রহ্মচর্যের চরম অনুত্তর (উপলব্ধি স্তর) স্বয়ং অভিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে বাস করছে। এ বলে ভগবান সুগত গাথায় উচ্চারণ করলেন-

এ ভিক্ষু একান্তই ঋজুভূতচিত্তের সৌন্দর্যে শোভা পাচ্ছে এবং সসৈন্য মারকে পরাভূত করে বন্ধনহীন মুক্ত নির্বৃত্ত হয়ে অন্তিম দেহ ধারণ করছে।

হয়

শ্রাবস্তী-

.... আয়ুষ্মান লকুণ্টক ভদ্রিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হবার সময় তাঁকে দূর থেকে দেখেই ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ঐ পরিহাস ভাজন দুর্বর্ণ দুর্দশ খর্বকায় ভিক্ষুকে? ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে সাড় দিলে ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহানুভাব সমন্বিত, এমন কোন ধ্যান সমাপত্তি নেই যা সে আয়ত্ত করেনি এবং যেজন্য কুলপুত্রগণ অধিগত হয়ে বাস করছে। এ বলে ভগবান সুগত গাথায় উচ্চারণ করলেন-

হংস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, হস্তী, মৃগ সকলেই সিংহকে ভয় করে। শরীর দিয়ে তুলনা হয় না অর্থাৎ শরীর মাপকাঠি নয়। তেমনি মনুষ্যদের মধ্যে শরীর ক্ষুদ্র হলেও যিনি প্রজ্ঞাবান, তিনিই মহৎ, শরীরবান বা শরীর সম্পদ সম্পন্ন মূর্থ নয়।

সাত

বৈশালী-

.... সে সময়ে আয়ুষ্মান পঞ্চগলি পুত্র বিশাখ অতিথিশালায় ভিক্ষুদের ধর্মলাপে অনর্গল অর্থব্যঞ্জক মধুর বচনে চতুর্সত্য বিষয়ক ধর্ম বোঝাচ্ছিলেন গ্রহণ করাচ্ছিলেন উৎসাহিত ও

প্রহর্ষিত করছিলেন। অনন্তর ভগবান সায়াহে ধ্যানোচ্ছিত হয়ে অতিথিশালায় পদার্পণ পূর্বক পাতানো আসনে উপবেশন করে ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন- হে ভিক্ষুগণ, অতিথিশালায় কে ভিক্ষুদের ধর্মলাপে অনর্গল অর্থব্যঞ্জক মধুর বচনে চতুর্সত্য বিষয়ক ধর্ম বোঝাচ্ছিল গ্রহণ করাচ্ছিল উৎসাহিত ও প্রহর্ষিত করছিল।’ ভিক্ষুগণ বিনীতভাবে উত্তর করলেন- ভদন্ত, আয়ুষ্মান পঞ্চগলিপুত্র বিশাখ তা করছিলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান পঞ্চগলিপুত্র বিশাখকে সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষু বিশাখ, সাধু! সাধু! তুমি ভিক্ষুদের ধর্মলাপে প্রহর্ষিত করছিলেন।

এ বলে ভগবান সুগত হন গাথায় উচ্চারণ করলেন-

নির্বোধদের সঙ্গে সম্মিলিত পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁর ভাষণ ব্যতীত জানা যায় না, অমৃত পদ দেশনা করে ভাষণ দিলেই তাঁকে চেনা যায়। ধর্মবিলহে প্রচার করবে, ধর্মের পতাকা ধারণ করবে। ঋষিগণ সুভাষিত ধ্বজ, ধর্মই ঋষিদের ধ্বজা।

আট

শ্রাবস্তী-

.... ভগবানের মাসতুত ভাই আয়ুষ্মান নন্দ সুমার্জিত (ইস্ত্রি করা) চীবর পরিহিত হয়ে চক্ষুদ্বয় কজ্জললিপ্ত করে মসৃণ পাত্র হস্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে বসলেন। ভগবান আয়ুষ্মান নন্দকে বললেন- হে নন্দ, শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত তোমার পক্ষে সুমার্জিত চীবর পরিধান করা চক্ষুদ্বয় কজ্জললিপ্ত করা এবং মসৃণ পাত্র ধারণ করা সঙ্গ নয়, তোমার পক্ষে ইহাই সঙ্গত অনুদ্ধ- যদি তুমি অরণ্যবাসী হও ভিক্ষাজীবী হও পাণ্ডুকুলব্রত অবলম্বন কর এবং কামে অনপেক্ষ হও নিক্রাম হয়ে বাস কর।

এ বলে ভগবান সুগত পুনশ্চ গাথায় বললেন-

কখন আসি নন্দকে অরণ্যবাসী পাংশুকুলব্রতধারী অজ্ঞাত
ভিক্ষা সংগ্রহে জীবনযাপনকারী নিক্ষাম দেখব!

আয়ুত্মান নন্দ কালান্তরে অরণ্যবাসী ভিক্ষাজীবী
পাংশুকুলব্রতধারী এবং নিক্ষাম হয়ে অবস্থান করলেন।

নয়

শ্রাবস্তী-

.... একদা ভগবানের পিসতুত ভাই আয়ুত্মান তিস্য
ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক বিষণ্ণ
দুর্মনা হয়ে অশ্রুপাত করতে করতে একান্তে বসলেন। ভগবান
তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- হে তিস্য, কেন তুমি এমন বিষণ্ণ
দুর্মনা হয়ে অশ্রুপাত করে একান্তে বসে আছ?

তিস্য- ভদন্ত, ভিক্ষুগণ আমাকে চারদিক থেকে বাক্যবাণে
জর্জরিত করছে।

ভগবান- হে তিস্য, তাহলে তুমি বক্তা (যা মুখে আসে তা
বল) কিন্তু পরের বাক্য সহ্য কর না। হে তিস্য, শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত
কুলপুত্রের পক্ষে ইহা সঙ্গত নয় যে তুমি বক্তা অথচ পরের
বাক্য সহ্য কর না। তোমার মত শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্রের
পক্ষে ইহাই উচিত যে তুমি বক্তা এবং বাক্য সহনশীল হবে।

ইহা বলে। গাথায় বললেন-

(হে তিস্য), তুমি কে ত্রুদ্ধ হও, তোমার ক্রোধহীন হওয়া
উচিত। হে তিস্য, ক্রোধ-মান-মাৎসর্য বিনোদনের জন্যই
ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।

দশ

রাজগৃহ-

.... তখন থের নামক জনৈক ভিক্ষু এককচারী ও এককচর্যার প্রশংসাকারী ছিলেন। তিনি একাকী গ্রামে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করতেন, একাকী প্রত্যাবর্তন করতেন, একাকী নির্জন স্থানে বসতেন একাকী পায়চারি করতেন।

একদিন কতিপয় ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে বসে থের ভিক্ষুর একক চর্যার বিষয় ভগবানকে জানালেন। ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষু, আমার কথায় থের ভিক্ষুকে ডেকে আন। সে ভিক্ষু ‘হাঁ ভদন্ত’ বলে আয়ুস্মান থের ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন- বসু থের, শাস্তা আপনাকে ডাকছেন। ‘হাঁ, বন্ধু বলে সায় দিয়ে আয়ুস্মান থের ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে একান্তে উপবিষ্ট আয়ুস্মান থেরকে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন- হে থের, সত্যই কি তুমি এককচারী এবং একক চর্যায় প্রশংসাকারী? আয়ুস্মান থের উত্তরে বললেন- ভদন্ত, আমি একাকী গ্রামে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করি, একাকী প্রত্যাবর্তন করি, একাকী নির্জন স্থানে বসি এবং একাকী পায়চারি করি- এভাবে আমি এককচারী এবং একক চর্যার প্রশংসাকারী। ভগবান বললেন- হে থের, এককচর্যা আছে, তা নেই বলে বলি না, কিন্তু এ এককচর্যা সবিস্তারে যে ভাবে পরিপূর্ণ হয়, তা শোন, সুন্দরভাবে মনোনিবেশ কর।’ ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে সায় দিয়ে হে থের, যা অতীত, তা পরিত্যক্ত (অর্থাৎ অতীত জন্মের প্রতি অনুরাগ বিগত), যা অনাগত তা বিসর্জিত (অর্থাৎ অনাগত জন্মের প্রতি আসক্তি

পরিত্যক্ত) এবং বর্তমান জন্মের প্রতি আপয়ানুরাগ বিনোদিত-
এভাবে এককচর্যা সবিস্তারে পরিপূর্ণ হয়।

এ বলে গাথায় উচ্চারণ করলেন-

সর্বজয়ী সর্ববিদ সর্বধর্মে নির্লিপ্ত সর্বত্যাগী তৃষ্ণাক্ষয়ে
বিমুক্ত ব্যক্তিকে আমি এককচারী বলে বলি।

এগার

শ্রাবস্তী-

.... একদিন আয়ুষ্মান মহাকপ্লিন ভগবানের নিকট উপস্থিত
হলেন। ভগবান তাকে দূর থেকে আসতে দেখে ভিক্ষুদের
সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি এ গৌরবর্ণ
উন্নতনাসা ভিক্ষুকে আসতে দেখছ? ভিক্ষুগণ ‘হাঁ ভদন্ত’ বলে
সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন- হে ভিক্ষুগণ, এ ভিক্ষু
মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহানুভাবসমন্বিত, এমন কোন ধ্যানসমাপত্তি
নেই, যা সে আয়ত্ত করেনি এবং যেজন্য কুলপুত্রগণ
অধিগত হয়ে বাস করছে।

এ বলে ভগবান সুগত পুনশ্চ গাথায় উচ্চারণ করলেন-

যারা গোত্রের পরিচয় দেয়, সে জনগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়
শ্রেষ্ঠ। দিব্যচক্ষু ইত্যাদি বিদ্যা এবং শীলাদি আচরণ সমন্বিত
ব্যক্তি দেবমনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আদিত্য দিনে দীপ্তিদান
করে চন্দ্র রাত্রিতে আভাষিত হয়। ক্ষত্রিয় রাজসজ্জায় সজ্জিত
হয়ে শোভিত হন। ব্রাহ্মণ ধ্যানমগ্ন হয়ে দীপ্তিমান হন। কিন্তু
যুদ্ধ অহোরাত্র আপনার তেজে দীপ্তিমান থাকেন।

বার

শ্রাবস্তী-

.... একদা পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ আয়ুষ্মান
মহাকপ্লিনের দুই শিষ্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন।

ভগবান তাঁদের দূর থেকে আসতে দেখে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন- হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মহাকপ্লিনের শিষ্য ঐ ভিক্ষুবন্ধুদ্বয়কে আসতে দেখছ কি? ভিক্ষুগণ ‘হাঁ, ভদন্ত’ বলে সায় দিলেন। ভগবান বলতে লাগলেন- এরা উভয়ে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মহানুভাবসমন্বিত, এমন কোন ধ্যান সমাপত্তি নেই যা তারা আয়ত্ত করেনি এবং যেজন্য কুলপুত্রগণ অধিগত হয়ে বাস করছে।

এ বলে ভগবান সুগত পুনশ্চ গাথায় বললেন-

এ ভিক্ষু বন্ধুদ্বয় একান্তই দীর্ঘকাল অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর ধরে সমধর্মী বা ঐকমত্যে অধিষ্ঠিত। বুদ্ধ প্রবর্তিত সদ্ধর্ম তাদের মনোপুত। আর্য বা নিষ্কলুষ ধর্মে তারা কপ্লিন কর্তৃক সুবিনীত হয়ে সসৈন্য মারকে পরাজিত করে অন্তিম দেহ ধারণ করছে।

নিদান বর্গ সমাপ্ত